মাসুদ রানা

শ্বাপদ সংকুল

তিন খণ্ড একত্রে

কাজী আনোয়ার হোসেন

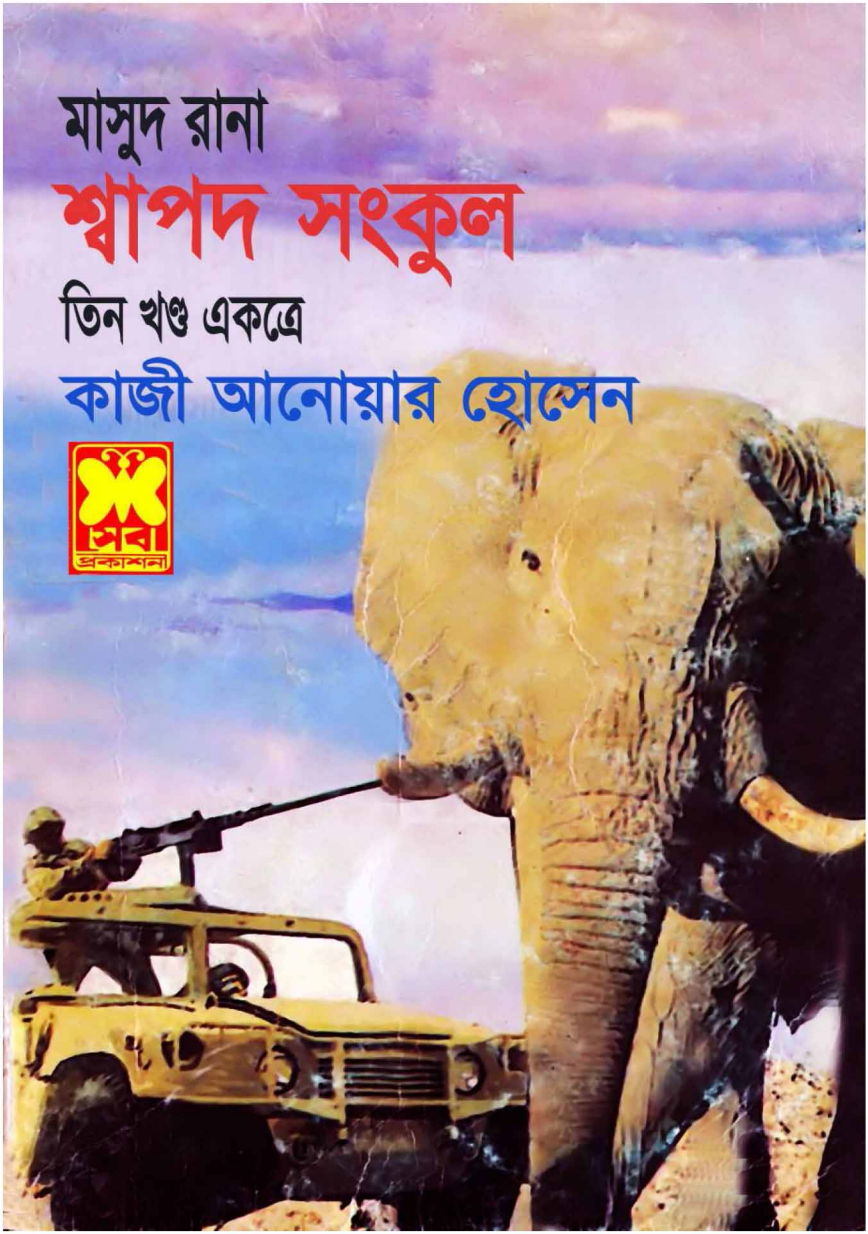

সেবা প্রকাশনী

মাসুদ রানা

শ্বাপদ সংকুল

(তিনখণ্ড একত্রে)

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-7188-3

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: প্রকাশকের

১ম প্রকাশ: ১৯৯২
২য় প্রকাশ: ২০০৪

প্রচ্ছদ: রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৮০৭৪০৮ (M-M)
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail: sebaprok@citechco.net
Web Site: www.ancbooks.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Masud Rana
SHAPOD SHONKUL
Part-I, II & III
By: Qazi Anwar Husain

সেবা প্রকাশনী

একান্ন টাকা

শ্বাপদ সংকুল-১ ৫–১১৬
শ্বাপদ সংকুল-২ ১১৭–২০৬
শ্বাপদ সংকুল-৩ ২০৭–৩১২

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া, কোনভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

সস্তায় মাসুদ রানার বইঃ ভলিউম

১-২-৩	ধ্বংস পাহাড়+ভারতনাট্যম+স্বর্ণমৃগ	৪৫/-
৪-৫-৬	দুঃসাহসিক+মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা+দুর্গম দুর্গ	৪১/-
৮-৯	সাগর সঙ্গম-১,২ (একত্রে)	২৮/-
১০-১১	রানা! সাবধান!!+বিস্মরণ	৪১/-
১২-৫৫	বুদ্ধদ্বীপ+কুউউ	৩৮/-
১৩-১৪	নীল আতঙ্ক-১,২ (একত্রে)	২৮/-
১৫-১৬	কায়রো+মৃত্যু প্রহর	৩৭/-
১৭-১৮	গুপ্তচক্র+দুর্গম এক কোটি টাকা মাত্র	৩৪/-
১৯-২০	রাত্রি অন্ধকার+জ্বাল	৩১/-
২১-২২	অটল সিংহাসন+মৃত্যুর ঠিকানা	৩২/-
২৩-২৪	ক্ষ্যাপা নর্তক+শয়তানের দূত	৩২/-
২৫-২৬	এখনও ষড়যন্ত্র+প্রমাণ কই	২৭/-
২৭-২৮	বিপদজনক-১,২ (একত্রে)	২৯/-
২৯-৩০	রক্তের রঙ-১,২ (একত্রে)	২৮/-
৩১-৩২	অদৃশ্য শত্রু+পিশাচ দ্বীপ (একত্রে)	৩৫/-
৩৩-৩৪	বিদেশী গুপ্তচর-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৩৫-৩৬	ব্ল্যাক স্পাইডার-১,২ (একত্রে)	৩০/-
৩৭-৩৮	গুপ্তহত্যা+তিনশত্রু	৩৪/-
৩৯-৪০	অকস্মাৎ সীমান্ত-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৪১-৪৬	সতর্ক শয়তান+পাগল বৈজ্ঞানিক	৪০/-
৪২-৪৩	নীল ছবি-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
৪৪-৪৫	প্রবেশ নিষেধ-১,২ (একত্রে)	৩১/-
৪৭-৪৮	এসপিওনাজ-১,২ (একত্রে)	২৯/-
৪৯-৫০	লাল পাহাড়+হৃৎকম্পন	৩৫/-
৫১-৫২	প্রতিহিংসা-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
৫৩-৫৪	হংকং সম্রাট-১,২ (একত্রে)	২৮/-
৫৬-৫৭-৫৮	বিদায়, রানা-১,২,৩ (একত্রে)	৪৪/-
৫৯-৬০	প্রতিদ্বন্দ্বী-১,২ (একত্রে)	২৯/-
৬১-৬২	আক্রমণ (একত্রে)	৪১/-
৬৩-৬৪	গ্রাস-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
৬৫-৬৬	স্বর্ণতরী-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
৬৭-১৬১	পপি+বুমেরাং	৪৫/-
৬৮-৬৯	জিপসী-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
৭০-৭১	আমিই রানা-১,২ (একত্রে)	৪০/-
৭২-৭৩	সেই উ সেন-১,২ (একত্রে)	৪০/-
৭৪-৭৫	হ্যালো, সোহানা (একত্রে)	৪০/-
৭৬-৭৭	হাইজ্যাক-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
৭৮-৭৯-৮০	আই লাভ ইউ, ম্যান (তিনখণ্ড একত্রে)	৫৮/-
৮১-৮২	সাগর কন্যা-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
৮৩-৮৪	পালাবে কোথায়-১,২ (একত্রে)	৪১/-
৮৫-৮৬	টার্গেট নাইন-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৮৭-৮৮	বিষ নিঃশ্বাস-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
৮৯-৯০	প্রেতাত্মা-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৯১-৯২	বন্দী গগল+ফিফি	৩৬/-
৯৩-৯৪	দুস্তর যাত্রা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
৯৫-৯৬	স্বর্ণ সংকট-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৯৭-৯৮	সন্ন্যাসিনী+পাশের কামরা	৪১/-
৯৯-১০০	নিরাপদ কারাগার-১,২ (একত্রে)	৩২/-
১০১-১০২	স্বর্ণরাজ-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১০৩-১০৪	উদ্ধার-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
১০৫-১০৬	হামলা-১,২ (একত্রে)	৩১/-
১০৭-১০৮	প্রতিশোধ-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
১০৯-১১০	মেজর রাহাত-১,২ (একত্রে)	৪০/-
১১১-১১২	লেনিনগ্রাদ-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
১১৩-১১৪	অ্যামবুশ-১,২ (একত্রে)	৩২/-
১১৫-১১৬	আরেক বারমুডা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১১৭-১১৮	বেনামী বন্দর-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১১৯-১২০	নকল রানা-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
১২১-১২২	রিপোর্টার-১,২ (একত্রে)	৪২/-
১২৩-১২৪	মরুযাত্রা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১২৫-১৩১	বন্ধু+চ্যালেঞ্জ	৪৪/-
১২৬-১২৭-১২৮	সংকেত-১,২,৩ (একত্রে)	৫২/-
১২৯-১৩০	স্পর্ধা-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
১৩২-১৫৩	শত্রুপক্ষ+ছদ্মবেশী	৪৪/-
১৩৩-১৩৪	চারদিকে শত্রু-১,২	৩৪/-
১৩৫-১৩৬	অগ্নিপুরুষ (একত্রে)	৩৯/-
১৩৭-১৩৮	অন্ধকারে চিতা-১,২ (একত্রে)	৪৫/-
১৩৯-১৪০	মরণকামড়-১,২ (একত্রে)	৩০/-
১৪১-১৪২	মরণখেলা-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
১৪৩-১৪৪	অপহরণ-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১৪৫-১৪৬	আবার সেই দুঃস্বপ্ন-১,২ (একত্রে)	৩১/-
১৪৭-১৪৮	বিপর্যয়-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১৪৯-১৫০	শান্তিদূত-১,২ (একত্রে)	৪০/-
১৫১-১৫২	শ্বেত সন্ত্রাস-১,২	৫০/-
১৫৮-১৬২	সময়সীমা মধ্যরাত+মাফিয়া	৪৬/-
১৫৯-১৬০	আবার উ সেন-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
১৬২-১৬৫	কে কেন কিভাবে+কুচক্র	৪৭/-
১৭২-১৭৩	জুয়াড়ী ১,২ (একত্রে)	৩৪/-
১৮০-১৮১	সত্যবাবা-১,২	৩৮/-
১৮২-১৮৩	যাত্রীরা হুশিয়ার+অপারেশন চিতা	৩৭/-
১৯৫-১৯৬	ব্ল্যাক ম্যাজিক-১, ২ (একত্রে)	৩৬/-
১৯৭-১৯৮	তিক্ত অবকাশ-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
১৯৯-২০০	ডাবল এজেন্ট-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২০১-২০২	আমি সোহানা-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২০৩-২০৪	অগ্নিশপথ-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
২০৫-২০৬-২০৭	জাপানী ফ্যানাটিক-১,২,৩ (একত্রে)	৫০/-
২০৮-২০৯	সাক্ষাৎ শয়তান-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২১০-২১১	গুপ্তঘাতক-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২১৯-২২০	দুই নম্বর-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
২২৫-২২৬	নকল বিজ্ঞানী-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
২৩৪-২৩৫	অপচ্ছায়া-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
২৩৬-২৩৭	ব্যর্থ মিশন-১,২ (একত্রে)	৩১/-
২৩৮-২৩৯	নীল দংশন-১,২ (একত্রে)	৩২/-
২৪০-২৪১	সাউদিয়া ১৩৩-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
২৫৮-২৬৪	রক্তচোষা+সাত রাজার ধন	৪৩/-
২৭০-২৭১	অপারেশন বসনিয়া+টার্গেট বাংলাদেশ	৩৭/-
২৭২-২৭৩	মহাপ্রলয়+বৃদ্ধবাজ	৩৬/-
২৭৯-২৮২	মাস্তান ট্রেজার+জন্মভূমি	৪৭/-
২৮০-২৮৯	বাড়ের পূর্বাভাস+কালসাপ	৩৮/-
২৮১-২৭৭	আক্রান্ত দুবাসান+শয়তানের ঘাঁটি	৪২/-
২৮৩-২৮৮	দুর্গম গিরি+তুরুপের তাস	৩৮/-

শ্বাপদ সংকুল-১

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯২

এক

দু'ঘন্টার ওপর হলো এক চুল নড়েনি মেয়েটা। নিষেধ অমান্য করে নড়ে ওঠার জন্যে প্রতিটি আড়ষ্ট পেশী যেন কাঁপছে। অসাড় হয়ে গেছে নিতম্ব। লুকোবার আগে তাকে পরামর্শ দেয়া হলেও সে তার ব্লাডার খালি করেনি–পুরুষ সঙ্গীদের মাঝখানে একা একটা মেয়ে সে, অস্বস্তিবোধ করা স্বাভাবিক, তাছাড়া আফ্রিকার গহীন জঙ্গল এখনো তাকে এতোটা সন্ত্রস্ত করে রেখেছে যে একা হেঁটে গিয়ে নিরিবিলি একটা জায়গা খুঁজে বসে পড়ার সাহস হয়নি তার। তখন লজ্জা ও ভয় পাওয়ায় এখন নিজের ওপর প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে।

মাচাটা ঘাস দিয়ে মোড়া, চিকন ফাঁক আছে দেখার জন্যে, সামনের ঘন ঝোপ সযত্নে কেটে একটা সুড়ঙ্গ তৈরি করেছে গানবেয়ারাররা–সযত্নে, কারণ প্রতি সেকেণ্ডে তিন হাজার ফুট গতিতে ছুটন্ত বুলেটকে খুদে নগণ্য একটা ডালও দিকভ্রান্ত করে দিতে পারে। সুড়ঙ্গটা ষাট গজ লম্বা-মাপা, যাতে রাইফেলে লাগানো টেলিস্কোপ সাইট অ্যাডজাস্ট করতে সুবিধে হয়।

শরীরটা স্থির, শুধু চোখ ঘুরিয়ে পাপার দিকে তাকালো মনিকা, মাচাব ওপর তার পাশে বসে আছেন। ইংরেজি হরফ ভি আকৃতির একটা ডালে লম্বা হয়ে রয়েছে তাঁর রাইফেল, স্টক-এর ওপর শান্তভাবে পড়ে আছে ডান হাত। গালের পাশে এনে লক্ষ্যস্থির করার জন্যে মাত্র কয়েক ইঞ্চি তুলতে হবে ওটা।

শারীরিক কষ্টের মধ্যে থাকলেও, রাইফেলের ওপর চোখ পড়তেই রাগ হলো মনিকার। ওই চকচকে অস্ত্রটা প্রাণীনিধনের অন্যায় নেশা মেটানোর কাজে ব্যবহার করেন তার পাপা। পাপার প্রতিটি কাজই হয় তাকে আতঙ্কিত করে, নয়তো দ্বিধায় ফেলে দেয়। কোনো না কোনোভাবে তার অনুভূতিতে আঘাত করবেই। তার জীবনটাকে নিয়ন্ত্রণ করেন তিনি; পাপাকে সেজন্যে একাধারে ঘৃণা করে মনিকা, ভালোও বাসে। বাঁধন ছিঁড়ে সব সময় পালাতে চায় মেয়ে, বাবা তাকে প্রতিবার অনায়াসে কাছে টেনে আনেন, জড়িয়ে রাখেন অদৃশ্য বাঁধনে। আসল কারণটা জানে মনিকা, পঁচিশ বছর বয়েসে এখনো অবিবাহিতা সে। গর্ব করার মতো রূপ-যৌবন তার, কতো পুরুষই না তাকে পাবার জন্যে পাগল। তাদের মধ্যে অন্তত দু'জনের বেলায় মনে হয়েছিল, সে বোধহয় সত্যি প্রেমে পড়েছে। কিন্তু ভুল ভাঙতে দেরি হয়নি। স্বামী পেতে বা প্রেমে পড়তে ব্যর্থ হওয়ার পিছনে তার পাশে বসা এই বৃদ্ধ ভদ্রলোকই দায়ী। পঁচিশ বছরের জীবনে আজও মনিকা এমন একজন পুরুষের সাক্ষাৎ পেলো না যার সাথে তার পাপার তুলনা চলে।

কর্নেল ম্যানুয়েল রিভেরা। রমণীমোহন পুরুষ, এঞ্জিনিয়ার, স্কলার, ধনকুবের

ব্যবসায়ী, অ্যাথলেট, শিকারী, খেলোয়াড়–আরো কতোভাবেই না তাঁর নিখুঁত পরিচয় দেয়া যায়, কিন্তু মনিকা তাঁকে যেভাবে চেনে তার বর্ণনা এগুলোর কোনোটার মধ্যেই পাওয়া যাবে না। এগুলোর কোনোটাতেই তাঁর কোমলতা ও বলিষ্ঠতার কথা বলা হয়নি, যেজন্যে তাঁকে ভালোবাসে সে; নেই নিষ্ঠুরতা ও একগুয়েমির বর্ণনা, যেজন্যে তাঁকে ঘৃণা করে সে। তাঁর এ-সব পরিচয়ের মধ্যে এ-কথা বলা হয়নি কিভাবে তিনি মনিকার মাকে শুধু তাচ্ছিল্য ও অবহেলার সাহায্যে মাদকাসক্ত একটা জড়পিণ্ডে পরিণত করেন। মনিকা জানে সতর্ক না হলে তার জীবনটাও ধ্বংস করে দেবেন পাপা তাঁকে লড়াকু ষাঁড় বলে মনে হয় তার, নিজেকে ম্যাটাডোর বিপজ্জনক একটা মানুষ, তাঁর প্রতি আকর্ষণবোধ করার সেটাই অন্যতম কারণ।

মনিকার ধারণা, পাপার মতো ভোগী পুরুষ দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া যাবে না। দৈত্যসুলভ আকৃতি হলেও, তাঁর মুখমণ্ডল দেবতাসুলভ। সোনালি ও খয়েরি মেশানো চোখ আর ঝকঝকে দাঁত তাঁর বংশগত ল্যাটিন বৈশিষ্ট্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় ভরাট কণ্ঠস্বর, গলা ছেড়ে ঘন্টার পর ঘন্টা গান গাইতে পারেন তিনি। প্লেটে যতো খাবারই দেয়া হোক, এক বসায় সমস্ত সাবাড় করতে পারেন। মিলানে জন্ম হলেও, তাঁর বেশিরভাগটাই আমেরিকান, কারণ মনিকার দাদা-দাদী মুসোলিনীর যুগে ইটালি থেকে আমেরিকায় চলে আসেন, ম্যানুয়েল রিভেরা তখন দুগ্ধপোষ্য শিশু।

চোখ, দাঁত আর মসৃণ চকচকে ত্বক পাপার কাছ থেকে পেয়েছে মনিকা। মিলটা শুধুই শারীরিক। পাপার সমস্ত ধ্যান-ধারণা আর পছন্দের বিরোধিতা করে সে, কারণ সেগুলো তার রুচি আর বিচারবুদ্ধির সাথে মেলে না। পাপা যেদিকে যান, মনিকা যায় ঠিক তার উল্টোপথে। পাপার ভেতর আইন ভাঙার প্রবণতা লক্ষ্য করে আইন পড়ার সিদ্ধান্ত নেয় সে। তিনি রিপাবলিকান, তাই রাজনীতি সম্পর্কে ভালো ধারণা না থাকা সত্ত্বেও ডেমোক্র্যাটদের সমর্থন করে মনিকা। শতো কোটি ডলার আর বিপুল সয়সম্পত্তির মালিক তিনি, তাই পাপার দেয়া বছরে দু'লাখ ডলার বেতনের চাকরির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে সে, আইন পাস করে একটা সিভিল রাইটস এজেন্সিতে কাজ নেয়, বেতন বছরে চল্লিশ হাজার ডলার। পাপার কারখানায় যুদ্ধাস্ত্র তৈরি হয়, তাই যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করে মনিকা। তবু পাপার অনুরোধে তাঁর সাথে আফ্রিকায় এসেছে সে, জানে প্রাণীনিধনই তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য। সরাসরি সংঘর্ষ এখনো বাধেনি বটে, তবে ঠাণ্ডা লড়াই শুরু হয়ে গেছে।

বনের সুন্দর প্রাণীগুলোকে নির্মমভাবে হত্যা করা হবে জেনেই তাঁর সহযাত্রী হয়েছে মনিকা, নিজের এই দ্বৈত ভূমিকা অসুস্থ করে তোলে তাকে। একমাস আগে হলেও পাপার অনুরোধ ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করতো সে। অনুরোধটা পাবার মাত্র কয়েকদিন আগে এমন একটা গোপন ব্যাপার জানতে পারে সে, তাঁর সাথে আসতে রাজি না হয়ে উপায় ছিলো না। পাপার সাথে একা হওয়ার এটাই বোধহয় শেষ সুযোগ, আর হয়তো সময় পাওয়া যাবে না। যে নোংরা কাজে জড়িত তারা, তারচেয়ে এই চিন্তাটাই বেশি অস্থির করে তুলেছে মনিকাকে। 'ডিয়ার গড!'

ভাবলো সে। 'পাপা না থাকলে আমার কি হবে? পাপাকে ছাড়া আমি বাঁচবো কিভাবে?'

প্রশ্নটা মনে জাগতেই মাথা ঘোরালো সে, দু'ঘন্টার মধ্যে এই প্রথম নড়লো, কাঁধের ওপর দিয়ে তাকালো পিছন দিকে। ছোট্ট মাচায়, তার ঠিক পিছনে আরেকজন পুরুষ বসে রয়েছে। তাকে পেশাদার শিকারী হিসেবে চেনে মনিকা। আগেও বার কয়েক প্রাণীনিধন অভিযানে নাকি এই লোকের সঙ্গী হয়েছেন পাপা, তবে চারদিন আগে হারারেতে প্লেন থেকে নেমে এইবারই প্রথম লোকটাকে দেখেছে মনিকা। জিম্বাবুই-এর রাজধানী থেকে নিজের প্লেনে তাদেরকে তুলে নেয় শিকারী, নিয়ে আসে মোজাম্বিক সীমান্তের কাছাকাছি এই বিশাল ও দুর্গম হান্টিং কনসেশন-এ। হান্টিং কনসেশনটা জিম্বাবুই সরকারের কাছ থেকে চার্টার করেছে শিকারী।

লোকটার নাম মাসুদ রানা। মাত্র চারদিনের পরিচয়, এরই মধ্যে লোকটাকে এতো অপছন্দ করে সে, যেন তাকে সারাজীবন ধরে চেনে। পাপার কথা ভাবতে গিয়ে নিজের অজান্তেই সে যে ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে তাকিয়েছে, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এ আরেকটা বিপজ্জনক মানুষ। নিষ্ঠুর, দয়ামায়াহীন, কঠিন পাত্র। কিন্তু চোখ দুটো এতোই মায়াভরা, দেখতে এতোই সুন্দর যে প্রতিটি ইন্দ্রিয় তারস্বরে চিৎকার করে সতর্ক করে দিচ্ছে মনিকাকে।

মনিকা নড়ে ওঠায় ভুরু কুঁচকে বিরক্তি প্রকাশ করলো রানা। মনিকার নিতম্বে একটা আঙুল ছোঁয়ালো ও, সাবধান করে দিলো আর যেন না নড়ে। মৃদু স্পর্শ, তবু ওই এক আঙুলের নির্দোষ বিরক্তিসূচক ছোঁয়াতেই পুরুষালি শক্তি ও কাঠিন্য অনুভব করলো মনিকা। শুধু তাই নয়, খানিকটা অপমানও বোধ করলো; স্পর্শটা যেন তার যৌবনে অশ্লীল একটা খোঁচা দিয়েছে। ঘাড় সোজা আর শক্ত করে আবার সামনের দিকে তাকালো সে, ঘাসের তৈরি দেয়ালের গায়ে ছোট্ট ফুটো দিয়ে বাইরে দৃষ্টি ফেললো, মনে মনে রাগে ফুঁসছে। কি স্পর্ধা, তাকে ছোঁয়! নিতম্বের ওই জায়গাটা হু হু জ্বালা করছে, যেন পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে সিগারেটের আগুন দিয়ে।

আজ বিকেলে ক্যাম্প থেকে রওনা হবার আগে রানার নির্দেশ ছিলো, তার দেয়া গন্ধহীন সাবান মেখে গোসল করতে হবে সবাইকে। মনিকাকে বিশেষভাবে সাবধান করে দেয় ও, সে যেন কোনোরকম পারফিউম ব্যবহার না করে। শাওয়ার সেরে ক্যাম্পে, নিজের কট-এ ফিরে সদ্য ইস্ত্রি করা খাকি শর্টস আর শার্ট দেখতে পায় মনিকা, ক্যাম্প সার্ভেন্ট রেখে গেছে। 'দু'মাইল দূর থেকেও মানুষের গন্ধ পায় সিংহ,' মনিকাকে বলেছে রানা। সিংহের কথা বলতে পারবে না মনিকা, ওর নিজের নাকে এতোক্ষণ কোনো গন্ধ ঢোকেনি, এতো কাছাকাছি বসলেও। এখন, জাম্বেজি উপত্যকার সেদ্ধ হওয়া গরমে দু'ঘন্টা কাটাবার পর ওর পিছনে বসা শিকারীর গায়ের গন্ধ অস্পষ্টভাবে একবার পেলো সে। লোকটা বসেছে একেবারে তার গা ঘেঁষে, প্রায় গা ছুঁয়ে, কিন্তু ঠিক ছোঁয়নি। গন্ধটা তাজা, পুরুষালি-ঘামের গন্ধ। অদম্য একটা ইচ্ছে হলো মনিকার ক্যানভাস ক্যাম্প চেয়ারে নড়েচড়ে বসে, তবু নিজেকে বাধ্য করলো স্থির থাকতে। তারপর আবিষ্কার করলো, বড় করে শ্বাস

টানছে সে, শিকারীর গায়ের গন্ধটা নাকে পেতে চাইছে আবার। পরমুহূর্তে রাগের সাথে কাজটা থেকে বিরত করলো নিজেকে, কি করছে বুঝতে পারার সাথে সাথে।

চোখ থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে একটা সবুজ পাতা দুলে উঠলো, লতাপাতা দিয়ে তৈরি সুড়ঙ্গের মাথা থেকে ঝুলছে। প্রায় সাথে সাথে সাঁঝবেলার হালকা বাতাসের প্রথম স্পর্শ পেলো মনিকা। বাতাসের সাথে ভেসে এলো নতুন একটা গন্ধ–পচা মাংসের গন্ধ। টোপ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে বুনো মোষের একটা ধড়। কালো রঙের দুশো মোষের একটা পাল থেকে ওটাকে বেছে নেয় রানা। 'বুড়ি, বাচ্চা দেয়ার বয়স অনেক আগেই পেরিয়ে এসেছে,' মনিকাকে জানিয়েছে সে। 'কাঁধের নিচে গুলি করুন, সরাসরি হার্টে,' ওর পাপাকে পরামর্শ দিয়েছে।

এই প্রথম একটা পশুকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করতে দেখলো মনিকা। ভারি রাইফেলের বিস্ফোরণ কাঁপিয়ে দিয়েছে তাকে, মোষের বুক থেকে গলগল করে বেরিয়ে আসা তাজা লাল রক্ত দেখে আর অসহায় পশুর যন্ত্রণাকাতর গোঙানি শুনে অসুস্থ হয়ে পড়ে সে। ওদের দিকে পিছন ফিরে টলতে টলতে অপেক্ষারত টয়োটায় ফিরে আসে, সামনের সিটে বসে ঘামতে শুরু করে, গলায় উঠে আসা বমির ভাবটা দূর করার জন্যে হিমশিম খেতে থাকে–ওদিকে তখন নিহত মোষের ছাল তুলতে ব্যস্ত রানা। 'কসাই, একটা কসাই!' আপন মনে বিড় বিড় করে সে, শিকারীর প্রতি বিতৃষ্ণা আরো একটু বাড়ে।

টয়োটার সামনে পাওয়ার উইঞ্চ আছে, সেটার সাহায্যে বুনো একটা ডুমুর গাছের নিচু ডালে ঝোলানো হয়েছে ধড়টা, এতো উঁচুতে যে নাগাল পেতে হলে পূর্ণ বয়স্ক একটা সিংহকে পিছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে হবে।

সেটা আজ চারদিন আগের ঘটনা। ধড়টা ডালে ঝোলানোর সাথে সাথে তাজা রক্তের গন্ধ পেয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে আসে ইস্পাত নীল মাছিগুলো। মাছি আর রোদের তাপ ইতিমধ্যে পচিয়ে ফেলেছে মাংস। দুর্গন্ধটা যেন আঠালো পদার্থের মতো লেপ্টে গেল মনিকার জিভ আর গলায়। মাচায় ঢোকার সময় গন্ধটা পেয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছে রানা, 'দশ মাইলের মধ্যে কোনো সিংহ বাবাজি এর লোভ সামলাতে পারবে না।'

প্রচণ্ড গরমে ঝিমুচ্ছিল পাখিরা, মৃদুমন্দ বাতাসের শীতল ভাব তাদের মধ্যে যেন নতুন প্রাণ এনে দিলো। লতাপাতা ঢাকা নিচের ঝর্নার পাড় থেকে একটা পাখি ডেকে উঠলো, 'কুক! কুক! কুক!' সেইসাথে ব্যস্তভাবে ডানা ঝাপটালো ছোটো বড় কয়েকটা রঙিন পাখি। ধীরে ধীরে মাথা তুলে মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে থাকলো মনিকা, আনন্দে চকচক করছে চোখ দুটো।

কতোক্ষণ ধরে পাখি দেখছে বলতে পারবে না মনিকা, হঠাৎ মাচার ভেতর একটা উত্তেজনা অনুভব করলো সে। তার পাপা হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে উঠেছেন, রাইফেলের বাঁট ধরা তাঁর হাতটা শক্ত হলো সামান্য। চিকন ফাঁক দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছেন তিনি, নিষ্পলক চোখে সেদিকটা অনেকক্ষণ খুঁজেও তাঁর উত্তেজনার কারণটা ধরতে পারলো না মনিকা। চোখের কোণ দিয়ে সে দেখলো, ওদের মাঝখান দিয়ে সামনে বাড়লো রানা, ওর হাত সাপের মতো নিঃশব্দে ও

সতর্কতার সাথে এগোলো, তার পাপার কনুই ধরে চাপ দিলো মৃদু। তারপর শিকারীর নিচু কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো সে, বাতাসের চেয়ে কোমল। 'ওয়েট!' বললো ও।

কাজেই অপেক্ষায় থাকলো ওরা, জড় পদার্থের মতো স্থির। ধীরগতিতে পেরিয়ে যাচ্ছে মিনিটগুলো। দশ মিনিট। বিশ মিনিট।

'বাঁ দিকে,' বিড়বিড় করে বললো রানা, এতোই আকস্মিক আর অপ্রত্যাশিতভাবে যে প্রায় চমকে উঠলো মনিকা। তার চোখ দুটো বাম দিকে ঘুরে গেল, কিন্তু ঘাস ঝোপ আর ছায়া ছাড়া কিছুই দেখতে পেলো না। পলকহীন তাকিয়ে থাকতে থাকতে জ্বালা ধরে গেল চোখে, পানিতে ভরে উঠলো, ঘন ঘন পলক ফেলে আবার তাকালো সে। এবার ধোঁয়া বা কুয়াশার মতো কি যেন নড়ে উঠতে দেখলো, রোদপোড়া ঘাসের গায়ে খয়েরি রঙের একটা ঢেউ।

তারপর অকস্মাৎ, নাটকীয়ভাবে, খোলা জায়গায় বেরিয়ে এলো একটা জানোয়ার, ঝুলন্ত ধড়ের ঠিক নিচে।

নিজের অজান্তে আঁতকে উঠলো মনিকা, গলায় আটকে গেল নিঃশ্বাস। জীবনে এতো সুন্দর প্রাণী আগে কখনো দেখেনি সে। বিশাল একটা বিড়াল, যতটা আশা করেছিল তার চেয়ে অনেক বড়-চকচকে, ঝলমলে, সোনালি। জানোয়ারটা মাথা ঘুরিয়ে সরাসরি তার দিকে তাকালো। মনিকা দেখলো, ওটার গলার রঙ কোমল ক্রীম, লম্বা সাদা গোঁফে প্রতিফলিত হচ্ছে রোদ। কান দুটো গোল, খাড়া হয়ে আছে, গায়ে কালো ফুটকি। চোখ জোড়া হলুদ, দামী পাথরের মতো চকচক করছে, কুঁচকে তীরচিহ্নের আকৃতি পেয়েছে পাপড়ি, সুড়ঙ্গ পথ ধরে মাচার দিকে তাকিয়ে আছে।

এখনো নিঃশ্বাস ফেলতে পারছে না মনিকা। নিজের সমগ্র অস্তিত্বে সিংহটার দৃষ্টি অনুভব করছে সে, সারা শরীর উত্তেজনায় অধীর। তারপর মাথা ঘুরিয়ে ঝুলন্ত মাংসের দিকে ফিরলো জানোয়ারটা, এতোক্ষণে চেপে রাখা নিঃশ্বাস ফেললো মনিকা। 'মেরো না! প্লিজ, ওটাকে মেরো না!' প্রায় ককিয়ে উঠলো সে। স্বস্তির সাথে লক্ষ্য করলো, তার পাপা একচুলও নড়েননি, শিকারীর হাত এখনো ধরে আছে তাঁর কনুই।

এতোক্ষণে টের পেলো মনিকা, ওটা পুরুষ নয়, মেয়ে-সিংহী-কেশর নেই। ওদের আলোচনা থেকে আগেই জেনেছে সে, শুধু পূর্ণবয়স্ক সিংহকে মারা হবে। ভুল করেও কোনো সিংহীকে মারা হলে মোটা অঙ্কের জরিমানা দিতে হবে, এমনকি জেলও হতে পারে। তার পেশীতে ঢিল পড়লো, মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকলো প্রাণীটির চোখ ঝলসানো সৌন্দর্যের দিকে।

আরো একবার নিজের চারদিকে তাকালো সিংহী, কোনো বিপদের চিহ্ন দেখতে না পেয়ে মুখ খুললো, নিচু গলায় মিউ মিউ করলো বারকয়েক। আদর করে কাকে যেন ডাকলো।

প্রায় সাথে সাথে হুড়মুড় করে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এলো তার বাচ্চারা। খেলনার মতো, নরম তুলতুলে, তিনটে বাচ্চা। হাঁটার সময় হাঁটু ভাঁজ হয়ে যাচ্ছে, কারণ খুদে শরীরের তুলনায় পাগুলো বেশি লম্বা। কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করার

পর, মা কোনো বাধা না দেয়ায়, পরস্পরের সাথে খুনসুটি আর কৃত্রিম মারামারিতে মেতে উঠলো বাচ্চাগুলো। এ-ওর গায়ে ঢলে পড়ছে, থাবা মারছে মুখে, গড়াগড়ি খাচ্ছে ঘাসের ওপর।

পিছনের পা দুটোর ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ালো সিংহী, ঝুলন্ত গাভীর পেটের ভেতর মাথা ঢোকালো, ভেতরে নাড়িভুঁড়ি না থাকায় কোনো অসুবিধে হলো না। ভোজন পর্ব শুরু হলো তার। সিংহীর স্তন যথেষ্ট চোষা হয়েছে, বোঁটার চারপাশে পশমগুলো বাচ্চাদেব লালায় ভেজা ভেজা। এখনো সে তার বাচ্চাদের মাই ছাড়ায়নি, কাজেই তারা তার খাওয়ায় বাদ সাধলো না, খেলায় মগ্ন তারা।

এরপর দ্বিতীয় একটা সিংহী বেরিয়ে এলো খোলা জায়গাটায়, পিছনে আরো একজোড়া বাচ্চা। দ্বিতীয় সিংহীর গায়ের রঙ গাঢ়, শিরদাঁড়ার কাছে প্রায় নীল, চামড়ায় পুরনো ক্ষতের অসংখ্য শুকনো দাগ তার দীর্ঘ সংগ্রামবহুল শিকারী জীবনের স্বাক্ষর বহন করছে। থাবা, শিং, নখর আর খুরের আঘাত ওগুলো। একটা কানের অর্ধেকটাই নেই, ছেঁড়া চামড়ার ফাঁকে পাঁজর দেখা যাচ্ছে। বুড়ি হয়ে গেছে সে। সঙ্গের বাচ্চা দুটোই সম্ভবত তার শেষ সন্তান। আগামী বছর, বাচ্চা দুটো তাকে ছেড়ে গেলে, শারীরিক দুর্বলতার কারণে শিকার ধরা তার দ্বারা সম্ভব হবে না, তখন তাকেই শিকার করবে কোনো একটা হায়েনার দল। তবে এখনো সে তার চাতুর্য আর অভিজ্ঞতার পুঁজি ব্যবহার করে অস্তিত্ব রক্ষা করছে।

বেশ বড় হয়েছে বাচ্চা দুটো। টোপ-এর কাছে তাদেরকেই আগে যেতে দিলো মা, কারণ এ-ধরনের পরিস্থিতিতে দু'জন সঙ্গীকে মরতে দেখেছে সে, গাছ থেকে ঝুলন্ত ধড়ের নিচে। কাজেই টোপটাকে সন্দেহের চোখে দেখছে সে। মাংসের লোভ দমন করে ফাঁকা জায়গাটার চারধারে অস্থিরভাবে পায়চারি শুরু করলো, লেজটা মাঝে মধ্যে ঝাপটালো, খানিক পরপর হঠাৎ দাঁড়িয়ে খোলা সুড়ঙ্গপথের শেষ মাথা অর্থাৎ মাচার ঘাস ঢাকা দেয়ালের দিকে কড়া দৃষ্টিতে তাকালো।

লেজের ওপর বসে তার বাচ্চা দুটো মুখ তুলে তাকিয়ে রয়েছে মাংসের দিকে, খিদে আর হতাশায় গরগর আওয়াজ করছে, কারণ ঝুলন্ত মাংস তাদের নাগালের মধ্যে নেই। অবশেষে, দুটোর মধ্যে যেটা উদ্যোগী, খানিকটা পিছিয়ে গিয়ে প্রস্তুতি নিলো, তারপর ছুটে এসে লাফ দিলো টোপ লক্ষ্য করে। মুখ হাঁ করে খানিকটা মাংস ছিঁড়ে নিতে চেষ্টা করলো সে, কিন্তু তরুণী সিংহী মাঝপথে বাধা দিলো তাকে, গর্জে উঠে থাবা মারলো। শূন্য থেকে মাটিতে পিঠ দিয়ে পড়লো বাচ্চাটা, কোনো রকমে চারপায়ে দাঁড়ালো, পিছিয়ে গেল খানিকটা।

বয়স্কা সিংহী তার বাচ্চাকে রক্ষার জন্যে কোনো চেষ্টাই করলো না। দলের নিয়মই এই, পূর্ণবয়স্ক শিকারীরা, দলের যারা সবচেয়ে মূল্যবান সদস্য, সবার আগে তারাই খাদ্য গ্রহণ করবে। তাদের শক্তিই দলের রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে। তাদের খাওয়া শেষ হলে বাচ্চারা সুযোগ পায়। অনটনের সময়, শিকার যখন পাওয়া যায় না, কিংবা খোলা প্রান্তরে শিকার ধরা যখন কঠিন হয়ে ওঠে, দুর্বল শিশুরা না খেতে পেয়ে মারা যায়। আবার প্রচুর পরিমাণে শিকার না পাওয়া পর্যন্ত সক্ষম সিংহীরা বাচ্চা নেয় না। এভাবে নিশ্চিত করা হয় দলের অস্তিত্ব।

মার খাওয়া বাচ্চাটা ভয়ে ভয়ে, এক পা দু'পা করে ঝুলন্ত মাংসের নিচে ফিরে এলো, ভোজনে মত্ত তরুণী সিংহীর অজ্ঞাতে খসে পড়া মাংসের ছোটো ছোটো টুকরোগুলোয় ভাগ বসাবার জন্যে সে তার বোনের সাথে প্রতিযোগিতা শুরু করলো।

দু'পায়ে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব নয়, এক সময় চারপায়ে দাঁড়ালো তরুণী সিংহী। গা ঘিন ঘিন করে উঠলো মনিকার, কেঁচোর মতো সাদা এক ধরনের পোকা গিজগিজ করছে সিংহীর গোটা মাথায়। মাথাটা ঘন ঘন ঝাঁকালো সে, ভাত আকৃতির পোকাগুলো বৃষ্টির ফোঁটার মতো ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে। থাবা দিয়ে মাথা আঁচড়ালো ব্যস্তভাবে, মোটাসোটা পোকাগুলো তার পশম ছাওয়া কানের ফুটোয় ঢুকে যাচ্ছে। তারপর সে তার গলাটা লম্বা করে হাঁচি দিলো, নাকের ফুটো থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলো কয়েকটা পোকা।

হাঁচির আওয়াজটাকে খেলার বা খাওয়ার আমন্ত্রণ বলে মনে করলো বাচ্চারা। দু'জন লাফ দিয়ে তার মাথায় চড়লো, ঝুলে পড়লো কান ধরে। সবচেয়ে ছোটোটা এক ছুটে ঢুকে পড়লো মায়ের পেটের তলায়, স্তনের একটা বোঁটা মুখে ভরে চুষতে শুরু করলো। তরুণী সিংহী এ-সব গ্রাহ্য করলো না, আবার দু'পায়ে ভর দিয়ে উঁচু হলো সে, মাংস ছিঁড়ে খেতে লাগলো। স্তন ধরে ঝুলে থাকা বাচ্চাটা পড়ে গেল মাটিতে, মায়ের দু'পায়ের ফাঁক গলে মনমরা হয়ে বেরিয়ে এলো সে, সারা গায়ে ধুলো।

মুখে হাত চাপা দিয়ে হেসে ফেললো মনিকা, নিজেকে সামলাতে পারলো না। তার নিচের দিকের একটা পাঁজরে শক্ত খোঁচা দিলো রানা।

দলের বাকি সবাই যে-যার কাজে ব্যস্ত, মনিকার হাসির চাপা শব্দে সতর্ক হলো শুধু বয়স্কা সিংহী। পেশীতে টান ধরায় কুঁকড়ে গেল তার শরীর, খুলির সাথে সেঁটে গেল কান, সুড়ঙ্গ পথ ধরে সরাসরি তাকিয়ে আছে মাচার দিকে। সমগ্র অস্তিত্বে সিংহীর দৃষ্টি অনুভব করলো মনিকা, হাসির ঝোঁকটা উবে গেল, নিঃশ্বাস আটকে গেছে গলায়। 'আমাকে নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছে না!' ভাবলো সে, যেন নিরেট একটা সত্যকে অস্বীকার করতে চাইছে। 'কি করে দেখবে!'

তারপর অকস্মাৎ, ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে, বুনো ডুমুর গাছের সামনের ঝোপে অদৃশ্য হয়ে গেল বয়স্কা সিংহী। আটকে যাওয়া নিঃশ্বাস ছাড়লো মনিকা, মুখ খুলে বাতাস টানলো।

সময় বয়ে চললো। ডুমুর গাছের নিচে দলের বাকি সবাই খাওয়া আর খেলায় ব্যস্ত গাছগুলোর মাথা থেকে অনেক নিচে নেমে এলো সূর্য। 'ওদের সাথে যদি কোনো পুরুষ থাকে,' নরম নিঃশ্বাসের সাথে বললো রানা, 'এবার আসবে সে।' সিংহদের সময়ই হলো রাত, অন্ধকার ওদেরকে সাহসী আর বেপরোয়া করে তোলে ; দিনের আলো দ্রুত ফুরিয়ে আসছে।

মাচার ঘাস মোড়া দেয়ালের পাশে কিসের যেন একটা শব্দ শুনলো মনিকা। জঙ্গলের চারধারে এ-ধরনের আরো কতো শব্দই তো হচ্ছে, বিশেষ গুরুত্ব দিলো না। তারপর স্পষ্ট একটা আওয়াজ ঢুকলো কানে, চিনতে ভুল হলো না। ভারি কোনো জানোয়ারের পা ফেলার শব্দ—নরম ও সতর্ক, কিন্তু খুব কাছে। মনিকা

অনুভব করলো, ভয়ে পোকার মতো কিলবিল করছে তার পেশী আর চামড়া, ঘাড়ের পিছনে শক্ত হয়ে যাচ্ছে চুলের গোড়া। ঝট্ করে ঘাড় ফেরালো সে।

মাচার দেয়ালে সেঁটে আছে মনিকার বাম কাঁধ, বেড়ার গায়ে এক ইঞ্চি চওড়া একটা ফোকর। ফুটোর সাথে একই রেখায় রয়েছে তার চোখ দুটো । সেদিকে তাকাতেই নড়াচড়াটা দেখতে পেলো সে। কি দেখছে প্রথমে বুঝতে পারলো না, তারপর বুঝলো ওটা আসলে তামাটে রঙের মসৃণ চামড়া, ফুটোর সবটুকু জুড়ে আছে, দেয়াল থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে। বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকলো মনিকা, হৃৎপিণ্ডটাকে কে যেন খামচে ধরেছে, তামাটে মসৃণ চামড়া সরে যাচ্ছে তার চোখের সামনে দিয়ে, এই সময় নতুন একটা শব্দ ঢুকলো তার কানে–দেয়ালের উল্টোদিকের গা থেকে গন্ধ নিচ্ছে একটা জানোয়ার, শ্বাস টানার শব্দটা দীর্ঘ ও কাঁপা কাঁপা।

নিজের অজান্তেই মনিকার খালি হাতটা পিছন দিকে চলে গেল, তবে ফুটো থেকে চোখ সরায়নি। তার হাত ঠাণ্ডা ও কঠিন একটা মুঠোর ভেতর ধরা পড়লো। যার স্পর্শে কয়েক মিনিট আগে অপমানবোধ করেছে, এই মুহূর্তে সেই একই লোকের ছোঁয়া দেহমনে এতো বেশি স্বস্তি ছড়িয়ে দিলো যে ব্যাপারটা সম্ভব বলে বিশ্বাস করা যায় না। নিজের অজান্তে হলেও সে যে তার পাপার নয়, শিকারীর নাগাল পাবার চেষ্টা করেছে, এতে এমনকি বিস্মিতও হলো না মনিকা।

নিস্পলক চোখে ফুটোর দিকে তাকিয়ে আছে সে। তারপর হঠাৎ, দেয়ালের ওদিকে আরেকটা চোখ দেখা গেল। বিশাল একটা গোল চোখ, যেন মূল্যবান হলুদ রত্ন, চারদিকে দ্যুতি ছড়াচ্ছে, পলকহীন, কালো মণিটা সরাসরি মনিকার চোখে তাক করা, মাত্র এক হাত দূর থেকে।

চিৎকার করতে চাইলো মনিকা, কিন্তু গলাটা বুজে আছে। লাফ দিয়ে দাঁড়াতে চাইলো, কিন্তু পায়ে কোনো সাড়া নেই। তার ফুলে ওঠা ব্লাডার তলপেটে পাথরের মতো ভারি হয়ে আছে–সামলাবার সময় পেলো না, অনুভব করলো উষ্ণ কয়েকটা ফোঁটা বেরিয়ে এসেছে। আতঙ্কের মাত্রাকে ছাড়িয়ে গেল আত্মধিক্কার ও গোপন লজ্জা, সেই সাথে শরীরটা ফিরে পেলো নিয়ন্ত্রণক্ষমতা–উরু আর নিতম্ব শক্ত করলো সে, গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে আঁকড়ে ধরলো রানাকে, এখনো একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ভীতিকর হলুদ চোখটার দিকে।

আবার সশব্দে বাতাস টেনে গন্ধ শুঁকলো বয়স্কা সিংহী, নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকলো মনিকা, মনে মনে বারবার আওড়াচ্ছে, 'চেঁচাবো না, আওয়াজ করবো না, চেঁচাবো…!'

সিংহীর নাকের ফুটো মানুষের গন্ধে ভরে উঠলো, গর্জে উঠলো সে, বিস্ফোরণের মতো শব্দে থর থর করে কেঁপে উঠলো, ভঙ্গুর মাচা। হাঁ করলো মনিকা, তবে শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিতে পারলো, কোনো চিৎকার বেরোলো না। ফুটো থেকে সরে গেল হলুদ চোখ, ভারি পায়ের থপ থপ আওয়াজ হলো, মাচাটাকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে।

মাথা ঘুরিয়ে শব্দটাকে অনুসরণ করলো মনিকা, সরাসরি রানার চোখে তাকালো। হাসছে রানা। খানিক আগে আত্মসম্মানে আঘাত পেয়েছে মেয়েটা, ওর

হাসিটা দ্বিতীয় আঘাত হিসেবে দেখা দিলো। কালো চোখ আর ঠোঁট জোড়ায় বেপরোয়া, বিদ্রূপাত্মক হাসি লেপ্টে রয়েছে। তাকে লক্ষ্য করে হাসছে শিকারী। আতঙ্ক দূর হলো, মাথাচাড়া দিলো ক্রোধ।

'শুয়োর,' ভাবলো মনিকা। 'কুত্তা।' সে জানে, তার মুখে রক্ত নেই, চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে আছে ভয়ে। নিজেকে ধিক্কার দিলো সে, তার এই বেহাল অবস্থা দেখে ফেলার জন্যে ঘৃণা করলো শিকারীকে।

হাতটা এক ঝটকায় শিকারীর মুঠো থেকে ছাড়িয়ে নিতে চাইলো মনিকা, কিন্তু এখনো হিংস্র জানোয়ারটার আওয়াজ পাচ্ছে বাইরে, এখনো খুব কাছে, ওদেরকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে। লোকটাকে তার অপছন্দ হলেও, মনিকা জানে, তাকে শক্ত মুঠোর ভেতর ধরে আছে বলেই এখনো নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারছে সে। কাজেই হাতটা সে ছাড়ালো না, তবে মুখটা ফিরিয়ে নিলো, মাথা ঘুরিয়ে অনুসরণ করলো ভীতিকর আওয়াজটাকে, রানা যাতে তার চেহারা দেখতে না পায়।

মাচার সামনে দিয়ে হেঁটে গেল সিংহী। ফুটো দিয়ে তার সোনালি শরীরটা দেখতে পেলো মনিকা, পলকের জন্যে। তরুণী সিংহী আর তার বাচ্চাগুলোকেও দেখেছে সে, গর্জন শুনে সতর্ক হয়ে গেছে, লাফ দিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে ঝোপের আড়ালে। টোপের নিচে খালি হয়ে গেছে জায়গাটা।

দিনের আলো দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। আর কয়েক মিনিটের মধ্যে চারদিক অন্ধকার হয়ে যাবে। ভয়ে গায়ে কাঁটা দিলো মনিকার, অন্ধকারে না জানি কি করে জানোয়ারটা। তার কাঁধের ওপর দিয়ে হাত বাড়ালো রানা, মনিকার ঠোঁটের ফাঁকে কি যেন গুঁজে দিলো। এক সেকেণ্ড বাধা দিলো মনিকা, পরস্পরের সাথে চেপে ধরলো ঠোঁটজোড়া, তারপর ফাঁক করলো, মুখের ভেতর ঢুকতে দিলো জিনিসটাকে।

'লোকটা পাগল!' ভাবলো মনিকা। 'এই সময় চুইংগাম?' তারপরই আবিষ্কার করলো, চিবাতে গিয়ে, মুখের ভেতর এক বিন্দু লালা বা থুথু নেই, শুকিয়ে খরখরে হয়ে আছে। মুখে চুইংগাম থাকায় একটু পরই ভেতরটা লালায় ভরে উঠলো, যদিও শিকারীর ওপর এতো বেশি রেগে আছে যে কোনো রকম কৃতজ্ঞতা বোধ করলো না সে।

মাচার পিছন দিকে, আধো-অন্ধকারে, গরগর করে উঠলো বয়স্কা সিংহী। এক মাইল পিছনে রেখে আসা টয়োটার কথা মনে পড়লো মনিকার। যেন তার ভাবনারই প্রতিধ্বনি তুললেন পাপা, কোমল সুরে, 'গানবেয়ারারদের কখন ট্রাক আনতে বলা হয়েছে?'

'আলো ফুরিয়ে গেলে, যখন আর গুলি করার সুযোগ থাকবে না,' নিচু গলায় জবাব দিলো রানা। 'আর পনেরো কি বিশ মিনিট পর।'

ওদের আওয়াজ পেয়ে আবার গর্জে উঠলো সিংহী। 'সাক্ষাৎ খাণ্ডারণী,' সহাস্যে মন্তব্য করলো রানা।

'শ্‌শ্‌শ্‌, চুপ!' হিসহিস করে বললো মনিকা। 'আমরা কোথায় আছি বুঝে ফেলবে!'

'আগেই জেনেছে এখানে আছি আমরা,' বললো রানা, তারপর গলা চড়ালো, 'মাতাহারি, এদিকে ঘুরঘুর করে কোনো লাভ নেই, তুমি বাপু তোমার বাচ্চাদের কাছেই ফিরে যাও!'

এক ঝটকায় ওর মুঠো থেকে হাতটা ছাড়িয়ে দিলো মনিকা। 'আশ্চর্য মানুষ তো! তুমি দেখছি আমাদের সবাইকে মারার রাস্তা করেছো।'

চড়া গলা পেয়ে সতর্ক হয়ে গেছে সিংহী, মাচার বাইরে দীর্ঘ কয়েক মিনিট আর কোনো শব্দ হলো না। দেয়ালের গায়ে খাড়া করে রাখা কুৎসিতদর্শন ডাবল ব্যারেল রাইফেলটা তুলে নিয়ে কোলের ওপর রাখলো রানা, .৫৭৭ নাইট্রো এক্সপ্রেস-এর ব্রীচ খুলে চেম্বার থেকে বের করলো মোটাসোটা একজোড়া ব্রাস কার্ট্রিজ। নতুন দুটো কার্ট্রিজ বেরুলো জ্যাকেটের বামদিকের একটা লূপ থেকে, রাইফেলের চেম্বারে ভরা হলো সেগুলো। এটাকে রানার একটা কুসংস্কার বলা যেতে পারে, শিকার অভিযানের শুরুতে কার্ট্রিজ বদলানো। 'শুনুন, রিভেরা,' বললো ও, বয়সের ব্যবধান বিস্তর হলেও বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সাথে সম্পর্কটা রানার বন্ধুর মতো, পরস্পরকে শ্রদ্ধার সাথে সম্বোধন করে ওরা, সরাসরি নাম ধরে ডাকে। 'সঙ্গত কারণ ছাড়া বুড়িটাকে যদি মারি আমরা, গেম ডিপার্টমেন্ট আমার লাইসেন্স কেড়ে নেবে। সঙ্গত কারণ সৃষ্টি হবে বেটি যদি কারো একটা হাত বগলের কাছ থেকে ছিঁড়ে নেয়, তার আগে নয়। বুঝতে পারছেন তো?'

'পারছি।' ম্যানুয়েল রিভেরা মাথা ঝাঁকালেন।

'কাজেই আমার অনুমতি ছাড়া গুলি করবেন না। যদি করেন, আপনাকে আমার হাতে মরতে হতে পারে। অনেক সাধ্য-সাধনার পর লাইসেন্সটা যোগাড় করেছি আমি।'

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আধো-অন্ধকারে নিঃশব্দে হাসলো ওরা। দু'জনেই সময়টা উপভোগ করছে, বুঝতে পেরে বিস্ময় আর অবিশ্বাসের সীমা রইলো না মনিকার।

ট্রাক নিয়ে মাচার কাছে আসতে পারবে না নেবুবি, নদীর শুকনো বুকে থামতে হবে ওকে। তারমানে অন্ধকারে নদী পর্যন্ত হেঁটে যেতে হবে আমাদের। আপনি আগে থাকবেন, রিভেরা; আপনার আর আমার মাঝখানে মনিকা। সবাই গায়ের সাথে সেঁটে থাকবেন, আর ভুলেও কেউ ছুটবেন না। ফর দা লাভ অভ গড, কোনো অবস্থাতেই দৌড়াবেন না।

আবার সিংহীর আওয়াজ পেলো ওরা, নরম পায়ে মাচার চারদিকে টহল দিচ্ছে। আবার গরগর করে উঠলো সে, এবার মাচার পিছন থেকে পাল্টা সাড়া পাওয়া গেল। তরুণী সিংহীটাও ওদের কাছাকাছি চলে এসেছে।

'গোটা দল ঘিরে ফেলেছে আমাদের,' মন্তব্য করলো রানা। শিকারীরা পরিণত হয়েছে শিকারে। মাচার ভেতর আটকা পড়েছে ওরা। অন্ধকার এখন প্রায় গাঢ়ই বলা যায়। পশ্চিম আকাশে সামান্য একটু লালচে ভাব রয়ে গেছে এখনো।

'ট্রাকটা কোথায়?' ফিসফিস করলো মনিকা।

রানা বললো, 'আসছে।' তারপরই বদলে গেল ওর গলার আওয়াজ। 'নিচু হও!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর 'নামো!' কিছুই শুনতে পায়নি মনিকা, তবু রানার গলায়

এমন একটা জরুরী তাগাদার ভাব রয়েছে যে তাড়াতাড়ি ক্যানভাস চেয়ার ছেড়ে মেঝেতে নেমে পড়লো সে।

চুপিসারে মাচার সামনে চলে এসেছে সিংহী, প্রায় কোনো শব্দ না করে। এবার ছোট্ট একটা লাফ দিলো, সামনের জোড়া থাবা দিয়ে ভঙ্গুর দেয়ালটা ভাঙার চেষ্টা করলো, সেই সাথে বনভূমি কাঁপিয়ে হুঙ্কার ছাড়লো। আতঙ্কে নীল হয়ে উপলব্ধি করলো মনিকা, জানোয়ারটা তার গায়ের ওপর উঠে আসছে।

'মাথা নিচু করো!' চিৎকার করলো রানা, দেয়ালটা বিস্ফারিত হচ্ছে দেখে ডাবল ব্যারেল রাইফেলটা তুললো সেদিকে।

গুলি করলো রানা, বিস্ফোরণের শব্দে অবশ হয়ে গেল মনিকার শরীর, মাজল-ফ্ল্যাশ আলোকিত করে তুললো মাচার ভেতরটা।

'ডাইনীটাকে মেরে ফেলেছে ও!' শিকারী মাত্রই মনিকার ঘৃণার পাত্র, তবু এই মুহূর্তে পরম স্বস্তিবোধ করলো সে, যদিও সেটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। গুলিটা স্রেফ হকচকিয়ে দিয়েছে সিংহীকে, আপাতত দূরে সরিয়ে দিয়েছে মাত্র। মনিকা শুনতে পেলো লাফ দিয়ে ঝোপের আড়ালে পালালো জানোয়ারটা, অনবরত গর্জন করছে।

'তুমি পারোনি!' রুদ্ধশ্বাসে অভিযোগ করলো সে, নাকে ঢুকলো পোড়া গানপাউডারের গন্ধ। 'এতো কাছ থেকেও লাগাতে পারলে না!'

'লাগাতে চাইনি।' রাইফেল খুলে আবার গুলি ভরলো রানা। 'ফাঁকা গুলি করে স্রেফ ভয় দেখালাম।'

'ট্রাক আসছে,' শান্ত উদ্বেগহীন কণ্ঠে বললেন ম্যানুয়েল রিভেরা। গুলির আওয়াজে এখনো মনিকার কান ভোঁ ভোঁ করছে, তবু সে-ও টয়োটার ডিজেল এঞ্জিনের শব্দ অস্পষ্টভাবে শুনতে পেলো।

'নেবুবি গুলির আওয়াজ পেয়েছে,' দাঁড়ালো রানা, 'আগেই চলে আসছে। ঠিক আছে, তৈরি হও, এবার আমাদের বেরুতে হবে।'

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে খাড়া হলো মনিকা, ছাদহীন মাচার নিচু দেয়ালের মাথার কাছ থেকে উঁকি দিয়ে চারপাশের জঙ্গলের দিকে তাকালো। নদীর শুকনো তলাটা রাস্তা হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তার মনে পড়লো ওই রাস্তায় পৌঁছুতে হলে গভীর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে অনেকটা পথ হেঁটে যেতে হবে। ট্রাকের নিরাপদ আশ্রয় আর ওদের মাঝখানে সিকি মাইল অন্ধকার পথ আর একদল হিংস্র প্রাণী ওত পেতে রয়েছে। হঠাৎ মনিকা অনুভব করলো তার হাঁটু দুটো পরস্পরের সাথে বাড়ি খাচ্ছে।

গাছপালার ভেতর, পঞ্চাশ গজ দূরেও নয়, আবার গর্জে উঠলো সিংহী।

'মাতাহারি বড় লোভী,' সহাস্যে বললো রানা। 'জানে মানুষের মাংস খেতে খুব মজা, তাই ওরকম চেঁচামেচি করছে।' মনিকার কনুই ধরে দরজার দিকে পথ দেখালো ও। এবার নিজেকে মনিকা ছাড়াবার চেষ্টা করলো না, তার বদলে উপলব্ধি করলো রানাকে ধরে প্রায় ঝুলে আছে সে।

'তোমার পাপার বেল্টটা শক্ত করে ধরো,' নরম হাতে নিজের গা থেকে মনিকাকে ছাড়ালো রানা, তার একটা হাত ম্যানয়েল রিভেরার কোমরে জড়ানো

বেল্টে পৌঁছে দিলো। 'ছাড়বে না এটা,' বললো ও। 'যাই ঘটুক, দৌড়াবে না। ছুটতে দেখামাত্র তোমার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে ওরা। ইঁদুরকে ছুটতে দেখলে বিড়াল যেমন লাফ দেয়; ঝোঁকটা ওরা সামলাতে পারে না।'

হাতের বিরাট টর্চটা জ্বাললো রানা। চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল আলো, কিন্তু হলে কি হবে, গভীর জঙ্গলের ভেতর আলোটাকে হলদেটে আর নিষ্প্রভ লাগলো চোখে। আলো ফেলে নিজেদের চারদিকটা একবার দেখে নিলো রানা। আলো লেগে জ্বলজ্বল করে উঠলো কয়েকজোড়া চোখ, ভয়ে খাড়া হয়ে গেল গায়ের রোম। তারার মতো জ্বলছে চোখগুলো, ঘন ঝোপের ভেতর বোঝার উপায় নেই কোনটা পূর্ণবয়স্ক সিংহী, কোনটা শাবক।

'চলো, যাওয়া যাক,' শান্তকণ্ঠে বললো রানা, উঁচু-নিচু সরু পথ ধরে হোঁচট খেতে খেতে এগোলেন ম্যানুয়েল রিভেরা, পিছনে পাপার বেল্ট ধরে প্রায় ঝুলে রয়েছে মনিকা।

আস্তে-ধীরে এগোলো ওরা, পরস্পরের গায়ের সাথে সেঁটে আছে। হালকা রাইফেল নিয়ে সামনের দিকটা কাভার দিচ্ছেন রিভেরা, পিছনে চোখ রাখছে রানা, ওর হাতে ভারি রাইফেল আর টর্চ।

টর্চের আলোয় যতোবার হিংস্র প্রাণীর চোখ দেখা গেল, মনে হলো আগের চেয়ে কাছে সরে এসেছে, তারপর এক সময় জ্বলন্ত চোখের পিছনে জানোয়ারটার কাঠামোও দেখতে পেলো মনিকা। টর্চের আলোয় ম্লান, ক্ষিপ্র, ওদেরকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে। দুটো সিংহীই এখন দূরত্ব কমিয়ে আনছে, ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর দিয়ে সামনে বাড়ছে দ্রুত, কড়া নজর রাখছে ওদের ওপর, তবে টর্চের আলো চোখে আঘাত করলে মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে।

পথটা ঢালু, এখানে-সেখানে গর্ত, আর মাগো, কী লম্বা! পাপার বেল্ট ধবে ঝুলে আছে মনিকা, হোঁচট খেতে খেতে এগোচ্ছে, কোথায় পা ফেলছে খেয়াল নেই, তাকিয়ে আছে ক্ষিপ্রগতি হিংস্র প্রাণীগুলোর অস্পষ্ট আকৃতির দিকে, নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছুবার জন্যে ব্যাকুল।

'সাবধান, হামলা হবে,' শান্ত গলায় হুঁশিয়ার করে দিলো রানা। বয়স্কা সিংহী সাহস সঞ্চয় করে ওদের দিকে ছুটে এলো অন্ধকারের ভেতর থেকে, রেল এঞ্জিনের মতো অনবরত আওয়াজ করছে, মুখটা খোলা, তার লম্বা লেজ চাবুকের মতো আসা-যাওয়া করছে একদিক থেকে আরেকদিকে। একজোট হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো ওরা, হামলাকারী জানোয়ারটার দিকে টর্চ আর রাইফেল তাক করলো রানা।

'ভাগো! কেটে পড়ো!' কড়া ধমক দিলো রানা, ওর গলার শিরাগুলো ফুলে উঠলো। 'পালাও!' এখনো ছুটে আসছে সিংহী, খুলির সাথে সেঁটে আছে কান, খোলা চোয়ালের ভেতর ভাঁজ খেয়ে রয়েছে লালচে জিভ। 'দূর হও, তা না হলে গুলি খেয়ে মরবে!'

একেবারে শেষ মুহূর্তে থামলো সিংহী, থামার পরও সামনের আড়ষ্ট পা দুটো পিছলে খানিকটা সামনে বাড়লো, ওদের কাছ থেকে মাত্র দশ ফুট দূরে, টর্চের আলোয় দেখা গেল সিংহীর চারধারে ধুলোর পাহাড় মাথাচাড়া দিচ্ছে।

'দূর হও!' বজ্রকণ্ঠে আদেশ করলো রানা, সিংহীর কান দুটো আড়ষ্ট হয়ে উঠলো, ঘুরলো সে, দুলকি চালে ফিরে গেল ঝোপঝাড়ের ভেতর। 'স্রেফ ভান করছিল,' বললো রানা। 'দেখছিল সুবিধে করা যায় কিনা।'

'কি করে জানলে তুমি?' মনিকার নিজের কানেই কথাগুলো কর্কশ আর বেসুরো শোনালো।

'লেজ দেখে। যদি দেখো ওটা নড়াচড়া করছে, ধরে নেবে আসলে হামলা করার ইচ্ছে নেই। কিন্তু যদি খাড়া হয়ে থাকে, সাবধান!'

'সামনে ট্রাক,' বললেন ম্যানুয়েল রিভেরা, 'গাছপালার ফাঁক দিয়ে হেডলাইটের আলো দেখতে পেলো ওরা। নিচে, শুকনো নদীর অসমান তলদেশে ঝাঁকি খাচ্ছে টয়োটা।

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ,' বিড়বিড় করলো মনিকা।

'বিপদ এখনো কাটেনি,' ঢালু পথ বেয়ে আবার ওরা নামতে শুরু করলে সতর্ক করে দিলো রানা। 'দস্যুরানীর সাথে এখনো আমাদের বোঝাপড়া বাকি আছে।'

তরুণী সিংহীর কথা ভুলে গিয়েছিল মনিকা, রানার কথা শুনে ভয়ে ভয়ে চারদিকে তাকালো সে, পাপার বেল্ট আঁকড়ে ধরে হোঁচট খেতে খেতে এগোচ্ছে।

তারপর এক সময় ওরা নদীর পাড়ে পৌঁছে গেল, ত্রিশ গজ দূরে স্থির দাঁড়িয়ে থাকা টয়োটার হেডলাইট দিনের মতো আলোকিত করে রেখেছে সামনেটা। এতো কাছে, সচল এঞ্জিনের আওয়াজ পাচ্ছে ওরা। হেডলাইটের চোখ ধাঁধানো আলোর পিছনে ট্র্যাকারদের মাথাগুলোও দেখতে পেলো মনিকা। এতোই কাছে যে নিজেকে সামলাতে পারলো না। পাপার বেল্ট ছেড়ে দিয়ে ট্রাক লক্ষ্য করে ছুটলো, নদীর তলার ঝুরঝুরে সাদা বালি এলোমেলো হয়ে গেল তার পায়ের আঘাতে।

শুনতে পেলো পিছনে চিৎকার করছে রানা, 'ইউ, ব্লাডি ইডিয়ট!'

তারপরই রোমহর্ষক গর্জন চুকলো কানে, তার ওপর হামলা চালিয়েছে তরুণী সিংহী। ছুটতে ছুটতে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো মনিকা, দেখলো বিশাল হিংস্র জানোয়ারটা প্রায় ধরে ফেলেছে তাকে, নদীর পাড় ধরে গজিয়ে ওঠা লম্বা ঘাসের ভেতর থেকে বেরিয়ে কোনাকুনি একটা পথ ধরে ধেয়ে আসছে। টয়োটার আলোয় বিশাল দেখালো ওটাকে, সরীসৃপের মতো ক্ষিপ্রগতি। সিংহীর গর্জনে মনিকার তলপেট কুঁচকে গেল, শুকনো বালির ওপর পা পড়লো এলোমেলোভাবে। বিস্ফারিত চোখে লক্ষ্য করলো, 'সিংহীর লেজ লোহার রডের মতো খাড়া হয়ে আছে। চরম আতঙ্কের মধ্যেও রানার বলা কথাটা মনে পড়লো তার। ভাবলো, 'আমি শেষ, আমাকে মেরে ফেলছে!'

মেয়েটা যে দৌড় দিয়েছে, বুঝতে এক মুহূর্ত দেরি হলো রানার। সতর্কতার সাথে পিছু হটে, ঢাল বেয়ে, নদীর তলায় নামছিল ও, বাম হাতে টর্চ, ডান হাতে রাইফেল। রাইফেলের ব্যারেল ওর কাঁধের ওপর কাত হয়ে আছে, বুড়ো আঙুলটা সেফটি-ক্যাচ-এর বোতামে, নজর রাখছে বয়স্কা সিংহীর ওপর, লম্বা ঘাসের কিনারা থেকে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে হামাগুড়ি দেয়ার ভঙ্গিতে। তবে রানা নিশ্চিত, এটাও তার আক্রমণ করার ভান মাত্র, প্রথম বার সুবিধে করতে না পারায়

দ্বিতীয়বারও হামলা করার সাহস পাবে না। তার অনেকটা পিছনে দুটো বাচ্চাকে দেখা গেল, ঘাসের ওপর বসে বিশাল চোখ মেলে তাকিয়ে আছে, হামলায় অংশগ্রহণের সাহস নেই। তরুণী সিংহীটাকে হারিয়ে ফেলেছে রানা, যদিও জানে সেটাই এখন ওদের জন্যে আসল হুমকি।

অনুভব করলো ওর নিতম্বে ধাক্কা খেলো মনিকা, ধরে নিলো হোঁচট খেয়েছে সে, জানলো না ছোটার জন্যে ঘোরার সময় লেগেছে ধাক্কাটা। তরুণী সিংহীর খোঁজে লম্বা ঘাসের কিনারায় চোখ বুলাচ্ছে তখনো রানা, এই সময় আলগা বালিতে মনিকার পায়ের আওয়াজ পেলো ও। ঝট করে ফিরেই দেখলো, শুকনো নদীর বেডে একা রয়েছে মেয়েটা।

'ইউ, ব্লাডি ইডিয়ট!' প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়লো রানা। চারদিন আগে প্রথম দেখা হবার পর থেকেই মূর্তিমান একটা উপদ্রব হয়ে আছে মেয়েটা। আবারও সে ওর নির্দেশ অমান্য করেছে। মুহূর্তে বুঝে নিলো রানা, এমনকি সিংহী হামলা শুরু করার আগেই, মেয়েটাকে হারাতে হবে।

কোনো ক্লায়েন্ট নিহত বা গুরুতর আহত হলে প্রফেশন্যাল হান্টার হিসেবে অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যাবে রানার, দুর্নাম তো যা হবার হবেই, ওর লাইসেন্সও বাতিল করা হতে পারে। তা যদি ঘটে, আফ্রিকার গভীর জংগলে যখন-তখন গা ঢাকা দিয়ে থাকার এমন সুন্দর সুযোগটা হারাবে ও।

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর দুর্ধর্ষ স্পাইদের অন্যতম মাসুদ রানা, দেশে-বিদেশে বাংলাদেশের স্বার্থবিরোধী ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করাই ওর পেশা। রোমাঞ্চপ্রিয়, দেশপ্রেমিক এই যুবকের শত্রুর কোনো অভাব নেই, সেই শত্রুদের চোখে ধুলো দেয়ার জরুরী প্রয়োজন দেখা দেয়ায় বস্ মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের নির্দেশে আফ্রিকার জংগলে পেশাদার শিকারীর পরিচয়ে দিন কাটাচ্ছে ও। ওর ওপর নির্দেশ আছে, আরো মাস দুয়েক সভ্য জগতে ফেরা চলবে না। গা ঢাকা দেয়ার 'জরুরী প্রয়োজন'টা আসলে কি, তা শুধু রানা আর বি. সি. আই. চীফ জানেন।

'ইউ, ব্লাডি ইডিয়ট!' ছুটন্ত মূর্তিটার উদ্দেশ্যে খেঁকিয়ে উঠলো রানা, মনের সমস্ত তিক্ততা যেন বিস্ফোরিত হয়ে বেরিয়ে এলো। ম্যানুয়েল রিভেরাকে পাশ কাটালো ও, ঢালের ওপর এখনো হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। ঠিক এই সময় লম্বা ঘাসের পাঁচিল ফুঁড়ে বেরিয়ে এলো তরুণী সিংহী, মাটিতে পেট দিয়ে ওত পেতে ছিলো সে।

নদীর তলদেশ টয়োটার আ[illegible] সে যাচ্ছে, টর্চ ফেলে দিয়ে রাইফেলটা দু'হাতে ধরলো রানা। কিন্তু গুলি করার কোনো উপায় নেই, সিংহী আর ওর মাঝখানে রয়েছে মনিকা। শুকনো বালির ওপর আড়ষ্ট ভঙ্গিতে ছুটছে সে, হাত ও পা ছোঁড়ার মধ্যে কোনো ছন্দ নেই, মুখ ঘুরিয়ে তাকিয়ে আছে সিংহীর দিকে।

'শোও!' চিৎকার করলো রানা। 'শুয়ে পড়ো!' কিন্তু থামছে না মনিকা, গুলির পথ থেকে সরছে না। সিংহীর পায়ে যেন ঝড়ের গতি, পেছনে বালির মেঘ উড়িয়ে মনিকার দিকে ছুটছে, এরই মধ্যে তার হলুদ চোয়াল পুরোপুরি খুলে গেছে। প্রতিটি পদক্ষেপের সাথে হুঙ্কার ছাড়ছে সে, লেজটা খাড়া ও শক্ত।

হেডলাইটের আলোয় সিংহী আর মেয়েটার ছায়া সাদা বালির ওপর বিশাল আর কালো লাগলো, দ্রুত এক হতে যাচ্ছে। লাফ দেয়ার জন্যে শরীরটা কোঁকড়ালো সিংহী, রাইফেল সাইটের ওপর দিয়ে অসহায়ভাবে তাকিয়ে থাকলো রানা। সিংহী আর মনিকাকে আলাদা করা অসম্ভব, গুলি করলে মেয়েটাকেও লাগবে।

একেবারে শেষ মুহূর্তে আছাড় খেলো মনিকা, পায়ে শক্তি নেই, হাঁটু ভেঙে ছিটকে পড়লো বালির ওপর, ভয়ে ফোঁপাচ্ছে।

চোখের পলকে সিংহীর বুকে লক্ষ্যস্থির করলো রানা। নিজের ওপর বিশ্বাস আছে ওর, আস্থা আছে রাইফেলটার ওপর। এই রাইফেল দিয়ে একই সময়ে শূন্যে ছুঁড়ে দেয়া একজোড়া আধুলিকে ফুটো করতে পারে ও, সেগুলো মাটিতে পড়ার আগেই, বিশ গজ দূর থেকে। হাতের এই রাইফেল দিয়ে কতো যে শিকার করেছে তার কোনো লেখাজোখা নেই। অনেক মানুষও এই রাইফেলের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছে। লক্ষ্যভেদে কখনো দু'বার গুলি করতে হয়নি ওকে। এই মুহূর্তে টার্গেট আর ওর মাঝখানে কোনো বাধা নেই, অনায়াসে একটা ৭৫০ গ্রেন সফট-নোজ বুলেটকে সিংহীর বুক দিয়ে ঢুকিয়ে লেজের গোড়ায় পৌঁছে দিতে পারে। সিংহীটা মারা যাবে, কিন্তু সেই সাথে খতম হবে আফ্রিকায় ওর গা ঢাকা দিয়ে থাকার সুযোগটাও। নিহত একটা সিংহী ডেকে নিয়ে আসবে সম্ভাব্য সব রকম সরকারী অভিশাপ। গেম ডিপার্টমেন্ট নির্ঘাত বাতিল করবে ওর লাইসেন্স।

সারা গায়ে বালি মেখে পড়ে আছে মেয়েটা, সেজদা দেয়ার ভঙ্গিতে, পিছনে উঁচু হয়ে রয়েছে নিতম্ব। প্রায় তার ওপর চলে এসেছে সিংহী। দু'জনের মাঝখানে আর মাত্র কয়েক ফুট সাদা বালি। রাইফেলটা নিচু করলো রানা। ভয়ংকর ঝুঁকি নিচ্ছে ও, তবে ঝুঁকি নেয়াই ওর নেশা, ঝুঁকি নিয়েই তো সারাটা জীবন অস্তিত্ব রক্ষা করছে। মেয়েটার জীবন নিয়ে জুয়া খেলছে ও, কিন্তু সে ওকে কম বিরক্ত করেনি, এখন নাহয় খানিকটা ভাগ্যের ওপর নির্ভর করুক।

সিংহীর খোলা চোয়ালের দু'ফুট সামনে বালির ওপর গুলি করলো রানা। ভারি বুলেটের আঘাতে বিস্ফোরিত হলো বালি, নিরেট একটা সাদা ঝর্নার মতো দেখালো, তার ভেতর সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে গেল দম্পতি। মুখের ভেতরটা বালিতে ভরে গেল, হুঙ্কার ছাড়ার ফাঁকে শ্বাস টানার সময় ফুসফুসে ঢুকলো খানিকটা। ভেজা নাকের ফুটোয় জমা হলো, চাবুকের মতো আঘাত করলো হলুদ চোখে। অন্ধ হয়ে গেল সিংহী, হামলার কথা ভুলে গেছে।

ছুটলো রানা, দ্বিতীয় বার গুলি করার জন্যে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। কিন্তু তার আর দরকার নেই। বালি ভরা চোখ দুটো সামনের পা দিয়ে অনবরত আঁচড়াচ্ছে সে, নিজের সাথে ধস্তাধস্তি করার ভঙ্গিতে দ্রুত পিছু হটছে। বারবার কাত হয়ে পড়ে গেল সিংহী, গড়াগড়ি খেলো, দাঁড়ালো, পিছু হটে ফিরে যাচ্ছে লম্বা ঘাসে, নিরাপদ আশ্রয়ে।

মনিকার কাছে পৌঁছলো রানা, কোমরটা এক হাতে পেঁচিয়ে হ্যাঁচকা টানে খাড়া করলো তাকে। দাঁড়াবার শক্তি নেই পায়ে, টয়োটা পর্যন্ত তাকে প্রায় বয়ে আনতে হলো রানার। সামনের সিটে নামিয়ে দিলো যেন একটা বস্তা। একই সাথে

পিছনের সিটে উঠলেন ম্যানুয়েল রিভেরা, লাফ দিয়ে রানিং বোর্ড-এ দাঁড়ালো রানা, মুক্ত হাতে রাইফেলটা রয়েছে পিস্তল ধরার ভঙ্গিতে, অন্ধকারে তাক করা, আরেকটা হামলার জন্যে সতর্ক।

'গো!' চিৎকার করলো রানা, সাথে সাথে ক্লাচ ছেড়ে দিলো ম্যাটাবেল ড্রাইভার নেবুবি। নদীর শুকনো তলাটা অসমতল, ঝাঁকি খেতে খেতে ছুটলো ট্রাক।

প্রায় এক মিনিট কেউ কোনো কথা বললো না, যতোক্ষণ না নদীর তলা ছেড়ে খানিকটা সমতল পথে উঠে এলো টয়োটা, তারপর বেসুরো গলায় মনিকা বললো, কেউ যেন তার গলা চেপে ধরেছে, 'ট্রাক না থামালে ফে-ফেটে যাবে··· আমার ব্ল্যা-ব্ল্যাডার!'

'থামার উপায় নেই, এখানেই ছেড়ে দাও কুলকুল করে,' ঠাণ্ডা গলায় বললো রানা। 'বড়দের কথা না শুনলে এমনি হয়!' পিছনের সিট থেকে হাসি চাপার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন ম্যানুয়েল রিভেরা। পাপার কাঁপা কাঁপা, নার্ভাস হাসির মধ্যে স্বস্তির ভাব লক্ষ করলো মনিকা। তার বিব্রতকর অবস্থা নিয়ে ওরা বিদ্রূপ ও হাসাহাসি করায় অবশিষ্ট আত্মসম্মানটুকুও যেন হারিয়ে ফেললো সে।

এক ঘন্টা একটানা গাড়ি চালিয়ে ক্যাম্পে ফিরে এলো ওরা। লোদজি, মনিকার ক্যাম্প সার্ভেন্ট, শাওয়ারে গরম পানি ভরে রেখেছে। শাওয়ার মানে বিশ গ্যালন তেলের খালি একটা ড্রাম, গাছের ডাল থেকে ঝুলছে। ড্রামের নিচে লতাপাতা দিয়ে ঘেরা ছোট একটা খুপরি। মেঝেটা অবশ্য পাকা।

শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে চোখ বুজে থাকলো মনিকা, গা থেকে ধোঁয়ার মতো বাষ্প উঠছে। দেখতে দেখতে উজ্জ্বল লালচে হয়ে উঠলো গায়ের চামড়া; সমস্ত গ্লানি, ভয় আর অপমানবোধ ধীরে ধীরে যেন ধুয়ে গেল, সেই সাথে ভালো লাগার একটা অনুভূতি ছড়িয়ে পড়লো দেহমনে। বেঁচে থাকায় কি যে সুখ! গায়ে সাবান ঘষার সময় রানার শব্দ পেলো সে। নিজের তৈরি জিমনেশিয়ামে, পঞ্চাশ গজ দূরে, ব্যায়াম করছে শিকারী। ক্যাম্পে যে চারদিন আছে মনিকা, একদিনও ওকে এক্সারসাইজ বাদ দিতে দেখেনি, শিকার অভিযান যতোই দীর্ঘ বা কঠিন হোক না কেন। 'র‍্যাম্বো!' শিকারীর পেশীবহুল কাঠামোর কথা ভেবে ঠোঁট বাঁকা করে হাসলো সে, অথচ বিপদের সময় বহুবার ওর শক্তিশালী বাহুর আশ্রয় চেয়েছে, অলস মুহূর্তে ওর মেদহীন পেট আর গোল ও শক্ত নিতম্ব দেখে পুলক অনুভব করেছে। খুপরির ছাদহীন বেড়ার মাথা থেকে উঁকি দিলো মনিকা, নিজের তাঁবুর পিছনে জিমনেশিয়ামে এখনো ব্যায়াম করছে শিকারী। এদিকে তাকিয়ে নেই রানা, কাজেই চোখাচোখি হলো না, তবু ওকে ভেঙচালো মেয়েটা—জিভের ডগা বের করে এদিক ওদিক নাড়লো। টয়োটার আলোয় চকচক করছে রানার পেশীবহুল শরীর, সেদিকে মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো সে, তার নগ্ন শরীর শিরশির করে কেঁপে উঠলো কেন জানি।

খুপরি থেকে বেরুলো মনিকা, হ্যারিকেন হাতে তার আগে আগে হাঁটছে লোদজি। শাওয়ার সেরে সিল্ক ড্রেসিং-গাউন পরেছে সে। তাঁবুতে ফিরে খাকি শার্ট, বুট আর টি-শার্ট পরলো। তার কাদা মাখা কাপড় রোজ ধুয়ে ইস্ত্রি করে রাখে

লোদজি। প্রচুর সময় নিয়ে চুল শুকালো সে, ব্রাশ করলো, হালকা লিপস্টিক ছোঁয়ালো ঠোঁটে। আয়নায় চোখ রাখার পর ভালো লাগার অনুভূতিটা বাড়লো আরো।

পুরুষরা ইতিমধ্যে ক্যাম্প-ফায়ারের পাশে জড়ো হয়েছে, মনিকাকে আসতে দেখে চুপ হয়ে গেল সবাই। ইতিমধ্যে রানাও শাওয়ার সেরেছে, খাকি শর্টস আর টি-শার্ট পরে বসে আছে ক্যাম্প চেয়ারে। মনিকাকে দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো ও, নারীজাতির প্রতি সম্মানবোধ থাকায় এটা ওর একটা অভ্যেসে পরিণত হয়েছে। ওর এই ভদ্র আচরণে রীতিমতো অস্বস্তিবোধ করে মনিকা, কেন যেন মনে হয় শিকারী আসলে তাকে ব্যঙ্গ করছে। 'বসো!' সুরে ধমকের ভাব আনার চেষ্টা করলো মনিকা। 'আমাকে দেখলেই নিজেকে এভাবে শাস্তি দেয়ার দরকার নেই।'

সহজভাবে মৃদু হাসলো রানা, কিছু বললো না। মনে মনে নিজেকে সতর্ক করে দিলো, বুঝতে দেয়া চলবে না আমার নার্ভে খোঁচা দিতে সফল হচ্ছে, তাহলে একেবারে ঘাড়ে চড়ে বসবে। একটা ক্যানভাস চেয়ার টেনে আগুনের ধারে রাখলো ও, সেটায় বসে আগুনের দিকে বুটজোড়া বাড়িয়ে দিলো মনিকা, হাত দুটো ভাঁজ করলো বুকের ওপর। 'মনিকা বিবিকে এক পেগ দাও,' মেস ওয়েটারকে নির্দেশ দিলো রানা। 'কিভাবে উনি চান তুমি জানো।'

সিলভার ট্রেতে করে ক্রিস্টাল গ্লাসটা নিয়ে এলো ওয়েটার, গ্লাসে শিভাস রিগাল হুইস্কি, পেরিয়ার ওয়াটার মেশানো, সাথে কয়েক টুকরো বরফ। তুষার ধবল আলখাল্লা পরে আছে স্থানীয় হিন্দু ওয়েটার, হাঁটু পর্যন্ত লম্বা, মাথায় লাল ফেজ, ফেজটাই প্রমাণ করে ওয়েটারদের হেড সে। গোটা ব্যাপারটাই মনিকার জন্যে অস্বস্তিকর, ওদের তিনজনের সেবা-যত্ন করার জন্যে চাকরবাকর রাখা হয়েছে বিশজন। এটা উনিশশো সাতাশি, রাজা আর সম্রাটদের যুগ তো কবেই শেষ হয়েছে, তাই না? তবে হুইস্কিটুকু সত্যিই দারুণ।

গ্লাসে ছোট্ট আরেকটা চুমুক দিয়ে মনিকা বললো, 'তুমি বোধহয় আশা করছো প্রাণ বাঁচানোর জন্যে তোমাকে আমার ধন্যবাদ জানানো উচিত?'

'না, ময়না।' আগেই জেনেছে রানা, এ-ধরনের সম্বোধন খুবই অপছন্দ করে মেয়েটা। 'তুমি এমনকি তোমার চরম নির্বুদ্ধিতার জন্যেও যে ক্ষমা চাইবে না, আমি জানি। তোমাকে তাহলে সত্যি কথাটাই বলি, সিংহীটাকে খুন করতে হয় কিনা ভেবে বেশি উদ্বিগ্ন ছিলাম আমি। সেটা অত্যন্ত মর্মান্তিক ব্যাপার হতো।'

হালকাভাবে ঝগড়া ও কথা কাটাকাটি হলো, দু'জনেই যেন যার যার বুদ্ধিতে শান দিচ্ছে। মনিকা আবিষ্কার করলো, ব্যাপারটা উপভোগ করছে সে। রানাকে সামান্য অপ্রতিভ করতে পারলেও তার চেহারায় সন্তুষ্টির আভা ফুটে উঠছে, কোর্টে দাঁড়িয়ে বিজয়ী হবার চেয়ে কম আনন্দদায়ক নয়। মনটা খারাপ হয়ে গেল হঠাৎ বাধা পড়ায়। হেড ওয়েটার ঘোষণা করলো, ডাইনিং টেন্ট-এ ডিনার পরিবেশন করা হয়েছে।

মোমের কোমল আলোয় টেবিলের ওপর সাজানো নিরেট রুপোর ছুরি আর চামচ চকচক করছে। টেবিল ক্লথের কিনারায় সূচীশিল্পের বাহারী নক্সা। প্রতিটি

ফোল্ডিং ক্যানভাস সাফারি চেয়ারের পিছনে আলখাল্লা পরা একজন করে ওয়েটার, পরিবেশনের জন্যে তৈরি।

'আজ রাতে কি শুনতে পছন্দ করবেন আপনি, রিভেরা?' জানতে চাইলো রানা।

'মোৎসার্টের পিয়ানো কনসার্টো, সতেরো নম্বর।'

মিউজিক সেট চালু করে নিজের চেয়ারে ফিরে এলো রানা। মটরশুঁটি, পার্লবার্লি আর মোষের হাড়ের মজ্জা দিয়ে তৈরি হয়েছে সূপ, তার সাথে মেশানো ঝাল সস। পাপার মতোই ঝাল, রসুন আর লাল ওয়াইনের ভক্ত মনিকা। এরপর পরিবেশিত হলো মোষের নাড়িভুঁড়ি, সাদা সসের সাথে। মনিকার অনুরোধে খাবারটায় প্রচুর এলাচ ব্যবহার করা হয়েছে, গন্ধ দূর করার জন্যে। তার পাপা অবশ্য বিশেষ করে ওই গন্ধটারই ভক্ত, সেজন্যে শেফকে আগেই বলে দেয়া হয়, নাড়িভুঁড়ি পরিষ্কার করবার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে চর্বির স্তরে যেন কোনো আঁচড় না লাগে। গন্ধ না থাকায় রিভেরা বললেন, 'এ যেন ঘাস চিবাচ্ছি।' তৃতীয় দফায় পরিবেশিত হলো, একা শুধু মনিকার জন্যে, হরিণের কিডনি। শেফ আর ওয়েটাররা সাগ্রহে তার দিকে তাকিয়ে আছে, কখন একটুকুরো মুখে দেবে সে। চিবাতে শুরু করে হাসলো মনিকা, অপেক্ষারত লোকগুলো আনন্দমুখর গুঞ্জন তুললো। ক্যাম্পে এসেই রানার স্টাফদের মন জয় করে নিয়েছে সে, সবাই তাকে খুশি করার জন্যে ব্যাকুল হয়ে থাকে।

কিন্তু ডিনার টেবিলে সাধারণত প্রতিপক্ষদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগই পায় না মনিকা, রানা আর ম্যানুয়েল রিভেরা এমন সব প্রসঙ্গে আলোচনায় মেতে থাকে যে ও-সব বিষয়ে না কিছু বোঝে সে, না আছে আগ্রহ। রিভেরা বললেন, 'একটা .৩০০ ওয়াদারবাই থেকে ১৮০-গ্রেইন বুলেট প্রতি সেকেণ্ডে ৩২০০ ফুট ছোটে, তারমানে ৪০০০ ফুট পাউণ্ড মাজল এনার্জি পাওয়া যাচ্ছে...।' তো কি হলো? এ-সবের কোনো অর্থ খুঁজে পায় না মনিকা। সুস্থ কোনো বুদ্ধিমান মানুষ রাইফেল বা পশুহত্যা নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা ক্লান্তিহীন আলোচনা করতে পারে না, অথচ ডিনারে বসে ওরা ঠিক তাই করে। আরো একটা জিনিস একদম সহ্য হয় না মনিকার, সেটা হলো বনের প্রাণীগুলোর প্রতি রানার পছন্দ। ব্যাপারটাকে কৃত্রিম বলে মনে হয় তার। আদর করে অনেক প্রাণীর নাম রেখেছে রানা—হারকিউলিস, জোয়ান অভ আর্ক, ইত্যাদি। হারকিউলিস একটা সিংহ, ওটাকেই খুন করতে চাইছে ওরা, সেজন্যে গাছের ডালে ঝোলানো হয়েছে মোষের ধড়টা।

'চলতি মরশুমে মাত্র দু'বার দেখেছি আমি ওকে; একজন মক্কেল একবার একটা গুলিও করেন। ভদ্রলোক এমন কাঁপছিলেন, পঞ্চাশ গজ দূরে লাগে গুলিটা।'

'ওটার সম্পর্কে সব কথা বলুন আমাকে।' আগ্রহ আর উত্তেজনায় সামনের দিকে ঝুঁকলেন ম্যানুয়েল রিভেরা।

'পাপা, কাল রাতে তোমাকে একবার বলেছে ও। পরশু রাতেও বলেছে। তার আগের রাতেও।' কি জবাব দেয় শোনার জন্যে একটা ভুরু সামান্য উঁচু করে

পাপার দিকে তাকিয়ে থাকলো মনিকা।

'বাচ্চা মেয়েরা বড়দের ব্যাপারে নাক গলায় না। আমি কি তাহলে কিছুই তোমাকে শেখাইনি? আপনি আমাকে হারকিউলিস সম্পর্কে বলুন, রানা।'

'লম্বায় এগারো ফুটের বেশি হবারই কথা, আর শুধু লম্বাই নয়, তার মাথাটা জলহস্তীর মতো, কেশর তো নয় যেন কালো মেঘ। যখন হাঁটে, বাতাস লাগা ঝাউগাছের মতো ঢেউ ওঠে।' রোমন্থন করছে রানা। 'চতুর? কৌশলী? অবশ্যই। সমস্ত ছলাকলা জানা আছে তার। আমার জানামতে তিন তিন-বার তাকে লক্ষ্য করে গুলি করা হয়েছে। তিন মরশুম আগে, আয়ান পিয়ারসন-এর কনসেশনে একজন স্প্যানিয়ার্ড শিকারীর হাতে আহত হয় সে, তবে আঘাতটা সামলে নেয়। বোকা হলে এতো বড় হতে পারতো না।'

'ওকে আমরা পাচ্ছি কিভাবে?' জানতে চাইলেন ম্যানুয়েল রিভেরা।

'তোমরা দু'জন কি!' রানা মুখ খোলার আগেই বাধা দিলো মনিকা। 'বাচ্চাগুলো অদ্ভুত সুন্দর, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়, অথচ তোমরা ওগুলোকে মেরে ফেলার কথা ভাবছো!'

'আজ কোনো বাচ্চাকে গুলি করা হয়েছে বলে তো শুনিনি,' বললেন রিভেরা, ইঙ্গিতে প্লেটটা আবার ভরে দিতে বললেন ওয়েটারকে। 'বরং বলা যায়, ওদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে সাংঘাতিক ঝুঁকি নিয়েছি আমরা।'

'তুমি তোমার জীবনের পঁয়তাল্লিশটা দিন হাতি আর সিংহ মারার একক উদ্দেশ্যে অপব্যয় করছো!' ঝাঁঝের সাথে জবাব দিলো মনিকা। 'কাজেই আমাকে নীতিকথা শোনাতে এসো না, ম্যানুয়েল রিভেরা।'

'নিজেদের যারা পশু প্রেমিক বলে দাবি করে তাদের অপরিণত চিন্তাধারা আমাকে বিস্মিত করে,' বললো রানা, সাথে সাথে মারমুখো হয়ে ওর দিকে ফিরলো মনিকা, কোমর বেঁধে ঝগড়া করার জন্যে প্রস্তুত।

'আমার অভিযোগটা স্পষ্ট। এখানে তোমরা পশু হত্যা করছো।'

'একজন কৃষক যে-কারণে বা যেভাবে পশু হত্যা করে,' একমত হলো রানা। 'স্বাস্থ্যবান একটা পালের অস্তিত্ব নিশ্চিত করার জন্যে। পালটা যাতে টিকে থাকার মতো একটা অনুকূল পরিবেশ পায়, সেজন্যে।'

'তুমি কৃষক নও।'

'কে বললো নই, অবশ্যই আমি একজন কৃষক। এক অর্থে সবাই আমরা কৃষক, সবাই আমরা কিছু না কিছু ফলাই, বা চাষ করি। আমার পূর্ব-পুরুষ কৃষক ছিলেন, উত্তরাধিকার সূত্রে আমিও তাই। পার্থক্যটুকু এখানে, আমি পশু হত্যা করি রেঞ্জে, কসাইখানায় নয়। তবে যে-কোনো কৃষকের মতো আমারও প্রধান উদ্বেগের বিষয় আমি যাদের লালনপালন করি তাদের নিরাপদ অস্তিত্ব।'

'ওরা তোমার গৃহপালিত পশু নয়,' প্রতিবাদ করলো মনিকা। 'ওগুলো সুন্দর বন্য প্রাণী।'

'সুন্দর? বন্য? অপ্রাসঙ্গিক কথা তুলছো কেন? আজকের আধুনিক যুগে আর সব কিছুর মতো, টিকে থাকতে হলে আফ্রিকার বন্য প্রাণীকুলকেও মূল্য দিতে হবে। একটা হাতি বা একটা সিংহ শিকার করার জন্যে ম্যানুয়েল রিভেরা

পনেরো-বিশ হাজার ডলার খরচা করছেন। গবাদিপশুর চেয়ে অনেক বেশি আর্থিক মূল্য দেয়া হচ্ছে ওই প্রাণীগুলোর জন্যে, ফলে স্বাধীন জিম্বাবুই সরকার কয়েক মিলিয়ন একর বনভূমি কনসেশন হিসেবে ছেড়ে দিতে উৎসাহী হয়েছে, যেখানে বন্যপ্রাণীদের অস্তিত্ব সুরক্ষিত থাকবে। অনেক কনসেশন-এর একটা ভাড়া করেছি আমি। আমার কাজ পোচারদের কবল থেকে ওদেরকে বাঁচানো। সংখ্যায় যাতে ওগুলো বাড়ে সেদিকটাও লক্ষ্য রাখতে হবে আমাকে, তা না হলে আমার শিকারী ক্লায়েন্টদের ফিরতে হবে খালি হাতে। তুমি জানো না, ময়না, বৈধ সাফারি হলো আফ্রিকার বন্যপ্রণীগুলোকে রক্ষার একমাত্র হাতিয়ার।'

'হাই-পাওয়ারড রাইফেল দিয়ে গুলি চালিয়ে ওগুলোকে তুমি বাঁচাতে চাও?' মনিকার গলায় তীব্র ঝাঁঝ।

'তুমি কি চাইবে, ভোঁতা ছোরা দিয়ে জবাই করা হোক? তুমি বুদ্ধিমতি মেয়ে, মাথা খাটাও, মনের ব্যাকুলতাকে প্রশ্রয় দিয়ো না। আমরা যে সিংহটাকে শিকার করতে চাইছি তার বয়স বারো, আগামী বা তার পরের বছর এমনিতেই স্বাভাবিক মৃত্যু হবে তার। নির্দিষ্ট একটা প্রাণীর কোনো মূল্য নেই, অমূল্য হলো গোটা প্রজাতির অস্তিত্ব। গুলি খেয়ে ওটার মৃত্যু হলে নগদ দশ হাজার ডলার আয় হবে, সেই টাকা ব্যয় হবে তারই বাচ্চাকাচ্চাদের নিরাপদ আশ্রয় তৈরির পেছনে। খবর রাখো, কনসেশন প্রথা চালু হবার পর আফ্রিকায় পোচারদের উপদ্রব আগের চেয়ে কত কমে গেছে? যেভাবে ছাল ছাড়াবার হিড়িক লেগেছিল, এতোদিনে আফ্রিকা থেকে বন্যপ্রাণী নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো।'

'তুমি তাহলে মহান রক্ষকের ভূমিকা পালন করছো, তোমাকে নমস্কার,' বলে খাঁটি হিন্দুয়ানী কায়দায় দু'হাত এক করে কপালে ঠেকালো মনিকা, ভঙ্গিটা হেড ওয়েটারের দেখাদেখি ভালোই রপ্ত করেছে সে।

দুই

কাপ-পিরিচের টুংটাং আর লোদজির নরম কাশির আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল মনিকার। তাঁবুর ভেতর এখনো গাঢ় অন্ধকার আর কনকনে ঠাণ্ডা। ওর ধারণা ছিলো না আফ্রিকায় এতো শীত পড়তে পারে। নড়াচড়ার শব্দ পেয়ে পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকলো লোদজি, মনিকার জন্যে বেড টি এনেছে।

ক্যাম্প-বেডে বসে দু'হাতে গরম মগটা ধরলো মনিকা, তাঁবুর ভেতর নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লো লোদজি। ওয়াশ বেসিনের পাশে এক বালতি গরম পানি রাখলো সে, রশিতে ঝোলালো পরিষ্কার তোয়ালে, টিউব টিপে ব্রাশের ওপর টুথপেস্ট বের করলো, সবশেষে তাঁবুর মাঝখানে নামিয়ে রাখলো কাঠকয়লার গনগনে আগুন সহ একটা মালসা। 'আজ খুব ঠাণ্ডা পড়েছে, মেমসাব।'

'আজও বুঝি অন্ধকার থাকতে বেরুবো আমরা, লোদজি?'

'জ্বী, মেমসাব। কাল রাতে সিংহের ডাক শুনেছেন?'

মুখের সামনে হাত তুলে হাই তুললো মনিকা। 'দূর, ঘুমালে আমি মড়া!'

খালি বিছানায় মনিকার কাপড়চোপড় সাজিয়ে বিদায় নিলো লোদজি, যাবার সময় বলে গেল, 'কিছু দরকার হলেই আমাকে ডাকবেন, মেমসাব।'

লোদজি বেরিয়ে যেতেই লাফ দিয়ে গরম বিছানা ছেড়ে নামলো মনিকা, পরার আগে আগুনে সেঁকে নিলো কাপড়গুলো। তাঁবু থেকে বেরিয়ে দেখলো আকাশে এখনো তারা ফুটে রয়েছে।

'ছোটোবেলার অভ্যেস এখনো তোর বদলায়নি,' ক্যাম্প-ফায়ারের সামনে এসে মনিকা দাঁড়াতেই বললেন ম্যানুয়েল রিভেরা। 'মনে আছে, স্কুলে যাবার জন্যে বিছানা ছাড়াতে কি ধকল পোহাতে হতো আমাকে রোজ?' একজন ওয়েটার দ্বিতীয় কাপ চা এনে দিলো মনিকাকে।

শিস দিলো রানা, সাথে সাথে স্টার্ট দিয়ে গাড়িটা ক্যাম্প-ফায়ারের সামনে আনলো নেবুবি। রওনা হবার পর মনিকা দেখলো, রাইফেলগুলো র‍্যাকে সাজানো রয়েছে। ট্রাকের পিছনে দাঁড়িয়ে, দুই ম্যাটাবেল নেবুবি আর নগুনির মাঝখানে, খর্বকায় নদোরোবো ট্র্যাকার পেনডুলা। শুধু দৈহিক কাঠামো নয়, পেনডুলার চেহারাটাও বাচ্চা ছেলের মতো, সরল ও নিষ্পাপ। লম্বায় টেনেটুনে মনিকার বগল পর্যন্ত। নিঃশব্দ হাসিতে সারাক্ষণ ভাঁজ খেয়ে আছে তার মুখ, নিজেও বোধহয় জানে না তার ওই হাসির মধ্যে কি জাদু আছে, কেউ একবার দেখলে অন্তর থেকে তাকে ভালো না বেসে পার পাবে না। বর্ণবৈষম্যের ঘোর বিরোধী মনিকা, সম্ভবত সেজন্যেই রানার কালো স্টাফদের মন এতো সহজে জয় করতে পেরেছে সে, তবে ওদের মধ্যে একজনই জয় করতে পেরেছে মনিকার মন, সে হলো ওই পেনডুলা। মনিকাকে রীতিমতো তার ভক্তই বলা যায়। আর্মি-সারপ্লাস গ্রেটকোট পরে আছে ওরা তিনজন, মাথায় কালো ক্যাপ। এক এক করে সবার নাম ধরে কুশলাদি জিজ্ঞেস করলো মনিকা, উত্তরে অন্ধকারের ভেতর সাদা হাসি উপহার দিলো তারা।

গাড়ি চালাচ্ছে রানা, ওর আর ম্যানুয়েল রিভেরার মাঝখানে সামনের সিটে বসেছে মনিকা। উইণ্ডস্ক্রীনের পিছনে মাথা নিচু করে শরীরটা কুঁকড়ে রেখেছে সে, পাপার বুকের ওপর ঢলে পড়েছে খানিকটা উষ্ণতা পাবার লোভে। দৈনিক অভিযানের শুরুটা বেশ ভালোই লাগে তার।

ঝাঁকি খেতে খেতে আঁকাবাঁকা পথ ধরে এগোলো ট্রাক, ভোরের আলো ফোটার পর হেডলাইট অফ করে দিলো রানা। এবার সিধে হলো মনিকা, লম্বা ঘাস আর ঝোপগুলোয় ব্যাকুলদৃষ্টিতে খুঁজতে লাগলো যদি কোনো সুন্দর প্রাণী দেখতে পায়। কিন্তু প্রতিবারই হয় রানা নয়তো তার পাপা বিড়বিড় করে ওঠে, 'বাঁ দিকে হরিণ' বা 'ওটা রীড-বাক'। মাঝে মধ্যে পিছন থেকে ঝুঁকে মনিকার কাঁধে টোকা দিলো পেনডুলা, তার লম্বা করা খুদে হাত অনুসরণ করে মনিকা দেখতে পেলো দুর্লভ কোনো প্রাণী বা দৃশ্য।

ধুলোর ওপর পশুদের পায়ের চিহ্ন ছড়িয়ে রয়েছে, গত রাতে পার হয়েছে এই পথ। একবার ওরা সদ্য ত্যাগ করা হাতির বিষ্ঠার সামনে থামলো, ঠাণ্ডা ভোরে এখনো সেটা থেকে বাষ্প উঠছে। হাঁটু পর্যন্ত উঁচু একটা স্তূপ, পরীক্ষা করার জন্যে

সবাই নেমে পড়লো গাড়ি থেকে। প্রথম দিকে মল পরীক্ষা করার এই বিপুল আগ্রহ দেখে বিরক্ত হতো মনিকা, এখন ব্যাপারটা সয়ে গেছে ওর।

'একেবারে অথর্ব বুড়ো,' বললো রানা। 'দাঁত নেই বললেই চলে।'

'কি করে জানলে তুমি?' চ্যালেঞ্জ করলো মনিকা।

'খাবার চিবাতে পারে না,' বললো রানা। 'স্তূপটার মধ্যে সরু ডাল আর পাতাগুলো দেখছো, প্রায় অক্ষত।'

উবু হয়ে বসে হাতির পায়ের ছাপ পরীক্ষা করছে পেনডুলা।

'লক্ষ্য করছো, পায়ের মাংস কেমন ফাটা?' মনিকাকে বললো রানা। 'গাড়ির পুরনো টায়ারের মতো ক্ষয়ে গেছে। বিশাল শরীর, অনেক বয়স।'

'এটাই কি?' ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন ম্যানুয়েল রিভেরা, সিটের পিছনে র‍্যাকে সাজানো .৪১৬ রিগবি রাইফেলটার দিকে চট করে একবার তাকালেন।

'পেনডুলা বলবে,' কাঁধ ঝাঁকালো রানা। খুদে নদোরোবো পেনডুলা ধুলোর ওপর থো থো করে থুথু ছিটালো, সিধে হবার সময় এমনভাবে মাথা নাড়লো যেন শোকে কাতর, তারপর সোয়াহিলি ভাষায় কথা বললো রানার সাথে। 'এটা সেটা নয়। পেনডুলা এই মদ্দাটাকে চেনে,' ভাষান্তর করলো রানা। 'গতবছর এটাকে নদীর কিনারায় দেখেছে সে। এটার একটা দাঁত ঠোঁটের কাছে ভেঙে গেছে, আরেকটা ক্ষয়ে ছোটো হয়ে গেছে।'

'তারমানে? তুমি বলতে চাও শুধু পায়ের ছাপ দেখে নির্দিষ্ট একটা হাতিকে চিনতে পারে পেনডুলা?' মনিকার সুরে অবিশ্বাস।

'পাঁচশো মোষের পালের ওপর শুধু একবার চোখ বুলিয়ে নিজের চেনা মোষটাকে বের করতে পারে পেনডুলা, দু'বছর পর শুধু ওটার পায়ের ছাপ দেখে চিনতে পারবে,' মনিকাকে সামান্য একটু বাড়িয়ে বললো রানা। 'পেনডুলা ট্র্যাকার নয়, জাদুকর।'

চলার পথে ছোটো ছোটো সুন্দর সব দৃশ্য চোখে পড়লো। স্যাঁৎ করে ঝোপের আড়ালে গা ঢাকা দিলো একটা পুরুষ কুডু, ভূতের মতো ধূসর তার রঙ, পিঠে কুঁজ আর কেশর, ক্রুর প্যাঁচ-এর মতো বাঁকা শিং ছায়ার ভেতরও চকচক করছে। রাত্রিকালীন টহল থেকে ফেরার পথে ওদের চোখে ধরা পড়ে গেল একটা গন্ধনকুল বা খাটাশ, সোনালি গায়ে ফোঁটা ফোঁটা দাগ, ঠিক যেন চিতাবাঘের খুদে সংস্করণ, খয়েরি ঘাসের কিনারা থেকে উঁকি দিয়ে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে, চোখ ভরা কৌতূহল আর বিস্ময়। টয়োটার আগে আগে অনবরত লাফ দিয়ে ছুটছে একটা ক্যাঙ্গারু র‍্যাট। ঝাঁক ঝাঁক মোরগ, মাথায় হলুদ ঝুঁটি, টয়োটার পাশে ঘাসবনের ভেতর ছুটোছুটি করছে। এটা কি ওটা কি বলে কাউকে বিরক্ত করছে না মনিকা, পশুপাখিগুলোকে চিনতে পারছে সে, সেই সাথে তার আনন্দের মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে বহুগুণ।

সূর্য ওঠার সামান্য আগে পাথুরে একটা পাহাড়ের গোড়ায় গাড়ি থামালো রানা। বনভূমির মাঝখান থেকে হঠাৎ মাথাচাড়া দিয়েছে নিচু পাহাড়টা। ভারি কাপড়চোপড় খুলে খাড়া ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করলো ওরা। তিনশো ফুট উঁচু, কোথাও একবার থামলো না কেউ, হাঁপানোর শব্দটা গোপন করতে গিয়ে হিমশিম

খেয়ে গেল মনিকা।

সময়ের চুলচেরা হিসেব করা আছে রানার, পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছুলো ওরা, আর সেই সাথে দূর বনভূমি থেকে লাফ দিয়ে উঠে এলো সূর্য, নাটকীয় রঙ আর উজ্জ্বলতায় ভাসিয়ে দিলো চারদিক।

আদিগন্ত বিশাল সবুজ বনভূমি, এখানে সেখানে সোনালি ঘাস মোড়া ফাঁকা মাঠ, দুর্গ আকৃতির পাহাড়, সব একসাথে ধরা পড়লো ওদের চোখে, সূর্যের প্রথম আলোয় উদ্ভাসিত।

গায়ের সোয়েটার খুলে ফেললো ওরা, পাহাড় চূড়ার কিনারায় বসলো, চোখে বিনকিউলার তুলে তাকালো নিচের বনভূমির দিকে। ওদের পিছনে খাবার বাক্স খুলে নিজের কাজে মন দিলো নেবুবি, বাক্সটা সে কাঁধে করে বয়ে এনেছে। এক মিনিটের মধ্যে আগুন জ্বেলে ফেললো, বাতাসে ছড়িয়ে পড়লো ডিম আর মটরশুঁটির গন্ধ, জিভে পানি এসে গেল মনিকার।

ব্রেকফাস্টের জন্যে অপেক্ষা করছে ওরা, এই ফাঁকে আঙুল তুলে দেখালো রানা। 'ওদিকে মোজাম্বিক সীমান্ত, দ্বিতীয় পাহাড়টার খানিক সামনে, এখান থেকে সাত কি আট মাইল।'

'মোজাম্বিক,' বিড়বিড় করলো মনিকা, চোখে বিনকিউলার। 'শব্দটার মধ্যে অদ্ভুত একটা ছন্দ আছে, তাই না? ভারি রোমান্টিক লাগে আমার।'

'দেশটার অবস্থা জানা থাকলে এ-কথা বলতে না। দুর্নীতি, দুর্ভিক্ষ, রাজনৈতিক হাঙ্গামা, ক্ষমতার কোন্দল, অর্থনীতি নিয়ে অহেতুক পরীক্ষা-নিরীক্ষা, অযোগ্যতা–তৃতীয় বিশ্বের আর সব দেশের মতো মোজাম্বিককেও ধ্বংসের পথে এনে ফেলেছে। মহামারী আর গৃহযুদ্ধ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। আগামী পাঁচ বছরে শুধু এইডসেই মারা পড়বে আরো দশ লাখ মানুষ।'

'ব্রেকফাস্টের আগে এমন কিছু শুনতে চাই না যাতে মন খারাপ হয়,' বললো মনিকা। 'আর কতো দেরি, নেবুবি?'

প্রত্যেকের হাতে একটা করে প্লেট ধরিয়ে দিলো নেবুবি, তাতে সেদ্ধ মটরশুঁটি, ডিম আর ফ্রেঞ্চ ব্রেড। সবশেষে মগভর্তি কড়া কফি। খাওয়ার ফাঁকে বনভূমির ওপর চোখ বুলানো চলছে। 'কুক হিসেবেও তুমি মন্দ নও, নেবুবি।'

'ধন্যবাদ, মেমসাব,' শান্ত গলায় জবাব দিলো নেবুবি। উচ্চারণে সামান্য ত্রুটি থাকলেও ভালোই ইংরেজি বলে সে। লম্বা-চওড়া শরীর, চাঁদ আকৃতির মুখে বংশগত ম্যাটাবেল বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট।

'তুমি ইংরেজি শিখলে কোত্থেকে?'

জবাব দেয়ার আগে ইতস্তত ভঙ্গিতে রানার দিকে একবার তাকালো নেবুবি। 'মুক্তিযুদ্ধের সময় অনেক বিদেশী আর্মি অফিসার আমাদের সাহায্য করতে এসেছিল–ভারতীয়, বাংলাদেশী, চীনা–তাদের কাছ থেকে শিখেছি।'

'জিম্বাবুইয়ের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় সেনাবাহিনীর একজন ক্যাপ্টেন ছিলো ও,' বললো রানা।

'ক্যাপ্টেন!' বিস্মিত হলো মনিকা। 'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না...' তাড়াতাড়ি থামলো সে, চেহারায় অপ্রতিভ ভাব।

'বুঝতে পারছো না সেনাবাহিনীর একজন সাবেক ক্যাপ্টেন কেন আমার কনসেশনে কাজ করছে। এই তো?' মৃদু হাসলো রানা। 'কারণটা আর কিছুই নয়, মুক্তিযুদ্ধের সময় পরস্পরের প্রতি ঋণী হয়ে পড়ি আমরা।'

'আমাদের মুক্তিযুদ্ধে উনিও অংশগ্রহণ করেছিলেন,' সমীহের সাথে বললো নেবুবি।

ভুরু কুঁচকে রানার দিকে তাকালো মনিকা, যেন এই প্রথম দেখছে ওকে। 'তুমি তাহলে যুদ্ধও করেছো?' কথাটা যেন বিশ্বাস করতে রাজি নয় সে। 'তুমি যোদ্ধা?'

'তোকে বলিনি, রানার আরো অনেক পরিচয় আছে, যা তোর কোনোদিন জানার সুযোগ হবে না?' সহাস্যে ওদের আলোচনায় যোগ দিলেন ম্যানুয়েল রিভেরা। রানার চোখের দৃষ্টি অকস্মাৎ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠতে দেখে এ-প্রসঙ্গে আর কিছু বললেন না তিনি।

নগুনি, দ্বিতীয় গানবেয়ারার, ওদের কাছ থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে বসে আছে। ওখান থেকে উত্তরদিকটা ভালো দেখতে পাচ্ছে সে। হঠাৎ শিস দিয়ে একটা হাত তুললো নগুনি। ডিম মাখানো রুটির শেষ টুকরোটা মুখে পুরে খালি প্লেটটা নেবুবির হাতে ধরিয়ে দিলো রানা, বললো, 'ধন্যবাদ, নেবুবি।' নগুনির পাশে চলে এলো ও। নিচের বনভূমির দিকে তাকালো ওরা।

'কি?' ওদের পিছনে অধৈর্য হয়ে উঠলেন ম্যানুয়েল রিভেরা।

'হাতি,' বললো রানা, বাপ-মেয়ে দু'জনেই লাফিয়ে উঠলো, ছুটে এলো ওদের দিকে।

'কোথায়? কোথায়?' জানতে চাইলো মনিকা।

'বড়?' প্রশ্ন করলেন ম্যানুয়েল রিভেরা। 'দাঁতগুলো দেখতে পাচ্ছেন? সেটাই কি?'

'অনেক দূরে, প্রায় দু'মাইল; ওটা কিনা বলা মুশকিল।' হাত তুলে দেখালো রানা, গাছপালার মধ্যে অস্পষ্ট ও ধূসর একটা ভাব ছাড়া দেখার কিছু নেই।

হাতির মতো বিশাল একটা প্রাণী দেখতে পাওয়া এতো কঠিন?—মনে মনে বিস্ময়ের একটা ধাক্কা খেলো মনিকা। কয়েক মিনিট অপেক্ষা করার পর, হাতিটা যখন সামান্য নড়লো, আকৃতিটা অস্পষ্টভাবে চিনতে পারলো সে।

'আপনার কি ধারণা?' জানতে চাইলেন রিভেরা। 'ওটা আমাদের অসুর হতে পারে?'

'হতে যে পারে না তা নয়,' বললো রানা। 'তবে সম্ভাবনা কম।'

অসুর। শিকারীর দেয়া নাম। ক্যাম্প-ফায়ারের ধারে বসে ওদের আলোচনা শুনেছে মনিকা। অসুর, হিন্দু পুরাণের একটা দানব। দেবতাদের শত্রু, অশুভ শক্তি। সেই দানবের নামে নাম রাখা হয়েছে হাতিটার। গোটা আফ্রিকার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ জুড়ে হাতে গোণা অল্প যে-ক'টা কিংবদন্তীতুল্য প্রাণী এখনো বেঁচে আছে, তাদের মধ্যে অসুর অন্যতম। একটা পুরুষ হাতি, একেকটা গজদন্তের ওজন একশো পাউণ্ডেরও বেশি। শেষ বারের মতো তার পাপার আফ্রিকায় আসার পিছনে অসুরই প্রধান কারণ। একবার, মাত্র একবারই অসুরকে নিজের চোখে

দেখেছেন তিনি। তিন বছর আগের কথা, সে-সময়ও আফ্রিকার এদিকটায় কনসেশন ভাড়া নিয়ে সৌখিন শিকারীদের সহায়তা করছিল মাসুদ রানা। মনিকার যে-কথাটা জানা নেই, সেবারও গা ঢাকা দেয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে আফ্রিকায় ছিলো রানা। ম্যানুয়েল রিভেরাকে নিয়ে হাতিটাকে পাঁচদিন অনুসরণ করে ও। পায়ের ছাপ ধরে ওদেরকে একশো মাইল হাঁটিয়ে আনে পেনডুলা, তারপর ওরা হাতিটার দেখা পায়। ঝোপের ভেতর দিয়ে চুপিসারে এগোয় দলটা, প্রকাণ্ডদেহী অসুরের বিশ গজের মধ্যে চলে আসে। প্রাচীন বুড়োটা শুঁড় দিয়ে মারুলা গাছের ফল ছিঁড়ে খাচ্ছিলো। আড়াল থেকে তার ছিন্নভিন্ন ধূসর শরীরের প্রতিটি ভাঁজ আর রেখা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে ওরা, এতো কাছ থেকে যে লেজের অবশিষ্ট সামান্য ক'টা লোম ইচ্ছে করলে গোণা যেতো। কারো মুখে কথা ছিলো না, অসুরের দাঁত জোড়ার দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়েছিল ওরা।

অসুরের ওই দাঁত বা আইভরি নিজের ট্রফি হিসেবে পাবার বিনিময়ে যে-কোনো মূল্য দিতে রাজি ছিলেন রিভেরা। ফিসফিস করে রানাকে প্রশ্ন করেন তিনি, 'ওটাকে পাবার কোনো উপায়ই কি নেই?' লক্ষ্য করলেন, মাথা নাড়ার আগে ইতস্তত করলো রানা।

'না, রিভেরা। অসুরকে আমরা ছুঁতে পারি না।' ভদ্রলোককে হতাশ করার সময় রানা ভোলেনি, অনেক বছর আগে লাস ভেগাসে এফ. বি. আই. আর মাফিয়া চক্রের ভয়ংকর ষড়যন্ত্র থেকে ওর প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন ম্যানুয়েল রিভেরা, বিপদের দিনে ওকে অস্ত্র আর আশ্রয় দিয়ে পরম বন্ধুর মতো সাহায্য করেছিলেন। সেদিনই রানা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল, অসুরকে বধ করার কোনো সম্ভাবনা যদি কখনো দেখা দেয়, সুযোগটা অবশ্যই ম্যানুয়েল রিভেরাকে দেবে ও। অসুরকে কেন ছোঁয়া সম্ভব নয়, কারণটা রিভেরাও জানতেন। অসুরের গলায় একটা নাইলন কলার পরানো আছে, হেভী ডিউটি ট্রাক-টায়ারের মতো শক্ত, কলারের সাথে ঝুলছে একটা রেডিও ট্র্যান্সমিটার। সরকারী হাতি গবেষণা প্রজেক্টের তরফ থেকে একদল লোক হেলিকপ্টার নিয়ে ধাওয়া করে অসুরকে, তাকে অজ্ঞান করার পর কলারটা পরিয়ে দেয়া হয় গলায়। সেই সাথে 'গবেষণার জন্যে মনোনীত প্রাণী'দের তালিকায় স্থান পায় অসুর। এতে করে বৈধ শিকারীদের নাগালের বাইরে চলে যায় সে। আইভরি পোচারদের হুমকি আগের মতোই থেকে গেছে বটে, কিন্তু লাইসেন্সধারী কোনো শিকারী আইনত অসুরকে শিকার করতে পারবে না।

ওষুধের প্রভাবে অসুর যখন অজ্ঞান, সরকারী পশু-চিকিৎসক ডা. শ্যামসুন্দর তার দাঁত জোড়ার মাপ নেন। রিপোর্টটা বাইরে প্রকাশ পাবার কথা নয়, কিন্তু ডা. শ্যামসুন্দরের তরুণী সেক্রেটারির সাথে রানার সুসম্পর্ক থাকায় তথ্যটা জানতে কোনো অসুবিধে হয়নি ওর। রিপোর্টের একটা কপি রানার জন্যে ডুপ্লিকেট করে সে। প্রাচীন বুড়োর ওপর চোখ রেখে ফিসফিস করে রিভেরাকে জানায় রানা, 'ডা. শ্যামসুন্দরের হিসাবে একটা দাঁতের ওজন হবে একশো ত্রিশ পাউণ্ড, অপরটা কয়েক পাউণ্ড হালকা।' ক্ষুধার্ত চোখে, একদৃষ্টে, অসুরের দাঁতগুলো দেখছেন রিভেরা। ঠোঁটের কাছে ওগুলো রানার উরুর সমান মোটা, কোথাও টোল খায়নি

বা ডেবে যায়নি । লতাপাতার রস লেগে দাঁত দুটো প্রায় কালো হয়ে গেছে। দাঁতের ডগা গোল ও নিটোল, ডা. শ্যামসুন্দরের ভাষ্য অনুসারে। বাম দাঁতটা আট ফুট সাড়ে চার ইঞ্চি লম্বা, ডান দিকেরটা আট ফুট সোয়া ছয় ইঞ্চি–ডগা থেকে ঠোঁট পর্যন্ত।

শেষে অসুরকে জঙ্গলে একা রেখে ফিরে আসে ওরা।

রানা আফ্রিকায় উপস্থিত থাক বা না থাক, ওর স্টাফরা প্রতি বছর কনসেশন লাইসেন্স রিনিউ করে রাখে। মাস ছয়েক আগের কথা, রানা এজেন্সির লণ্ডন শাখায় বসে নেবুবির একটা মেসেজ পেলো রানা। মেসেজে বলা হয়, 'অসুর তার কলার ছিঁড়ে ফেলেছে। রেডিও ডিরেকশন ফাইণ্ডার সহ কলারটা পাওয়া গেছে একটা মেসাসা গাছের ডালে।' তথ্যটা, বলাই বাহুল্য, ডা. শ্যামসুন্দরের আফ্রিকান সেক্রেটারী একটা চিঠি লিখে রানার কনসেশনে পাঠিয়ে দেয়। মেসেজটা পেয়ে ম্যানুয়েল রিভেরাকে খবর দেয়ার একটা ঝোঁক প্রবল হয়ে উঠেছিল রানার মনে, ভদ্রলোককে নিয়ে অসুরকে শিকার করার তীব্র লোভ দমন করা সত্যি কঠিন হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সময়টা ছিলো বৈরি, ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসকে জটিল একটা বিপদ থেকে উদ্ধার করতে গিয়ে নিজেই ফেঁসে গিয়েছিল রানা, মনে হচ্ছিলো পৈত্রিক প্রাণটাও বুঝি এবার যায়। কাজেই ম্যানুয়েল রিভেরা আর অসুরের কথা ভুলে থাকতে বাধ্য হয়েছিল ও। কিন্তু ভাগ্যের লিখন খণ্ডায় কে! ক'দিন পরই বি. সি. আই. চীফ রাহাত খান গোপন সূত্রে জানতে পারলেন, রানার কিছু পুরনো শত্রু আন্তর্জাতিক টেরোরিস্ট গ্রুপগুলোর সাথে একজোট হয়ে ওর বিরুদ্ধে ভয়ংকর একটা ষড়যন্ত্র করছে। ভালো করে খবর নিয়ে তিনি জানলেন, তিরিশ লক্ষ ডলারের একটা পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে রানাকে খুন করার জন্যে। বি. সি. আই. বা রানা এজেন্সি পাল্টা আঘাত করতে পারে, কিন্তু সমস্যা হলো সংশ্লিষ্ট শত্রুদের সবার পরিচয় জানা যায়নি। শত্রুকে না চিনতে পারলে কার বিরুদ্ধে লড়বে ওরা? ইতিমধ্যে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের কাজটা শেষ করেছে রানা, কিন্তু মানসিক ও দৈহিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে বেশ খানিকটা। রাহাত খান নির্দেশ দিলেন ওকে, 'ছুটি নাও। সভ্যজগতের সাথে সমস্ত যোগাযোগ কেটে দিয়ে স্বেচ্ছানির্বাসনে, আফ্রিকায় তোমার কনসেশনে চলে যাও।'

ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছি, এই চিন্তা একবারও উদয় হয়নি রানার মনে। শত্রুদের পরিচয় না জানা পর্যন্ত সরে থাকা, এ রণকৌশলেরই অংশ। সময়মতো ঠিকই পাল্টা ব্যবস্থা নেয়া হবে, বি. সি. আই. বা রানা এজেন্সি সে ক্ষমতা রাখে। বসের নির্দেশ সানন্দে কবুল করে প্রিয় আফ্রিকার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে ও। তার আগে টেলিগ্রাম করে আলাস্কায়।

হারারেতে পৌঁছে আলাস্কা থেকে ম্যানুয়েল রিভেরার উত্তর পায় রানা। রিভেরা জানান, 'আমি আসছি। আমার জন্যে পুরোদস্তুর একটা সাফারি বুক করুন। পয়লা জুলাই থেকে পনেরোই আগস্ট পর্যন্ত। ওই দানবটাকে আমি চাই। রিভেরা।'

এই মুহূর্তে, পাহাড়চূড়ার কিনারায় দাঁড়িয়ে, দূর বনভূমির গায়ে ধূসর হাতির অস্পষ্ট নড়াচড়া দেখে, উত্তেজনায় কাঁপছেন তিনি।

অবাক বিস্ময়ে পাপার দিকে তাকিয়ে আছে মনিকা। কে এই ভদ্রলোক, এঁকে তো মনিকা চেনে না। দ্রুত ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত নিয়ে মনিকা তাকে রাতারাতি দশ মিলিয়ন ডলার লাভ করতে দেখেছে, দেখেছে লাস ভেগাসের জুয়ার টেবিলে বসে এক ঘন্টার ভেতর পাঁচ মিলিয়ন ডলার হারতে, একফোঁটা উত্তেজিত হননি। কিন্তু এখানে তিনি রীতিমতো কাঁপছেন, যেন একটা স্কুল ছাত্র কৈশোর থেকে যৌবনে পা দেয়ার পর আজই প্রথম তার গার্লফ্রেণ্ডের সাথে নিভৃতে দেখা করতে যাবে অকস্মাৎ একরাশ ভালোবাসা আর মায়া উথলে উঠলো মনিকার বুকে। এতোদিনে বুঝতে পারছে সে, এই শিকার অভিযান পাপার জন্যে কি অর্থ বহন করছে। তার মনে হলো, সে বোধহয় একটু কঠিন আচরণই করে ফেলেছে। এটাই তাঁর জীবনের শেষ চাওয়া, পাওয়ার জন্যে ব্যাকুল হয়ে আছেন। মনিকার ইচ্ছে হলো পাপাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে, তার বুকে মুখ ঘষে, কানে কানে বলে, 'আমি দুঃখিত, পাপা। তোমাকে তোমার শেষ আনন্দ থেকে বঞ্চিত করতে চাইছিলাম বলে সত্যি আমি দুঃখিত।'

ম্যানুয়েল রিভেরা এমনকি মেয়ের উপস্থিতি সম্পর্কেও সচেতন নন এই মুহূর্তে। 'ওটা অসুর হতে পারে,' কথাটা আবার বললেন তিনি, আপন মনে, যেন চেষ্টা করছেন তাঁর আশাটাকে মন্ত্রবলে বাস্তবে পরিণত করার।

কিন্তু মাথা নাড়লো রানা। 'আমার চারজন ট্র্যাকার নদীর ওপর চোখ রাখছে। অসুর নদী পেরুলে তাদের চোখে ধরা পড়বে। তাছাড়া, এখনো তার আসার সময় হয়নি। পানির গর্তগুলো না শুকানো পর্যন্ত উপত্যকা ছেড়ে নড়বে না সে। আরো ধরুন এক হপ্তা বা দশ দিন।'

ট্র্যাকারদের হয়তো বোকা বানিয়েছে,' রানার ব্যাখ্যা মানলেন না রিভেরা। 'নিচের ওটা অসুর হওয়া অসম্ভব নয়।'

'নিচে নেমে আমরা তো একবার দেখবোই,' বললো রানা। ম্যানুয়েল রিভেরার ব্যাকুলতা তার মেয়েকে বিস্মিত করলেও, রানা বিস্মিত হলো না। এই আবেগ ওর পরিচিত, এর অর্থ ওর জানা আছে, রিভেরার মতো আরো বহু লোকের মধ্যে লক্ষ্য করেছে জিনিসটা—তাঁরা সবাই রিভেরার মতোই ক্ষমতাবান, আক্রমণাত্মক, জীবনযুদ্ধে সফল মানুষ, যাঁরা তাঁদের সহজাত প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার বা গোপন রাখার চেষ্টা করেন না। শিকার করার জরুরী প্রয়োজনীয়তা প্রতিটি মানুষ তার আত্মা থেকে উপলব্ধি করে, কেউ কেউ ব্যাপারটা চেপে রাখে বা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে, কিছু লোক রক্তপাতের বিকল্প হিসেবে বেছে নেয় ক্রিকেট বা টেনিস বলকে, আর ম্যানুয়েল রিভেরার মতো ব্যক্তিরা তাঁদের ঝোঁকটাকে লাগামছাড়া হতে দেন, ধাওয়া ও হত্যা করার চরম পুলক ছাড়া আর কিছুতে সন্তুষ্ট হন না।

'নগুনি, রিভেরা সাহেবের .৪১৬ রাইফেলটা আনো,' নির্দেশ দিলো রানা। 'নেবুবি, পানির বোতল নিতে ভুলো না। পেনডুলা, চলো।'

পাহাড় থেকে নেমে মন্থরবেগে ছুটন্ত একটা ঝাঁকে পরিণত হলো দলটা, পায়ের ছাপ খোঁজার জন্যে সবার আগে রয়েছে পেনডুলা। পেনডুলার পিছনে নেবুবি আর রানা, ওরা দু'জনেই প্রায় অলৌকিক দৃষ্টিশক্তির অধিকারি, সামনের

বনভূমির ওপর চোখ বুলাবে। নিয়ম অনুসারে ক্লায়েন্টরা রয়েছে ঝাঁকের মাঝখানে, তাদের ঠিক পিছনে নগুনি, হাতে রিগবি, প্রয়োজনের সময় রিভেরার হাতে তুলে দেবে সেটা। ছুটলেও, বিরাট থালা আকৃতির পায়ের ছাপ খুঁজে বের করতে প্রায় এক ঘন্টা লেগে গেল পেনডুলার। আশপাশে বহু গাছপালার ডাল ভাঙা দেখলো ওরা, এই পথ দিয়ে খেতে খেতে এগিয়েছে হাতিটা। ছাপটার সামনে দাঁড়ালো পেনডুলা, হঠাৎ পিছন ফিরলো, আকাশের দিকে মুখ তুলে কোটরের ভেতর চোখের মণি ঘোরালো, তারপর বাঁশীর মতো তীক্ষ্ণকণ্ঠে চিৎকার ছাড়লো একটা। এটা তার হতাশার বহিঃপ্রকাশ।

'অসুর নয়। ওটা এক দাঁতঅলা একটা পুরুষ,' ওদেরকে জানালো রানা। 'আজ সকালে আমরা তার পায়ের ছাপ দেখেছি। ঘুরে এদিকে চলে এসেছে।'

পাপার মুখের দিকে তাকিয়ে বুকটা মোচড় দিয়ে উঠলো মনিকার। আশাভঙ্গের বেদনায় বোকা বোকা লাগছে তাঁকে।

টয়োটার কাছে ফেরার পথে কেউ কোনো কথা বললো না। ফেরার পর নরম গলায় রানা বললো, 'আপনি জানেন, ব্যাপারটা এতো সহজ নয়, তাই না, রিভেরা?' পরস্পরের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে হাসলো দু'জন।

রিভেরা বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। ধাওয়াটাই তো আসল। শিকার করার পর শুধুই মাংস ওটা।'

'অসুর আসবে,' তাঁকে কথা দিলো রানা। 'এটা তার রুটিন টহল। নতুন চাঁদ ওঠার আগেই আসবে সে। তবে তার আগে সিংহটা রয়েছে। চলুন টোপের কাছে যাই, দেখে আসি হারকিউলিস মহাশয় আমাদেরকে বাধিত করবেন কিনা।'

আরো বিশ মিনিট গাড়ি চালিয়ে মাচা আর টোপের নিচে, শুকনো নদীর তলায় থামলো ওরা। সাদা বালির ওপর টয়োটা রেখে পায়ে হেঁটে এগোলো, পাড় বেয়ে ওপরে ওঠার সময় কাল রাতের কথা মনে পড়ে যাওয়ায় শিউরে উঠলো মনিকা। মাচার পিছনে সিংহীদের পায়ের ছাপ দেখতে পেলো সে। পরমুহূর্তে রানা আর গানবেয়ারাররা ভীষণ উত্তেজিত ভাবে নিজেদের মধ্যে কি সব বলাবলি শুরু করলো, চড়ুই পাখির মতো অনবরত কিচিরমিচির করছে পেনডুলা।

'কি ব্যাপার?' জানতে চাইলো মনিকা, কিন্তু কেউ তার প্রশ্নের জবাব দিলো না। দলের সাথে থাকার জন্যে রীতিমতো ছুটতে হলো তাকে, পুরুষরা সবাই জঙ্গল কেটে তৈরি করা সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে হন হন করে এগোচ্ছে, সামনেই বুনো ডুমুর গাছ থেকে ঝুলছে মোষের ধড়টা।

'কি ঘটছে আমাকে বলবে কেউ?' আবেদন জানালো মনিকা, টোপটার কাছ থেকে যথেষ্ট দূরে থাকলো সে। পচা মাংসের গন্ধে পেট থেকে নাড়িভুঁড়ি সব বেরিয়ে আসার যোগাড় হয়েছে। তবে পুরুষরা ব্যাপারটাকে গ্রাহ্যই করলো না, অবশিষ্ট ধড়ের নিচে জড়ো হলো সবাই। দূর থেকেও পার্থক্যটুকু নজর এড়ালো না মনিকার, টোপ থেকে মাংসের পরিমাণ অনেক কমে গেছে। প্রায় অর্ধেকটাই নেই।

ধড়টা পরীক্ষা করছে রানা আর গানবেয়ারাররা, ওদিকে ডুমুর গাছের গোড়ায় কি যেন খুঁজছে পেনডুলা। শিকারী হাউণ্ডের মতো সে যেন মাটি শুঁকছে বলে মনে হলো মনিকার। মুখ থেকে দুর্বোধ্য শব্দ বেরিয়ে আসছে, যেন আনন্দমুখর একটা

শিশু। ঝুলন্ত মোষের পাঁজরের কাছে ঝালরের মতো ফালি ফালি হয়ে আছে মাংস, একটা ফালি থেকে দু'আঙুলে কি যেন তুলে নিলো রানা, জিনিসটা দেখালো রিভেরাকে, তারপর দু'জনেই পরম সন্তুষ্টির সাথে হাসতে শুরু করলো।

'কেউ তোমরা আমার সাথে কথা বলবে?' রাগে মাটিতে পা ঠুকলো মনিকা।

তার দিকে ফিরে হাসলো রানা। 'কাছে এসো তাহলে, দূরে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে কেন।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও, নাটকীয় ভঙ্গিতে দু'আঙুলে নাক টিপে, ধীরে ধীরে এগোলো মনিকা। ডান হাতটা উঁচু করে ধরলো রানা, কাছে এসে ওর হাতের তালুতে একটা চুল দেখতে পেলো মনিকা, প্রায় ওর মাথার চুলের মতোই লম্বা আর কালো।

'কি ওটা?'

রানার হাতের তালু থেকে চুলটা নিলেন রিভেরা, দু'হাতের চারটে আঙুল দিয়ে চুলটাকে লম্বা করে ধরলেন। মনিকা লক্ষ্য করলো, উত্তেজনায় তার পাপার হাতের রোম দাঁড়িয়ে গেছে, গাঢ় ইটালিয়ান চোখে অদ্ভুত একটা আলো ঝিক করে উঠলো উত্তর দেয়ার সময়। 'কেশরের চুল।' খপ করে মেয়ের হাত ধরলেন তিনি, ডুমুর গাছের গোড়ায় টেনে নিয়ে এলেন তাকে। 'দেখ, পেনডুলা কি খুঁজে পেয়েছে।'

সাফল্যের গর্বে দু'কান পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে আছে খুদে ট্র্যাকারের নিঃশব্দ হাসি, ক্ষতবিক্ষত মাটির দিকে একটা আঙুল তাক করলো সে। পাঁচটা বাচ্চা আর দুটো সিংহীর এলোমেলো হাঁটাচলায় মিহি ধুলোয় পরিণত হয়েছে মাটি, তাদের পায়ের ছাপ আলাদা করে চেনার উপায় নেই, কিন্তু তারপরও একজোড়া নিখুঁত ছাপ স্পষ্টভাবে চেনা গেল। অন্যান্য অস্পষ্ট দাগগুলোর চেয়ে আকারে দ্বিগুণ সেটা, দেখামাত্র আবার আতঙ্কের হিমশীতল ছোঁয়া অনুভব করলো মনিকা। যার পায়ের ছাপ এতো বড় হতে পারে সেটা একটা দানব না হয়ে যায় না।

'কাল রাতে, সিংহীরা আমাদের তাড়া করার পর, এসেছিল সে। চাঁদ না ডোবা পর্যন্ত অপেক্ষা করেছে, এসেছে রাতের সবচেয়ে অন্ধকার সময়টায়,' ব্যাখ্যা করলো রানা। 'চলেও গেছে ভোর হবার আগে। তবে যাওয়ার আগে পেট ভরে মাংস খেতে ভোলেনি। আমি আপনাকে আগেই বলেছিলাম, আমাদের হারকিউলিস ভারি ধূর্ত।'

'সিংহ?' জিজ্ঞেস করলো মনিকা।

'সিংহ, তবে সাধারণ কোনো সিংহ নয়,' মাথা নাড়লেন ম্যানুয়েল রিভেরা। 'হারকিউলিস সত্যি তাহলে এসেছিল!'

ঘুরলো রানা, নিজের লোকদের ইঙ্গিতে ডাকলো। একটা বৃত্ত রচনা করে ওকে ঘিরে ধরলো নেবুবি, নগুনি আর পেনডুলা; শিকার অভিযানের প্ল্যান করার সময় বেমালুম ভুলে যাওয়া হলো রিভেরা আর মনিকার উপস্থিতি। বিশদভাবে আলোচনা করলো ওরা, সিদ্ধান্ত নিলো কি কি কৌশল অবলম্বন করা হবে, প্রতিটি সম্ভাবনা নিয়ে মাথা ঘামালো। প্রায় এক ঘন্টা পর দাঁড়ালো রানা, ছায়ায় বসে থাকা রিভেরা আর মনিকার কাছে হেঁটে এলো। দু'জনের মাঝখানে বসলো ও, অভিযানের প্ল্যানটা ব্যাখ্যা করলো। পুরনো মাচাটা ভেঙে গেছে, ওটাকে সন্দেহের

চোখে দেখবে হারকিউলিস। নতুন মাচা আর নতুন টোপ দরকার হবে। তবে দিনের বেলা তাকে টোপের কাছে টেনে আনা প্রায় অসম্ভব। শুকনো একটা ডাল কুড়িয়ে নিয়ে মাটিতে আঁকিবুঁকি আঁকলো রানা, কথা বলার সময় রিভেরার দিকে তাকালো না। 'বন্ধুত্বের খাতিরে খানিকটা নিয়ম ভাঙতে রাজি আছি আমি, রিভেরা।'

'বলুন, আমি শুনছি।'

'ওটাকে পাবার বোধহয় একটাই উপায় আছে,' নিচু গলায় বললো রানা। 'জ্যাক-লাইট।'

অনেকক্ষণ কেউ কোনো কথা বললো না। জ্যাক-লাইট মানে কি না জানলেও, মনিকা বুঝতে পারলো শিকারী তার পাপাকে বেআইনী কোনো কাজে প্ররোচিত করছে। রানার ওপর রাগ হলো তার, কিন্তু নাক গলানোর সাহস পেলো না। মনে মনে প্রবলভাবে কামনা করলো, শিকারীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করুন পাপা।

অবশেষে মাথা নাড়লেন রিভেরা। 'না কাজটা আমরা নিয়ম ধরেই করি, আসুন।'

[illegible] করা যেতে পারে,' কাঁধ ঝাঁকালো রানা। 'কিন্তু টোপের কাছে গুলি খেয়ে একবার আহত হয়েছে সে। কাজটা সহজ হবে না।' আবার নিস্তব্ধতা নেমে এলো। এক মিনিট পর আবার মুখ খুললো রানা। 'সিংহ নিশাচর প্রাণী। তার সময়ই হলো রাত। আপনি সত্যি যদি ওটাকে চান, গুলি করার সুযোগ পাবেন শুধু রাতেই।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নাড়লেন রিভেরা। 'ওটাকে আমার পেতেই হবে, পাওয়াটা সত্যি খুব জরুরী, তবে এতো জরুরী নয় যে অশ্রদ্ধার সাথে খুন করতে হবে।'

দাঁড়ালো রানা। 'এটা আপনার সাফারি, রিভেরা,' শান্তভাবে একমত হলো। 'আমি চাই আপনি জানুন, নিয়ম ভাঙার যে-প্রস্তাবটা দিয়েছি সেটা একা শুধু আপনাকে ছাড়া দুনিয়ার আর কাউকে আমি দেবো না।'

'আমি জানি,' ম্যানুয়েল রিভেরা নরম সুরে বললেন। 'ধন্যবাদ, রানা।' ডুমুর গাছের কাছে ফিরে গেল রানা, সহকারীদের সাহায্য নিয়ে টোপটা খানিক নিচে নামাতে হবে, পশুগুলো যাতে নাগাল [illegible]।

'জ্যাক-লাইট কি, পাপা?' রানা [illegible] যেতেই জিজ্ঞেস করলো মনিকা।

'স্পটলাইটের আলো ফেলে কোনো পশুকে শিকার করা। কাজটা বেআইনী।'

'বাস্টার্ড!' তিক্তকণ্ঠে বললো মনিকা।

মাথা নাড়লেন রিভেরা, নরম সুরে বললেন, 'ওকে তুই ভুল বুঝছিস। ওর প্রস্তাবটার অর্থ হলো, আমাকে ভালোবাসে, আমার জন্যে সহজ করে দিতে চায় কাজটা। শুধু আমার জন্যে নিজের লাইসেন্স হারাবার ঝুঁকিও নিতে চাইছে, স্বেচ্ছায়।'

'তুমি প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করায় আমার গর্ব হচ্ছে, পাপা; কিন্তু ও যে একটা বাস্টার্ড তাতে কোনো সন্দেহ নেই।'

'তুই বুঝবি না,' রিভেরা বললেন। 'তোর বোঝার কথাও নয়।' দাঁড়ালেন তিনি, দূরে সরে গেলেন, তাঁর গমনপথের দিকে তাকিয়ে অপরাধবোধের একটা খোঁচা অনুভব করলো মনিকা। সে বোঝে। বোঝে এটাই পাপার জীবনের শেষ সিংহ, এবং মেয়ে হয়ে সেন্তার আনন্দটুকু নষ্ট করে দেয়ার ভূমিকা নিতে চাইছে। বিষম একটা দ্বন্দ্বে পড়ে গেছে সে। একদিকে পাপার প্রতি নিখাদ ভালোবাসা, আরেক দিকে অপরূপ সুন্দর প্রাণীগুলোর মঙ্গলচিন্তা ও ব্যক্তিগত নীতিবোধ, কোন্‌টাকে বাদ দিয়ে কোন্‌টাকে প্রশ্রয় দেবে সে?

এক এক করে বেশ ক'টা দিন কেটে গেল। বুড়ো সিংহটাকে বৈধভাবে শিকার করার চেষ্টা চলছে। আরেকটা বন্ধ্যা মোষ চিহ্নিত করলো রানা, রিভেরা সেটাকে গুলি করে মারলেন। প্রতিদিন হয় টোপ নাহয় মাচা নতুন জায়গায় সরালো রানা, সন্দেহমুক্ত মনে সিংহটা যাতে দিনের বেলা আসে। প্রতিদিন সন্ধ্যার পরও এক ঘন্টা করে মাচায় অপেক্ষা করে ওরা,তারপর একরাশ হতাশা নিয়ে ফিরে আসে ক্যাম্পে। পরদিন সকালে গিয়ে দেখে, রাতে ঠিকই এসেছিল সিংহ, পেটভরে মাংস খেয়ে গেছে, ওদেরকে ব্যঙ্গ করার জন্যে ফেলে রেখে গেছে কেশরের দু'একটা চুল আর পায়ের ছাপ।

কৌশল বদল করলো রানা। লোহার চেইন ঢিল করে টোপটা খানিক নিচে নামালো, যাতে সিংহী আর বাচ্চাগুলো সহজেই অবশিষ্ট মাংসের নাগাল পায়। নদীর পাঁচশো মিটার উজানে তাজা আরেকটা টোপ ঝোলানো হলো, বেশ অনেক উঁচুতে, চেষ্টা করলে একা শুধু বিশালদেহী সিংহটা নাগাল পাবে। কাঁধ সমান উঁচু ঘাসের মাঝখানে নিঃসঙ্গ একটা গাছ থেকে ঝুলছে টোপটা। রানার আশা, বাচ্চা আর সিংহীরা বিরক্ত করবে না ভেবে দিনের বেলা আসতে পারে হারকিউলিস। শুকনো নদীর ওপারে একটা সেগুন গাছের উঁচু ডালে মাচা তৈরি করা হলো, সিংহটা যাতে আরো নিরাপদ বোধ করে। মাটি থেকে পনেরো ফুট ওপরে থাকলো মাচাটা, ওখান থেকে নদীর সাদা বালির ওপর দিয়ে টোপটা পরিষ্কার দেখা যায়। নিঃসঙ্গ গাছটার চারধারের ঘাস খুব কমই কাটলো রানা, ভালো আড়াল পেয়ে স্বস্তি বোধ করবে হারকিউলিস। শুধু একটা সুড়ঙ্গ তৈরির জন্যে যতোটুকু ঘাস কাটা দরকার ততোটুকু কাটা হলো, ওই সুড়ঙ্গপথেই ধড়টাকে দেখতে পাচ্ছে ওরা।

দুপুর থেকে শুরু হলো অপেক্ষার পালা। সময় কাটানোর জন্যে একটা পেপারব্যাক আনার অনুমতি দেয়া হয়েছে মনিকাকে, তবে রানা শর্ত দিয়েছে, 'পাতা ওল্টানোর আওয়াজ যেন না হয়।'

প্রথমে এলো সিংহী আর বাচ্চাগুলো। টোপ থেকে মাংস খাওয়ায় এমন অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে, আসার পথে কোনো রকম সতর্কতা অবলম্বন করলো না প্রথমে এলো নতুন টোপের কাছে, দুই সিংহীই লাফ দিয়ে মাংসের নাগাল পাবার ব্যর্থ চেষ্টা করলো। সুবিধে হচ্ছে না দেখে পুরনো, প্রায় নিঃশেষিত টোপের কাছে ফিরে গেল তারা। বালির আঘাতে দস্যুরানীর চোখে ক্ষত দেখা দিয়েছে, ফুলে গেছে চোখের পাতা, পানি ঝরছে।

মাচা থেকে পুরনো টোপটা পাঁচশো মিটার দূরে, তবু সিংহীদের গরগর আওয়াজ আর হাড়ে কামড় বসানোর শব্দ পরিষ্কার শুনতে পেলো ওরা। বিকেলের

দিকে শান্ত হয়ে এলো পরিবেশ, বোঝা গেল বিশ্রাম নেয়ার জন্যে ছায়ায় গিয়ে বসেছে সিংহীরা।

সূর্য ডোবার আধঘন্টা আগে হঠাৎ করে থেমে গেল বাতাস। গভীর জঙ্গলে রোমহর্ষক আফ্রিকান নিস্তব্ধতা নেমে এলো। চারপাশে যতোদূর দৃষ্টি চলে, একটা গাছের পাতাও নড়ছে না। নদীর কিনারা ধরে গজিয়ে ওঠা ঘাসের সমুদ্র সম্পূর্ণ শান্ত ও স্থির। নিস্তব্ধতা এতোই গাঢ় হয়ে উঠলো যে হঠাৎ প্রায় চমকে উঠে বই থেকে মুখ তুললো মনিকা। সতর্কতার সাথে, ধীরে ধীরে বইটা বন্ধ করলো সে, কান পাতলো নিস্তব্ধতার ভেতর।

তারপর হঠাৎ নদীর দূর পাড় থেকে ডেকে উঠলো একটা হরিণ। ডাকটা এতো স্পষ্ট আর জোরালো যে নিজের অজান্তে ঝাঁকি খেলো মনিকা। সাথে সাথে রানার আলতো ছোঁয়া অনুভব করলো নিতম্বে। মনিকা শুনতে পেলো তার পাপা ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলছেন, যেন এইমাত্র কোথাও থেকে দৌড়ে এলেন।

এতোক্ষণে ভারি নিস্তব্ধতার একটা ওজন অনুভব করছে ওরা, মনে হলো পৃথিবী যেন তার নিঃশ্বাস আটকে রেখেছে। মনিকা শুনতে পেলো ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ছাড়ছেন পাপা। আড়চোখে তাঁর দিকে তাকালো সে। ভঙ্গিটা তার পরিচিত, রানার মুসলমান স্টাফদের নামাজ পড়ার সময় এভাবে বসতে দেখেছে সে–সেজদা দেয়ার ভঙ্গি, পাপা যেন তাদের অনুকরণে প্রার্থনায় বসে আছেন। ঈশ্বর, পাপার মতো সুদর্শন পুরুষ খুব কমই দেখা যায়।–ভাবলো মনিকা। কপালের দু'পাশে রূপালি ডানা বাদ দিলে তাঁর বয়স ধরার কোনো উপায় নেই–মেদহীন একহারা শরীর, খটখটে, প্রাণচঞ্চল। না, ভেতরের যে শত্রু তার শরীরটাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে, বাইরে থেকে তার কোনো তৎপরতা এখনো ধরা পড়ে না।

পাপার দৃষ্টি অনুসরণ করে বাইরে তাকালো মনিকা। ডান দিকে, নদীর ওপারে, তাকিয়ে আছেন তিনি, ফাঁকা জায়গাটার কিনারায় গাছ আর ঘাস যেখানে মিলিত হয়েছে।

বাইরে জীবিত প্রাণী বলতে শুধু একটা পাখিকে দেখা গেল, উইলো গাছের মগডালে বসে আছে, অনেকটা তোতাপাখির মতো দেখতে, ধূসর রঙা। রানার কাছ থেকে শুনেছে মনিকা, ওটা কুখ্যাত 'গোঅ্যাওয়ে' পাখি, শিকারীদের উপস্থিতি ফাঁস করে দেয়। ঘটনা সত্যি, হঠাৎ পাখিটা 'গ'ওয়ে গ'ওয়ে' স্বরে ডেকে উঠলো। মগডাল থেকে গলাটা লম্বা আর বাঁকা করে উইলো গাছের নিচের ঘাসে কি যেন দেখছে।

'আসছে সে। পাখিটা তাকে দেখতে পাচ্ছে,' মনিকার কানের পিছন থেকে ফিসফিস করলো রানা, কি দেখতে পাবে জানে না, তবু চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করলো মনিকা।

'ঘাসের ওপর চোখ রাখো,' তাকে গাইড করলো রানা, পরক্ষণে মনিকার চোখে একটা আলোড়ন ধরা পড়লো। ঘাসের ডগা কাঁপছে, তারপর কাত হয়ে পড়ছে একদিকে। ঘাসের ভেতর দিয়ে, চুপিসারে, সতর্কতার সাথে কি যেন একটা এগোচ্ছে। মাঝে মধ্যে, কখনো এক বা দু'মিনিটের জন্যে, সম্পূর্ণ স্থির হয়ে

থাকলো ঘাস।

'গন্ধ নিচ্ছে, কোনো শব্দ হয় কিনা শুনছে,' বললো রানা। আবার কাঁপতে শুরু করলো ঘাস, কাঁপনটা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে টোপ বাঁধা গাছটার দিকে। হঠাৎ ফোঁপানোর মতো একটা শব্দ করলেন রিভেরা, প্রায় সাথে সাথে আবার মনিকাকে সতর্ক করলো রানা। আবারও হয়তো লোকটা তার নিতম্ব ছুঁতে যাচ্ছে, ভাবলো মনিকা। পরিবর্তে রানার শক্ত আঙুলগুলো চেপে ধরলো তার উরুর ওপর দিকটা।

রানার ছোঁয়া বৈদ্যুতিক ধাক্কার মতো লাগলো, প্রথমবার সিংহটাকে দেখে যে ধাক্কাটা খেলো তারচেয়ে অনেক বেশি জোরালো। ঘাসের মাঝখানে একটা ফাঁক পেরুলো সিংহ, সিংহীদের লাফালাফিতে ওখানকার ঘাস কাত হয়ে আছে। সিংহের মাথাটা শুধু দেখতে পেলো মনিকা, ঘন ঝোপের মতো ফুলে আছে কেশর, কালো আর কুণ্ডলী পাকানো, হাঁটার তালে তালে দুলছে আর ঢেউ খেলছে; পলকের জন্যে কেশরের নিচে ঝিক্ করে উঠতে দেখলো হলুদ চোখ।

এ-ধরনের প্রাণী আগে কখনো দেখেনি মনিকা। ভীতিকর তো বটেই, কিন্তু সেই সাথে…কি বলা যায়, অভিজাত, নাকি রাজকীয়? মাত্র এক পলকের জন্যে দেখতে পেলো সে, ঘাসের আড়ালে আবার হারিয়ে যাবার আগে, কিন্তু ওই এক পলকের দেখাতেই কাঁপ ধরে গেছে শরীরে, গলায় আটকে গেছে দম; এদিকে রানার হাত এখনো তার উরুর ওপর।

হঠাৎ কি হলো বলতে পারবে না মনিকা, তার ইচ্ছে হলো রানার গায়ে হেলান দেয়, ঢলে পড়ে, লোকটাকে জড়িয়ে ধরে উন্মত্তের মতো চুমো খায়। তারপর সে বুঝলো, এটা তার মনের ইচ্ছে নয়, শরীরের কাতরানি। তার বিস্ময় মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। শরীরের এই বিপুল ও জোরালো চাহিদা আগে কখনো অনুভব করেনি সে। কি ব্যাপার, লোকটাকে তো আমি এমনকি পছন্দও করি না! নিজেকে তিরস্কার করলো সে। নির্লজ্জ, বেহায়া! তারপরও অনুভব করলো, তার হাঁটুজোড়া কাঁপছে, তলপেটে শিরশিরে একটা অনুভূতি, নড়াচড়ার শক্তি নেই। হায় ঈশ্বর, লোকটা নিশ্চয়ই সব বুঝতে পারছে।

বুঝতে পেরেই মনিকার উরু থেকে হাতটা সরিয়ে নিলো রানা। কোনো মেয়ের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করা ওর প্রকৃতির মধ্যে নেই। মনিকার উরুটা ধরেছিল স্রেফ সতর্ক করার জন্যেই, মেয়েটা যাতে হঠাৎ কোনো শব্দ না করে। সে যে এভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠবে, ভাবেনি।

মুহূর্তের স্বতঃস্ফূর্ত উত্তেজনা, নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করলো মনিকা, শিকারীর কোনো প্রভাব নয়। আমার উপযুক্ত নয় সে, ওর প্রতি আমার কোনো আকর্ষণ নেই। আমি সূক্ষ্ম অনুভূতির অধিকারি কৌশলী মানুষ পছন্দ করি, কোমলতার ভক্ত, কিন্তু এই লোক নির্দয় ও ভোঁতা। পাষণ্ড।

নদীর ওপারে হঠাৎ প্রবলবেগে আলোড়িত হলো ঘাস, তারপরই শোনা গেল মাটিতে ভারি একটা দেহ আছড়ে পড়ার শব্দ।

পিছনে, অনুভব করলো মনিকা, হাসি চাপতে গিয়ে সারা শরীর কাঁপছে রানার। মুহূর্তের জন্যে সন্দেহ হলো তার, শিকারী বোধহয় তার উদ্দেশ্যেই

হাসছে। তারপর রানার ফিসফিসে গলা শুনতে পেলো সে। 'মহাশয় শুনেন। বিশ্বাস হয়, টোপের সরাসরি নিচে বিশ্রাম নিচ্ছে হারকিউলিস? ব্যাটাচ্ছেলের স্পর্ধা বলিহারি!'

আবার অনেকক্ষণ পর সিংহটাকে দেখলো ওরা, তখন প্রায় অন্ধকার হয়ে গেছে। ঘাসের খসখস আওয়াজ শোনা গেল, চারপায়ে সিধে হয়ে দাঁড়ালো হারকিউলিস, দেখার জন্যে তিনজনই ওরা সামনের দিকে ঝুঁকলো। রাইফেলের বাঁট কাঁধে তুললেন রিভেরা, টেলিস্কোপ সাইটের লম্বা টিউব দিয়ে সামনে তাকালেন।

হঠাৎ পিছনের পায়ে ভর দিয়ে উঁচু হলো সিংহ, ম্লান আকাশের গায়ে বিশাল একটা গাঢ় কাঠামো। লোহার চেইন থেকে শব্দ উঠলো, শব্দ হলো মাংস ছেঁড়ার–খাচ্ছে সে।

'পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন?' রিভেরাকে জিজ্ঞেস করলো রানা। জবাব না দিয়ে রাইফেলটা ধীরে ধীরে ঘোরালেন রিভেরা, শেষ মুহূর্তে আবছা আলোয় লক্ষ্যস্থির করার চেষ্টা করছেন।

'না!' অবশেষে পরাজয় মেনে নিলেন তিনি। 'অন্ধকার!'

স্বস্তি অনুভব করলো মনিকা, নির্মম হত্যাকাণ্ডটা তাকে চাক্ষুষ করতে হবে না। কিন্তু রানার কথা শুনে ঘাবড়ে গেল সে। 'ঠিক আছে, উপায় যখন নেই তখন বসে থাকি আসুন, কাল সকালে গুলি করা যাবে।'

'কি! সারারাত এই জঙ্গলে…?'

মনিকার দিকে ফিরে হাসলো রানা। 'কি হলো, তুমিই না সেদিন তর্ক করছিলে নারীরা আজকাল আর অবলা নয়?'

'কিন্তু…কিন্তু…ট্রাক নিয়ে নেবুবি আসবে না?' মনিকার গলায় মরিয়া ভাব।

'শুধু গুলির শব্দ শুনলে আসবে।'

চেয়ারে নেতিয়ে পড়লো মনিকা। আফ্রিকার রাত বড় বেশি দীর্ঘ, আর যা শীত পড়েছে। তার ওপর আছে রক্তচোষা মশার ঝাঁক, মাছির মতো বড় এক একটা।

নদীর ওপারে মাঝে মধ্যে বিরতি দিয়ে ভোজনপর্ব সারছে হারকিউলিস। মাঝরাতের খানিক পর হুঙ্কার ছাড়তে শুরু করলো সে, গুরুগম্ভীর মেঘ ডাকার ভারি শব্দে তন্দ্রার ভাবটা ছুটে গেল মনিকার, অনুভব করলো পাঁজরের গায়ে ঘন ঘন বাড়ি খাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। একটানা কিছুক্ষণ হুঙ্কার ছাড়ার পর, বার কয়েক গলা খাঁকারি দিয়ে থামলো সিংহ।

'অমন করলো কেন?' রুদ্ধশ্বাসে জানতে চাইলো মনিকা।

'দুনিয়াকে জানিয়ে দিলো সে-ই এদিকের রাজা।'

তারপর এলো হায়েনারা, একদল পিশাচের মতো দাঁত কিড়মিড় করতে করতে, রক্ত আর মাংসের গন্ধে উল্লসিত। পিছু ধাওয়া করে তাদের ভাগিয়ে দিলো সিংহ, দাঁত-মুখ খিচিয়ে খেঁকালো, গর্জন ছেড়ে ভয় দেখালো। কিন্তু যেই টোপের কাছে ফিরে এসে খেতে শুরু করেছে সে, আবার বেহায়ার মতো কাছে চলে এলো পিশাচের দলটা–আক্রোশে ভেঙচালো তারা, মুখ ঝামটালো, টোপের চারপাশে

অস্থির একটা বৃত্ত তৈরি করলো।

ভোর হবার ঘন্টাখানেক আগে ঘুমিয়ে পড়লো মনিকা। চেয়ারের ভেতর দিকে সেঁধিয়ে আছে শরীরটা, বুকের ওপর নেমে এসেছে চিবুক, ঘাড়টা বাঁকা হয়ে আছে একদিকে। প্রায় আঁতকে উঠে চোখ মেললো সে, দেখলো ইতিমধ্যে যথেষ্ট আলো ফুটেছে, লোহার চেইনের গিটগুলো দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার, চেইনের নিচে স্থির হয়ে রয়েছে টোপটা।

কাছেই একজোড়া বিদঘুটে আকৃতির কালো পাখি একটা ডালে বসে রয়েছে, শুধু মাথার দিকটা লাল, দু'জন মিলে কোরাস গেয়ে জানিয়ে দিচ্ছে ভোর হয়েছে। ওগুলো হর্নবিল, জানে মনিকা। ওর পাশে আড়মোড়া ভাঙলেন পাপা, হাই তুললেন। রানা দাঁড়ালো, দুলে উঠলো মাচাটা। 'কি ঘটেছে?' বিড়বিড় করলো মনিকা। 'সিংহটা কোথায়?'

'ঘন্টাখানেক হলো চলে গেছে,' রিভেরা বললেন। 'আলো ফোটার আগেই।'

'বিড়ালটাকে আপনি একটিমাত্র উপায়ে শিকার করতে পারবেন, রিভেরা। জ্যাক-লাইটের সাহায্য নিতে হবে আপনাকে।'

'আমি চিরকাল ভাগ্যবান,' নিঃশব্দে হাসলেন ম্যানুয়েল রিভেরা। 'এই কাজটাতেও ভাগ্যের সাহায্য পাবো বলে আশা করছি।' এঞ্জিনের আওয়াজ পেলো ওরা, ওদেরকে নিতে আসছে টয়োটা।

সেদিন সন্ধ্যে পর্যন্ত ক্যাম্পে থাকলো ওরা, সারাটা দিন ঘুমালো। সন্ধের পর মাচায় উঠলো বটে, কিন্তু সিংহটাকে কোথাও দেখা গেল না। সে-রাতে নয়, তার পরের রাতেও নয়। হঠাৎ করে হারকিউলিস যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে। রানা আর ওর সহকারীরা সম্ভাব্য সব রকমভাবে খুঁজলো তাকে, কিন্তু বৃথা চেষ্টা। চিউইউই নদীর পারে যাদেরকে পাহারায় রেখেছে রানা তারাও অসুর বা হারকিউলিসের কোনো খবর দিতে পারলো না। এদিকে ম্যানুয়েল রিভেরা হরিণ বা অন্য কোনো শিকারের প্রতি আগ্রহী নন, তাহলে অন্তত এভাবে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে হতো না।

বাচ্চাদের নিয়ে সিংহী দুটো নদীর পারে আগের মতোই আসে, বলা যায় প্রায় নিয়মিতই। 'মাসুদ রানার ফাইভস্টার হোটেল,' সহাস্যে মন্তব্য করলো রানা একদিন। 'বিনা পয়সায় দৈনিক ভোজ।'

দিন বয়ে যাচ্ছে, কিন্তু হারকিউলিসের দেখা নেই।

'এভাবে হঠাৎ সে গায়েব হয়ে গেল কেন?' প্রতিবাদের সুরে জিজ্ঞেস করলেন রিভেরা।

'কারণ সে একটা সিংহ–আর কে জানে সিংহরা কখন কি চিন্তা করে!'

তিন

শিকার অভিযান থেকে ক্যাম্পে ফিরে রোজই নিজের তাঁবুতে অনেক রাত পর্যন্ত

জেগে থাকে মনিকা, বিছানায় শুয়ে ক্যাম্প-ফায়ার থেকে ভেসে আসা রানার ভরাট গলার আওয়াজ শোনে কান পেতে। ভারি, পুরষালি গুঞ্জন; পাপার ঘড়ঘড়ে আওয়াজের মতো নয়। তবে কোনো শব্দই এতো দূর থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় না। এক রাতে মনিকার মনে হলো, রানা যেন ওর নাম উচ্চারণ করলো। বিছানায় উঠে বসে কান খাড়া করলো সে। তার সম্পর্কে কি বলা হয়েছে বুঝতে না পেরে হতাশ হলো মনে মনে।

আরেকদিনের ঘটনা। পাপার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজের তাঁবুতে ফিরছে রানা। মনিকার পাশ ঘেঁষেই যেতে হবে ওকে। বিছানায় আড়ষ্ট হয়ে পড়ে থাকলো মনিকা, রানার পায়ের আওয়াজ শুনছে কান পেতে, ক্যানভাসের ভেতর দিয়ে টর্চের আলো দেখতে পেলো, মনে মনে তৈরি হয়ে আছে শিকারী যদি কিছু বলে বা তার সাড়া পাবার চেষ্টা করে, চরম অপমান করে ছাড়বে। কিন্তু রানার পায়ের শব্দ একবারও ইতস্তত না করে দূরে সরে যাওয়ায় সামান্য হলেও আশাভঙ্গের বেদনা অনুভব করলো সে, মনে হলো শিকারীই উল্টে তাকে অপমান ও অবহেলা করে গেল। এতোদিনে একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেছে, তার চোখে নিজেকে লোকটা তুলে ধরার কোনো চেষ্টাই করে না। মনিকার সন্দেহ এটা তার হয়তো কৌশল বা ভান। আসলে ঠিকই চায় আমি তার সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠি।

সাফারির ন'দিনের দিন সকালে টোপ পরীক্ষার জন্যে আবার নদীর শুকনো তলায় গাড়ি থামালো ওরা। তরুণী সিংহী আবার তেড়ে এলো রানাকে দেখে। ইতিমধ্যে তার চোখের ঘা শুকিয়ে গেছে। একশো গজ দূর থেকে হামলা করার পাঁয়তারা কষলো সে, লেজটা এদিক ওদিক নড়ছে। রানার তাড়া খেয়ে এক সময় ঘুরলো সিংহী; ঝোপের আড়ালে পালিয়ে গেল, কিন্তু তার আগেই লেজের নিচে, কোমল লোমের মাঝখানে, রক্তের লালচে দাগ দেখে ফেলেছে রানা।

'দস্যুরানীর এখন একজন পুরুষসঙ্গী দরকার,' রানাকে বলতে শুনলো মনিকা, পাপার সাথে নিচু গলায় কথা বলছে। 'এমন একটা টোপ পেয়ে গেছি আমরা, হারকিউলিস সেটা না গিলে পারবে না। আপনি নাকি ভাগ্যবান, আসুন দেখা যাক কতোটা ভাগ্যবান।'

সুবর্ণ সুযোগটা হাতছাড়া হবার আগেই সিংহটাকে শিকার করতে চায় রানা, নতুন টোপের জন্যে চিউইউই নদীর তীরে গিয়ে মোষের পাল খোঁজার সময় নেই হাতে। কাজেই একটা পুরুষ হরিণকে গুলি করে মারলেন রিভেরা, ক্যাম্পের কাছেই। পুরুষ সিংহটাকে শেষবার যেখানে দেখা গেছে, সেই ঘাসের রাজ্যে নিঃসঙ্গ গাছের সাথে ঝোলানো হলো হরিণের ধড়। এবার অনেকটা নিচে, যাতে সিংহীরাও নাগাল পায়। দুপুরের দিকে মাচায় উঠলো ওরা। ঘন্টাখানেকের মধ্যেই তাজা রক্ত-মাংসের গন্ধ পেয়ে শুকনো নদী পেরলো সিংহীরা, পিছু পিছু এলো সব ক'টা বাচ্চা। বয়স্কা সিংহী গোগ্রাসে খাওয়া শুরু করলো, তার খিদে যেন আর মেটে না। তরুণী সিংহী খুব সামান্যই খেলো, খাওয়ার মাঝখানে বারবার এদিক ওদিক পায়চারি করলো সে, যেন কারো আসার অপেক্ষায় অস্থির হয়ে আছে। বাচ্চাদের তাড়া করলো কয়েকবার, মাটিতে পিঠ দিয়ে গড়াগড়ি খেলো, নিজের লেজের নিচেটা জিভ দিয়ে চাটলো একবার। মাঝে মধ্যে চারপায়ে স্থিরভাবে

দাঁড়িয়ে জঙ্গলের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলো সে, গলা থেকে বেরিয়ে এলো প্রলম্বিত গোঙানির করুণ বিষণ্ণ সুর, বিরহ ব্যথায় কাতর। সুরটা শুনে সহানুভূতি আর মায়ায় মনিকা নিজেও দুর্বল হয়ে পড়লো।

'পুরুষটাকে ডাকছে,' বিড়বিড় করলো রানা। মনে মনে বিব্রতবোধ করছে ও। মনিকা স্রেফ অন্য একটা মেয়ে হলে কথা ছিলো, রিভেরার কন্যা সে–যদিও বাপ-বেটি দু'জনেই শিক্ষিত ও আধুনিক, অহেতুক লজ্জার বালাই নেই, তবু আয়োজনটা যেহেতু ওর, সিংহীটাকে তার প্রেমিকের সাথে পুরোদস্তুর মিলিত হতে দিলে একগুঁয়ে মেয়েটা না আবার ভেবে বসে ঘটনাটা ইচ্ছাকৃতভাবে ঘটতে দিয়েছে ও। গোটা ব্যাপারটার মধ্যে নোংরামি খুঁজে বের করতে চাইলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

আর মনিকা ভাবছে, এটা অন্যায়! বেচারিকে এভাবে ব্যবহার করা ঠিক নয়। শিকারীর ওপর রাগ হচ্ছে তার।

অকস্মাৎ দুই সিংহীই একযোগে লাফ দিয়ে ঘন জঙ্গলের দিকে ফিরলো, মাতাহারি নরম সুরে কাকে উদ্দেশ্য করে যেন খেঁকিয়ে উঠলো। ঘাবড়ে গিয়ে বিরতিহীন খেলায় ভঙ্গ দিলো বাচ্চারা, যে-যার মায়ের পিছনে আড়াল নিলো। এরপর দস্যুরানী ঘাসের ভেতর দিয়ে সামনে বাড়লো–শরীরে ঢেউ তুলে, হাঁটার ভঙ্গিতে দর্শনীয় ছন্দ ফুটিয়ে তুলে মিলিত হবার বাসনা প্রকাশ করলো, গলা দিয়ে বেরিয়ে এলো আবেদনভরা নিচু গোঙানি।

'তৈরি হোন, রিভেরা,' বললো রানা, এক হাতে রিভেরার কনুই ধরে আছে ও। 'বেশি সময় নেবেন না।'

তারপর ঘাস থেকে বেরিয়ে এলো সিংহটা। প্রথমে ঘাসের মাথায় তার কেশর দেখতে পেলো ওরা। সিংহীর ডাকে সাড়া দিয়ে প্রায় ছুটে আসছে। লজ্জা নেই দস্যুরানীর, সে-ও ছুটলো। কাত হয়ে থাকা ঘাসের মাঝখানে মিলিত হলো ওরা।

পুরষটার গায়ে নিজের গা ঘষলো ফুলন, পরিবর্তে তার গা চেটে দিলো সিংহ। এক সময় আদর-সোহাগের প্রথম পর্ব শেষ হলো, শুরু হলো লুকোচুরি খেলা। দূরে সরে গিয়ে পরীক্ষা করলো সিংহী, তাকে ধরার জন্যে বীরপুরুষটা আসে কিনা। সিংহ কাছে আসতেই ছুটে আরো দূরে সরে গেল তরুণী।

'তৈরি হোন, রিভেরা!' বৃদ্ধ ভদ্রলোককে সতর্ক করলো রানা। ইতিমধ্যে বিকেল পাঁচটা বেজে গেছে। নদীর পারে রোদ পড়েছে সরাসরি। ভাগ্যই বলতে হবে, লুকোচুরি খেলার শেষ পর্বে সিংহীটা চলে এসেছে খোলা নদীর পারে। যে-কোনো মুহূর্তে ওখানে আসবে সিংহটা, এর আগে প্রতিবার ঠিক তাই ঘটেছে। মাচা থেকে দূরত্ব ছিয়ানব্বুই গজ। ম্যানুয়েল রিভেরা লক্ষ্যভেদে অত্যন্ত নিপুণ একজন রাইফেলম্যান। এই দূরত্বে একই গর্তে তিনটে বুলেট ঢোকাতে পারবেন তিনি।

কাতর স্বরে গুঙিয়ে উঠলো সিংহী, চারপায়ে দাঁড়িয়ে খোলা পারে বেরিয়ে এলো তার সঙ্গী। সিংহীর পিছনে দাঁড়ালো সে, মাচা থেকে তার শরীরটা আড়াআড়িভাবে দেখতে পাচ্ছে ওরা, সোনালি আলোয় আলোকিত।

'স্বর্গীয় উপহার, রিভেরা,' ফিসফিস করলো রানা, ভদ্রলোকের কাঁধে টোকা

দিলো। 'টেক হিম।'

ধীরে ধীরে রাইফেলের বাঁট কাঁধে তুললেন ম্যানুয়েল রিভেরা। .৩০০ ওয়েদারবাই ম্যাগনাম ওটা। ফায়ারিং পিনের নিচে কার্টিজে রয়েছে আশি গ্রেন গান পাউডার, ১৮০-গ্রেন বুলেট। নদীর ওপর দিয়ে সেকেণ্ডে তিন হাজার ফুট গতিতে ছুটবে ওই বুলেট। তাজা মাংসের ভেতর যখন ঢুকবে, শক ওয়েভের আঘাতে ভেতরের অংশগুলো, ফুসফুস আর হৃৎপিণ্ড, স্রেফ ছাতু হয়ে যাবে–সেই ছাতু সদ্য তৈরি বিরাট একটা গর্ত নিজের ভেতর টেনে নেবে, তারপর পিচকারি থেকে বেরিয়ে আসা লাল পানির মতো ছড়িয়ে দেবে ঘাসের ওপর।

'টেক হিম!' আবার তাগাদা দিলো রানা। টেলিস্কোপ সাইটে চোখ রেখে অপলক তাকিয়ে আছেন রিভেরা, কুণ্ডলী পাকানো কেশরের প্রতিটি আলাদা লোম চিনতে পারছেন তিনি। এতো বিশাল সিংহ, এতো সুন্দর, আগে কখনো দেখেননি। এমন মুগ্ধ হয়ে পড়েছেন যে রানার কথা শুনতেই পাননি। ট্রিগারে চেপে বসে আছে আঙুল, টেনে দিলেই তাঁর এতোদিনের সাধ পূরণ হবে।

ঝোপার পাশে আতঙ্কে আড়ষ্ট হয়ে রয়েছে মনিকা। সিংহটা ঘাড় ফিরিয়ে নদীর ওপর দিয়ে সরাসরি তার দিকে তাকালো। মনিকার মনে হলো, বনভূমির একটা অমূল্য শোভা, এটাকে ধ্বংস হতে দেয়া যায় না। ঠিক সচেতনভাবে নয়, মুখ খুলে চেঁচিয়ে উঠলো সে, ফুসফুসের সমস্ত শক্তি এক করে। 'পালাও, বোকা সিংহ, পালাও!'

এরপর যা ঘটলো, চাক্ষুষ করে মনিকা নিজেও স্তম্ভিত হয়ে গেল। জীবিত কোনো প্রাণী এতো দ্রুত নড়ে উঠতে পারে, ওর ধারণা ছিলো না। অলস ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ছিলো, তারপর চোখের পলকে তিনটে প্রাণী যেন বিস্ফোরণের মতো ছিটকে পড়লো তিনদিকে। সোনালি ঝিলিক দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে।

সবচেয়ে আগে অদৃশ্য হলো মাতাহারি···, লম্বা ঘাস যেন তাকে গিলে ফেললো। তার পিছু পিছু গেল বাচ্চাগুলো। নদীর পার ধরে ছুটলো দস্যুরানী, এতো জোরে দৌড়ুলো মনে হলো মাটিতে পা পড়ছে না। তাকে অনুসরণ করলো হারকিউলিস। শরীরটা বিরাট আর পিঠে বিপুল কেশরের বোঝা সত্ত্বেও দস্যুরানীর চেয়ে কম নয় তার গতি।

চেয়ারে বসে ঘুরে গেলেন ম্যানুয়েল রিভেরা, কাঁধে রাইফেল, উজ্জ্বল গ্লাস লেন্সে তাকিয়ে আছেন, সাইট দিয়ে অনুসরণ করছেন হারকিউলিসকে। ঘাসের ভেতর ঢুকে পড়লো দস্যুরানী। তার পিছু পিছু সিংহও ঢুকতে যাচ্ছে, এই সময় গর্জে উঠলো ওয়েদারবাই, মাচার ভেতর বিস্ফোরণের শব্দে ওদের কানে তালা লেগে গেল। ঝলমলে রোদ সত্ত্বেও, নদীর ওপর দিয়ে ছুটে যেতে দেখা গেল আগুনের লকলকে একটা লাল শিখা।

হোঁচট খেলো সিংহ, সজোরে কেশে উঠলো একবার, পরমুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল ঘাসের ভেতর। নিস্তব্ধতার ভেতর ঝাঁ ঝাঁ করছে ওদের কান, বিস্ফোরণের শব্দটা এখনো লেগে রয়েছে কানের পর্দায়, খালি জায়গাটার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে, হতভম্ব ও ম্রিয়মান।

'ভালোই দেখালে, ময়না!' নিচু গলায় বললো রানা।

'আমি দুঃখিত নই,' দৃঢ়কণ্ঠে বললো মনিকা। তার পাপা এমন রাগ আর জোরের সাথে রিলোড করলো রাইফেল যে খালি ব্রাস কেসটা বোদের ভেতর ঝিলিক দিয়ে ডিগবাজি খেতে খেতে দূরে সরে গেল। মাচা কাঁপিয়ে দাঁড়ালেন তিনি, মেয়ের দিকে একবারও তাকালেন না, মই বেয়ে নেমে গেলেন নিচে।

.৫৭৭ ডাবল ব্যারেল রাইফেলটা তুলে নিয়ে রানাও তাঁর পিছু পিছু নামলো। গাছটার নিচে দাঁড়ালো ওরা, বুক-পকেট থেকে একটা হাভানা চুরুট বের করে রানার দিকে বাড়িয়ে ধরলেন ম্যানুয়েল রিভেরা, নিজেও একটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরলেন। নিঃশব্দে কিছুক্ষণ ধূমপান করলো ওরা, তারপর জানতে চাইলো রানা, 'কোথায়? পেটে?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকালেন রিভেরা। 'পেটে।'

'জঘন্য,' বললো রানা। 'জঘন্য, জঘন্য, জঘন্য!' দু'জনেই ওরা লম্বা ঘাস আর নদীর পার ঢাকা কাঁটাবহুল ঝোপের দিকে তাকালো।

দশ মিনিট পর টয়োটা নিয়ে এলো ওরা। নেবুবি, নগুনি আর পেনডুলা নিঃশব্দে হাসছে, প্রত্যাশায় চকচক করছে তিনজোড়া চোখ। ম্যানুয়েল রিভেরার সাথে কয়েকটা সাফারিতে অংশগ্রহণ করেছে ওরা, জানে লক্ষ্যভেদে কখনো ব্যর্থ হন না তিনি। ট্রাক থেকে লাফ দিয়ে নামলো ওরা, নদীর ওপারে তাকালো, ধীরে ধীরে মুছে গেল মুখের হাসি। একটা মাত্র শব্দ উচ্চারণ করলো রানা, 'পেটে।' তাতেই যা বোঝার বুঝে নিলো ওরা।

মাথা নিচু করে টয়োটায় ফিরে গেল তিনজন। অনুসরণ করার জন্যে প্রস্তুতি নিতে শুরু করলো চুপচাপ।

চোখ কুঁচকে সূর্যের দিকে তাকালো রানা। 'এক ঘন্টা পর সন্ধ্যা,' বললো ও। 'ক্ষতটায় টান ধরতে সময় লাগবে, অতো সময় নেই আমাদের হাতে।'

'কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারি,' পরামর্শ দিলেন রিভেরা। 'ততোক্ষণে অসুস্থ হয়ে পড়বে ওটা।'

মাথা নাড়লো রানা, ঝোপের দিকে ইঙ্গিত করলো। 'ওখানে মারা গেলে লাশটা হায়েনারা পাবে। ট্রফির আশা ছেড়ে দিতে হবে আপনাকে। তাছাড়া, আমি চাই না বেচারি সারারাত কষ্ট পাক।'

মই বেয়ে মনিকা নেমে আসছে দেখে চুপ করে গেল ওরা। নিচে নেমে ওদের দিকে তাকালো না সে, উদ্ধত ভঙ্গিতে কালো চুলের লম্বা বেণী দুটো ঘাড়ের ওপর দিয়ে পিঠে আছড়ালো, দুপদাপ শব্দে পা ফেলে হেঁটে গেল টয়োটার দিকে। সামনের সিটে বসলো সে, হাত দুটো ভাঁজ করলো বুকে, শিরদাঁড়া টান টান করে গম্ভীর মুখে তাকিয়ে থাকলো নাক বরাবর সামনে।

'আমি দুঃখিত,' রিভেরা বললেন। 'ওকে আমি পঁচিশ বছর ধরে চিনি, আমার বোঝা উচিত ছিলো এ-ধরনের একটা কিছু করে বসবে।'

'আপনি না গেলেও পারেন, রিভেরা,' তাঁর কথায় সরাসরি কোনো উত্তর দিলো না রানা। 'মনিকার সাথে থেকে যান আপনি। কাজটা আমি করছি।'

সরাসরি জবাব দিলেন না রিভেরাও। 'আমি রিগবিটা নেবো,' বললেন তিনি।

রানা পরামর্শ দিলো, 'দেখবেন ওটায় যেন সফট-নোজ বুলেট থাকে।'

'অবশ্যই।' পাশাপাশি হেঁটে এলো ওরা টয়োটার কাছে, রাইফেল বদল করলেন রিভেরা।

ট্রাকের গায়ে হেলান দিলো রানা, ডাবল রাইফেলের কার্ট্রিজ বদল করলো। 'আহা বেচারা,' বললো ও, তাকিয়ে আছে রিভেরার দিকে, তবে কথাগুলো মনিকাকে উদ্দেশ্য করে বলা। 'আমরা ওকে এতো কষ্ট দিতে চাইনি, একটা গুলি খেয়ে সাথে সাথে মারা যেতো। কিন্তু কি ঘটলো? পেটে বিরাট একটা গর্ত নিয়ে অন্তত কয়েক ঘন্টা বেঁচে থাকতে হবে বেচারাকে। অর্ধেক নাড়ীভুঁড়ি বেরিয়ে পড়েছে। অসহায় একটা পশুকে এভাবে কষ্ট দেয়ার কোনো মানে হয়?' সরাসরি না তাকিয়েও রানা দেখতে পেলো, শিউরে উঠলো মনিকা, চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। রানার দিকে তাকাবেই না।

'আহত পশুকে আজরাইল বললেই হয়,' বলে চলেছে রানা। 'আমাদের কেউ মারা গেলে একটুও আশ্চর্য হবো না। হয়তো পেনডুলাই মারা পড়বে। পায়ের ছাপ ধরে সেই-ই তো আগে আগে ছুটবে। পালিয়ে আসা স্বভাব নয় তার। কেউ যদি মারা পড়ে তো ধরে নেয়া যায় পেনডুলাই···।'

'থাক, রানা,' ম্যানুয়েল রিভেরা মৃদুকণ্ঠে বললেন। 'মনিকা জানে কাজটা ওর সাংঘাতিক অন্যায় হয়ে গেছে।'

'জানে কি?' সশব্দে রাইফেলের বোল্টটা সামনে ঠেলে দিলো রানা। 'আমার সন্দেহ আছে। আপনি, রিভেরা, লেদার জ্যাকেটটা পরে নিন। হারকিউলিস যদি আপনাকে পেড়ে ফেলে, জ্যাকেট পরে থাকায় খানিকটা রক্ষা পাবেন–যদিও শেষ রক্ষা হবে না।'

নদীর উঁচু কিনারায় অপেক্ষা করছে তিনজন কর্মী। নেবুবির হাতে শটগান, বাকি দু'জন নিরস্ত্র। ঘন ঝোপের ভেতর আহত একটা সিংহকে খালি হাতে অনুসরণ করতে হলে অসমসাহস দরকার। যতোই রাগ আর ক্ষোভ থাক মনে, রানার ওপর তাদের শ্রদ্ধামেশানো আস্থা মনিকার দৃষ্টি এড়ালো না। সে উপলব্ধি করলো, এর আগে এতো বার তারা ভয়ংকর বিপদের সময় পরস্পরকে সাহায্য করেছে যে কেউ নিজের কথা আলাদাভাবে ভাবতে পারে না। ওরা চারজন যেন আপন ভাইয়ের চেয়েও ঘনিষ্ঠ। ঈর্ষা জাগলো মনিকার মনে, সে তার জীবনে কোনো মানুষের সাথে এরকম ঘনিষ্ঠ হতে পারেনি।

এক এক করে সবার কাঁধে হাত রাখলো রানা, চাপ দিলো মৃদু। তারপর নিচু গলায় কথা বললো নেবুবির সাথে। কালো হয়ে গেল নেবুবির চেহারা, ভাব দেখে মনে হলো প্রতিবাদ করবে। কিন্তু তারপর মেনে নেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালো সে, হেঁটে এলো টয়োটার দিকে, হাতে শটগান নিয়ে মনিকার পাশে পাহারায় থাকলো।

ভাঁজ করা হাতের কনুইয়ে ডাবল ব্যারেল রাইফেলটা ঝুলিয়ে নিলো রানা, আঙুল দিয়ে কপাল থেকে চুল সরালো, তারপর এক ফালি চামড়া দিয়ে কপালের চারধারে পট্টি বাঁধলো। শিকারীকে পছন্দ না করলেও, ভয়ঙ্কর বিপদে পা বাড়াবার আগে ওর এই প্রস্তুতি সমস্ত মনোযোগ কেড়ে নিলো মনিকার। মনে মনে স্বীকার

করলো, লোকটার চেহারা ও দৈহিক কাঠামো বীর বা নায়কের মত। ওর বুশ জ্যাকেটের আস্তিন কেটে ফেলা হয়েছে, পরনে খাটো খাকি প্যান্ট, বাহু আর পায়ে কোনো আবরণ নেই। মনিকা লক্ষ্য করলো, শিকারী এমনকি তার পাপার চেয়েও লম্বা, তবে কোমরটা সরু, আর কাঁধ দুটো অনেক বেশি চওড়া। ভারি রাইফেলটা অনায়াসে একহাতে ধরে আছে।

মনিকার দিকে একবার তাকালো রানা। নির্লিপ্ত চেহারা। অজানা আশঙ্কায় বুকটা কেঁপে উঠলো মনিকার, না জানি কি সর্বনাশ ঘটে যায় আজ! হঠাৎ একটা ঝোঁক চাপলো, ছুটে গিয়ে রানার হাতটা চেপে ধরে, নদী পেরুতে নিষেধ করে তাকে। কিন্তু মুখ খোলার আগেই ঘুরে দাঁড়ালো রানা।

'আপনি রেডি, রিভেরা?' জিজ্ঞেস করলো ও, উত্তরে মাথা ঝাঁকালেন বৃদ্ধ, রাইফেলটা আড়াআড়ি ভঙ্গিতে বুকের কাছে ধরে আছেন। তাঁর চেহারায় ধ্যানমগ্ন শান্ত ভাব। 'অলরাইট, লেট'স মুভ আউট।' পেনডুলাকে ইশারা করলো রানা। নদীর ঢাল বেয়ে নেমে গেল সে, পথ দেখালো ওদেরকে।

নদীর তলায় নেমে ছুটন্ত একটা ঝাঁকে পরিণত হলো দলটা। সবার আগে ট্র্যাকার, তার পিছনে রানা। সামনের ঘাসবনের ওপর নজর রাখছে ও। রানার পিছনে রিভেরা, মাঝখানে সাত গজ ব্যবধান—ঝাঁকের ভেতর সিংহ লাফিয়ে পড়লে গুলি করতে যাতে অসুবিধে না হয়। রিভেরার পিছনে নগুনি।

নদীর শুকনো তলা থেকে মসৃণ, গোল আকৃতির পাথর কুড়িয়ে পকেটে ভরলো ওরা। অপর পারের নিচে পৌঁছে থামলো দলটা, কান পেতে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো। তারপর পেনডুলাকে পাশ কাটালো রানা, একাই এগিয়ে গেল। টোপের নিচে দাঁড়ালো ও। সামনের ঘাসবনের দিকে তাকালো। কেটে গেল পাঁচটা মিনিট। পকেট থেকে পাথর বের করে সেদিকে ছুঁড়লো একটা। কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। আরেকটা পাথর ছুঁড়লো রানা। ঘাসবনের ওদিকেই অদৃশ্য হয়ে গেছে সিংহটা। কয়েকটা পাথর ছোঁড়ার পর কোনো সাড়া না পেয়ে শিস দিলো ও। পার বেয়ে উঠে এলো বাকি চারজন, আবার আগের মতো ঝাঁক বাঁধলো দলটা। পেনডুলার দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকালো রানা।

ধীরগতিতে সামনে বাড়লো ওরা। আহত সিংহকে ব্যস্ততার সাথে অনুসরণ করতে গিয়ে বহুলোক মারা গেছে আফ্রিকায়। পেনডুলার সমস্ত মনোযোগ পায়ের নিচে মাটির ওপর। ঘাসবনের উঁচু পাঁচিলের দিকে একবারও মুখ তুলে তাকালো না। রানার ওপর তার পরিপূর্ণ বিশ্বাস আছে। ঘাসবনের কিনারায় পৌঁছে থামলো সে, একটা হাত পিছনে এনে গোপন সংকেত দিলো।

'রক্ত,' পিছনদিকে না তাকিয়ে নিচু গলায় রিভেরাকে বললো রানা। 'রক্ত আর পেটের লোম। আপনি ঠিক ধরেছেন, রিভেরা। গুলিটা পেটেই লেগেছে।' ঘাসের ডগায় লেগে থাকা রক্তের চকচকে ভেজা দাগ দেখতে পেলো ও।

সুইমিংপুলে ডাইভ দেয়ার আগে সাঁতারু যেমন বুক ভরে শ্বাস টানে, সেভাবে বাতাস টানলো রানা। বাতাসটা বুকে আটকে রেখে সামনে বাড়লো, ঢুকে পড়লো ঘাসবনের ভেতর।

ঘাসবনে ঢোকেনি, যেন পানিতে ডুব দিয়েছে ওরা। ঘাসগুলো ওদের চেয়ে

লম্বা, এতো ঘন যে দু'গজ সামনে দৃষ্টি চলে না। ঘাসের গায়ে রক্তের দাগ রয়েছে, এখান দিয়ে সিংহটা ছুটে যাওয়ায় একটা পথও তৈরি হয়েছে, কাজেই অনুসরণ করতে অসুবিধে হলো না। ঘাসের গায়ে রক্তের দাগ দেখে রানা আর পেনডুলা বুঝে নিলো হারকিউলিস ঠিক কোথায় আহত হয়েছে। রক্তের সাথে মিশে রয়েছে মল, অর্থাৎ ফুটো হয়ে গেছে নাড়িভুঁড়ি। ক্ষতটা মারাত্মক, তবে মরার আগে দীর্ঘক্ষণ অসহ্য কষ্ট পাবে।

ঘাসবনে ঢোকার পর বিশ গজ এগিয়ে থামলো পেনডুলা, আঙুল দিয়ে গাঢ় রক্তের ছোট্ট একটা পুকুর দেখালো। 'এখানে থেমেছিল,' ফিসফিস করলো সে, উত্তরে মাথা ঝাঁকালো রানা।

'বেশিদূর যায়নি,' আন্দাজ করলো ও। 'কাছেই কোথাও আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। পেনডুলা, সে আসছে দেখলেই ছুটে আমার পিছনে চলে যাবে তুমি। মনে থাকবে তো?'

দাঁত বের করে হাসলো পেনডুলা। দু'জনেই ওরা জানে, নির্দেশটা অমান্য করা হবে। জীবনে কখনো পিছু হটেনি পেনডুলা। আজও সে হামলার সময় নিজের জায়গা ছেড়ে একচুল নড়বে না।

'ঠিক আছে, মাথামোটা গর্দভ,' রাগের সাথে বললো রানা। 'আগে বাড়ো।'

'মাথামোটা গর্দভ,' হাসিমুখে পুনরাবৃত্তি করলো পেনডুলা। জানে, তার ওপর খুশি বা তাকে নিয়ে গর্ব অনুভব করলে এই গালিটা দেয় রানা।

রক্তের ছাপ ধরে এগোলো ওরা। তিন-চার পা এগিয়ে থামলো, সামনের ঘাসে পাথর ছুঁড়লো রানা। সিংহ সাড়া না দিলেও আবার এগোবার সময় অত্যন্ত সতর্ক থাকলো সবাই। পিছন থেকে ক্লিক, ক্লিক শব্দ ভেসে আসছে। এগোবার সময় সেফটিক্যাচটা বারবার অন আর অফ করছেন রিভেরা। শব্দটা অস্বস্তিকর হলেও, মনে মনে ভদ্রলোকের প্রশংসা করলো রানা। মানুষের পক্ষে যে-সব দুঃসাহসিক কাজে অংশগ্রহণ করা সম্ভব সেগুলোর মধ্যে এটাই সম্ভবত সবচেয়ে ভয়ঙ্কর। পেটে গুলি খাওয়া সিংহের চেয়ে হিংস্র আর কিছু হতে পারে না। কাজটা রানার, এ-ধরনের ঝুঁকি নিতে অভ্যস্ত ও, কিন্তু ম্যানুয়েল রিভেরার জন্যে অগ্নিপরীক্ষা--এখনো তিনি হতাশ করেননি ওকে।

সামনের ঘাসে আরেকটা পাথর ছুঁড়লো রানা। নিচু গাছের শাখায় লেগে শব্দ করলো সেটা। সামনে ঝোপ। আরো সতর্কতার সাথে এগোলো দলটা। ঘাসের ফাঁকে ঝোপটা দেখা গেল।

আশ্চর্য কালো রঙের একটা ঝোপ, ঘাসের সমুদ্রে যেন একটা দ্বীপ। ঝোপের ভেতর দৃষ্টি চলে না এতো ঘন। পাথর ছুঁড়লো রানা, শাখা-প্রশাখায় বাড়ি খেতে খেতে নিচে নামলো সেটা, সেই সাথে ঝোপের অনেক ভেতর থেকে গর্জে উঠলো সিংহ।

মৃত্যুভয় এতোই উপভোগ্য হয়ে উঠলো যে তা প্রায় সহ্যের বাইরে, এ যেন আবেগের দ্বারা চরম পুলকলাভ, নারী-পুরুষের মিলনের চেয়ে অনেক বেশি জোরালো। রাইফেলের সেফটি-ক্যাচ অফ করলো রানা, বললো, 'আসছে, পেনডুলা। পালাও!' ওর কণ্ঠে উল্লাস। সময় যেন স্থির হয়ে গেল। ভয় থেকে

উৎসারিত আরেকটা বিচিত্র অনুভূতি এটা।

চোখের কোণ দিয়ে রানা দেখলো, এক পা এগিয়ে ওর পাশে এসে দাঁড়ালেন রিভেরা। এর জন্যে কতোটুকু সাহস দরকার হয়েছে তাঁর, জানে ও। 'গুড ম্যান!' জোরেই বললো রানা, আর যেন ওর গলার আওয়াজেই ঝাঁকি খেলো ঘন ঝোপ, ডালপালা মড়মড়িয়ে ভেঙে ছুটে এলো সিংহ—আক্রোশে আর ব্যথায় গোঙাচ্ছে, গরগর আওয়াজ বেরিয়ে আসছে মুখ থেকে।

অটল দাঁড়িয়ে থাকলো পেনডুলা, যেন মাটিতে পোঁতা একটা খুঁটি। ইতিহাসে নেই পেনডুলা কখনো পিছু হটেছে। পা বাড়িয়ে তার একপাশে চলে এলো রানা, আরেক পাশে এলেন রিভেরা; দু'জন একযোগে রাইফেল তুললো ওরা, লক্ষ্যস্থির করলো ঘাসবনের পাঁচিলের দিকে। ঝোপের ভেতর থেকে এখনো ছুটে আসছে সিংহ, গর্জন ছাড়ছে অনবরত, প্রতিটি গর্জন যেন হাতুড়ির বাড়ি মেরে ওদের ইন্দ্রিয়গুলোকে অবশ করে দিলো।

ওদের মুখের ওপর ফাঁক হলো ঘাসবন, বিশাল তামাটে একটা দানবীয় আকৃতি লাফ দিলো ওদের ওপর।

একসাথে গুলি করলো ওরা, গুলির বিকট শব্দে কেঁপে পড়ে গেল বনভূমি-কাঁপানো গর্জনের আওয়াজ। দ্বিতীয় ব্যারেল থেকেও গুলি করলো রানা, দুটো গুলির শব্দ একটা হয়ে বাজলো কানে, ৭৫০-গ্রেন বুলেট আঘাত করলো হিংস্র দানবটাকে, থামিয়ে দিলো যেন, একটা পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়েছে। রিগবির বোল্ট টানলেন রিভেরা, সরদিক থেকে প্রতিধ্বনি তুলে ফিরে এলো গুলির শব্দগুলো।

নিহত প্রাণীটা ওদের পায়ের সামনে পড়েছে, রাইফেল উঁচু করে ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা, রক্তাক্ত লাশটার দিকে তাকিয়ে আছে—ঘটনার দ্রুততায় আচ্ছন্নবোধ করছে সবাই, মাথার ভেতর এখনো রয়ে গেছে গুলির শব্দের রেশ।

নিস্তব্ধতার ভেতর সামনে বাড়লো নগুনি। পেনডুলার মতোই সে তার জায়গায় স্থির দাঁড়িয়েছিল। লাশটার সামনে এসে ঝুঁকলো সে, পরমুহূর্তে ঝাঁকি খেয়ে পিছিয়ে এলো, চিৎকার করে যা বললো তার পুরোপুরি অর্থ কেউ ভালো করে বুঝতে পারলো না। 'এটা সিংহ নয়!'

তার কথা শেষ হয়নি, হামলা করলো হারকিউলিস। দস্যুরানীর মতোই, ঝোপ থেকে সরাসরি ওদের দিকে ছুটে এলো সে, তবে আরো ক্ষিপ্রবেগে। ঝড়ের বেগে ছুটন্ত রেল এঞ্জিনের মতো আওয়াজ করছে সে। অপ্রস্তুত অবস্থায় রয়েছে ওরা, রাইফেল রিলোড করা হয়নি, সিংহীর লাশের কাছে এলোমেলোভাবে দাঁড়িয়ে। দূরে রয়েছে একা শুধু নগুনি, সিংহ আর ওদের মাঝখানে।

ঘাসের পাঁচিল ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেই নগুনিকে হাঁ করা চোয়ালের ফাঁকে আটকে নিলো হারকিউলিস, কামড় বসালো নিতম্বে, মাটিতে ঘষা খেয়েও পিছলে নগুনির পিছনে দাঁড়ানো ছোট্ট দলটার মাঝখানে চলে এলো।

ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল সবাই। মাটিতে পিঠ দিয়ে পড়লো রানা, ঘাড়টা ঝাঁকি খেলো প্রচণ্ডভাবে। বুকের ওপর রাইফেলটা ধরে আছে ও, পতনের সময় ওটা যাতে হাতছাড়া না হয় সেদিকে খেয়াল রয়েছে। মাটিতে পড়েই একপাশে কাত

হলো ও।

দশ ফুট দূরে নগুনিকে ক্ষতবিক্ষত করছে সিংহ। বিশাল থাবা দিয়ে নগুনিকে মাটির সাথে গেঁথে নিয়েছে, দাঁত বসাচ্ছে নিতম্ব আর হাঁটুর ওপর পায়ে।

'ভাগ্যকে ধন্যবাদ যে ওটা চিতা নয়,' রিলোড করার জন্যে রাইফেল ভাঙার সময় ভাবলো রানা। কোনো শিকারী দলের ওপর হামলা করলে, চিতা কখনো একটা লোককে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে না। ক্ষিপ্রতার সাথে একজনকে ছেড়ে আরেকজনকে ধরে, গোটা দলের সবক'জনকে অসাড় করতে মাত্র কয়েক সেকেণ্ড লাগে তার।

সিংহের খোলা চোয়াল থেকে রক্ত ঝরছে। তার থাবার নিচে ছটফট করছে নগুনি, চিৎকার করছে, কেশর ঢাকা সিংহের মাথায় বৃথাই ঘুসি মারছে দু'হাতে।

সিংহ আর নগুনির সামনে, ঘাসের ভেতর রিভেরাকে দেখতে পেলো রানা। আঁচড়ে-খামচে হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে উঁচু হলেন তিনি, তারপর হামাগুড়ি দিয়ে এগোলেন ছিটকে পড়া রিগবির দিকে।

'গুলি করবেন না, রিভেরা!' তার উদ্দেশ্যে চিৎকার করলো রানা। এ-ধরনের পরিস্থিতিতে অনভিজ্ঞ একজন রাইফেলধারী হামলারত পশুর চেয়ে বিপজ্জনক। রিগবির বুলেট সিংহের গা ফুঁড়ে বেরিয়ে এসে সামনের যে-কোনো লোককে আঘাত করতে পারে।

বাম হাতের আঙুলের ফাঁকে দুটো স্পেয়ার কার্ট্রিজ আটকে রেখেছিল রানা। দ্রুত রিলোড করার জন্যে অভিজ্ঞ শিকারীদের একটা কৌশল এটা। কার্ট্রিজ দুটো খালি ব্রীচে ভরে নিলো ও।

নগুনির নিচের দিকটা চিবাচ্ছে সিংহ। হাড় ভাঙার রোমহর্ষক শব্দ ঢুকলো রানার কানে, যেন শুকনো টোস্টে কামড় দিচ্ছে কেউ। দুর্গন্ধে ভারি হয়ে আছে বাতাস।

নগুনি আর সিংহের সামনে, রানা দেখলো, রিগবিতে গুলি ভরছেন রিভেরা। 'না, রিভেরা!' আবার চিৎকার করলো রানা। সরাসরি দু'জনের মাঝখানে রয়েছে হারকিউলিস। কোনো বুলেট যদি তাকে আঘাত করে, রানার গায়েও লাগবে সেটা।

ধরাশায়ী মানুষের ওপর ঝুঁকে রয়েছে পশু, এই অবস্থায় ওদের দিকে ছুটে গিয়ে গুলি করা বোকামি ছাড়া কিছু নয়, কারণ পশুর সাথে মানুষটাও নির্ঘাৎ মারা পড়বে। এ-ধরনের পরিস্থিতিতে বিশেষ কৌশল দরকার হয়।

দাঁড়াবার কোনো চেষ্টাই করলো না রানা। মাটির ওপর শরীরটাকে গড়িয়ে দিলো ও। তিনবার গড়ান দিয়ে থামলো, শুয়ে আছে সিংহের পাশে, প্রায় ছুঁতে পারে। রাইফেলের মাজলটা চেপে ধরলো সিংহের নিচের দিকের পাঁজরে, গুলি ওপর দিকে ছুটবে। ৭৫০-গ্রেনের একটা বুলেটই যথেষ্ট।

গুলির ধাক্কায় নগুনির শরীর থেকে শূন্যে উঠে পড়লো হারকিউলিস, ছিটকে পড়লো একপাশে, দুই কাঁধের মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে সোজা আকাশের দিকে উঠে গেছে বুলেট।

রাইফেল ফেলে দিয়ে নগুনির ওপর ঝুঁকলো রানা, দু'হাতে তুলে নিলো বুকের

ওপর, ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো তার পায়ের দিকে। দাঁতগুলো ছোরার মতো ব্যবহার করেছে সিংহ। নিতম্ব থেকে হাঁটু পর্যন্ত ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। 'পেনডুলা!' হাঁক ছাড়লো রানা। 'টয়োটায়! মেডিসিন বক্স! জলদি!' রানার কথা শেষ হতে যা দেরি, ঘাসবনের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল খুদে ট্র্যাকার।

হামাগুড়ি দিয়ে রানার পাশে চলে এলেন রিভেরা। নগুনির পা'টা দেখলেন। 'ওহ্ গড!' আঁতকে উঠলেন তিনি।

মাংসের গভীরে ধমনি ছিঁড়ে যাওয়ায় ফিনকি দিয়ে সবেগে বেরিয়ে আসছে লাল রক্ত। গরম মাংসের ভেতর আঙুল ঢুকিয়ে দিলো রানা। ছেঁড়া ধমনি পিচ্ছিল লাগলো আঙুলে, রাবারের মতো, দু'আঙুলে শক্ত করে চেপে ধরলো সেটা। 'জলদি, পেনডুলা, জলদি!' আবার চিৎকার করলো ও।

তিনশো গজের মতো দূরে টয়োটা। তাড়া খাওয়া খরগোশের মতো ছুটলো পেনডুলা। কয়েক মিনিটের মধ্যে ফিরে এলো সে। তার সাথে নেবুবিও রয়েছে, হাতে একটা সাদা বাক্স, ঢাকনির গায়ে রেড ক্রিসেন্ট আঁকা। ঢাকনিটা খুললো ওরা।

'ইনস্ট্রুমেন্ট রোলে পাবে,' বললো রানা। 'হীমোস্ট্যাটস

স্টেইন-লেস স্টীল ক্ল্যাম্পগুলো রানার হাতে ধরিয়ে দিলো নেবুবি, নগুনির ছেঁড়া ধমনিতে আটকানো হলো সেগুলো। তাজা লাল রক্তে ভিজে গেল রানার হাত। মুক্তিযুদ্ধের সময় এই কাজের অভিজ্ঞতা হয়েছে ওদের, দক্ষ সার্জেনের মতো হাত চললো। 'রিগ আপ আ ড্রিপ সেট,' নেবুবিকে নির্দেশ দিলো রানা। 'প্রথমে ওকে আমরা এক ব্যাগ রিংগারস ল্যাকটেট দেবো। তাড়াতাড়ি করো!' কথা বলছে বটে, তবে হাত দুটো থেমে নেই। আয়োডিন পেস্ট ভরা টিউবের মুখটা ক্ষতগুলোর গভীরে ঢুকিয়ে চাপ দিলো ও। চুপচাপ শুয়ে আছে নগুনি, প্রতিবাদ করছে না বা ব্যথায় কাতরাচ্ছে না, চোখ খুলে ওদের কাজকর্ম দেখছে, নেবুবি কিছু জিজ্ঞেস করলে বিড়বিড় করে সিনডেবেল ভাষায় জবাব দিচ্ছে।

'ড্রিপ সেট ইজ রেডি,' বললো নেবুবি।

নগুনির কনুইয়ের উল্টোদিকের একটা শিরা খুঁজে নিলো রানা, প্রথমবারের চেষ্টাতেই ভেতরে ঢুকিয়ে দিলো ছুঁচটা। 'ওহে, নগুনি,' জোর করে নিঃশব্দে হাসলো রানা। 'তুমি জানো, তোমার খাওয়ানো বিষেই মারা গেছে সিংহটা। তোমার পা'টা খেলো সে, অমনি পটল তুললো। কি মজা!' হাসির একটা শব্দ বেরুলো নগুনির গলা থেকে, শুনে তাজ্জব বনে গেলেন রিভেরা। 'রিভেরা সাহেব,' দরাজ গলায় বললো রানা, 'আমার বন্ধুকে আপনার একটা চুরুট দিন।' পরিষ্কার সাদা টেপ দিয়ে পা'টা বাঁধলো ও।

পায়ের যত্ন নেয়ার পর নগুনির বাকি শরীরটা পরীক্ষা করলো রানা। আঁচড়ের দাগগুলোর ওপর আয়োডিনের প্রলেপ মাখালো। এরপর ট্র্যান্সফিউশন ব্যাগে পুরো এক অ্যামপুল পেনিসিলিন ঢাললো। কাজটা শেষ হতে আধঘন্টার বেশি লাগলো না। মনে মনে রিভেরা স্বীকার কবলেন, ভালো একজন ডাক্তারও এরচেয়ে দ্রুত বা দক্ষতার সাথে কাজটা সারতে পারতো না।

'এখানে টয়োটা আনতে হলে অনেক পথ ঘুরে আসতে হবে,' বললো রানা।

'ফিরতে সন্ধে হয়ে যাবে আমার। কম্বল দিয়ে ঢেকে রাখো নগুনিকে।' নগুনির ওপর ঝুঁকলো ও। 'কিছু না, স্রেফ আঁচড়। আমি দেখতে চাই তাড়াতাড়ি কাজে ফিরে এসেছো তুমি। তা নাহলে কিন্তু বেতন কাটা যাবে।' .৫৭৭-টা তুলে নিয়ে ছুটলো ও, ঘাসবনের ভেতর দিয়ে নদীর দিকে যাচ্ছে। এতোক্ষণে রাগ হলো রানার, দেরি করে হওয়ায় অনেক বেশি জোরালো।

নদীর পারে পৌঁছে দেখলো, টয়োটার সামনের সিটে একা বসে রয়েছে মনিকা। নিঃসঙ্গ আর বিষণ্ন লাগছে তাকে, যদিও রানার মনটা তাতে একটুও নরম হলো না। রানার হাতে শুকনো রক্ত দেখে শিউরে উঠলো মনিকা। তার দিকে না তাকিয়ে রাইফেলটা গান র‍্যাকে রাখলো রানা, বোতলের পানি দিয়ে হাত ধুলো। ড্রাইভিং সিটে বসে স্টার্ট দিলো ট্রাক, নদীর শুকনো তলা ধরে ফিরতি পথে ছুটলো টয়োটা।

'কি ঘটেছে আমাকে বলবে না?' অবশেষে জানতে চাইলো মনিকা। সে যে অনুতপ্ত তা গোপন করার জন্যে গলার আওয়াজ চড়াতে চেষ্টা করলেও, স্বর ফুটলো না, মিনমিনে আওয়াজ বেরুলো।

'বেশ।' সামনের দিকে তাকিয়ে মুখ খুললো রানা। 'যা ঘটেছে তারচেয়ে খারাপ আর কিছু ঘটতে পারে না।' সংক্ষেপে ঘটনার বর্ণনা দিলো ও। প্রথমে হামলা করে তরুণী সিংহী, ভুল করে তাকে গুলি করে ওরা। দস্যুরানী মারা যাওয়ায় ক্ষতি হলো মনিকা যাদেরকে অত্যন্ত ভালোবাসে বলে মনে করে, সেই বাচ্চাগুলোর। এখনো তারা মায়ের দুধ ছাড়েনি। ওরা বাঁচবে না। তিনটে বাচ্চাই মারা যাবে। বেশিরভাগ সম্ভাবনা হায়েনাদের খোরাক হবে ওগুলো।

'না!' আঁতকে উঠলো মনিকা।

হেডলাইট জ্বালালো রানা, সূর্য ডোবার সাথে সাথে অন্ধকার নেমে আসছে বনভূমিতে। তারপর কি ঘটেছে ব্যাখ্যা করলো রানা। নগুনির ওপর লাফিয়ে পড়লো হারকিউলিস। কামড়ে শরীর থেকে প্রায় আলাদা করে ফেলেছে নগুনির একটা পা। ওটা যে কেটে ফেলতে হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ট্র্যাকার হিসেবে লোকটার আর কোনো মূল্য নেই। সারাটা জীবন তাকে পঙ্গুত্বের অভিশাপ নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে।

নিঃশব্দে কেঁদে ফেললো মনি [illegible] আমি দু-দুঃখিত।'

'দুঃখিত? নগুনি আমার আপন ভাইয়ের চেয়েও বেশি! আমরা আফ্রিকার সূর্য মাথায় নিয়ে দশ হাজার মাইল একসাথে হেঁটেছি, এক কম্বলের নিচে ঘুমিয়েছি, এক থালায় খেয়েছি। এখন তুমি বলছো, দুঃখিত! বেশ-বেশ, অসংখ্য ধন্যবাদ, ময়না! শুনে সুখী হলাম!'

'জানি তোমার রাগ করার কারণ আছে। আমি বুঝতে পারি···।'

'বুঝতে পারো? কিছুই তুমি বোঝো না! মূল্যহীন ভাবাবেগে ঠাসা তোমার ভেতরটা, কঠিন বাস্তব দুনিয়া সম্পর্কে কিছুই তোমার শেখা নেই। একটা মাত্র পশুর নিয়তি বদলে দিতে চেয়ে কতোটুকু ক্ষতি করেছো জানো? একটা সিংহী মারা গেছে, তার বাচ্চাগুলোও বাঁচবে না। একজন লোক, যদি ভাগ্যগুণে বাঁচেও, সারাজীবন পঙ্গু হয়ে জীবন কাটাবে।'

'আর কি বলতে পারি আমি? আমার ভুল হয়েছে।'

'চমৎকার! তুমি ভুল স্বীকার করায় সব আবার ঠিকঠাক হয়ে গেল, তাই না? নগুনি তার পা ফিরে পাবে, সিংহীটা আবার প্রাণ ফিরে পাওয়ায় আমার লাইসেন্স বাতিল হবে না···।'

'কি করলে আমার প্রায়শ্চিত্ত হবে?'

'সাফারি শেষ হতে আর ত্রিশ দিন বাকি,' তিক্তকণ্ঠে বললো রানা। 'আমি চাই এই ত্রিশটা দিন তুমি আমার ঘাড়ে চড়বে না। সাফারি বাতিল করে তোমাকে আমি আমেরিকায় ফেরত পাঠাচ্ছি না একটিমাত্র কারণে, তোমার বাবার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ, তাঁর আনন্দটুকু মাটি করতে চাই না। কি বলতে চাই বুঝতে পারছো তো? আমার কাছ থেকে যতোটা সম্ভব দূরে সরে থাকবে তুমি, আমার কোনো ব্যাপারে নাক গলাবে না। ঠিক আছে?'

'বেশ।'

ফেরার পথে আর কোনো কথা হলো না। ইতিমধ্যে আগুন জ্বেলেছে নেবুবি আর পেনডুলা। গাড়ি থেকে নেমে সরাসরি নগুনির পাশে চলে এলো রানা। 'ব্যথা কি রকম?'

'বেশি না,' যতোই ব্যথা হোক, স্বীকার করবে না নগুনি। সে না একজন আফ্রিকান পুরুষ!

নগুনিকে মরফিন ইঞ্জেকশন দিলো রানা। ওষুধ কাজ শুরু করার পর ধরাধরি করে ট্রাকে তোলা হলো তাকে। ওরা অপেক্ষায় থাকলো, নেবুবি আর পেনডুলা ছাল ছাড়ালো দস্যুরানী ও হারকিউলিসের। 'সিংহ বটে,' রিভেরাকে বললো রানা। 'গর্ব করার মতো একটা ট্রফি পেলেন আপনি।'

বিষণ্ন চোখে তাকালেন রিভেরা। 'চলুন নগুনিকে ক্যাম্পে নিয়ে যাই

সাবধানে গাড়ি চালালো রানা, নগুনি যাতে ঝাঁকি না খায়। জেদ করে নগুনির সাথে ট্রাকের পিছনে বসলো মনিকা, ট্র্যাকারের মাথাটা তুলে নিলো নিজের কোলে, তার মাথার চুলে আঙুল চালালো ধীরে ধীরে, চোখ দুটো ছলছল করছে।

সামনের সিটে রানার পাশে বসেছেন রিভেরা। 'এরপর কি আশা করতে পারি আমরা?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি। 'সিংহী হত্যার দায়ে গেম ডিপার্টমেন্ট সত্যি সত্যি আপনার লাইসেন্স বাতিল করে দেবে?'

'ক্যাম্পে পৌঁছে হারারেতে রেডিও মেসেজ পাঠাবো,' বললো রানা। 'নগুনির জন্যে এয়ারপোর্টে একটা অ্যাম্বুলেন্স রাখবে ওরা। দু'দিনের জন্যে যাবো আমি- নগুনিকে দেখবো, তদবির করবো লাইসেন্সটা যাতে বাতিল না হয়।'

'লাইসেন্স বাতিল হলে আপনি বিপদে পড়বেন, আমি বুঝি,' বললেন রিভেরা। 'আমার যদি কিছু করার থাকে, অবশ্যই করবো আমি, রানা। আমি লিখিত দিতে পারি, ফুলনকে আমি গুলি করেছি···।'

'ধন্যবাদ, রিভেরা। গেম ডিপার্টমেন্টের নীতি হলো, ক্লায়েন্টদের কোনো ভাবে দায়ী করা যাবে না। যাই ঘটুক না কেন, মাশুল দিতে হবে আমাকে। এমনকি ওরা আপনার সাফারিও বাতিল করবে না। আপনার সাফারির মেয়াদ শেষ হলে শুরু হবে আমার সাজা। ভয় নেই, অসুরকে শিকার করার সময় আপনি

আমাকে পাশে পাবেন।'

'রানা, আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আমি যেন একটা স্বার্থপর বেজন্মা। আমি আপনার জন্যে চিন্তিত, চিন্তিত আপনার লাইসেন্সের জন্যে, নিজের আনন্দ-ফুর্তির কথা ভাবছি না।'

'দু'জনেই আমরা সময়টা উপভোগ করবো, রিভেরা। লাইসেন্সটা যদি সত্যি হারাই, এবারই তাহলে শেষবার আমরা একসাথে শিকার করবো।'

পিছন থেকে ওদের কথা সবই শুনতে পেলো মনিকা, জানে রানার শেষ কথার উত্তরে কেন কিছু বললেন না তার পাপা। পাপা জানেন, এটাই তাঁর শেষ শিকার অভিযান, লাইসেন্স থাক বা না থাক। গত কয়েক ঘন্টা ধরে মানসিকভাবে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে মনিকা, এখন পাপার কথা ভাবতে গিয়ে চোখ দুটো তার পানিতে ভরে উঠলো। তারপর একা শুধু পাপার জন্যে নয়, আরো অনেকের জন্যে কান্না পেলো তার। কান্না পেলো দস্যুরানীর জন্যে, তার ভুলে প্রকৃতির অমন একটা চোখ-ধাঁধানো শোভা অকালে ঝরে পড়লো। কান্না পেলো বাচ্চা তিনটের জন্যে। খিদেতে কষ্ট পাবে, দেখাশোনার কেউ না থাকায় হায়েনারা খেয়ে ফেলবে। কান্না পেলো নগুনির জন্যে। সরল একটা মানুষ, কর্মঠ, কিন্তু পঙ্গু হয়ে বেঁচে থাকবে—যদি বাঁচে।

ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো মনিকা, এক ফোঁটা পানি পড়লো নগুনির কপালে। চোখ খুলে অবাক হয়ে তাকালো সে। আঙুল দিয়ে তার কপালটা মুছে দিলো মনিকা, কম্বলের ভেতর হাত গলিয়ে বুকে আঙুল বুলালো। 'তুমি ভালো হয়ে যাবে, নগুনি,' ধরা গলায় বললো সে।

চার

রেডিওর সাথে টয়োটার বারো-ভোল্ট ব্যাটারির সংযোগ দিয়ে এরিয়াল ফিট করলো রানা, রোজ রাতের মতো আজও ওর হারারে অফিসের সাথে কথা বললো। অপরপ্রান্তে অপেক্ষা করছিল কেকা, তার মিষ্টি সুরেলা কণ্ঠস্বর পরিষ্কার ভেসে এলো। এদিকের পরিস্থিতি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করলো রানা। ওদিক থেকে দুঃসংবাদ দিলো কেকা-গেম ডিপার্টমেন্টের ডিরেক্টর, রানার বন্ধু, ওয়াইল্ডলাইফ কনফারেন্স উপলক্ষ্যে নিউ ইয়র্কে গেছেন, ফিরতে দেরি হবে। তার বদলে দায়িত্বে রয়েছেন ডেপুটি ডিরেক্টর। এটা দুঃসংবাদ এই জন্যে যে ডেপুটি ডিরেক্টরের সাথে সেই প্রথম থেকেই রানার সম্পর্ক ভালো নয়। ভদ্রলোক দু'চোখে দেখতে পারেন না রানাকে।

মনটা খারাপ হয়ে গেল রানার। কেকাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে যোগাযোগ কেটে দিলো।

টয়োটা নিয়ে এয়ারস্ট্রিপে পৌঁছুতে আধ ঘন্টা লাগলো। গাড়িতে রিভেরা আর মনিকাও থাকলো। বীচক্র্যাফট প্লেন থেকে পিছনের সিটগুলো তুলে ফেললো

রানা, খালি জায়গাটায় নগুনির জন্যে নরম কম্বল পাতা হলো। ইতিমধ্যে গায়ের তাপমাত্রা একশো এক ডিগ্রীতে পৌঁচেছে নগুনির, প্রলাপ বকছে। ড্রেসিং খুলে ক্ষতটা পরীক্ষা করার সাহস হয়নি রানার, কি না কি দেখতে হয়। প্লেনে তোলার পর আবার তাকে পেনিসিলিন দিলো ও। নগুনির সাথে তার স্ত্রীকেও হারারেতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কাপড়ে বাঁধা বাচ্চাটাকে পিঠে ঝুলিয়ে প্লেনে চড়লো সে, বসলো নগুনির পাশে, কান্না থামাবার জন্যে ব্লাউজের বোতাম খুলে দুধ খাওয়ালো বাচ্চাকে।

'চিন্তা করবেন না, যাই ঘটুক না কেন, দু'দিনের মধ্যেই ফিরবো আমি,' বিদায় নেয়ার সময় রিভেরাকে বললো রানা। 'আপনারা কিন্তু ক্যাম্প ছেড়ে বেশি দূরে কোথাও যাবেন না।'

রানার সাথে হ্যাণ্ডশেক করলেন ম্যানুয়েল রিভেরা। 'আমাদের কথা আপনাকে ভাবতে হবে না। নগুনির ওপর খেয়াল রাখবেন।'

করমর্দনের জন্যে মনিকাও হাত বাড়াতে যাচ্ছিলো, কিন্তু দেখতে না পাবার ভান করে ঘুরে দাঁড়ালো রানা, মই বেয়ে উঠে পড়লো প্লেনে।

হারারে এয়ারপোর্টে নেমে কেকাকে পেলো রানা। হালকা প্লেনগুলোর জন্যে নির্ধারিত হ্যাঙ্গারের পাশে একটা অ্যাম্বুলেন্সও অপেক্ষা করছে। সরকারী হাসপাতালগুলোয় ভালো চিকিৎসা হয় না, কোম্বি-র একটা বেসরকারী ক্লিনিকে নিয়ে আসা হলো নগুনিকে। কেকার সাথে কথা বলে ব্যাংকের অবশিষ্ট টাকা সম্পর্কে আগেই একটা হিসেব পেয়েছে রানা, নগুনির চিকিৎসার জন্যে কোনো অসুবিধে হবে না।

পরদিন সকালে গেম ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি ডিরেক্টর পিটার ফাঙ্গাবেরার সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট রানার। কেকাই ব্যবস্থা করেছে। দেখা করার দু'মিনিটের মধ্যে রানাকে শুনতে হলো, সিদ্ধান্ত হয়েছে ওর লাইসেন্স বাতিল করা হবে। কি পরিস্থিতিতে সিংহীকে গুলি করা হয়েছে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে চাইলো রানা, কিন্তু পিটার ফাঙ্গাবেরা প্রচণ্ড রাগের সাথে মাথা নেড়ে জানালেন, সেসব শোনায় তার আগ্রহ নেই। আগেই শুনেছে রানা, ডেপুটি ডিরেক্টর মোটা টাকা ঘুষ খায়। নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে একবার ভাবলো, প্রস্তাব দিয়ে দেখবে কিনা। তারপর মনে পড়লো, টাকা যা আছে তা হয়তো সবই নগুনির জন্যে লাগবে। মন খারাপ করে গেম ডিপার্টমেন্টের অফিস থেকে বেরিয়ে এলো ও।

নিজের অফিসে ফিরে এলো রানা। কেকা বললো, 'ঘণ্টাখানেক আগে ক্লিনিক থেকে ফোন করেছিল ওরা। কেটে বাদ দেয়া হয়েছে নগুনির পা।'

অনেকক্ষণ নড়লো না রানা, কথাও বলতে পারলো না। ওকে একা রেখে অফিস থেকে বেরিয়ে গেল কেকা। কেকা বেরিয়ে যেতে ফাইলিং কেবিনেট খুলে শিভাস রিগালের একটা বোতল আর গ্লাস বের করলো ও। রাতটা আজ অফিসের সোফায় বসেই কাটিয়ে দেবে, হোটেলে ফিরতে ইচ্ছে করছে না।

পরদিন সকালে ক্লিনিকে এলো রানা। কোমরের সামান্য নিচ থেকে কাটা হয়েছে নগুনির পা। জার্মান ডাক্তার এক্স-রে প্লেট দেখালেন ওকে, বললেন, 'আর কোনো

উপায় ছিলো না।'

সার্জিকাল ওয়ার্ডে বসবার কোনো ব্যবস্থা নেই, নগুনির বিছানার ধারে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলো রানা। পুরনো শিকার অভিযানের কথা উঠলো, দু'জনের কে কবে ভয়ংকর সব ঝুঁকি নিয়েছে। পায়ের কথা কেউই তুললো না। রোমন্থনের জন্যে আর কিছু যখন পাওয়া গেল না, ওয়ার্ড সিসটারের হাতে একশো ডলারের একটা নোট গুঁজে দিয়ে চলে এলো রানা, নগুনির ওপর খেয়াল রাখবে সে।

সরাসরি এয়ারপোর্টে চলে এলো রানা। আগেই পৌঁচেছে কেকা, ফ্লাইট প্ল্যান নিয়ে অপেক্ষা করছিল। ইতিমধ্যে ফুয়েল ভরা হয়েছে বীচক্র্যাফটে, ক্যাম্পের জন্যে প্রয়োজনীয় রসদও তোলা হয়েছে। 'তোমার মতো ম্যানেজার পাওয়া ভাগ্যের কথা, কেকা,' বললো রানা। 'কিন্তু লাইসেন্স নেই তো অফিসও নেই। তোমার চাকরি খোঁজা উচিত।'

'সত্যি আমি দুঃখিত, মাসুদ ভাই,' বললো কেকা। 'তবে আমার কথা ভেবে উদ্বিগ্ন হবেন না। কথাটা কিভাবে বলবো বুঝতে পারছিলাম না। সেপ্টেম্বরের ষোলো তারিখে ক্যানাডায় চলে যাচ্ছি আমি। সব পাকা হয়ে গেছে, ওখানে এক প্রফেসর ভদ্রলোকের সাথে আমার বিয়ে।'

'আমি চাই তুমি সুখী হও।' কেকার হাত ধরে মৃদু চাপ দিলো রানা, এই প্রথম তাকে স্পর্শ করলো। আনন্দ ও লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলো কেকা, আরো সুন্দরী দেখালো তাকে।

ক্যাম্পের ওপর দু'বার চক্কর দিয়ে এয়ারস্ট্রিপে চলে এলো রানা। প্লেন থেকে নামলো ও, দেখলো টয়োটাও পৌঁছে গেছে। প্লেন থেকে কার্গো নামালো নেবুবি আর পেনডুলা। তাদের কাজ শেষ হতে নগুনির পায়ের কথাটা বললো রানা।

ফেরার পথে শোক যেন পাথরের মতো ভারি হয়ে থাকলো ওদের মাঝখানে, কেউ কোনো কথা বলতে পারলো না। ওরা চারজন খুদে একটা বাহিনীর মতো ছিলো—একসাথে যুদ্ধ করেছে, শিকার করেছে, গেরিলাদের বিরুদ্ধে লড়েছে। নগুনি নয়, যেন গোটা বাহিনীটাই পঙ্গু হয়ে গেছে।

ক্যাম্পের কাছাকাছি এসে নেবুবি বললো, 'আমাদের নতুন একজন গানবেয়ারার দরকার হবে। আমানজি, স্কিনার, বেশ ভালো লোক।'

'হ্যাঁ, তাকেই নেবো আমরা,' বললো রানা।

রাতে ডিনার টেবিলে এলো যেন নতুন একটা মেয়ে, মনিকা নয়। স্ল্যাকস্-এর বদলে ঢিলে-ঢালা সাদা শিফনের একটা ড্রেস পরেছে সে, শিফনের গায়ে জরি ও নীলকান্তমণির অলংকার। তার দুধে-আলতা গায়ের রঙ আর কালো চুলের সাথে পোশাকটা এতো মানিয়েছে যে চোখ ফেরানো দায়। তবে চোখ থেকে প্রশংসার ভাবটা লুকিয়ে রাখলো রানা, কথা বললো শুধু তার পাপার সাথে।

নগুনি এবং গেম ডিপার্টমেন্টের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বললো রানা, সেই সাথে বিষণ্ন হয়ে উঠলো পরিবেশ। পুরুষদেরকে ক্যাম্প-ফায়ারের কাছে রেখে নিজের তাঁবুতে ফিরে গেল মনিকা, খানিক পর রিভেরাও রানার কাছ থেকে বিদায় নিলেন। ডাইনিং টেন্ট থেকে এক বোতল হুইস্কি নিয়ে নেবুবিদের গ্রামের উদ্দেশে

রওনা হলো রানা।

গ্রামের এক প্রান্তে দুই বউকে নিয়ে থাকে নেবুবি, একচালা ঘরে। ঘরের সামনে আগুনের ধারে রানাকে বসালো নেবুবি, তার এক বউ রানার সামনে হাঁটু গেড়ে বসলো, হাতে দুটো মগ। দুটো মগেই বেশ খানিকটা হুইস্কি ঢাললো রানা। আগুনের আরেক ধারে বসে আছে নেবুবি, বউয়ের হাত থেকে একটা মগ নিয়ে রানাকে স্যালুট করলো সে। দ্বিতীয় মগটা নিয়ে ঘরের ভেতর চলে গেল বউ।

কেউ কোনো কথা বললো না ওরা। সরাসরি বোতল থেকে খানিকটা হুইস্কি খেলো রানা।

'এতো মন খারাপ করার কিছু নেই,' অবশেষে নিস্তব্ধতা ভাঙলো নেবুবি। 'আগে অসুরকে শিকার করি তো, তারপর দেখা যাবে কি হয়।'

'দেখার আর কিছু নেই,' বললো রানা। 'কনসেশনটা গেছে।'

'আমার নামে অ্যাপ্লাই করবো,' প্রস্তাব দিলো নেবুবি, চোখে দুষ্ট হাসি ঝিক করে উঠলো। 'আপনি আমাকে নেবুবি সাহেব বলে ডাকবেন।'

দু'জন হেসে উঠলো একসাথে, হালকা হয়ে গেল পরিবেশটা। খানিক পর নেবুবির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অন্ধকার পথে পা বাড়ালো রানা।

ক্যাম্পে ফিরে এলো রানা, নিজের তাঁবুর দিকে এগোচ্ছে। সামনের একটা গাছের আড়াল থেকে কি যেন বেরিয়ে এলো। ধক্ করে উঠলো রানার বুক। তারপর লক্ষ্য করলো, ওটা একটা ছায়ামূর্তি। গাছের আড়াল থেকে চাঁদের আলোয় বেরিয়ে আসতে চেনা গেল মনিকাকে। 'তোমার সাথে কথা বলতে পারি?' জিজ্ঞেস করলো সে।

'পারো,' রানা নির্লিপ্ত।

'এ-সব আমি ভালো পারি না,' স্বীকার করলো মনিকা, কিন্তু রানা তাকে উৎসাহ বা সাহস জোগাতে রাজি নয়। 'বলছিলাম কি, আমাকে কি ক্ষমা করা যায় না?'

'তুমি ভুল লোকের কাছে ক্ষমা চাইছো, আমার তো দুটো পা-ই অক্ষত রয়েছে।'

শিউরে উঠলো মনিকা, গলাটা কেঁপে গেল। 'তোমার মনে কোনো দয়া নেই, তাই না?' চিবুকটা উঁচু করলো সে। 'বেশ, মানলাম, এ-সব আমার পাওনা হয়েছে। নিতান্ত বোকার মতো আচরণ করেছি, ফলে সাংঘাতিক ক্ষতি হয়ে গেছে। এ-ও জানি যে আমার ক্ষমা চাওয়ায় ক্ষতিটা পূরণ হবার নয়। আমি শুধু জানাতে চাই, সত্যি আমি দুঃখিত।'

'তুমি আর আমি, দু'জন সম্পূর্ণ আলাদা জগতের মানুষ, কোনো ব্যাপারেই কোনো মিল নেই। পরস্পরকে কখনোই আমরা বুঝতে পারবো না, বন্ধু হওয়া তো দূরের কথা। তবে বুঝতে পারি, কথাটা বলার জন্যে নিজের সাথে কি রকম যুঝতে হয়েছে তোমার।'

'তুমি কি আপোষেও আপত্তি করবে?' জিজ্ঞেস করলো মনিকা। 'এমনকি শত্রুরাও আপোষ করে।' রানার দিকে একটা হাত বাড়িয়ে অপেক্ষায় থাকলো সে।

'ঠিক আছে, আপোষ।' মনিকার হাতটা ধরে সামান্য ঝাঁকি দিলো রানা। তার

হাতের তালু গোলাপ পাপড়ির মতো মসৃণ ও ঠাণ্ডা, তবে মুঠোটা যে-কোনো পুরুষের মতো কঠিন।

'শুভরাত্রি,' বললো মনিকা, রানার হাত ছেড়ে দিয়ে ঘুরলো।

নিজের তাঁবুতে ফিরে যাচ্ছে মেয়েটা, তার গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকলো রানা। পূর্ণ আকৃতি পেতে আর দু'দিন বাকি চাঁদের, তার উজ্জ্বল আলোয় সাদা পোশাকটা ঝলমলে আর মায়াবী লাগলো। কাপড়ের নিচে মনিকার শরীর একহারা, হাত-পা লম্বা আর সুগঠিত। এই মুহূর্তে মনে মনে মেয়েটার সৎ সাহসের প্রশংসা না করে পারলো না রানা। পরিচয়ের পর এই প্রথম মনিকার ব্যাপারে মনের তরফ থেকে অনুকূল সাড়া পেলো ও।

পাতলা ঘুম, তাঁবুর ক্যানভাসে সামান্য একটু আঁচড় লাগতেই পুরোপুরি সজাগ হলো রানা, হাত চলে গেল টর্চ আর .৫৭৭ রাইফেলের দিকে। মাথার কাছে, নাগালের মধ্যে রয়েছে ওগুলো। 'কে?' নিচু গলায় জিজ্ঞেস করলো।

'আমি, নেবুবি।'

হাতঘড়ির আলোকিত ডায়ালে চোখ রাখলো রানা। তিনটে বাজে। 'ভেতরে ঢোকো, কি খবর?'

'ক্যাম্পে আমাদের একজন ট্র্যাকার এসেছে। নদীর ধারে পাহারায় ছিলো। বিশ মাইল দৌড়াতে হয়েছে তাকে।'

ঘাড়ের পিছনে চুল খাড়া হয়ে গেল রানার। লাফ দিয়ে বিছানা ছাড়লো ও। 'বলো!'

'আজ সন্ধ্যায়, সূর্য ডোবার সময়, ন্যাশনাল পার্ক থেকে বেরিয়ে এসে নদী পেরিয়েছে অসুর।'

'সত্যি?'

'সত্যি। ট্র্যাকাররা সবাই দেখেছে। অসুরই ওটা, যেন রেগে ভোম; গলায় কোনো কলার নেই।'

'পেনডুলা কোথায়?' ব্যস্ত হাতে প্যান্ট পরছে রানা, খুদে নদোরোবো তাঁবুর পর্দা সরিয়ে উঁকি দিলো ভেতরে।

'আমি রেডি, বস।'

'গুড। বিশ মিনিটের ভেতর রওনা হবো আমরা। মার্চিং প্যাক আর ওয়াটার বটল নিতে হবে। নগুনির জায়গায় আমানজিকে নিচ্ছি আমরা। আলো ফোটার আগেই অসুরের পায়ের ছাপ দেখতে চাই আমি।'

খালি গায়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলো রানা, রিভেরার তাঁবুর কাছাকাছি আসতেই ভেতর থেকে নাক ডাকার আওয়াজ পেলো। 'রিভেরা! জেগে আছেন? অসুর আপনাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে।' নাক ডাকার শব্দ থেমে গেল, ঘুম ভেঙে গেছে রিভেরার।

'অসুর, ভাই আমার, তোমার ডাকে সাড়া না দিয়ে পারি আমি!' অন্ধকার তাঁবুর ভেতর হাতড়াচ্ছেন রিভেরা। 'দূর ছাই, আমার প্যান্টটা গেল কোথায়! রানা, মনিকার ঘুম ভাঙাবে, প্লিজ?'

মনিকার তাঁবুতে আলো জ্বলছে। নিশ্চয়ই চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে গেছে তার। পর্দার সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো রানা, 'জেগে আছো?' পর্দা সরিয়ে দোরগোড়ায় দাঁড়ালো মনিকা, পিছনে হারিকেন। রাতের কাপড়টা প্রায় হাঁটু পর্যন্ত লম্বা, হাতা আর গলার কাছে লেস লাগানো। কাপড়টা এতোই মিহি যে ভেতরে ঢুকতে কোনো বাধা পায়নি আলো, নগ্ন শরীরের কাঠামো স্পষ্টভাবে ফুটে আছে।

'শুনেছি,' বললো সে। 'এখুনি তৈরি হয়ে যাবো। আমাদের কি হাঁটতে হবে? কি পরবো, হাইকিং বুট নাকি মোকাসিন?'

'হাঁটতে হবে,' কর্কশ স্বরে বললো রানা। 'জীবনে কখনো এতো হাঁটোনি।' ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে নিজের তাঁবুর দিকে ছুটলো ও, নগুনির পা আর নিজের লাইসেন্স হারাবার কথা আপাতত ভুলে গেছে। এই অসুর আফ্রিকা মহাদেশের একটা কিংবদন্তী, মেজাজী আর একগুয়ে মেয়েটার উপস্থিতিতে সেই অশুভ শক্তির সাথে যুদ্ধ হবে ওর, তাতে করে যেন শিকার অভিযানের রোমাঞ্চ শতগুণ বেড়ে গেছে।

পথের পাশে ঘাসের ডগায় শিশিরবিন্দু, হেডলাইটের আলোয় মুক্তোর মতো জ্বলজ্বলে। ঠাণ্ডায় জড়সড় হয়ে আছে প্রাণীকুল, বাধ্য না হলে টয়োটার পথ থেকে সরলো না। ভোর হবার ঘন্টাখানেক আগে চিউইউই নদীতে পৌঁছুলো ওরা। চাঁদের আলোয় চকচকে আর কালো দেখালো পানি, দুই তীরের সার সার গাছগুলো রূপালী মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে, যেন পৌরাণিক দানবদের প্রতিদ্বন্দ্বী দুটো বাহিনী পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছে।

পথের শেষ মাথা থেকে অনেকটা পিছনে ট্রাক দাঁড় করালো রানা। স্কিনারদের একজনকে টয়োটার পাহারায় রাখা হলো। পরিচিত ঝাঁকের আকৃতি নিলো দলটা, ক্লায়েন্টরা মাঝখানে। পেছনে নগুনির জায়গাটা দখল করলো আমানজি। মাঝারি আকৃতির পেশীবহুল শরীর তার, উলের মতো নরম দাড়ি মুখে। রিভেরার রিগবিটা বহন করছে সে।

দলের সবাইকেই কিছু না কিছু বইতে হচ্ছে, রিভেরাও রেহাই পাননি। মনিকা তার নিজের পানির বোতলগুলো নিয়েছে। রিভেরার দ্বিতীয় রাইফেলটা রয়েছে নেবুবির কাছে। বরাররের মতো রানার কাঁধে রয়েছে .৫৭৭ নাইট্রো এক্সপ্রেস। শিকার অভিযান শুরু হলে এটা কখনো আর কারো হাতে দেয় না ও। রওনা হলো ওরা, যাচ্ছে উজানের দিকে। এক ঘন্টার মধ্যে সয়ে এলো ঠাণ্ডা, গরম হয়ে গেল শরীর, সেই সাথে বেড়ে গেল হাঁটার গতি। রানা লক্ষ্য করলো, লম্বা পায়ে গতি আছে মনিকার, দলের বাকি সবার সাথে অনায়াসে তাল মেলাতে পারছে। রানার সন্ধানী দৃষ্টিতে প্রশংসার ভাব লক্ষ্য করে ঠোঁট টিপে মিষ্টি একটু হাসলো মনিকা।

ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে, এই সময় বার্তাবাহক ট্র্যাকার উল্লাসে ছোট্ট একটা লাফ দিলো, হাত তুলে দেখালো সামনেটা। নদীর পাড়ের কিনারায় সামান্য একটু ফাঁকা জায়গা, পাহারায় রয়েছে একটা মেহগনি গাছ, পায়ের ছাপটা পরিষ্কারই দেখতে পেলো ওরা। 'ওখানে!' বললো ট্র্যাকার। 'ছাপটার চারধারে

আমি দাগ কেটে রেখেছি।'

একবার চোখ বুলিয়েই রানা বুঝলো, প্রকাণ্ডদেহী প্রাণীদের নদী পার হওয়ার জন্যে জায়গাটা আদর্শ। জলহস্তীরা নিয়মিত আসা-যাওয়া করায় একটা চওড়া পথ তৈরি হয়েছে। মোষের পালগুলোও এই পথ ব্যবহার করে। ট্র্যাকারের উল্লাস শুনে দলের সবাই হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিলো, কিন্তু সবাইকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল পেনডুলা। ছাপটার সামনে দাঁড়ালো সে, মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করে ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকালো। তার মতামত জানার জন্যে অপেক্ষা করছে রানা। 'সে-ই!' বাঁশীর মতো তীক্ষ্ণ স্বরে বললো পেনডুলা। 'তারই! এ আমাদের অসুর। সব হাতির পিতা!'

মিহি ধুলোর ওপর বিশাল আকৃতির পায়ের ছাপটা কাছে এসে দেখলো রানা। কি এক আবেগ ও উত্তেজনায় সারা শরীর শিরশির করে উঠলো ওর। 'পেনডুলা,' বললো ও। 'ছাপ অনুসরণ করো!' অভিযান শুরুর ঘোষণা দিলো সে আনুষ্ঠানিক ভাবে।

পাঁচ

ছাপগুলো স্পষ্ট, গেইম ট্রেইল ধরে বনভূমির ভেতর ঢুকেছে, নদীটাকে পিছনে রেখে। প্রাচীন হাতি নদী পেরুবার পর লম্বা পা ফেলে দ্রুত এগিয়েছে, যেন জানা আছে, জায়গাটা বিপজ্জনক। বোধহয় সেজন্যেই সূর্যডোবার সময়টা বেছে নিয়েছে সে, যাতে দূরে সরে যাবার আগেই অন্ধকার তাকে ঢেকে ফেলে।

কোনো বিরতি ছাড়াই একনাগাড়ে পাঁচ মাইল এগিয়েছে সে, তারপর হঠাৎ ট্রেইল ছেড়ে ঘন কাঁটাঝোপের ভেতর ঢুকেছে। নতুন পাতা গজিয়েছে ঝোপটায়, ডালগুলো কচি। এখানে সে কখনো পিছু হটেছে কখনো সামনে বেড়েছে, দুমড়েমুচড়ে একাকার হয়ে গেছে কাঁটাঝোপ, পায়ের ছাপগুলো এলোমেলো।

নেবুবিকে সাথে নিয়ে ঝোপের ভেতর ঢুকলো পেনডুলা, পায়ের ছাপ কোনদিকে গেছে জানার জন্যে। দলের বাকি সবাই পিছনে অপেক্ষায় থাকলো।

'গলা শুকিয়ে গেছে!' বেল্ট থেকে একটা পানির বোতল খুললো মনিকা।

'না!' বাধা দিলো রানা। 'প্রথমবার গলা শুকালেই যদি পানি খাও, সারাটা দিন পানি খেতে ইচ্ছে করবে তোমার।'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করলো মনিকা, রানার কথা অমান্য করবে কিনা ভাবলো, তারপর বেল্টে ঝুলিয়ে রাখলো বোতলটা। 'বুঝলাম, কঠিন লোকের পাল্লায় পড়েছি,' বললো সে।

ঝোপের আরেক মাথা থেকে নরম শিস দিলো পেনডুলা। 'ছাপগুলো আলাদা করতে পেরেছে ও,' বললো রানা, দলের বাকি সবাইকে নিয়ে ঢুকে পড়লো ঝোপের ভেতর।

অসুরের কাছ থেকে দশ ঘন্টার মতো পিছিয়ে রয়েছে ওরা। খাওয়ার জন্যে

যতোবার থেমেছে সে, তার ছাপ ততোবার হারিয়ে গেছে, ফলে আরো পিছিয়ে পড়ছে দলটা। 'এখানে বেশিক্ষণ থামেনি সে,' বললো পেনডুলা। 'আবার ছুটতে শুরু করেছে।'

গেইম ট্রেইল ছেড়ে পাথুরে একটা প্রান্তর ধরে এগিয়েছে অসুর, মনে হলো যেন সচেতনভাবে পায়ের ছাপ গোপন রাখতে চেয়েছে। সাধারণ দৃষ্টিতে ধরা পড়ে এমন কোনো চিহ্নই নেই, তবে পেনডুলা তাকে অনুসরণ করছে পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথে।

'আপনি ঠিক জানেন, পেনডুলা কোনো ভুল করছে না?' উদ্বিগ্নস্বরে জানতে চাইলেন রিভেরা।

'রিভেরা, ওর সাথে আগেও বহুবার শিকার করেছেন আপনি, নিজেই তো জানেন।'

'কিন্তু কি দেখছে ও?' জানতে চাইলো মনিকা। 'আমি তো পাথর ছাড়া কিছুই দেখছি না।'

'পাথরে ঘষা খায় হাতির পা, শ্যাওলায় দাগ রেখে যায়, ধুলো থাকে। ভালো করে তাকাও, প্রতি জোড়া পাথরের মাঝখানে ঘাস দেখতে পাবে–ঘাসের ডগা কাত হয়ে থাকে, যেদিকে গেছে হাতি। কাত হয়ে থাকা ঘাসে আলো পড়ে অন্যভাবে।'

'তুমি দেখতে পাও, অনুসরণ করতে পারো?' জানতে চাইলো মনিকা, উত্তরে মাথা নাড়লো রানা।

'না, আমি জাদুকর নই,' নিচু গলায়, ফিসফিস করে কথা বলছে ওরা, তবু সতর্ক করে দিলো রানা, 'আর কোনো কথা নয়, এখন থেকে সবাই চুপ।'

পাথুরে প্রান্তরে গাছপালার সংখ্যা কম নয়, কোথাও কোথাও এতো বেশি যে সম্পূর্ণ গ্রাস করলো ওদেরকে। তারপর আবার ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে এলো দলটা, দূরে দেখা গেল পাহাড়ের মাথা, খোলা ঘাসবন, কিংবা সবুজ প্রান্তর।

নতুন গজানো ঘাসের লোভে বনভূমি ছেড়ে এদিকে চলে এসেছে অনেকগুলো হরিণের পাল। খোলা জায়গায় বাঁকানো শিং উঁচু করে গর্বিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দুই পাহাড়ের মাঝখানে একটা খাদ দেখলো ওরা, পাথুরে তলায় আটকে আছে পানি। পচা লতাপাতা পড়ে সবুজ হয়ে গেছে পানির রঙ। একবার থেমে এই পানিই খেয়েছে অসুর, পাশে রেখে গেছে স্পঞ্জসদৃশ হলুদ বিষ্ঠা। 'এখানে আমরা দশ মিনিট বিশ্রাম নেবো,' ওদেরকে বললো রানা। 'এখন তুমি এক ঢোক পানি খেতে পারো।' মনিকার দিকে তাকালো।

রিভেরার পাশ থেকে উঠে পেনডুলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো রানা। পুল-এর মাথায় একা দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। 'কি ব্যাপার?' জানতে চাইলো রানা। দীর্ঘদিন একসাথে সময় কাটিয়েছে ওরা, পেনডুলার মন-মেজাজ আন্দাজ করতে পারে ও। জবাবে মাথা নাড়লো পেনডুলা, চেহারার ভাঁজগুলো আরো গভীর হলো।

'এখানে কি যেন একটা গোলমাল আছে,' বললো সে। 'অসুর স্বস্তিবোধ করেনি। একবার এদিকে গেছে, একবার ওদিকে। খুব জোরে হেঁটেছে, কিন্তু উদ্দেশ্যহীনভাবে। কিছু খায়নি সে, হাঁটার ভঙ্গি দেখে মনে হয় মাটি যেন পুড়িয়ে

দিয়েছে তার পা।'

'কারণ কি, পেনডুলা?'

'জানি না,' স্বীকার করলো পেনডুলা। 'তবে ব্যাপারটা আমার ভালো ঠেকছে না, বস্।'

তাকে একা রেখে মনিকার কাছে ফিরে এলো রানা। 'দেখি, তোমার পা দুটো পরীক্ষা করবো।' শেষদিকে মনিকাকে সামান্য খোঁড়াতে দেখেছে ও।

'মানে? তুমি সিরিয়াস?' হাসতে শুরু করলো মনিকা।

কথা না বাড়িয়ে তার একটা পা নিজের কোলে তুলে নিলো রানা, ফিতে খুলে বুট আর মোজা নামালো। তার হাতের মতোই সরু আর লম্বা পা'টা, তবে চামড়া খুব নরম। গোড়ালি আর বড় আঙুলটার মাথার কাছে উজ্জ্বল লালচে দুটো দাগ দেখা গেল। সর্জিকাল স্পিরিট ও কটন উল দিয়ে জায়গা দুটো পরিষ্কার করলো রানা। 'আর পাঁচ মাইল হাঁটলে এক থোকা আঙুরের মতো ফোস্কা পড়বে পায়ে, দলে একজন পঙ্গু পাবো আমরা।' টেপ দিয়ে দাগ দুটো জড়ালো ও। 'মোজা বদলাও,' নির্দেশ দিলো। 'এরপর ব্যথা করলে সাথে সাথে জানাবে আমাকে।'

বাধ্য মেয়ের মতো রানার নির্দেশ পালন করলো মনিকা। তারপর ওরা রওনা হলো।

দুপুরের খানিক আগে আবার দিক পরিবর্তন করলো ছাপ, চলে গেছে পুবদিকে। 'আগের মতো আর পিছিয়ে নেই আমরা,' ফিসফিস করে রিভেরাকে বললো রানা। 'তারচেয়ে এক কি দু'ঘন্টা বেশি এগিয়েছি। কিন্তু পেনডুলা ব্যাপারটা পছন্দ করতে পারছে না। ভালো ঠেকছে না আমারও। উত্তেজিত হয়ে আছে অসুর। সোজা মোজাম্বিক সীমান্তের দিকে ছুটছে।'

'আপনার কি মনে হয়, আমাদের উপস্থিতি টের পেয়ে গেছে?' রিভেরা উদ্বিগ্ন।

মাথা নাড়লো রানা। 'অসম্ভব। এখনো কয়েক ঘন্টা পিছিয়ে আছি আমরা।'

খাওয়া আর বিশ্রামের জন্যে কিছুক্ষণের জন্যে থামলো ওরা। আবার রওনা হয়ে এক মাইলও পেরোয়নি, ঢুকে পড়লো মারুলা গাছের জঙ্গলে। ওদের পায়ের তলায় অঢেল ছড়িয়ে রয়েছে পাকা হলুদ ফল। লোভ সামলাতে পারেনি প্রাচীন বুড়োটা। পেট ভরে খেয়েছে সে, অন্তত তিন ঘন্টা ছিলো জঙ্গলের ভেতর। আরো ফল পাড়ার জন্যে গাছগুলো ঝাঁকিয়েছে সে। তারপর আবার রওনা হয়েছে পুবদিকে, যেন হঠাৎ করে মনে পড়ে গেছে এক জায়গায় পৌঁছুবার কথা তার।

'সময়ের ব্যবধান কয়েক ঘন্টা কমে গেছে,' ওদেরকে জানালো রানা, যদিও কুঁচকে আছে ভুরু জোড়া। 'মোজাম্বিক সীমান্ত থেকে মাত্র দশ মাইল দূরে রয়েছি আমরা। অসুর সীমান্ত পেরুলে আমাদের নাগালের বাইরে চলে যাবে।'

ছাপ ধরে ছুটবে কিনা ভাবলো রানা। যুদ্ধের সময় শত্রুকে বা শিকার অভিযানের সময় কোনো প্রাণীকে ধাওয়া করতে হলে কখনো হাঁটেনি ওরা। একটানা দৌড়ে প্রতিদিন ষাট বা সত্তর মাইল পেরিয়ে গেছে। আড়চোখে মনিকার দিকে তাকালো রানা। মেয়েটা তাক লাগিয়ে দিতে পারে, কারণ তার হাঁটার ভঙ্গিটা অ্যাথলেটদের মতো, পায়ে ব্যথা পেলেও পদক্ষেপে ক্ষিপ্রতা আছে।

তারপর ম্যানুয়েল রিভেরার দিকে তাকালো ও, ধারণাটা সাথে সাথে বাতিল করে দিলো। উপত্যকার পঁচানব্বুই ডিগ্রী উত্তাপে হাঁসফাঁস করছেন ভদ্রলোক। প্রায়ই ভুলে যায় রানা, আর দু'বছর পর ষাটে পড়বেন। বরাবরই তিনি সুস্থ-সবল, তবে তাঁর ক্লান্তি ধরা পড়ে যাচ্ছে। চোখের কোলে কালি পড়েছে, আগে যা কখনো দেখা যায়নি। চামড়ার রঙও কেমন যেন নিষ্প্রভ হয়ে গেছে।

পেনডুলার সাথে অকস্মাৎ ধাক্কা খেলো রানা। খুদে ট্র্যাকার হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়েছে। এখনো ছাপের ওপর ঝুঁকে রয়েছে সে।

'কি ব্যাপার, পেনডুলা?'

আপনমনে মাথা নাড়ছে পেনডুলা, আঞ্চলিক নদোরোবো ভাষায় বিড়বিড় করে যা বলছে তার মর্ম উদ্ধার করা এমনকি রানার পক্ষেও সম্ভব নয়।

'কি···?' জিনিসটা দেখতে পেয়ে মাঝপথে থেমে গেল রানা। 'সর্বনাশ!' একপাশ থেকে এসে মানুষের দু'জোড়া পায়ের ছাপ পড়েছে পথের ওপর। এদিকের মাটিতে বালির পরিমাণ বেশি, ছাপগুলো পরিষ্কার।

দু'জন লোক, রাবারের সোল লাগানো জুতো পরে আছে। বাটার টেনিস শূ, চিনতে পারলো রানা, স্থানীয় যে-কোনো বাজারের ফুটপাতে কিনতে পাওয়া যায়, মাত্র কয়েক ডলার দাম। এমনকি রিভেরাও অচেনা লোকগুলোর পায়ের ছাপ চিহ্নিত করতে পারলেন। 'কারা ওরা?' জানতে চাইলেন তিনি, তাঁর কথার জবাব না দিয়ে নেবুবিকে নিয়ে একপাশে সরে দাঁড়ালো রানা পেনডুলার কাজ দেখার জন্যে।

ছাপগুলো ধরে বুড়ি মুরগীর মতো বেশ কিছুক্ষণ আগুপিছু করলো পেনডুলা, তারপর ওদের কাছে ফিরে এলো। রানার একপাশে উবু হয়ে বসলো নেবুবি, আরেক পাশে পেনডুলা—যুদ্ধ মন্ত্রণালয় বৈঠক করছে, অনুপস্থিত শুধু নগুনি।

'দু'জন লোক। একজন লম্বা, রোগা, বয়েসে তরুণ, গোড়ালিতে ভর দিয়ে হাঁটে। দ্বিতীয় লোকটার বয়স বেশি, বেঁটে, মোটা। দু'জনেই বোঝা বইছে, একটা করে বন্দুক ছাড়াও।' রানা জানে, শুধু পদক্ষেপের দৈর্ঘ্য দেখে এ-সব আন্দাজ করছে পেনডুলা। 'লোকগুলো বিদেশী। উপত্যকার লোকজন জুতো পরে না, তাছাড়া এরা এসেছে উত্তর দিক থেকে।'

'জাম্বিয়ান পোচার,' ঘৃণার সাথে ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ করলো নেবুবি। 'গণ্ডারের শিং চুরি করতে এসেছিল, হঠাৎ দেখে ফেলেছে অসুরকে। অস্বাভাবিক আকৃতি দেখে পিছু নেয়ার লোভ সামলাতে পারেনি।'

'বাস্টার্ডস!' তিক্তকণ্ঠে বললো রানা। উনিশশো সত্তর সালে জরিপ করা হলো, জাম্বিয়ার জাম্বেজি নদীর আশপাশে বারো হাজার কালো গণ্ডার আছে। এখন একটাও নেই। একজন মার্কিন সংগ্রাহক গণ্ডারের শিং দিয়ে তৈরি হাতল সহ একটা ছোরার দাম দেবে পঞ্চাশ হাজার ডলার, আধুনিক অস্ত্র কিনে আর ট্রেনিং নিয়ে নিজেদেরকে সেনাবাহিনীর মতো শক্তিশালী করে গড়ে তুলেছে পোচাররা। জাম্বেজি উপত্যকার উত্তর দিকটায় এখনো কয়েক শো গণ্ডার রয়েছে,' জাম্বিয়ান পোচাররা তারই লোভে রাতের অন্ধকারে নদী পেরিয়ে চলে আসে, গেইম ডিপার্টমেন্টের প্রহরীদের ফাঁকি দিয়ে। পোচারদের অনেকেই গেরিলা যোদ্ধা, শুধু

পশু হত্যা নয়, হাত পাকিয়েছে মানুষ হত্যায়ও।

'ওদের সাথে এ/কে রাইফেল থাকবে,' রানাকে বললো নেবুবি। 'এখানে আমরা দু'জোড়া পায়ের ছাপ দেখছি বটে, কিন্তু সংখ্যায় ওরা আরো বেশি হতে পারে–সবাই একসাথে না থাকারই কথা। ধরে নিতে হবে অস্ত্র এবং লোকবলের দিক থেকে আমরা দুর্বল, বস্। কি করতে চান আপনি?'

'এটা আমার কনসেশন,' বললো রানা। 'অসুর আমার হাতি।'

'তাহলে ওদের সাথে লড়তে হবে আমাদের,' নেবুবির চকচকে চোখে যুদ্ধের নেশা।

দাঁড়ালো রানা। 'অবশ্যই, নেবুবি। নাগাল পেলে লড়াই তো করবোই।'

'তাহলে আর দেরি করা চলে না,' রানার পাশে সিধে হলো পেনডুলাও। 'আমাদের চেয়ে দু'ঘন্টা এগিয়ে আসছে ওরা। খাওয়ার জন্যে অসুরও খুব তাড়াতাড়ি থামবে। ওখানে আমরা পৌঁছুবার আগেই তার নাগাল পেয়ে যাবে ওরা।'

ছায়ায় বসে বিশ্রাম নিচ্ছেন রিভেরা, পাশে মনিকা। লম্বা পা ফেলে তাদের সামনে চলে এলো রানা। পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করলো ও। কথা না বলে ওর দিকে তাকিয়ে থাকলেন রিভেরা। 'ওদেরকে ধরার জন্যে আমাদের একটা দল ছুটবে,' বললো রানা। 'আপনি আর মনিকা আমানজির সাথে হাঁটবেন। আমার সাথে থাকছে পেনডুলা আর নেবুবি। অসুরের কাছে পৌঁছুবার আগেই ওদেরকে আমরা ধরতে চাই। রিগবিটা আপনার কাছে থাক, রিভেরা। ওয়েদারবাইটা নেবুবিকে দিন।'

ঘুরতে যাবে রানা, ওর হাত ধরলেন রিভেরা। 'রানা, এই হাতিটা আমার চাই। জীবনের এই একটা সাধ যে-কোনো মূল্যে···।'

'আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।' মাথা ঝাঁকালো রানা, ম্যানুয়েল রিভেরার আকুতি উপলব্ধি করে ও।

'ধন্যবাদ, রানা।'

নেবুবি আর পেনডুলার কাছে ফিরে এলো রানা। নিজেদের বোঝা আমানজিকে দিয়ে হালকা হয়েছে ওরা, সাথে শুধু পানির বোতল। স্টেনলেস স্টীল রোলেক্স-এর দিকে তাকালো রানা। পোচারদের ছাপ দেখতে পাবার পর চার মিনিট পেরিয়ে গেছে। 'প্রাণপণ ধাওয়া!' ঘোষণা করলো ও, তারপর সতর্ক করলো, 'অ্যাণ্ড এক্সপেক্ট অ্যামবুশ।'

কোমরে জড়ানো নামমাত্র কাপড়টা গুটিয়ে, দু'পায়ের ফাঁক দিয়ে তুলে শিরদাঁড়ার কাছে গুঁজলো পেনডুলা, শার্টের কিনারা গুঁজলো বেল্টে, তারপর চরকির মতো আধ পাক ঘুরে লাফাতে লাফাতে ছুটলো ঠিক যেন একটা বানর। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এই গতিতে বিরতিহীন তাকে ছুটতে দেখেছে রানা। পথের ডান দিকে ঘেঁষে থাকলো ও, বাম-হাতি নেবুবি বরাবরের মতো বাঁ দিকেই থাকলো। .৫৭৭-এর কার্ট্রিজ বদল করলো রানা, তারপর সে-ও ছুটলো। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ওদের পিছনের বনে হারিয়ে গেলেন রিভেরা আর তাঁর দল। রানার সমস্ত মনোযোগ কেড়ে নিলো সামনের বনভূমি।

এ-ধরনের গাছ আর ঝোপবহুল উঁচু-নিচু মাটিতে তিনজনের তৈরি ঝাঁকের আকৃতি অটুট রাখতে হলে বিশেষ দক্ষতা ও বিপুল অভিজ্ঞতা দরকার। দু'পাশের লোক দু'জন থাকবে ট্র্যাকারের খানিকটা সামনে, আন্দাজ করে নেবে ঠিক কোথায় আছে ছাপগুলো, ওত পেতে থাকা শত্রুর খোঁজ করবে গোটা এলাকায়, কাভার দেবে ট্র্যাকারকে, অথচ ট্র্যাকারের কাছ থেকে দু'দিকে দূরত্ব বজায় রাখবে চল্লিশ গজ, তারপরও অপর দিকে ছুটন্ত লোকটার সাথে যোগাযোগ রাখবে। এ-সবই করতে হবে ছুটন্ত অবস্থায়, বেশিরভাগ সময় পরস্পরকে না দেখে। মাঝখানের রেখা ধরে দৌড়াচ্ছে পেনডুলা, তার ছোটার সাথে তাল বজায় রেখে খানিকটা সামনেও থাকতে হবে ওদের।

ছাপ যদি দিক বদল করে, যেদিকে ঘুরলো তার উল্টোদিকের লোকটাকে প্রতিপক্ষের চেয়ে দ্বিগুণ দূরত্ব পেরুতে হবে। আর ছাপ যদি খোলা জায়গার ওপর দিয়ে এগোয়, বর্শার উল্টো করা মাথার মতো আকৃতি পাবে ঝাঁকটা, সব সময় খেয়াল রাখবে পেনডুলার নিরাপত্তার দিকে, পরস্পরের সাথে যোগাযোগের ভাষা হবে পাখির ডাক। বুলবুলি ডাকুক বা ঘুঘু, প্রত্যেকটারই আলাদা অর্থ আছে।

এ-সব ছাড়াও, আরো দুটো জরুরী ব্যাপার হলো, নীরবতা ও গতি। একজোড়া কিশোর হরিণের মতো ছুটছে নেবুবি আর রানা। লাফ দিয়ে কাঁটাঝোপ পেরুচ্ছে, কখনো বা এঁকেবেঁকে ছুটছে, নিচু ডালে বাড়ি খাওয়া থেকে বাঁচতে ঘন ঘন নিচু করছে মাথা।

এক ঘন্টা পর, জঙ্গলের একটা ফাঁক দিয়ে হাত-ইশারার সাহায্যে সংকেত দিলো পেনডুলা। অর্থটা সাথে সাথে ধরতে পারলো রানা। 'আরো দু'জন।' অর্থাৎ প্রথম দলটার সাথে আরো দু'জন পোচার যোগ দিয়েছে। চারজনই তারা ছুটছে অসুরের পিছনে।

আরো এক ঘন্টা ছুটলো ওরা, মুহূর্তের জন্যে মন্থর হয়নি গতি। মাঝখান থেকে আবার সংকেত দিলো পেনডুলা, হাতের তালু দেখালো রানাকে। তারমানে, 'খুব কাছে। সাবধান। বিপদ।' জবাবে জংলী হাঁসের মতো ডাক দিলো রানা, ছোটার গতি কমিয়ে আনলো, গোটা দলটা এগোলো সতর্ক দুলকি চালে।

নিচু একটা মালভূমির গা বেয়ে উঠে গেছে ট্রেইল। পাশেই রয়েছে প্রাচীন এলিফেন্ট ট্রেইল, লোহার মতো শক্ত মাটিতে গজবাহিনীর পদাঘাত স্থায়ী চিহ্ন রেখে গেছে। সমতল মালভূমির কিনারা টপকে ওপরে উঠতেই ঘামে ভেজা মুখে পুবালি বাতাসের ঠাণ্ডা পরশ অনুভব করলো রানা।

মালভূমিটা এক মাইলও চওড়া নয়, তাড়াতাড়ি হেঁটে অপরদিকের কিনারায় পৌঁছে গেল ওরা, শেষ দশ গজ ক্রল করে এগোলো, আকাশের গায়ে যাতে ওদেরকে দেখা না যায়। নিচে উপত্যকা, উপত্যকার সামনে গাছপালায় ঢাকা আরেকটা মালভূমি। উপত্যকার মাঝখানে কুলকুল করে বয়ে যাচ্ছে একটা সরু নদী, দুই পারে সবুজ ঝোপ। উপত্যকার বাকি অংশ সম্পূর্ণ খোলামেলা—রোদে চকচক করছে সোনালি ঘাস, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে পিঁপড়ের ঢিবি—একেকটা একতলা বাড়ির সমান উঁচু—মেলে ধরা ছাতার মতো কয়েকটা অ্যাকাসিয়া গাছও দেখা গেল। দ্রুত চোখ বুলিয়ে সব দেখে নিলো রানা।

বাঁ দিক থেকে একটা রীড-বাক ডেকে উঠলো, নেবুবির জরুরী সংকেত। হাত দিয়ে নিচের উপত্যকা দেখালো সে, ওদের সামনে থেকে বেশ খানিকটা বাম দিকে। তার আঙুল অনুসরণ করে তাকালো রানা। প্রথমে কিছুই দেখতে পেলো না, তারপর হঠাৎ অসুর, অশুভ শক্তি, বেরিয়ে এলো দৃষ্টিপথে।

প্রকাণ্ড একটা পিঁপড়ের ঢিবির আড়ালে ছিলো অসুর। খোলা তৃণভূমিতে বেরিয়ে আসতেই সশব্দে আঁতকে উঠলো রানা। এমনকি এক মাইল দূরে থাকলেও, রানা উপলব্ধি করলো এই কিংবদন্তীতুল্য প্রাণীটির বিশালত্ব ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তার স্মৃতি ম্লান হয়ে গেছে।

অসুরের শরীর যেন আগ্নেয়গিরির গাঢ় ছাই রঙা পাথর দিয়ে তৈরি। অসম্ভব লম্বা সে, চওড়া হাড়গুলো চামড়া ঠেলে বেরিয়ে আছে। এতো দূর থেকেও তার ছেঁড়া-ফাটা চামড়ার ভাঁজ ও মোটা রেখাগুলো পরিষ্কার দেখতে পেলো রানা, গিঁটবহুল শিরদাঁড়ার কাঠামোটা চামড়া ঠেলে উঁচু হয়ে আছে। প্রতিটি পদক্ষেপের সাথে তার বিরাট কান জোড়া হাতপাখার বাতাস করার ভঙ্গিতে একদিক থেকে আরেকদিকে আসা-যাওয়া করছে মন্থরবেগে. ছেঁড়া-ফাড়া কিনারা ঘষা খেতে খেতে কড়া পড়ে গেছে।

অসুরের দাঁত দুটোও কালো; কালের আঁচড় তো লেগেইছে, তাছাড়া লম্বা যে গাছগুলো এতো যুগ ধরে ধরাশায়ী করা হয়েছে ওগুলোর সাহায্যে, তার রসও তো কম লাগেনি তার খোলা নিচের ঠোঁট থেকে প্রসারিত হয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছে দাঁত দুটো, তারপর ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে পরস্পরের দিকে এগিয়েছে, ফলে ঠোঁটের কাছ থেকে ডগা পর্যন্ত একেকটা দাঁতের দৈর্ঘ্য দাঁড়িয়েছে প্রায় নয় ফুটের মতো। ওগুলো আগা থেকে ডগা পর্যন্ত একই রকম, ক্রমশ সরু হয়নি। নিরেট আইভরি মাথা ছাড়িয়ে এতো ঝুলে আছে যে শীতকালীন ঘাসের নিচে নেমে এসেছে মাঝখানটা। প্রকাণ্ডদেহী অসুরের জন্যেও ওগুলো যেন বোঝা বলে মনে হয়। এ-ধরনের আরো একজোড়া গজদন্ত আর বোধহয় কেউ কোনোদিন দেখবে না। আফ্রিকা মহাদেশে ইতিহাস ও কিংবদন্তী হয়ে থাকবে এই হাতি।

আবার শিস দিলো নেবুবি, রানার মনোযোগ দাবি করলো। তার লম্বা করা হাত অনুসরণ করে তাকাতেই পোচারদের দেখতে পেলো ও।

চারজনই তারা একসাথে রয়েছে। ঢালের নিচের গাছপালা থেকে এইমাত্র বেরিয়েছে দলটা, ঘাস মোড়া প্রান্তরে ঢুকে পড়েছে। একজনের পিছনে একজন, একটা লাইন ধরে এগোচ্ছে তারা, কাঁধ ছুঁই ছুঁই করছে ঘাসের ডগাগুলো। প্রত্যেকের কাঁধে একটা করে একে-ফরটিসেভেন অ্যাসল্ট রাইফেল। এ-ধরনের রাইফেল দিয়ে হাতি শিকার করা কঠিন, তবে ওদের কৌশলটা কি হবে আন্দাজ করতে পারলো রানা অসুরের একেবারে কাছাকাছি যাবে ওরা, তারপর একসাথে গুলি করবে চারজন. হাতির গায়ে বিদ্ধ হবে কয়েকশো রাউণ্ড বুলেট, কপার জ্যাকেট পরানো বুলেটের আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে ফুসফুস। শুধু অটোমেটিক ফায়ার পাওয়ারের ওজনেই ধরাশায়ী হবে অসুর।

গত চার বছরে পোচারদের হাতে রানার মতো অনেক শিকারী খুন হয়েছে। আইনে বলা হয়েছে, দেখামাত্র গুলি করা যাবে পোচারদের, সতর্ক করার দরকার

নেই। প্রাইম মিনিস্টার মুগাবে আরো পরিষ্কার করে দিয়েছেন ব্যাপারটা, তিনি বলেছেন, 'শূট টু কিল।'

.৫৭৭ নাইটো এক্সপ্রেসটা রেখে নেবুবির কাছ থেকে ওয়েদারবাইটা নিলো রানা। টার্গেট কাছাকাছি হলে .৫৭৭ খুব কাজের জিনিস, কিন্তু দূরত্ব বেশি হলে অসুবিধে–একশো গজের পর ভারি বুলেট দ্রুত নিচের দিকে ঝুলে পড়ে। ধরাশায়ী একটা গাছের আড়ালে শুয়ে আছে নেবুবি, রানাও তার পাশে লম্বা হলো। বোল্ট খুলে চেম্বার পরীক্ষা করলো ও, ভেতরে একটা কার্ট্রিজ রয়েছে। পোচারদের দলটা ছ'শো গজ দূরে, ১৮০-গ্রেন নসলার বুলেট দূরত্বটা পেরুবার আগে কতোটুকু ঝুলে পড়বে তার একটা হিসাব করা দরকার। রানার জানা আছে সাড়ে তিনশো গজে ছ'ইঞ্চি নিচে নামে।

হিসাব সেরে সাইটে চোখ রাখলো রানা। বুক ভরে শ্বাস টানলো ও, তারপর অর্ধেকটা বের করে দিলো। ট্রিগারে টান দিতেই বাঁট প্লেট ধাক্কা মারলো কাঁধে, লাফ দিয়ে ওপরে উঠে গেল ব্যারেল, চোখের সামনে থেকে গায়েব হয়ে গেল টার্গেট।

সাইটে আবার চোখ রাখার আগেই নেবুবির চিৎকার শুনতে পেলো রানা। 'লেগেছে!' লেন্সে চোখ রেখে দেখলো, ঘাসের ওপর এখন মাত্র তিনটে মাথা।

তিনটে রাইফেল একসাথে গর্জে উঠলো। ঘুরে দাঁড়িয়ে ঢাল লক্ষ্য করে গুলি করছে পোচাররা, যেখানে লুকিয়ে আছে রানা আর নেবুবি। তাদেরকে ছাড়িয়ে আরো দূরে চলে গেল রানার দৃষ্টি। ঘাসের ওপর গজদন্ত তুলে পুরোদমে ছুটছে অসুর। গাঢ় রঙের ঝোপ রেখা ভেদ করে ভেতরে ঢুকলো সে, বেরুলো অপরপ্রান্ত ফুঁড়ে। 'পালাও, ভায়া, পালাও!' বিড়বিড় করে বললো রানা। 'আমি যদি না পাই , কেউ যেন না পায় তোমাকে।'

পোচারদের দিকে তাকালো রানা। গেরিলা যুদ্ধের ট্রেনিং নেয়া আছে ওদের, বোঝা গেল পরিষ্কার। ঢাল লক্ষ্য করে গুলি করছে দু'জন, বাকি একজন ছুটে গেছে দলনেতার কাছে। তাকে ধরে দাঁড় করালো সে। নীল ডেনিম পরা দলনেতা তার রাইফেল হারিয়ে ফেলেছে, পিঠ বাঁকা করে দাঁড়িয়ে আছে, খামচে ধরে আছে একপাশের পাঁজর।

আবার গুলি করলো রানা। ঘাসের ওপর ধুলো উড়তে দেখলো ও, পোচারদের কাছাকাছি। ঘাসের আড়ালে গা ঢাকা দিলো তারা। পনেরো মিনিট অপেক্ষা করার পরও তাদের আর দেখা গেল না। রানা বললো, 'চলো দেখে আসি।'

'সাবধান,' সতর্ক করলো নেবুবি। 'এগিয়ে এসে কোথাও ওত পেতে থাকতে পারে ওরা।' এটাও গেরিলাদের একটা পুরনো কৌশল। কাজেই চোখ-কান খোলা রেখে ঢাল বেয়ে নামলো ওরা।

পথ দেখালো পেনডুলা। এক জায়গায় থামলো সে, ঘাস এখানে কাত হয়ে আছে। রক্তের দাগও দেখা গেল কয়েকটা ঘাসের গায়ে, এরইমধ্যে শুকিয়ে এসেছে। দলনেতা মারাত্মকভাবে আহত হয়নি, আঁচড় কেটে বেরিয়ে গেছে বুলেট। তার রাইফেলটাও খুঁজে পেলো না ওরা।

'কি অনুসরণ করবো আমরা?' জানতে চাইলো নেবুবি। 'অসুরকে, নাকি পোচারদের?'

'লুসাকার দিকে রওনা হয়ে এরইমধ্যে অর্ধেক পথ পেরিয়ে গেছে ওরা,' হেসে উঠে বললো রানা, পেনডুলাকে নির্দেশ দিলো, 'অসুরের পিছু নাও।'

নদীতে পানি খুব কম, পার হবার পর অসুরের পায়ের ছাপ দেখতে পেলো পেনডুলা, উপত্যকার আরেকদিকের ঢাল বেয়ে উঠে গেছে ওপর দিকে। প্রথম দিকে ঝড় তুলে দৌড় দিলেও, খানিক পর তার দৌড়ের মধ্যে একটা ছন্দ এসেছে-প্রতিটি দ্রুতগতি পদক্ষেপের সাথে পেরিয়ে যাচ্ছে বিস্ময়কর দূরত্ব, ছোটার এই ভঙ্গি ও গতি একটানা কয়েকদিন বজায় রাখতে পারবে সে। আবারও পুব দিকে ছুটছে অসুর, মোজাম্বিক সীমান্ত খুব বেশি দূরে নয় আর।

বনভূমির ভেতর সীমান্তরেখা চেনার কোনো উপায় নেই। বেড়া, পাঁচিল বা অন্য কোনো চিহ্ন থাকলে ভালো হতো। তবে এক ঘণ্টা পর আন্দাজ করলো রানা, এরইমধ্যে সীমান্ত পেরিয়ে মোজাম্বিকে ঢুকে পড়েছে ওরা। থামার নির্দেশ দিতে যাবে ও, তার আগেই নেবুবি নরম সুরে শিস দিলো।

দাঁড়িয়ে পড়লো ওরা, সাঁঝবেলার আবছা আলোয় দেখলো পুব দিকের ঘন বনের দিকে এগিয়ে গেছে অসুরের অস্পষ্ট পায়ের ছাপ। 'মোজাম্বিক,' বললো নেবুবি। 'চলে গেছে সে।' বাকি দু'জন প্রতিবাদ করলো না।

'এখনো খুব জোরে দৌড়াচ্ছে,' বললো পেনডুলা। 'এতো জোরে, কোনো মানুষের পক্ষে তাল মেলানো সম্ভব নয়। এ-বছর আর অসুরকে আমরা দেখতে পাবো না।'

'হ্যাঁ, তবে আবার সুযোগ আসবে,' বললো নেবুবি। 'আগামী বছর ন্যাশনাল পার্কে আবার ফিরে আসবে সে, তারপর নতুন চাঁদ উঠলে চিউইউই নদী পেরুবে। আমরা তার জন্যে অপেক্ষা করবো।'

'সম্ভবত,' বললো পেনডুলা। 'কিংবা, কে জানে, আমাদের আগে পোচাররাই হয়তো মেরে ফেলবে তাকে। অথবা কোনো ল্যাণ্ড মাইনে পা ফেলে মারা যাবে। বয়সও তো কম হলো না, স্বাভাবিক মৃত্যুও হতে পারে তার।'

ফেরার পথে মনটা বিষণ্ন হয়ে থাকলো রানার। এই হাতিটাকে শিকার করার খুব ইচ্ছে ছিলো ওর। লাইসেন্স ব[illegible] হয়ে যাচ্ছে, কাজেই অসুরকে কোনোদিনই আর শিকার করা হবে না।

ছয়

মাঝরাতের খানিক আগে একটা আগুনের ধারে ম্যানুয়েল রিভেরা ও মনিকাকে ঘুমন্ত অবস্থায় পেলো ওরা। চারটে খুঁটির সাথে বেঁধে ওদের ওপর একটা চাদর টাঙানো হয়েছে, শুয়ে আছে কেটে জড়ো করা ঘাসের ওপর। আরেকটা আগুনের ধারে বসে ওদেরকে পাহারা দিচ্ছে আমানজি। রিভেরার কাঁধে হাত রাখলো রানা,

সাথে সাথে ঘুম ভেঙে গেল ভদ্রলোকের।

'পেয়েছেন তাকে? কি খবর? পোচারদের কি হলো?'

'অসুর চলে গেছে, রিভেরা। পোচারদের আমরা ভাগিয়ে দিয়েছি, কিন্তু অসুর সীমান্ত পেরিয়ে মোজাম্বিকে ঢুকে পড়েছে।' ঘটনার বর্ণনা দিচ্ছে রানা, দু'হাতে মুখ ঢেকে চুপচাপ শুনছেন রিভেরা।

পাপার পাশে উঠে বসেছে মনিকা, সান্ত্বনাসূচক একটা হাত রাখলো কাঁধে রানার দিকে ফিরে জানতে চাইলো সে, 'ক্যাম্পে ফেরার কি উপায় হবে?'

দাঁড়ালো রানা। 'এখান থেকে পাঁচ মাইল দক্ষিণে আমার একটা হান্টিং ট্রাক আছে। আমার সাথে পেনডুলা যাচ্ছে। একটা জায়গার কথা বলে যাচ্ছি, তোমাদের ওখানে নিয়ে যাবে নেবুবি। ওখানেই আবার দেখা হবে আমাদের।'

গভীর জঙ্গল আর ঘন ঝোপের ভেতর দিয়ে শুধু তারার আলোয় দীর্ঘ চার ঘন্টা রানাকে পথ দেখালো পেনডুলা, একবারও পথ ভুল না করে পৌঁছে দিলো ট্রাকটার কাছে। আরো এক ঘন্টা ট্রাক চালিয়ে দলের বাকি অংশের দেখা পেলো ওরা, পথের ধারে আগুন জ্বেলে ওদের জন্যে অপেক্ষা করছেন রিভেরা। ক্লান্ত শরীর, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে ট্রাকে চড়লো ওরা, ব্যর্থতার গ্লানি আর হতাশা নিয়ে গোটা দল ফিরে চললো ক্যাম্প অভিমুখে। ভোর হতে আর বেশি দেরি নেই, চারটে বাজে।

ট্রাক চলছে, কেউ কোনো কথা বলছে না। পাপার কাঁধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লো মনিকা। এক সময় চিন্তিত সুরে ম্যানুয়েল রিভেরা জানতে চাইলেন, 'আপনি জানেন কোথায় গেছে অসুর, রানা?'

'আমাদের নাগালের বাইরে, রিভেরা,' গম্ভীর সুরে জবাব দিলো রানা

'সিরিয়াসলি,' রিভেরার গলায় অস্থিরতা। 'ওদিকে কি তার নির্দিষ্ট কোনো গন্তব্য আছে? সেখানেই কি যাচ্ছে অসুর?'

'ওদিকে শুধুই বিপদ, রিভেরা,' নিচু গলায় বললো রানা। 'গ্রামের পর গ্রাম জ্বলছে। গেরিলাদের দুটো দল পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। আরো ভয়ংকর হয়ে উঠবে যুদ্ধটা, কারণ মুগাবের সশস্ত্র ছেলেরাও যোগ দিতে আসছে।'

'আমার হাতি কোথায় যেতে পারে?' জেদ ধরলেন রিভেরা। 'যাবার নিশ্চয়ই তার একটা জায়গা আছে, তাই না?'

মাথা ঝাঁকালো রানা। 'সারা বছর কখন কোথায় থাকে সে, গবেষণা করে বের করেছি আমরা–আমি, নেবুবি আর পেনডুলা। জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কারোরা বাসা ড্যাম-এর নিচে, জলাভূমিতে থাকে সে। তারপর, সেপ্টেম্বরের শেষে বা অক্টোবরের প্রথমে জাম্বেজি পেরিয়ে রওনা হয় উত্তর দিকে, চলে যায় মালাউইতে। বৃষ্টি শুরু হলে আবার দক্ষিণ দিকে এগোয়, টিটির কাছে জাম্বেজি পেরোয়, ফিরে আসে চিউইউই ন্যাশনাল পার্কে।'

'তারমানে এইমুহূর্তে জলাভূমির দিকে যাচ্ছে সে?' জানতে চাইলেন রিভেরা

'ধরে নেয়া চলে,' বললো রানা। 'আগামী বছর আবার আপনি সুযোগ পাবেন, রিভেরা।'

সকালে ক্যাম্পে পৌঁছুলো ওরা। গরম পানি পাওয়া গেল শাওয়ারে। সদ্য

ইস্ত্রি করা কাপড় পরলো সবাই। ডাইনিং টেন্টে বিপুল ব্রেকফাস্ট পরিবেশিত হলো। 'নাস্তা শেষ করে ঘুম,' বললো রানা। 'দুপুরে ওঠার পর কনফারেন্স। সাফারি শেষ হতে এখনো তিন হপ্তা বাকি, কাজেই একটা প্ল্যান করা দরকার। অসুরের সাথে তুলনা করা যায় এমন কিছু আপনাকে আমি অফার করতে পারবো না, রিভেরা, তবে একটা সিক্সটি-পাউণ্ডার অবশ্যই আশা করতে পারেন আপনি।'

'আমি কোনো সিক্সটি-পাউণ্ডার চাই না,' রিভেরা বললেন। 'আমি অসুরকে চাই।'

'সে তো আমরা সবাই চাই, তবে তার কথা তুলে আর লাভ কি।' অস্বস্তি বা বিরক্তি গোপন না করেই বললো রানা। 'কিছুই যখন করার নেই, ভুলে যাওয়াই ভালো।'

'কি হয় আমরা যদি সীমান্ত পেরিয়ে অনুসরণ করি তাকে?' নাস্তার প্লেট থেকে চোখ না তুলে জানতে চাইলেন রিভেরা। হেসে ওঠার আগে তাঁর মুখের দিকে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকলো রানা।

'এক সেকেণ্ডের জন্যে হলেও আপনি আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন,' হাসি থামিয়ে বললো ও। 'মনে হচ্ছিলো, আপনি আসলেও বুঝি তাই চাইছেন। চিন্তার কিছু নেই, আগামী বছর সুযোগ পাবেন আপনি।'

'আগামী বছর বলে কিছু আছে কি? পিটার ফাংগাবেরা আপনার লাইসেন্স বাতিল করে দিচ্ছে, চিউইউই কনসেশন কেড়ে নিচ্ছে আপনার কাছ থেকে।'

'ধন্যবাদ, রিভেরা। মানুষকে আনন্দদানের কৌশল ভালোই জানা আছে আপনার।'

'নিজেদেরকে বোকা বানাবার কোনো মানে হয় না। অসুরকে শিকার করার এটাই আমাদের শেষ সুযোগ।'

'কারেকশন,' মাথা নাড়লো রানা। 'চলতি মরশুমের জন্যে সুযোগটা হাতছাড়া হয়ে গেছে।'

'হয়নি, যদি আমরা তাকে অনুসরণ করে মোজাম্বিকে ঢুকি,' বললেন রিভেরা। 'সবাই জানি, জলাভূমিতে তাকে পাওয়া যাবে।'

তাঁর দিকে অপলক তাকিয়ে থাকলো রানা। 'মাই গড, আপনি সিরিয়াস!'

'আপনাকে আগেই জানিয়েছি। জীবনে আর কিছু চাওয়ার নেই আমার, ওই হাতিটা ছাড়া।'

'আপনি চান আমরা তিনজন–আমি, নেবুবি আর পেনডুলা–আপনার শখ মেটাতে গিয়ে আত্মহত্যা করি?'

'শুধু আমার শখ বললে ভুল হবে। আমার প্রস্তাবের সাথে এক মিলিয়ন মার্কিন ডলারও রয়েছে। যদি চান, আরো বেশি দিতেও আমি আপত্তি করবো না।'

নাস্তা খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল রানার। টাকার অঙ্কটা শুনে ধাক্কা খেয়েছে। পরমুহূর্তে রাগ হলো ওর। 'আপনি আমাকে অপমান করছেন, রিভেরা। টাকার লোভ দেখিয়ে···।'

ট্রাফিক পুলিসের মতো একটা হাত তুলে রানাকে থামিয়ে দিলেন রিভেরা।

'আপনার মতো বুদ্ধিমান লোক টাকা জিনিসটাকে ছোটো করে দেখবেন, এ

আমি আশা করি না, রানা। টাকাটা আমি দিতে চাইছি লোভ দেখাবার জন্যে নয়, শুধু নিজের স্বার্থ উদ্ধার করার জন্যেও নয়। বলতে পারেন, আমি ক্ষতিপূরণ দিতে চাইছি।'

'কিসের ক্ষতিপূরণ?'

'আমার মেয়ের বোকামির জন্যে লাইসেন্সটা হারাতে যাচ্ছেন আপনি,' বললেন রিভেরা। 'কনসেশনটা তো হারাবেনই, ব্যক্তিগত অসুবিধেতেও পড়বেন আপনি, আমি আন্দাজ করতে পারি। তাছাড়া, স্টাফ সংখ্যা কম নয় আপনার–ওদেরকে বিদায় করতে হলে টাকা লাগবে। ওদিকে নগুনির পিছনে অনেক টাকা খরচ করেছেন…।'

টেবিল ছেড়ে দাঁড়ালো রানা, গম্ভীরমুখে বেরিয়ে গেল ডাইনিং টেন্ট থেকে, কারো দিকে তাকালো না।

ক্যাম্পের শেষ মাথায়, নদীর কিনারায় এসে দাঁড়ালো ও। কাছাকাছি একদল হরিণ পানি খাচ্ছে, সবুজ পানির ওপর ডালে বসে রয়েছে একটা মাছরাঙা। হরিণ বা পাখি ওর চোখেই পড়লো না। পায়ের শব্দগুলোও ঢুকলো না কানে। খুব কাছাকাছি এসে কাশি দিলো নেবুবি। ঘাড় ফিরিয়ে রানা দেখলো, নেবুবি একা নয়, সাথে পেনডুলাও রয়েছে।

'কি চাই?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'রিভেরা সাহেবের কথা আমরা শুনেছি,' এক সেকেণ্ড ইতস্তত করলো নেবুবি। 'আপনি অনুমতি দিলে এ-ব্যাপারে দুটো কথা বলতে চাই আমরা।'

'কি কথা?' ভুরু কুঁচকে উঠলো রানার।

'দশ লাখ ডলার। অনেক টাকা। টাকাটা আপনার দরকার।' নেবুবি গম্ভীর।

'আমার দরকার? মানে?'

'আমাদেরকে দেয়ার জন্যে,' বললো নেবুবি।

'তোমাদের দেয়ার জন্যে আমার টাকা দরকার, কি বলতে চাও?'

'অনেক বছর হলো আপনার কাজ করছি। আর, একবার যে আপনার কাজ করেছে তার পক্ষে অন্য লোকের কাজ করা সম্ভব নয়,' বললো নেবুবি। 'তারমানে, কনসেশনটা হাতছাড়া হয়ে যাবার সাথে সাথে বেকার হয়ে যাবো আমরা। সবারই তো দুটো-তিনটে করে বউ, এক গাদা ছেলেমেয়ে, আমরা বাঁচবো কিভাবে?'

'ও, তিনমাসের বেতন চাও তোমরা। কিন্তু সে তো পাবেই, সেজন্যে রিভেরা সাহেবের কাছ থেকে টাকা নিতে হবে কেন? তিন মাসের নয়, তোমাদেরকে আমি ছ'মাসের বেতন দেবো বলে ঠিক করেছি।'

'তারপর? ছ'মাস পর কি অবস্থা হবে আমাদের?'

রানা কিছু বলার আগে পেনডুলা বললো, এই প্রথম, 'বস্, আসল কথা হলো, আমরা চিরকাল আপনার কর্মচারী হিসেবেই থাকতে চাই। গেইম ডিপার্টমেন্ট আপনাকে আর লাইসেন্স দেবে না, কিন্তু আমাদের দেবে। চিউইউই কনসেশন আমরা হাতছাড়া করতে চাইছি না। নতুন লাইসেন্স পেতে হলে মেলা টাকা লাগবে, তাই বলছিলাম…।'

হঠাৎ উপলব্ধি করলো রানা, ওদের কথায় যুক্তি আছে। আবদার বটে, কিন্তু

উৎসটা হলো দীর্ঘদিনের ভালোবাসা। 'ঠিক আছে, যাও, আমি চিন্তা করে দেখবো,' বলে ওদের দিকে পিছন ফিরলো ও।

ওরা ফিরে যাবার পর ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করলো রানা। বিনা অনুমতিতে আন্তর্জাতিক সীমান্ত পেরিয়ে কোনো দেশে ঢুকে পড়া গুরুতর শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তবে জিম্বাবুই আর মোজাম্বিক সীমান্তে, অন্তত এদিকটায়, কোনো চিহ্ন নেই, নেই নিয়মিত কোনো প্রহরার ব্যবস্থা। দু'দেশের মানুষ বিনা বাধায় এপার-ওপার আসা-যাওয়া করে, পাসপোর্ট লাগে না। ঠিক আছে, সবার মতো সুযোগটা নাহয় নিলো ওরা। কিন্তু তারপর? গেরিলাদের দুটো দল যুদ্ধ করছে ওদিকে, যদি তাদের কারো সামনে পড়ে যায়? অবশ্য গেরিলাদের উপস্থিতি অনেক আগেই টের পেয়ে যাবে জাদুকর পেনডুলা, কাজেই জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়ে তাদের চোখকে ফাঁকি দেয়া সম্ভব। সীমান্ত পেরুবে ওরা মাত্র কয়েক দিনের জন্যে, বিপদ এড়িয়ে ফিরে আসা যেতে পারে। ঝুঁকিটা বিরাট, সন্দেহ নেই, তবে তার বিনিময়ে ওর এতোগুলো স্টাফের খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার সমস্যা চিরকালের জন্যে মিটে যাবে। তাদের প্রতি ওর শুধু যে দায়িত্ববোধ আছে তা নয়, ভালোবাসাও আছে। তাদের এতো বড় একটা উপকার করার সুযোগ যখন পাওয়া গেছে, সেটা কি হাতছাড়া করা উচিত হবে?

দশ মিনিট পর ফিরে এসে রানা দেখলো, কফির দ্বিতীয় কাপে চুমুক দিচ্ছেন রিভেরা, আঙুলের ফাঁকে চুরুট। পাশেই বসে রয়েছে মনিকা, পাপার সাথে তর্ক করছিল। রানাকে তাঁবুতে ঢুকতে দেখে চুপ করে গেল সে।

'রিভেরা, সীমান্তের ওপারে কি ঘটছে আপনি জানেন না,' বললো রানা। 'ধরে নিন, আরেকটা ভিয়েৎনাম।'

'আমি যেতে চাই,' মাথা ঝাঁকালেন রিভেরা।

'ঠিক আছে, আমার শর্তগুলো শুনুন। আপনি একটা ইনডেমনিটিতে সই করবেন। আপনার ভাগ্যে যাই ঘটুক না কেন, আমি দায়ী থাকবো না।'

'রাজি।'

'তারপর আপনি একটা ঋণপত্রে সই করবেন, আপনার কিছু হলে পুরো দশ লাখ ডলার পেমেন্ট করতে বাধ্য থাকবে আপনার ব্যাংক।'

'কই, কাগজপত্র দিন আমাকে।'

'আপনি একটা উন্মাদ, রিভেরা, জানেন কি?'

'শিওর,' নিঃশব্দে হাসলেন ম্যানুয়েল রিভেরা। 'কিন্তু আপনি, স্যার?'

পাল্টা প্রশ্ন শুনে থতমত খেয়ে গেল রানা। তারপর বললো, 'বোধহয় আমিও।' হ্যাণ্ডশেক করার সময় রিভেরার সাথে হেসে উঠলো ও। 'প্লেন নিয়ে সীমান্তটা একবার দেখে আসবো আমি, সব যদি ঠিকঠাক থাকে তাহলে আজ রাতেই পার হবো। অসুর বধ অভিযান দশ দিনের ভেতর শেষ করতে চাই।'

মাথা ঝাঁকালেন রিভেরা।

'আপনি বিশ্রাম নিন,' বললো রানা। 'সামনে কঠিন সময়।' ঘুরতে যাবে রানা, মনিকার অগ্নিদৃষ্টি লক্ষ্য করে স্থির হয়ে গেল। 'কেকাকে বলে দিচ্ছি, কাল আরেকটা প্লেন পাঠাবে ও–হারারেতে ফিরে যাচ্ছো তুমি। আমেরিকার উদ্দেশে

প্রথম যে ফ্লাইটটা পাওয়া যাবে, তাতে তোমাকে তুলে দেবে ও।'

মনে হলো মনিকা কিছু বলবে, তবে তার আগেই মেয়ের কাঁধে একটা হাত রাখলেন রিভেরা, বললেন, 'ঠিক আছে, ফিরে যাবে ও। আমি ওকে বোঝাচ্ছি।'

'ফিরে তো যাবেই,' বললো রানা। 'আমরা পাগল নাকি যে মোজাম্বিকে নিয়ে যাবো ওকে!'

বীচক্রাফটের ডানা আর পেটে টেপ লাগালো রানা, আইডেনটিফিকেশন মার্কিং ঢাকা পড়ে গেল। প্লেনের ইমার্জেন্সি স্টোর চেক করলো নেবুবি–বলা তো যায় না, বাধ্য হয়ে ল্যাণ্ড করতে হতে পারে। ভারি ডাবল ব্যারেলের বদলে হালকা একটা রাইফেল নেয়া হলো।

আকাশে উঠে পুবদিকে এগোলো ওরা, বনভূমির মাথা থেকে মাত্র পঞ্চাশ ফুট ওপরে থাকলো প্লেন, গেরিলাদের আনাগোনা বা মানুষজনের উপস্থিতি সম্পর্কে জানতে চায়। রানার কোলের ওপর ম্যাপ, প্রতিটি ল্যাণ্ডমার্ক মিলিয়ে দেখে নিচ্ছে ও। ওর পাশে বসেছে নেবুবি, পেনডুলা বসেছে নেবুবির পিছনে। এতো বছর পরও প্লেন চড়ার ভীতি দূর হয়নি পেনডুলার, এখনো মঝে মধ্যে এয়ার-সিকনেসে ভোগে সে। সরাসরি পিছনের সিটে তাকে বসতে দিতে রাজি নয় রানা। ওর ভয়, হয়তো লাফ দিয়ে পিঠে চড়ে বসবে।

সীমান্তে পৌঁছুলো ওরা, আশপাশে কোথাও মানুষজনের চিহ্ন দেখা গেল না। সীমান্তের ওপর দিয়ে উত্তর দিকে আধ ঘন্টা প্লেন চালাবার পর দিগন্তরেখার কাছে চিকচিকে ভাব দেখতে পেলো–জাম্বেজি নদীর ওপর কাবোরা বাসা বাঁধটা তৈরি করার পর বিশাল এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে, দেখে মনে হবে সাগর। কাবোরা বাসা আফ্রিকার সবচেয়ে বড় হাইড্রোইলেকট্রিক স্কিম, পর্তুগীজরা তৈরি করেছিল। পাশের যে-কোনো দেশ প্রজেক্টের বাড়তি সবটুকু বিদ্যুৎ কিনে নিতে রাজি আছে, কিন্তু মোজাম্বিক সরকার এক পয়সার বিদ্যুৎও বিক্রি করতে পারে না। দক্ষিণমুখী পাওয়ার লাইনগুলো বারবার ধ্বংস করে দিচ্ছে বিদ্রোহী গেরিলারা, আর সরকারী সশস্ত্র বাহিনী এতোই দুর্নীতিপরায়ণ ও অলস যে মিস্ত্রী ও শ্রমিকদের রক্ষা করার প্রায় কোনো চেষ্টাই তারা করে না। আজ কয়েক বছর হয়ে গেল মেরামতের কাজে হাত দেয়া হয়নি।

একশো আশি ডিগ্রী বাঁক ঘুরে ফিরতি পথ ধরলো রানা, দক্ষিণ দিকে। ফেরার পথে মোজাম্বিকের আরো গভীরে ঢুকলো ওরা। পরিত্যক্ত খেত-খামার চোখে পড়লো, কয়েক বছর ধরে চাষাবাদ হয় না, ফসলের মাঠে আগাছা জন্মেছে। কয়েকটা গ্রাম দেখা গেল, মানুষজন নেই, ঘর-বাড়িতে আগুন লাগার পর আর মেরামত করা হয়নি। ভিলা দ্য মানিকা আর কাবোরা বাসার মাঝখানের রাস্তাটা সম্পূর্ণ নির্জন, রাস্তার ওপর ঝোপ আর ঘাস জন্মেছে, দু'পাশে জং ধরা সামরিক যানবাহনের লাইন দেখা গেল, মাসের পর মাস পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। প্লেন ঘুরিয়ে নিয়ে পশ্চিম অর্থাৎ সীমান্তের দিকে ফিরে এলো রানা, ওদের তিনজনের পরিচিত একটা জায়গা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। আরো খানিক সামনে এগোতেই পাওয়া গেল সেটা–একজোড়া গম্বুজের মতো মাথাচাড়া দিয়ে

রয়েছে ছোটো দুটো পাহাড়। 'ইনলোজেন'—নেবুবির দেয়া নাম, অর্থ হলো, 'কুমারীর স্তন'। ইনলোজেন-এর দক্ষিণে ছোটো দুটো নদী পরস্পরের সাথে মিলিত হয়েছে।

'ইনলোজেন, মনে পড়ে, বস্?' জিজ্ঞেস করলো নেবুবি।

কোথায় গেল ভয়, পিছনের সিট থেকে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লো পেনডুলা, খলখল করে হেসে উঠে বললো, 'বস্, মনে পড়ে, কমাণ্ডার কিরিকিটি বাওনাকে এখানে আপনি…?'

দুই নদীর মোহনার দিকে নামলো প্লেন, চক্কর দিলো রানা, তিনজনই ওরা ঝুঁকে আছে। পুরনো গেরিলা ক্যাম্পটার আভাস পাচ্ছে ওরা। শেষবার এখানে এসেছিল প্রায় এগারো বছর আগে…।

অতীতে ফিরে গেল রানা। সাদা কালোয় যুদ্ধ হচ্ছে, কালোদের পক্ষ নিয়ে লড়ছে ও। একজন বন্দীকে জেরা করে জানা গেল, গভীর জঙ্গলে একটা ট্রেনিং ক্যাম্প খুলেছে শ্বেতাঙ্গরা, সেখানে ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে তাদের অনুগত কালোদের। এরা আসলে জাত বেঈমান; সব দেশেই থাকে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় যেমন এদেশেও ছিলো। রানার ওপর দায়িত্ব চাপলো, ট্রেনিং ক্যাম্পটা ধ্বংস করে দিতে হবে।

একদল ছত্রী-সেনার নেতৃত্ব দেয় রানা, রাতের অন্ধকারে অতর্কিতে হামলা চালায় ট্রেনিং ক্যাম্পে। বেঈমান ও বিদেশী শ্বেতাঙ্গরা বেশিরভাগই মারা পড়ে, বন্দী হয় গুটিকয়েক অফিসার, তাদের মধ্যে একজন কালা আদমীও ছিলো। পরে রানা তার পরিচয় জানতে পারে। নেবুবিই জানায় ওকে।

কমাণ্ডার কিরিকিটি বাওনা অত্যন্ত কুখ্যাত একজন অফিসার। গোটা উত্তর-পুব সেক্টরের কমাণ্ডার সে, লড়ছে শ্বেতাঙ্গদের পক্ষ নিয়ে। তার কমাণ্ডার পদটা মেজর জেনারেল-এর সমতুল্য। কালো হলে কি হবে, অত্যন্ত সুদর্শন ও দীর্ঘদেহী সে। তার নিষ্ঠুরতা, বুদ্ধিমত্তা আর সাহসের কথা লোকের মুখে মুখে ফেরে। লোকটার কাছ থেকে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যাবে, কাজেই নির্দেশ দিলো রানা, 'ওর নিরাপত্তার দিকে লক্ষ্য রেখো।'

নেবুবি জানালো, 'লোকটা হাঁটতে চাইছে না। ও জানে, আমরা তাকে গুলি করতে পারবো না।'

নেবুবির সাথে বন্দীর কাছে এলো রানা, দু'জন গার্ড তাকে পাহারা দিচ্ছে। মাথার পিছনে হাত রেখে বসে আছে কিরিকিটি বাওনা, রানাকে আসতে দেখে ঘৃণার সাথে তাকালো।

'দাঁড়াও,' নির্দেশ দিলো রানা। 'হাঁটো।' জবাবে রানার বুটে থুথু ছিটালো কিরিকিটি বাওনা। হোলস্টার থেকে ·৩৫৭ ম্যাগনাম রিভলভারটা বের করলো রানা, লোকটার মাথার পাশে মাজল চেপে ধরলো।

'ওঠো,' আবার নির্দেশ দিলো রানা। 'এটাই তোমার শেষ সুযোগ।'

'গুলি করার সাহস তোমার নেই,' হিসহিস করে বললো কিরিকিটি বাওনা। 'বন্দী হিসেবে আমি আমার গুরুত্ব বুঝি…।' তার কথা শেষ হবার আগেই গুলি করলো রানা।

চিৎকার করলো কিরিকিটি বাওনা, দু'হাতে চেপে ধরলো কানটা, আঙুলের ফাঁক দিয়ে রক্ত ঝরছে।

'ওঠো!' কিন্তু এবারও রানার নির্দেশ অমান্য করলো লোকটা, রানার জুতোয় থুথু ফেললো। এরপর তার অপর কানের ওপর রিভলভার ঠেকালো রানা। 'এটা ফুটো করার পর তোমার চোখ তুলে নেয়া হবে, বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে।' রানার দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে থেকে এবার দাঁড়ালো কিরিকিটি বাওনা।

'জোর কদমে হাঁটো!' লোকটার পিঠে দু'হাত দিয়ে ধাক্কা মারলো নেবুবি। হোঁচট খেতে খেতে এগোলো লোকটা।

এক ঘন্টা পর লোকটাকে ব্যথায় কষ্ট পেতে দেখে একটা মরফিন ইঞ্জেকশন দিলো রানা। ব্যথা কমার পর প্রতিশ্রুতি দেয়ার সুরে কিরিকিটি বাওনা রানাকে বললো, 'কেউ ইট মারলে তাকে আমি পাথর মারি, আমার স্বভাবের মধ্যে ক্ষমা বলে কিছু নেই। সাবধানে থেকো, মেজর মাসুদ রানা।'

পরদিন কর্তব্যের ডাকে জিম্বাবুইয়ের আরেক প্রান্তে চলে যেতে হয় রানাকে, বন্দীদের দায়িত্ব গ্রহণ করে একজন ক্যাপটেন। এক হপ্তা পর রানা জানতে পারে, হাতকড়া পরা অবস্থায় একটা ট্রাকের পিছন থেকে লাফিয়ে পড়ে পালিয়ে গেছে কিরিকিটি বাওনা, আশপাশের জঙ্গল তন্নতন্ন করে খুঁজেও তাকে আর পাওয়া যায়নি। দু'মাস পর একটা ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট পেলো রানা, কালোদের একটা সাপ্লাই কনভয় সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়েছে শত্রুপক্ষ, নেতৃত্বে ছিলো কিরিকিটি বাওনা।

'হ্যাঁ, পেনডুলা, মনে পড়ে,' বর্তমানে ফিরে এলো রানা।

'আমাদের ক্যাম্পের উল্টোদিকের সীমান্ত তো দেখছি একেবারে খালি,' বললো নেবুবি। 'সরকারী পাহারা নেই, গেরিলারাও নেই।'

'ঝুঁকিটা তাহলে নেবো আমরা?'

'ঝুঁকি?' পেনডুলার উদ্দেশ্যে চোখ মটকালো নেবুবি। 'আমি তো কোনো ঝুঁকিই দেখছি না, বস্।'

পেনডুলা অনুরোধ করলো, 'ফেরার আগে চলুন দেখে যাই অসুর কতোদূর এগোলো।'

পোচারদের সাথে যেখানে গুলি বিনিময় হয়েছিল, জায়গাটা পরিষ্কার চিনতে পারলো ওরা। উত্তর দিকে আঙুল তাক করে পেনডুলা বললো, 'আরো একটু ওদিকে যেতে হবে।' তার কথা মতো প্লেন নিয়ে খানিকটা বাম দিকে সরে এলো রানা।

নিচে শুকনো একটা নদী দেখা গেল। নদী থেকে একটা পথ এগিয়ে গেছে জঙ্গলের দিকে। 'এবার কোন দিকে?' জানতে চাইলো রানা।

জবাবে উল্লাসধ্বনি বেরিয়ে এলো পেনডুলার কণ্ঠ থেকে। লোকটা সত্যি জাদুকর, আকাশ থেকেও যেন গন্ধ শুঁকে অসুরের হদিশ বের করে ফেলেছে। তার লম্বা করা কালো হাত অনুসরণ করে তাকাতেই হাতিটাকে দেখতে পেলো রানা। হাততালি দিয়ে হাসছে নেবুবি, তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরেছে পেনডুলা, তাকিয়ে আছে নিচের দিকে।

শুকনো নদী থেকে মাইলখানেক দূরে জলমগ্ন, আগাছায় ভর্তি একটা বিল

দেখা গেল, চারপাশে উঁচু ঘাসবন, সেই ঘাসবনের ভেতর দিয়ে ধীরগতিতে এগোচ্ছে অসুর।

বীচক্রাফট এঞ্জিনের আওয়াজ পেয়ে মাথা তুললো সে, কান দুটো মেললো, প্লেনের দিকে তাকাবার জন্যে ঘুরলো। সেই সাথে তার গজদন্ত খাড়া হলো আকাশের দিকে। জোড়া আইভরির সুন্দর, নিখুঁত গঠন দেখে আরেকবার মুগ্ধ হলো রানা। অসুরকে ছাড়িয়ে ছুটলো প্লেন, মুহূর্তের জন্যে দেখা গেল ওগুলো।

'আরেকবার দেখবো?' জানতে চাইলো নেবুবি।

'না,' মাথা নাড়লো রানা। 'অকারণে বিরক্ত করা হবে। কোথায় তাকে পাওয়া যাবে জানা গেছে, চলো ফেরা যাক।'

'এক মিলিয়ন ডলার পানিতে ফেলছো তুমি,' পাপাকে বললো মনিকা। 'জানো তো, ওগুলো আমার টাকা?'

'কি রকম?' জিজ্ঞেস করলো ম্যানুয়েল রিভেরা। সিল্ক পা'জামা পরে ক্যাম্প বেডে শুয়ে আছেন তিনি, শরীরের ঊর্ধ্বাংশ খালি। মনিকা লক্ষ্য করলো, বুকের বেশিরভাগ লোম এখনো তাঁর কালো।

'উত্তরাধিকার সূত্রে তোমার যাবতীয় টাকা-পয়সা আর সয়-সম্পত্তির একমাত্র মালিক হবো আমি।'

হেসে উঠলেন রিভেরা। তাঁর ধারণা ছিলো, তর্কটা ব্রেকফাস্ট টেবিলেই মিটে গেছে। 'এ-সব কথা আবার কেন উঠছে?' জানতে চাইলেন তিনি।

'দশ লাখ ডলার থেকে বঞ্চিত করছো আমাকে, বেশ মেনে নিলাম; কিন্তু তুমি অন্তত এটুকু তো করতে পারো, আমিও যাতে তোমার সাথে ব্যাপারটা উপভোগ করার সুযোগ পাই?'

'শেষ অডিট থেকে জানা গেছে, ইয়ং লেডি, ট্যাক্স ইত্যাদি বাদ দেয়ার পর তোমার অ্যাকাউন্টে জমা পড়বে ছত্রিশ মিলিয়ন ডলারের সামান্য কিছু বেশি, আমি এই এক মিলিয়ন ডলার পানিতে ফেলার পরও।'

'পাপা, তুমি জানো টাকা জিনিসটা কখনোই আমাকে টানে না। আমি তোমার সাথে আফ্রিকায় এসেছি এই সমঝোতার মাধ্যমে যে তোমার সব কাজে আমারও একটা ভূমিকা থাকবে। নাকি ভুলে গেছো?'

'কথাটা আর মাত্র একবার বলবো আমি, মাই ট্রেজার,' হয় প্রচণ্ড রেগে গেলে নয়তো চরম বিরক্ত হলে মেয়েকে এ-ধরনের সম্বোধন করেন রিভেরা। 'আমাদের সাথে তুমি মোজাম্বিকে যাচ্ছো না।'

'তারমানে তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে?'

'বিনা দ্বিধায়,' বললেন রিভেরা। 'যদি তোমার নিরাপত্তা বা সুখের প্রশ্ন জড়িত থাকে।'

ক্যানভাস ক্যাম্প চেয়ার ছেড়ে লাফ দিয়ে দাঁড়ালো মনিকা, তাঁবুর ভেতর অস্থিরভাবে পায়চারি শুরু করলো। হাত দুটো বুকের ওপর শক্তভাবে ভাঁজ করা, ভুরু জোড়া কুঁচকে আছে। মেয়েকে হঠাৎ সোফিয়া লরেনের মতো লাগলো রিভেরার, তাঁর প্রিয় অভিনেত্রী। হঠাৎ ক্যাম্প-বেডের পাশে থামলো সে, পাপার

দিকে ঝুঁকে অগ্নিদৃষ্টি হানলো। 'তুমি জানো নিজের জেদ সব সময় আমি বজায় রাখি,' বললো সে। 'ব্যাপারটাকে বেশি দূর গড়াতে না দিয়ে এসো একটা মীমাংসা করে ফেলি। আমাকে সাথে নিতে রাজি হয়ে যাও।'

'সত্যি আমি দুঃখিত, মনিকা। তুমি যাচ্ছো না।'

'ঠিক আছে,' বড় করে শ্বাস টানলো মনিকা। 'কাজটা আমি করতে চাইনি, পাপা, কিন্তু তুমি আমাকে বাধ্য করছো। এখন আমি বুঝতে পারি এই শিকার অভিযান তোমার জন্যে কতোটা গুরুত্বপূর্ণ, শুধু একটা হাতির জন্যে কেন তুমি এতোগুলো টাকা খরচ করতে চাইছো। কিন্তু বোঝার পরও, আমি তোমার যাওয়াটা পণ্ড করে দিতে চাই। চাই এবং পারি। আমি যদি আমার কর্তব্য পালনের জন্যে তোমার সাথে যেতে না পারি, তাহলে তোমারও যাওয়া হবে না।'

মৃদু হাসলেন শুধু রিভেরা, জবাব দিলেন না।

'আমি সিরিয়াস, পাপা, ডেডলি সিরিয়াস। প্লিজ, কাজটা করতে আমাকে বাধ্য করো না।'

'কিভাবে তুমি আমার যাওয়া বন্ধ করবে, দুষ্টু মেয়ে?'

'ডাক্তার নেলসন আমাকে যা বলেছে, সব আমি জানিয়ে দেবো রানাকে।'

এক ঝটকায় দাঁড়িয়ে পড়লেন রিভেরা, খপ্ করে মেয়ের একটা হাত ধরে ফেললেন। 'নেলসন তোকে কি বলেছে?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইলেন।

'তিনি আমাকে বলেছেন, গত নভেম্বরে তোমার ডান হাতে ছোট্ট একটা কালো দাগ দেখা দেয়,' বললো মনিকা. ঝট্ করে হাতটা পিছনে লুকিয়ে ফেললেন রিভেরা। 'সুন্দর একটা নাম আছে অসুখটার–মেলানোমা, যেন একটা মেয়ের নাম। কিন্তু অসুখটা সুন্দর নয়, তাছাড়া. অনেকদিন ধরে ওটাকে পুষছো তুমি। ডাক্তার নেলসন ওটা কেটে ফেলে দিয়েছেন, কিন্তু প্যাথোলজিস্ট জানিয়েছেন, ওটা ক্লার্ক ডি।'

বিছানার ওপর ধপ করে বসে পড়লেন রিভেরা। হঠাৎ তাঁকে বুড়ো আর ক্লান্ত দেখালো। 'কবে বললো?'

'দেড়মাস আগে,' পাপার পাশে বসলো মনিকা 'সেজন্যেই তোমার সাথে আফ্রিকায় আসতে রাজি হই আমি। যতোটুকু সময় আমাদের আছে তার একটা ঘন্টাও তোমাকে আমি একা থাকতে দেবো না। আর সেজন্যেই তোমার সাথে আমাকে মোজাম্বিকে যেতে হবে।'

'না,' মাথা নাড়লেন রিভেরা। 'তা সম্ভব নয়।'

'সেক্ষেত্রে রানাকে আমি বলবো। যে-কোনো মুহূর্তে ওটা তোমার ব্রেনের নাগাল পেয়ে যাবে।' বেশি কিছু বলার দরকার নেই মনিকার, কারণ রোগটা কতো দিকে ছড়াতে পারে তার বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন ডা. নেলসন। যদি ফুসফুসে পৌঁছায়, দম আটকে মারা যাবেন তিনি। কিন্তু যদি ব্রেন বা নার্ভাস সিস্টেমের নাগাল পায়, নড়াচড়ার শক্তি সম্পূর্ণ হারিয়ে পঙ্গু হয়ে যাবেন, কিংবা বদ্ধ উন্মাদ।

'তুই বলবি না,' বললেন রিভেরা, মাথা নাড়ছেন। 'এটা আমার জীবনের শেষ সাধ। আমি জানি, এটা থেকে তুই আমাকে বঞ্চিত করতে পারবি না। পারবি?'

'বিনা দ্বিধায়,' জবাবটা ফিরিয়ে দিলো মনিকা।

মেয়ের দিকে বোকার মতো তাকিয়ে থাকলেন রিভেরা।

'আমি কে? তোমার মেয়ে তো? মেয়েটা তার পাপাকে প্রচণ্ড ভালোবাসে। শেষ ক'টা দিন সে তার পাপার সাথে থাকবে। এটা তার শুধু ভালোবাসার দাবি বা কর্তব্য নয়, অধিকারও।'

'কিন্তু তুই বুঝছিস না। জেনেশুনে তোকে আমি একটা বিপদের মধ্যে...,' দু'হাতে মুখ ঢাকলেন রিভেরা। তাঁর পরাজয়ের এই ভঙ্গি দেখে বুকটা ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠলো মনিকার, কণ্ঠস্বর দৃঢ় রাখার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করতে হলো।

'তোমাকে আমি একা মরতে দিতে পারি না, পাপা।'

'তুই বুঝছিস না এই সাফারি আমার জন্যে কতোটা দরকার। এটা আমার জীবনের শেষ চাওয়া। বুড়ো হাতি আর আমি, একসাথে বিদায় নেবো আমরা। বুঝলে এভাবে আমাকে বাধা দিতিস না।'

'বাধা তো দিচ্ছি না,' নরম সুরে বললো মনিকা। 'আমি চাই তুমি যাও; তবে আমিও তোমার সাথে থাকবো।' দু'জনেই হঠাৎ আওয়াজটা শুনতে পেলো, মুখ থেকে হাত সরিয়ে ওপর দিকে তাকালেন রিভেরা।

'প্লেন ফিরে আসছে,' বিড়বিড় করে বললেন তিনি। 'এখুনি এয়ারস্ট্রিপে ল্যাণ্ড করবে রানা।' হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলালেন। 'এখানে পৌঁছুতে এক ঘন্টা লাগবে ওদের।'

'কি বলবে ওকে তুমি?' জিজ্ঞেস করলো মনিকা। 'বলবে, আমিও তোমাদের সাথে যাচ্ছি?'

সাত

'প্রশ্নই ওঠে না!' তীব্র প্রতিবাদ জানালো রানা। 'অসম্ভব! ভুলে যান, রিভেরা। মনিকা আমাদের সাথে যাচ্ছে না।'

'আপনার সাথে এক মিলিয়ন ডলারের একটা চুক্তি হয়েছে আমার,' বললেন রিভেরা। 'ওর যাওয়া না যাওয়ার ব্যাপারটা তখন চূড়ান্ত হয়নি। এখন আমি বলছি, ও যাবে।'

টয়োটার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা। ক্যাম্পে ফিরে গাড়ি থেকে নেমেই বাপ-বেটিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে রানা, ওর জন্যে অপেক্ষা করছিল। কঠিন দৃষ্টিতে তাকালো ও, দু'জনের চেহারায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাব দেখে মনে মনে শঙ্কিত বোধ করলো। কড়া কিছু বলতে যাচ্ছিলো, শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিলো, উপলব্ধি করলো, রাগারাগি করে কোনো লাভ হবে না। 'ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করুন, রিভেরা,' বললো ও। 'আপনি জানেন, এ সম্ভব নয়।'

দু'জনেই গম্ভীর, শামুকের মতো নিজেদেরকে গুটিয়ে রেখেছে; যুক্তি মানবে না।

'ওখানে তুমুল যুদ্ধ হচ্ছে। ওকে আমি নিয়ে যেতে পারি না।'

'মনিকা যাবে।'

'রিভেরা, আপনি…।'

'এতো কেন আপত্তি তোমার, এই জন্যে যে আমি একটা মেয়ে?' এই প্রথম কথা বললো মনিকা। 'এমন কোনো কাজ আছে যা পুরুষরা পারে অথচ আমি পারি না?'

'ক্যান ইউ পী স্ট্যাণ্ডিং আপ?' মনিকাকে খেপিয়ে তুলতে চাইলো রানা, কিন্তু অমার্জিত উপহাসটুকু অগ্রাহ্য করে এমন সুরে কথা বলে গেল সে, যেন রানার কথা শুনতেই পায়নি।

'আমাকে তুমি মাইলের পর মাইল হাঁটতে দেখেছো, আমি রোদ সইতে পারি, সেৎসি মাছিকে ভয় পাই না–পাপার চেয়ে কোন্ দিক থেকে অযোগ্য আমি?'

মনিকার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে রিভেরার দিকে তাকালো রানা। 'একজন বাপ হিসেবে আপনি অনুমতি দিতে পারেন না। কল্পনা করতে পারেন, একদল রেনামো খুনেদের হাতে পড়লে কি অবস্থা হবে ওর?'

রিভেরাকে শিউরে উঠতে দেখলো রানা, তবে মনিকাও তা দেখতে পেলো, এবং পাপা দুর্বল হয়ে পড়ার আগেই তাঁর একটা হাত ধরে দৃঢ়স্বরে বললো, 'হয় আমিও যাবো, নয়তো কারো যাওয়া হবে না। পাপার সাথে তোমার একটা চুক্তি হয়েছে, সেটা ভঙ্গ করার আগে পেনডুলাদের জিজ্ঞেস করে দেখো তারা দশ লাখ ডলার হারাতে রাজি আছে কিনা,' তার এই শেষ কথাটায় চ্যালেঞ্জের সুর চাপা থাকলো না।

মেয়েটা ওকে ব্ল্যাকমেইল করার চেষ্টা করছে, বুঝতে পেরেও অসহায় বোধ করলো রানা। রিভেরার প্রস্তাবে রাজি হবার পর ওই এক মিলিয়ন ডলার কিভাবে বিলি-বন্টন করবে তার একটা পরিকল্পনা এরইমধ্যে মনে মনে ছকে ফেলেছে ও। টাকাটা হঠাৎ কুড়িয়ে পাওয়ার মতো, ঠিকভাবে ব্যয় করা গেলে ওর প্রিয় কর্মচারীদের আর ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। তাদের স্বার্থের কথা ভেবেই টাকাটা হাতছাড়া করতে রাজি নয় ও। তাছাড়া, রোমাঞ্চকর অভিযানটায় নেতৃত্ব দেয়ার জন্যে মানসিকভাবেও প্রস্তুতি নেয়া হয়ে গেছে। তবু শেষ একবার চেষ্টা করে দেখলো ও। 'রিভেরা, কে আমার সাথে কথা বলবে এখানে, আপনি না মনিকা?'

'ও-সব প্যাঁচে কোনো কাজ হবে না,' নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললো মনিকা, যদিও প্রতীকী অর্থে তার ইচ্ছে করছে শিকারী লোকটাকে খামচে আঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত করে দেয়। 'এ-ব্যাপারে আমি আর পাপা একমত হয়েছি। হয় দু'জনেই আমরা যাবো, নয়তো কেউ যাবো না–তাই না, পাপা?' বাপের আরো গা ঘেঁষে দাঁড়ালো সে।

'হ্যাঁ, রানা,' ম্যানুয়েল রিভেরাকে ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত দেখালো। 'মনিকা ঠিক বলেছে। গেলে আমরা দু'জনেই যাবো।'

ঝট্ করে ঘুরলো রানা, নিজের তাঁবুর দিকে ফিরে যাচ্ছে। কয়েক পা এগিয়ে থমকে দাঁড়ালো ও, হাত দুটো উঠে এলো কোমরে।

তর্ক শুনে ক্যাম্পের স্টাফরা মেসের জানালা–দরজা থেকে উঁকি দিচ্ছে, সবার চোখে-মুখে একাধারে উদ্বেগ আর কৌতূহল। 'অমন হাঁ করে কি দেখছো তোমরা? কারো কোনো কাজকর্ম নেই?' চোখের পলকে ছিটকে পালিয়ে গেল সবাই।

ঘুরলো রানা, ধীর পায়ে ফিরে এলো টয়োটার কাছে। 'ঠিক আছে,' বললো ও, ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মনিকার দিকে 'নিজের গলায় ছুরি চালাও, তবে ব্যাণ্ডেজের জন্যে আমার কাছে এসো না।'

'আসবো না, কথা দিলাম,' মনিকার কথায় যেন মধুর প্রলেপ দেয়া, সরাসরি উল্লাস প্রকাশ পেলে এতোটা বোধহয় গা-জ্বালা করতো না। দু'জনেই জানে, আপোষের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে।

'আমাদের কিছু পেপারওঅর্ক সারতে হবে, রিভেরা,' বলে নিজের তাঁবুর দিকে এগোলো রানা, একবারও পিছন ফিরে তাকালো না।

পুরনো একটা রেমিংটন টাইপরাইটার আছে ওর, সেটার সামনে বসে ইনডেমনিটি স্টেটমেন্ট টাইপ করলো, একটা রিভেরার জন্যে, আরেকটা মনিকার জন্যে। দুটোই শুরু হলো এভাবে, 'আই অ্যাকনলেজ দ্যাট আই য়্যাম ফুললি অ্যাউয়্যার অভ দ্য ডেঞ্জার অ্যাণ্ড দি ইললিগালিটি…।' সবশেষে একটা ঋণপত্র টাইপ করলো রানা, নেবুবি আর হেড ওয়েটারকে ডাকলো সাক্ষী হিসেবে সই করার জন্যে। সবগুলো কপি মেস টেন্টের ছোট্ট স্টীল সেফ-এ রাখা হলো, প্রথম সুযোগেই কেকার নামে রানার অফিসে পাঠিয়ে দেয়া হবে।

সব মিলিয়ে সাতজন ওরা। নতুন লোকটার নাম ইনসুতসা, নদী পারাপার থেকে সে-ই অসুরের খবর নিয়ে এসেছিল। 'দল ভারি হয়ে গেল,' বললো রানা, 'তবে উপায় নেই, একেকটা আইভরি একশো ত্রিশ পাউণ্ড ওজন। পোর্টার হিসেবে পেনডুলা কোনো কাজে আসবে না। আইভরি দুটো আনতে চারজন সমর্থ লোক লাগবে আমাদের।'

মালপত্র টয়োটায় তোলার আগে সব আবার খুলতে বললো রানা, নিজে দাঁড়িয়ে থেকে প্রতিটি জিনিস পরীক্ষা করলো। মনিকার ব্যাগে হাত দিতেই প্রতিবাদ করলো সে, 'আমার প্রাইভেসিতে হামলা চালানো হচ্ছে। কোনো মেয়ের ব্যক্তিগত জিনিস হাতড়ানো অভদ্রতা।'

'যাও, সুপ্রীম কোর্টে মামলা ঠুকে দাও, ময়না।' প্রতিবাদে কান না দিয়ে ব্যাগ খুলে বিশটা কসমেটিকস-এর শিশি, টিউব আর কৌটা নামালো রানা, সেগুলো থেকে বাছাই করলো মাত্র তিনটে টিউব, বললো, 'বাকি সতেরোটা নেয়া যাবে না। অতিরিক্ত আণ্ডারওয়্যার নিতে পারবে একটা।' অর্থাৎ বাকি পাঁচটা রেখে যেতে হবে। প্রায় কেঁদে ফেলার মতো অবস্থা হলো মনিকার। এখনো প্রচণ্ড রেগে আছে রানা, তার এই অবস্থা দেখে খানিকটা তৃপ্তিবোধ করলো ও।

এক সময় শেষ হলো কাজটা। শুধু একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র সাথে নেয়া হচ্ছে; সতর্কতার সাথে মাপা হলো প্রতিটি ব্যাগ ও বোঝা, বহনকারীদের শারীরিক সামর্থ্যের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রেখে বরাদ্দ করা হলো সেগুলো। রানা, নেবুবি, আমানজি আর ইনসুতসা, প্রত্যেকে বহন করবে ষাট পাউণ্ড করে। রিভেরা

আর পেনডুলা চল্লিশ পাউণ্ড। মনিকাকে দেয়া হলো পঁচিশ পাউণ্ড। 'আমি আরো বেশি নিতে পারবো,' প্রতিবাদের সুরে বললো সে। 'পেনডুলার মতো আমাকেও চল্লিশ পাউণ্ড দেয়া হোক।' রানা তার কথার উত্তর দেয়ার প্রয়োজন বোধ করলো না। 'তাছাড়া আমি খাইও কম!' কিন্তু রানা ততোক্ষণে পিছন ফিরে টয়োটায় মাল তোলার তদারকি শুরু করেছে।

চিউইউই ক্যাম্প ছাড়লো ওরা। দিনের আলো ফুরোতে এখনো চার ঘন্টা বাকি। অত্যন্ত দ্রুতবেগে গাড়ি চালালো রানা, বিরতিহীন ঝাঁকি খেয়ে হাঁপিয়ে গেল সবাই। মনিকার উপস্থিতির বিরুদ্ধে এটা ওর প্রতিবাদ, তবে সেটা আংশিক কারণ মাত্র, আসল কারণ হলো রাত নামার আগেই সীমান্তে পৌঁছুনো।

গাড়ি চালাতে চালাতে কথা বলছে রানা, মোজাম্বিকের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে সবারই একটা প্রাথমিক ধারণা থাকা দরকার।

দেনার দায়ে ডুবতে বসেছে দেশটা। প্রবৃদ্ধির হার শূন্য। সমাজের সবগুলো স্তরে পাকাপোক্ত আসন গেড়ে বসেছে বিশৃঙ্খলা, অব্যবস্থা আর দুর্নীতি। বিদেশী ঋণের পরিমাণ জাতীয় উৎপাদনের দ্বিগুণ। শতকরা মাত্র পাঁচ ভাগ ছেলেমেয়ে অনুমোদিত স্কুলে যাবার সুযোগ পায়। শিশু মৃত্যুর হার প্রতি এক হাজারে তিনশো চল্লিশ।

'একটা দেশের অবস্থা এতোটা খারাপ হয় কি করে?' প্রতিবাদ করলো মনিকা।

'আরো দুটো প্রসঙ্গ এখনো তুলিনি—গৃহযুদ্ধ ও এইডস। যাবার সময় পর্তুগীজরা একনায়ক সামুরা ম্যাশেল ও তার দল ফ্রেলিমোকে ক্ষমতা দিয়ে যায়। মার্কসিস্ট ম্যাশেল মহোদয় নির্বাচন বা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করতেন না, তাঁর শাসনেরই সরাসরি ফল হলো বর্তমান অবস্থা। ন্যাশনাল মোজাম্বিকান রেজিস্ট্যান্স-এর মতো সশস্ত্র রাজনৈতিক সংগঠন তাঁর আমলেই মাথাচাড়া দেয়। ন্যাশনাল মোজাম্বিকান রেজিস্ট্যান্স-সংক্ষেপে রেনামো। এই সংগঠন সম্পর্কে কারো তেমন কিছু জানা নেই। কে তাদের নেতা, কি তাদের উদ্দেশ্য, এইসবই অস্পষ্ট। তবে রেনামোই দেশের বেশিরভাগ এলাকা নিয়ন্ত্রণ করে, বিশেষ করে উত্তরদিকটা। রেনামোর গেরিলাদের কসাই বললেও কম বলা হয়।

সামুরা ম্যাশেল প্লেন দুর্ঘটনায় মারা গেছেন, কিন্তু তাঁর ফ্রেলিমো পার্টি এখনো টিকে আছে, বরং আগের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। রেনামো গেরিলাদের যদি কসাই বলা হয়, ফ্রেলিমোদের বলা যায় জল্লাদ। পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী ওরা, অর্থাৎ সেয়ানে সেয়ানে যুদ্ধ চলছে গোটা মোজাম্বিক জুড়ে।

রানা থামতেই মনিকা ফোড়ন কাটলো, 'জ্ঞান বাড়লো, কিন্তু ভাষণ দেয়ার উদ্দেশ্যটা পরিষ্কার হলো না।'

'কোন্ নরকে যাচ্ছি তার একটু আভাস দিলাম। এসো প্রার্থনা করি, ফ্রেলিমো বা রেনামো কারো হাতেই যেন না পড়ি আমরা।' চিন্তাটা রানার ঘাড়ের পিছনে শিরশিরে একটা ভাব এনে দিলো, অনুভব করলো রাগ ঝেড়ে ফেলে হালকা হয়ে যাচ্ছে ওর মন। আবার মারাত্মক বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছে ও, দেহ-

মনে ছড়িয়ে পড়ছে উপভোগ্য রোমাঞ্চ। মেয়েটা দলে থাকায় কেন যেন এখন আর অস্বস্তিবোধ করছে না, বরং তাকে রক্ষা করার একটা কর্তব্যবোধ জাগছে অন্তরের গভীরে। ভাবলো, মনিকা আমেরিকায় ফিরে গেলে এই অভিযানের কোথায় যেন একটা অসম্পূর্ণতা থেকে যেতো। চুপচাপ গাড়ি চালাচ্ছে রানা, দেখাদেখি বাকি সবাইও নীরব হয়ে গেল, এমনকি টয়োটার পিছনে দাঁড়ানো লোকগুলোও। সীমান্ত যতো এগিয়ে আসছে, নিস্তব্ধতা ততোই যেন গভীর হয়ে উঠলো।

অবশেষে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকালো রানা, সাথে সাথে সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালো নেবুবি। 'দিস ইজ ইট, লেডিস অ্যাণ্ড জেন্টেলমেন,' শান্ত গলায় বললো রানা। আরো খানিকটা গড়িয়ে পাথরবহুল একটা ঢালের গোড়ায় দাঁড়িয়ে পড়লো টয়োটা।

'কোথায় পৌঁছুলাম আমরা?' জানতে চাইলেন রিভেরা।

'এখান থেকে সীমান্ত তিন মাইল দূরে, তবে গাড়ি নিয়ে আর পাঁচশো গজ যাওয়াও নিরাপদ নয়। শুরু হলো আমাদের পদযাত্রা।'

ট্রাক থেকে নামার জন্যে পা বাড়ালেন রিভেরা, তীক্ষ্ণকণ্ঠে তাঁকে বাধা দিলো রানা। 'থামুন, রিভেরা! পাথরের ওই টুকরোটায় পা রাখুন, কোনো ছাপ ফেলবেন না।'

ট্রাক থেকে একজন একজন করে নামলো সবাই, যে যার বোঝা নিয়ে; রানার নির্দেশে প্রত্যেকে তার সামনের লোক যেখানে পা ফেলেছে ঠিক সেখানে পা ফেললো। সবার শেষে নামলো পেনডুলা, পিছু হটতে শুরু করলো সে, শুকনো ঘাসের তৈরি ঝাঁটা দিয়ে মুছে ফেলছে সমস্ত দাগ, ওরা যে এখানে ট্রাক থেকে নেমেছে তা যেন কেউ বুঝতে না পারে।

ট্রাকটা ক্যাম্পে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে হেড ওয়েটার। রওনা হবার আগে রানার সামনে দাঁড়ালো সে, নমস্কার করে বললো, 'নিরাপদে ফিরে আসবেন, বাবু।'

'আশা কম,' হেসে উঠলো রানা, হাত নেড়ে বিদায় দিলো তাকে। তারপর নেবুবির দিকে ফিরলো। 'অ্যান্টি-ট্র্যাকিং, লেট'স গো!'

মনিকা বা রিভেরা অ্যান্টি-ট্র্যাকিং পদ্ধতি সম্পর্কে কিছুই জানে না, কারণ শিকার করার সময় অবাধে শুধু ধাওয়া করেছে তারা। দলটা ঝাঁক বাধলো ইণ্ডিয়ান ফাইল-এর আকৃতিতে—একজনের পিছনে একজন। নেবুবি পথ দেখাচ্ছে, বাকি সবাই তার পা ফেলার জায়গা মাড়িয়ে সামনে এগোলো। ওদের সবার পিছনে রয়েছে পেনডুলা, ওস্তাদ জাদুকর, সযত্নে মুছে ফেলছে প্রতিটি চিহ্ন—আঙুলের নরম স্পর্শে ভাঁজ খাওয়া একটা ঘাসকে সিধে করলো, আগের জায়গায় বসালো ছোট্ট একটা নুড়ি পাথর, খেয়াল রাখলো ওটার শ্যাওলা ধরা গা যাতে ওপর দিকে থাকে, মাটির ওপর ঝাঁটা বুলালো, নিচু ডাল থেকে সদ্য খসে পড়া একটা পাতা বা একটা থেঁতলানো ঘাস তুলে নিলো।

বন্যপ্রাণীদের আসা-যাওয়ার পথ ও নরম মাটি এড়িয়ে গেল নেবুবি, যদিও তার হাঁটার গতি অসম্ভব দ্রুত। আধ ঘন্টার মধ্যে দুই শোল্ডার ব্লেডের মাঝখানে ও শার্টের বোতাম-ঘরের পিছনে তাজা ঘামের ঠাণ্ডা পরশ অনুভব করলো মনিকা। পথ দেখিয়ে নিচু একটা পাহাড়ে তুলে আনছে ওদেরকে নেবুবি। ইঙ্গিতে সবাইকে

মাথা নিচু করতে বললো রানা, আকাশের গায়ে ওদের কারো কাঠামো যাতে ফুটে না ওঠে। পিছনে অস্ত যাচ্ছে সূর্য।

'মনে হচ্ছে ওরা ওদের কাজ বোঝে,' আমানজি ও ইনসুতসা সম্পর্কে মন্তব্য করলেন রিভেরা। কেউ নির্দেশ দেয়নি, নিজেরাই তারা নেবুবির দু'পাশে, বেশ খানিকটা সামনে সরে গেছে, আসলে পাহারা দিচ্ছে গোটা দলটাকে।

'বোঝে বৈকি,' বললো রানা, রিভেরা আর মনিকার মাঝখানে বসে পড়লো, আড়াল হিসেবে সামনে ঝোপ রয়েছে। 'ওরাও তো যুদ্ধ করেছে।'

'আমরা এখানে থামলাম কেন?' জানতে চাইলো মনিকা।

'বসে আছি সীমান্তের ওপর,' বললো রানা। 'দিনের বাকি আলোয় সামনেটা পরীক্ষা করবো। চাঁদ উঠলেই পার হবো আমরা।'

চোখে বিনকিউলার তুলে দূরে তাকালো রানা। কয়েক ফুট দূরে মাটিতে পেট দিয়ে শুয়ে রয়েছে নেবুবি, সে-ও একই দিকে তাক করেছে তার বিনকিউলার। মাঝে মধ্যে চোখ রগড়াবার বা লেন্স থেকে ধুলো পরিষ্কার করার জন্যে ওগুলো নামালো ওরা। নিজেদের কাজে এতো মগ্ন, আর কোনো দিকে খেয়াল নেই। গোধূলির লালিমা ফিকে হয়ে আসছে, এই সময় বিনকিউলারটা বুক পকেটে ভরে রাখলো রানা, তাকালো মনিকার দিকে। 'মেকআপ করার সময় হয়েছে তোমার,' বললো ও। এক মুহূর্তের জন্যে ব্যাপারটা বুঝতে পারলো না মনিকা, তারপরই ক্যামোফ্লেজ ক্রীমের আঠালো ছোঁয়া অনুভব করলো গালে, ঝাঁকি খেয়ে পিছিয়ে আনলো মাথাটা।

'স্থির হও,' ধমক দিলো রানা। 'তোমার সাদা মুখ আয়নার মতো চকচক করছে। পোকা আর রোদ থেকেও এটা তোমাকে রক্ষা করবে।' শুধু মুখ নয়, তার হাতের উল্টোদিকেও ক্রীম লাগালো ও। তারপর নিজেও খানিকটা মাখলো। 'ওই চাঁদ উঠছে। এবার আমরা রওনা হতে পারি।'

ঝাঁকের আকৃতি ঠিক থাকলেও জায়গা বদল করলো ওরা। দু'পাশে আর সামনে থাকলো নেবুবি ও আমানজি, মাঝখানে ট্র্যাকার-এর ভূমিকায় রানা, পেনডুলা আগের মতোই পিছনে—খুশিমনে ওদের ফেলে আসা চিহ্ন মুছে ফেলছে।

চলার পথে একবার থেমে মনিকার ইকুইপমেন্ট পরীক্ষা করলো রানা। ওর ব্যাগের একটা স্ট্র্যাপ ঢিলে হয়ে আছে, স্ট্র্যাপের সাথে আটকানো ইস্পাতের হুকটা প্রতি পদক্ষেপের সাথে শব্দ করছে, শব্দটা এতোই অস্পষ্ট যে খেয়াল করেনি মনিকা। 'এমন আওয়াজ করছো না!' স্ট্র্যাপটা আটকানোর সময় তার কানে নিঃশ্বাস ছাড়লো রানা।

'অহঙ্কারী শয়তান,' ভাবলো মনিকা।

নিঃশব্দে হাঁটছে ওরা। এক ঘন্টা পেরিয়ে গেল, তারপর আরো একটা, কোনো বিরতি ছাড়াই। ঠিক কখন ওরা সীমান্ত পার হয়েছে বলতে পারবে না মনিকা। বনভূমির ফাঁক গলে নিচে নেমে আসা চাঁদের আলো রূপালী, তার সামনে রানার চওড়া কাঁধের ওপর গাছপালার ছায়াগুলো কাঁপছে।

ধীরে ধীরে নিস্তব্ধতা ও চাঁদের আলো স্বপ্নের মতো একটা অবাস্তব পরিবেশ তৈরি করলো। মনিকার মনে হলো পরিবেশটা তাকে যেন গ্রাস করে ফেলেছে,

যেন ঘুমের ভেতর হাঁটছে সে, আর তাই হঠাৎ করে রানা দাঁড়িয়ে পড়তে ওর সাথে ধাক্কা খেলো সে, পুরুষালি শক্ত হাতে রানা তাকে জড়িয়ে না ধরলে হয়তো পড়েই যেতো।

অটল দাঁড়িয়ে থাকলো ওরা, কান পাতলো, তাকিয়ে আছে বনভূমির গাঢ় ছায়ার ভেতর। প্রায় পাঁচ মিনিট পর সামান্য একটু নড়লো মনিকা, নিজেকে রানার হাত থেকে মুক্ত করার জন্যে। কিন্তু সাথে সাথে রানার বাঁধন আরো শক্ত হলো। বাধ্য হয়ে পেশীতে ঢিল দিলো মনিকা। ডান পাশ থেকে একটা পাখি ডেকে উঠলো, নেবুবির সংকেত। নিঃশব্দে মাটিতে বসে পড়লো রানা, নিজের সাথে টেনে নিলো মনিকাকেও। আশপাশে কোথাও সত্যিকার বিপদ ওত পেতে আছে, উপলব্ধি করে আরো টান পড়লো মনিকার নার্ভে। এখন আর রানার হাতটা তাকে অস্বস্তির মধ্যে ফেলছে না। আরো একটু গা ঘেঁষে বসলো সে। ভালো লাগলো অনুভূতিটা।

অন্ধকার থেকে আরেকটা পাখি ডেকে উঠলো। মনিকার কানে ঠোঁট ঠেকালো রানা। 'বসে থাকো,' নিঃশ্বাস ফেললো ও।

শরীর থেকে হাতটা সরে যেতেই নিজেকে ভীষণ নিঃসঙ্গ আর অসহায় লাগলো মনিকার। ছায়ার মতো আলগোছে রানাকে জঙ্গলের ভেতর অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখলো সে।

নিচের দিকে ঝুঁকে সামনে বাড়লো রানা, এক হাতে রাইফেল, অপর হাত দিয়ে মাটি থেকে শুকনো ডাল সরাচ্ছে, পা পড়লে যাতে শব্দ না হয়। নেবুবির কাছ থেকে দশ ফুট পিছনে শুয়ে পড়লো ও, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে গাঢ় আকৃতিটার দিকে তাকালো। হাতের তালু উঁচু করে সংকেত দিলো নেবুবি। তার সামনে ও বাম দিকে মনোযোগ দিলো রানা।

কয়েক মিনিট কিছুই দেখতে পেলো না। তবে নেবুবির প্রতি আস্থা আছে ওর, অপেক্ষায় থাকলো। রাতের বাতাস থেকে হঠাৎ একটা ঝাঁঝ ঢুকলো নাকে, নাক তুলে জোরে বাতাস টানলো রানা। ধৈর্য ধরার ফল পাওয়া গেল। চুরুটের গন্ধ ওটা। গন্ধ থেকে ব্র্যাণ্ডও চেনা গেল, বিশেষ করে ফ্রেলিমো গেরিলাদের খুব প্রিয়।

নেবুবিকে সংকেত দিলো রানা, তারপর দু'জনেই সামনে বাড়লো। ক্রল করে এগোলো ওরা, নিঃশব্দে। চল্লিশ কদমের মতো এগোবার পর থামলো। তারপরই চুরুটের হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে ওঠা আগুনটা দেখতে পেলো রানা। কাশলো লোকটা, থুথু ফেললো। ওদের সরাসরি সামনে বড় একটা গাছের তলায় রয়েছে সে। এতোক্ষণে তার আকৃতিটাও দেখতে পেলো রানা। গাছের দিকে পিছন ফিরে বসে আছে।

কে হতে পারে লোকটা? স্থানীয় আদিবাসী? পোচার? মধু চোর? রিফিউজি? না, মনে হয় না। লোকটা অতি মাত্রায় সজাগ ও সতর্ক, প্রায় নিশ্চিতভাবে ধরে নেয়া যায় একজন পাহারাদার। তারপর আরো সামনে কি যেন নড়ে উঠতে দেখলো রানা। মাটির সাথে সেঁটে গেল শরীরটা।

জঙ্গল থেকে আরেকজন লোক বেরিয়ে এলো, তাকে দেখে গাছের তলা থেকে প্রথম লোকটা উঠে দাঁড়ালো। দাঁড়াতেই তার কাঁধে ঝোলানো এ/কে

ফরটিসেভেন রাইফেলটা দেখতে পেলো রানা। দু'জন নিচু গলায় কথা বলছে।

পালা বদল, ভাবলো রানা। দ্বিতীয় লোকটা গাছতলায় থেকে গেল, জঙ্গলের ভেতর অদৃশ্য হলো প্রথম লোকটা। তারমানে ওদিকে একটা ক্যাম্প আছে।

হামাগুড়ি দিয়ে এগোলো রানা, অনেক দূর থেকে গাছতলায় বসে থাকা লোকটাকে পাশ কাটালো। পেরিমিটারের ভেতরে এসে দাঁড়ালো সিধে হয়ে, হন হন করে এগোলো। পাহাড়ের গা এক জায়গায় ভাঁজ হয়ে আছে, ক্যাম্পটা তার ওপর। অস্থায়ী ক্যাম্প, কোনো ঘর বা তাঁবু নেই। দু'জায়গায় আগুন জ্বলছে, কয়লা হয়ে গেছে কাঠ, কোনো শিখা নেই। আগুনদুটোর ধারে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে কিছু লোক। গুণলো রানা: এগারোজন। আরো হয়তো পাঁচ-ছয়জন পাহারায় আছে। ছোটো একটা দল।

সাথে অটোমেটিক অস্ত্র নেই, তবু লোকগুলোকে ঘায়েল করা সম্ভব; পেনডুলার কাছে ছাল ছাড়াবার ছুরি আছে, বাকি সবার কাছে আছে পিয়ানোর তার দিয়ে তৈরি ফাঁস। ক্যাম্পের প্রতিটি লোক ঘুমের মধ্যেই মারা পড়বে।

ক্ষোভে মাথা নাড়লো রানা, বুঝতে পারছে হয় ওরা ফ্রেলিমো ট্রুপ, নয়তো রেনামো গেরিলা। পরিচয় যাই হোক, তাদের সাথে ওর কোনো বিবাদ নেই, অন্তত হাতি শিকারে বাধা হয়ে না দাঁড়ানো পর্যন্ত। পিছিয়ে এলো রানা, পেরিমিটারের কাছে ওর জন্যে অপেক্ষা করছে নেবুবি। নিঃশ্বাস ফেললো ও, 'আগুনের ধারে এগারোজন।'

'আরো দু'জন সেন্ট্রিকে দেখেছি আমি,' জানালো নেবুবি।

'ফ্রেলিমো?'

'কি করে বলি!' কাঁধ ঝাঁকালো নেবুবি। তার হাত ছুঁলো রানা, দু'জন পিছিয়ে এলো আরো খানিকটা।

'কি ভাবছো তুমি, নেবুবি?' তার মতামত জানতে চাইলো রানা।

'ছোট্ট একটা দল, গ্রাহ্য না করলেও চলে। ওদেরকে পাশ কাটাতে পারি আমরা।'

'বড় কোনো দলের অ্যাডভান্সড় গার্ড হতে পারে।'

'তবে ক্র্যাক ট্রুপ নয় এরা,' বিড়বিড় করলো নেবুবি। 'পাহারায় বসে চুরুট খাচ্ছে, আগুনের ধারে ঘুমাচ্ছে। উঁহুঁ, সোলজার হতে পারে না। ট্যুরিস্ট।'

'তুমি তাহলে যেতেই চাও?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'যেতে চাই বা না চাই, দশ লাখ ডলার আমাকে টেনে নিয়ে যাবে,' চাপা গলায় হেসে উঠলো নেবুবি।

ভয় পেয়েছে মনিকা। আফ্রিকার কালো রাত কতো রকম অজানা রহস্য আর অনিশ্চয়তায় ভরা। এখন যদি গা বেয়ে একটা সাপ ওঠে, কি করার আছে তোমার? কিংবা যদি ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ে কোনো সিংহ? অপেক্ষার সময়টা অসহ্য লাগলো তার, যতো রকম ভীতিকর আশঙ্কা আছে সব ভিড় করলো মনে। রানা যাবার পর প্রায় এক ঘন্টা পেরিয়ে গেছে, অথচ এখনো তার ফেরার নাম নেই। নিজেকে একাকী ও অসহায় লাগছে তার।

তারপর হঠাৎ ফিরে এলো রানা, ওকে দেখে এতোটাই স্বস্তিবোধ করলো মনিকা যে মনে মনে ভারি লজ্জা পেলো। তার ইচ্ছে হলো, হাত বাড়িয়ে ছোঁয় রানাকে, ওকে ধরে ঝুলে পড়ে। পাপার কানে ফিসফিস করছে রানা, শোনার জন্যে কাছে সরে এলো সে। তার বাহু রানার বাহুতে ঠেকলো, যদিও রানা তা লক্ষ্য করেছে বলে মনে হলো না, কাজেই হাতটা সরালো না সে। ছোঁয়াটা তার মনে আশ্চর্য একটা অনুভূতির সৃষ্টি করলো, যেন এখন আর কেউ তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, সম্ভাব্য সব রকম বিপদ থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ সে।

প্রথমে দলটার আকার সম্পর্কে বললো রানা, তারপর রিভেরার মতামত জানতে চাইলো। 'ব্যাপারটা আপনার ওপর নির্ভর করে। ওদেরকে পাশ কাটিয়ে এগোবেন, নাকি ফিরে যাবেন?'

'অসুরকে আমার চাই-ই।'

'ফিরে যাবার এটাই কিন্তু শেষ সুযোগ,' সাবধান করে দিলো রানা।

'আপনি সময় নষ্ট করছেন,' বললেন রিভেরা।

পাপার সিদ্ধান্ত দ্বন্দ্বে ফেলে দিলো মনিকাকে। এখন ফিরে যেতে হলে মনটা খারাপ হয়ে যাবে, সন্দেহ নেই। অথচ আফ্রিকার আসল মজার প্রথম স্বাদ তার কাছে তেমন উপভোগ্য লাগেনি। আবার যাত্রা শুরু হলো রানার। সরাসরি পিছনে থাকলো সে, উপলব্ধি করলো জীবনে এই প্রথম সভ্যতার নিরাপদ আশ্রয় ও সুযোগ-সুবিধে থেকে অনেক দূরে রয়েছে। এখানে তাকে রক্ষা করার জন্যে পুলিস নেই, নেই আইনের সহায়তা বা সুবিচারের আশ্বাস। সাপের সামনে ব্যাঙ যেমন অসহায়, রহস্যময় ও বিপদসংকুল আফ্রিকার জঙ্গলে সে-ও তেমনি অসহায়। হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিলো মনিকা, রানার যতোটা সম্ভব কাছাকাছি থাকতে চায়। মনে হলো, এতোদিন তার বেঁচে থাকার মধ্যে যেন পরিপূর্ণতা ছিলো না, এতোটা সচেতন আগে কখনো হতে পারেনি সে। জীবনে এই প্রথম সে তার অস্তিত্বের শেষ ধাপে পৌঁচেছে, এটাকেই বোধহয় লেভেল অভ সারভাইভাল বলে। অনুভূতিটা আনন্দঘন, যেন একটা নেশায় পেয়েছে তাকে।

দিকভ্রান্ত হয়ে পড়লো মনিকা। কখনো আঁকাবাঁকা পথ ধরে এগোলো দলটা, কখনো পিছু হটলো, আবার কখনো ঘন ঘন বাঁক ঘুরলো। প্রায়ই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ছে ওরা, পাশ থেকে পাখির ডাক না শুনলে নড়ছে না এক চুল। মনিকা লক্ষ্য করলো, আকাশের দিকে মুখ তুলে তারাগুলোকে দেখে দিক নির্ণয় করছে রানা।

তারপর এক সময় খেয়াল হলো তার, অনেকক্ষণ হলো তারা থামেনি বা দিক বদল করেনি, সোজা হাঁটছে। বোঝা গেল, আপাতত বিপদের কোনো ভয় নেই। উত্তেজনা কমে আসার সাথে সাথে পা দুটো অসম্ভব ভারি লাগলো তার, পিঠে ব্যথা অনুভব করলো। হাতঘড়ির আলোকিত ডায়ালে চোখ রেখে হিসাব করলো, গোপন ক্যাম্পটাকে পাশ কাটাবার পর পাঁচ ঘন্টা ধরে হেঁটেছে তারা।

খোলা একটা ঘাসবন পেরুলো ওরা। কনকনে ঠাণ্ডা বাতাসে কাঁপ ধরে গেল। বুটের ফাঁক গলে শিশির ঢুকলো ভেতরে, ভিজে গেল মোজা। 'থামবো কখন?' রানার পিঠের ওপর চোখ রেখে ভাবলো মনিকা। কিন্তু রানার মধ্যে থামার কোনো লক্ষণ নেই। এক সময় মনিকার মনে হলো, তাকে কষ্ট দেয়ার জন্যেই থামছে না

রানা। থামবে, সে যদি করুণ সুরে আবেদন জানায়।

'ঠিক আছে, দেখাবো মজা!' ব্যাগ খুলে জ্যাকেটটা বের করলো মনিকা, হাঁটার গতি একটুও কমলো না। তারপর হঠাৎ অবাক হয়ে গেল সে। ঘাড়ে ঝুলে থাকা রানার চুলগুলো পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে কিভাবে?

চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে কষ্ট হলো মনিকার, যেন আর কোনোদিন ভোর হবে বলে আশা করেনি সে। এই সময়, অবশেষে, থামলো রানা। নিজেকে তার পাশে টেনে আনলো মনিকা, ক্লান্তিতে পায়ের পেশীগুলো কাঁপছে। 'দুঃখিত, রিভেরা,' বললো রানা। 'একটু বেশি কষ্ট দিলাম। আলো ফোটার আগে লোকগুলোর কাছ থেকে যথেষ্ট দূরে সরে আসার দরকার ছিলো। কেমন বোধ করছেন আপনি?'

'নো প্রবলেম,' বিড়বিড় করলেন রিভেরা, তবে ভোরের প্রথম আলোয় তাঁকে ক্লান্ত, ম্লান ও বিধ্বস্ত দেখালো। পাপার দিকে তাকিয়ে আতঙ্ক বোধ করলো মনিকা, তাকেও কি ওরকম দেখাচ্ছে?

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বসে পড়লেন রিভেরা। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মনিকার দিকে ফিরলো রানা, ঠোঁটে মৃদু হাসি।

'কেমন বোধ করছি জিজ্ঞেস করো না আমাকে,' ভাবলো মনিকা। 'স্বীকার করার বদলে নর্দমার পানি খেতেও রাজি আছি।'

মাথাটা একটু পিছিয়ে নিলো রানা, ভঙ্গিটা প্রশংসাসূচক নাকি সহানুভূতিসূচক ঠিক বুঝতে পারলো না মনিকা। 'প্রথম আর তৃতীয় দিনটাই কষ্টকর,' বললো রানা।

'আমার কোনো অসুবিধে নেই,' আড়ষ্ট কাঁধ দুটো সামান্য ঝাঁকালো মনিকা। 'চমৎকার আছি। আরো অনেকক্ষণ হাঁটতে পারবো।'

'পারবে বৈকি,' ঠোঁট টিপে হাসলো রানা। 'তুমি বরং তোমার পাপার একটু যত্ন নাও।' ঝটপট আগুন জ্বাললো নেবুবি, ওদেরকে চা দিয়ে গেল আমানজি কাপে চুমুক দিয়ে রানা সাবধান করলো, 'কয়েক মিনিটের মধ্যে রওনা হবো আমরা।' মনিকার চোখে হতাশা লক্ষ্য করলো ও। তারপর ব্যাখ্যা দিলো, 'আমরা কখনো আগুনের ধারে ঘুমোই না। ধোঁয়া অনেক দূর থেকে দেখা যায়।'

আরো পাঁচ মাইল হাঁটলো ওরা, তারপর বিশ্রামের জন্যে থামলো। জায়গাটা উঁচু, অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। মনিকার জন্যে শুকনো ঘাস কেটে আনলো রানা, ব্যাগটাকে বালিশ হিসেবে ব্যবহার করার পরামর্শ দিলো। শোবার সাথে সাথে ঘুমিয়ে পড়লো সে।

রানার ডাকেই ঘুম ভাঙলো মনিকার। প্রচণ্ড রাগ হলো তার, এই তো মাত্র ক'মিনিট আগে ঘুমিয়েছে! 'চারটে বাজে,' বললো রানা, অবিশ্বাস হওয়ায় নিজের হাতঘড়ি দেখলো সে। আরে তাই তো, এরইমধ্যে পাঁচ ঘন্টা পেরিয়ে গেছে! ওর হাতে আরো এক কাপ চা ও ভুট্টার তৈরি কেক ধরিয়ে দিলো রানা। 'পাঁচ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে নাও।'

তাড়াহুড়ো করে স্লিপিং ব্যাগ গুটিয়ে ছোট্ট আয়নাটা বের করলো মনিকা। আয়নাটা ফেলে দিয়েছিল রানা, ওর চোখকে ফাঁকি দিয়ে কুড়িয়ে রেখেছিল সে।

নিজের চেহারা দেখে আঁতকে উঠলো মনিকা। ক্যামোফ্লেজ ক্রীম শুকিয়ে গেছে, ঘামের রেখাগুলো ক্রীমের গায়ে ফুটে আছে স্পষ্টভাবে। চুল আঁচড়ে মাথায় একটা স্কার্ফ জড়ালো সে।

দিনের বাকি সময় কোনো বিরতি ছাড়া হাঁটলো ওরা। মনিকা ভাবলো, রাতে বোধহয় ঘুমানোর সুযোগ হবে। কিন্তু রানার নির্দেশে সারাটা রাতই হাঁটতে হলো ওদেরকে, দু'ঘন্টা পরপর একবার করে বিশ্রাম, তা-ও অল্প কিছুক্ষণের জন্যে। সকালে চা খেলো ওরা। এমনিতে কফির ভক্ত মনিকা, কিন্তু লক্ষ্য করছে চা খেলে ক্লান্তি দূর হয়ে যায় দ্রুত।

চা খেতে থামলেও, এখানে বিশ্রাম নেয়ার কোনো ইচ্ছে রানার মধ্যে দেখা গেল না। মনিকার ইচ্ছে হলো শুয়ে পড়ে, আর এক পা হাঁটারও শক্তি নেই তার। এই সময় রানাকে বলতে শুনলো, 'প্লেন থেকে অসুরকে যেখানে আমরা দেখেছিলাম, ওখানে পৌঁছুতে হলে আরো কয়েক ঘন্টা হাঁটতে হবে। আমি চাইছি, ওখানে না পৌঁছে ঘুমোবার জন্যে থামবো না। তবে, আমাদের কারো কারো চেহারা দেখে মনে হচ্ছে···।' কথাটা শেষ করলো না রানা, একবার শুধু মনিকার দিকে তাকালো।

'নাস্তার পর আরেকটু হাঁটতে পারলে খুশি হই,' মুখে হাসি টেনে বললো মনিকা, মনে মনে গাল দিলো রানাকে, বাস্টার্ড! তুমি ভেবেছো হার মানবো আমি?

মনিকার দিকে আরেকবার তাকিয়ে আগুনের ধারে ফিরে গেল রানা। মগে চুমুক দিয়ে মেয়ের দিকে একবার তাকালেন রিভেরা, বললেন, 'ওর খপ্পরে পড়ো না, মাই ট্রেজার। অন্য কোনো মেয়ে তো ছার, এমনকি তুমিও ওকে সামলাতে পারবে না।'

পাপার দিকে তাকিয়ে থাকলো মনিকা, রাগে দিশেহারা বোধ করছে, হতভম্ব। 'ওর খপ্পরে পড়বো? তোমার কি মাথা খারাপ হলো, পাপা? ওকে আমি দু'চোখে দেখতে পারি না!'

'ঠিক সেটাই আমি বোঝাতে চাইছি,' মৃদু শব্দে হাসলেন রিভেরা।

লাফ দিয়ে সিধে হলো মনিকা, অকারণ ব্যস্ততার সাথে ব্যাগটা পিঠে ঝোলালো, তারপর তীক্ষ্ণ ও চাপা গলায় বললো, 'শুধু ওকে নয়, ওর মতো আরো পাঁচজনকে সামলাতে পারি আমি–চোখ বন্ধ করে, একটা হাত পিঠের সাথে বাঁধা থাকলেও। কিন্তু আমার রুচি আরো অনেক উন্নত।'

'তোমার জন্যে সেটা শুভ লক্ষণ,' এতো নিচু গলায় বললেন রিভেরা, ঠিক কি বলেছেন বুঝতে পারলো না মনিকা।

সেদিন দুপুরের খানিক পর পথ দেখিয়ে ওদেরকে একটা ঘাসবনে নিয়ে এলো পেনডুলা, জলমগ্ন বিলের চারধারে মাথা উঁচু করে আছে। এই বিলটাই আকাশ থেকে দেখেছিল ওরা। অসুরের রেখে যাওয়া পায়ের ছাপ দেখে দাঁড়িয়ে পড়লো গোটা দল। 'দেখেছেন?' পেনডুলা বললো। 'প্লেনের আওয়াজ শুনে এখানে দাঁড়িয়ে পড়েছিল অসুর।' আরো কয়েকটা ছাপ দেখালো সে। 'এখানে আর এখানে পা ফেলে ঘুরেছে সে, ওপর দিকে তাকাবার জন্যে।' অসুরের অনুকরণে জায়গা বদল করলো সে, ঘাড় বাঁকা করে আকাশের দিকে তাকালো,

পিঠটা কুঁজো হয়ে আছে, মাথার দু'পাশে হাত তুলে বোঝাতে চাইছে ওগুলো হাতির কান। ক্লান্ত হলেও, তার ভঙ্গি দেখে হেসে উঠলো সবাই। সব ভুলে হাততালি দিলো মনিকা।

'তারপর কি করলো অসুর?' জানতে চাইলো রানা।

সামনে এগিয়ে যাওয়া ছাপগুলোর দিকে হাত লম্বা করলো পেনডুলা। 'ছুটলো হাতি। ছুটলো অসুর। গায়ের জোরে। পায়ের জোরে,' পদ্যের সুরে বলে গেল সে। 'অনেক দূরে, বহু দূরে।'

'আমার হিসেবে বলে,' রিভেরার দিকে তাকালো রানা। 'আটচল্লিশ ঘন্টা পিছিয়ে আছি আমরা। এখন আমরা ঘুমোবো, তারমানে আবার যাত্রা শুরুর সময় পিছিয়ে থাকবো পঞ্চান্ন ঘন্টা।'

আট

'জলায় না পৌঁছে থামবে না ও,' ছাপগুলোর আশপাশে হাঁটাহাঁটি করছে রানা। 'বিপদ টের পেয়ে গেছে অসুর। শিকার করতে হলে আমাদেরকেও ওই জলায় নামতে হবে।'

'কতো দূরে?' জানতে চাইলেন রিভেরা।

দাঁড়ালো রানা, ভালো করে তাকালো বৃদ্ধ ভদ্রলোকের দিকে। 'আশি কিংবা নব্বুই মাইল, রিভেরা।' তাঁকে সুস্থ বলে মনে হচ্ছে না। গত চারদিনে বয়স যেন দশ বছর বেড়ে গেছে। গায়ের শার্ট প্রায় সবটাই ভিজে গেছে ঘামে। 'এসো সবাই, এখানেই আমরা খাওয়াদাওয়া সেরে ঘুমাবো। আবার রওনা হবো চারটের সময়।'

বিলের কিনারায়, শক্ত মাটিতে জড়ো হলো দলটা। প্রচণ্ড গরম আর ক্লান্তিতে সবারই খিদে মরে গেছে। ওদের যতোটা না খাবার দরকার তারচেয়ে বেশি দরকার ঘুম। ছায়ায় গা এলিয়ে দিতেই মড়ার মতো ঘুমিয়ে পড়লো ওরা।

রানার ঘুম ভাঙলো অদ্ভুত একটা অনুভূতি নিয়ে, কি যেন একটা নেই। ঝট্ করে বসলো ও, এরইমধ্যে একটা হাত পৌঁছে গেছে রাইফেলে, চোখ বুলিয়ে তাকালো চারদিকে। 'মনিকা!' লাফ দিয়ে দাঁড়ালো ও। কোথাও নেই মেয়েটা। যেখানে শুয়েছিল, দশ গজ দূরে, খোলা অবস্থায় পড়ে আছে শুধু ব্যাগটা। রানার ইচ্ছে হলো চিৎকার করে ডাকে। নিজের তৈরি নিয়মের কথা মনে পড়ে গেল। নিরাপত্তার খাতিরে চিৎকার করা চলবে না। খানিকটা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালো রানা, শিস দিলো। ঝোপ-ঝাড় টপকে সাথে সাথে সামনে চলে এলো আমানজি। 'মেমসাব,' সিনডেবেল ভাষায় বললো রানা, 'মেমসাব কোথায় জানো?'

'ওদিকে,' বিলের দিকে হাত তুললো আমানজি।

'তুমি তাকে যেতে দিলে?' কঠিন সুরে বললো রানা।

'আমি ভাবলাম ঝোপের আড়ালে যাচ্ছে...,' অজুহাত খাড়া করলো

আমানজি, '...বিশেষ কোনো কাজে।'

ছুটলো রানা। জলহস্তীদের পথ ধরে খানিকদূর এগোবার পরই পানির ছলছল আওয়াজ শুনতে পেলো। সামনে ঘন ঘাসবন, ছোট্ট একটা ডোবার চারধারে মাথাচাড়া দিয়ে আছে। 'মেয়েটা আমাকে পাগল বানিয়ে ছাড়বে!' ঘাসবন থেকে বেরিয়ে ডোবার ধারে এসে দাঁড়ালো।

ডোবাটা একশো গজের মতো চওড়া, অত্যন্ত গভীর, স্থির পানির রঙ গাঢ় সবুজ। দেখতে যতোই কুৎসিত বা কৌতুককর হোক, আফ্রিকার জঙ্গলে জলহস্তীই সবচেয়ে বিপজ্জনক প্রাণী। সমস্ত হিংস্র পশুরা যতো লোককে মারে, তারচেয়ে বেশি লোক মারা পড়ে জলহস্তীদের আক্রমণে। শিকার পাবার জন্যে এই ডোবাটা শুধু জলহস্তীদের জন্যে আদর্শ জায়গা নয়, কুমীরদের জন্যেও তাই।

আর এই ডোবারই কোমর সমান পানিতে একা দাঁড়িয়ে রয়েছে মনিকা।

তার ভিজে কাপড়চোপড়, শার্ট-প্যান্টি-মোজা, সদ্য ধুয়ে পরিষ্কার করা, ডোবার কিনারায় ঘাসের ওপর শুকোতে দেয়া হয়েছে। রানার দিকে পিছন ফিরে রয়েছে মনিকা, সামনের দিকে ঝুঁকে মাথায় সাবান দিচ্ছে সে, কালো চুল প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে সাদা ফেনায়।

মনিকার পিঠের ফর্সা চামড়া খানিকটা রোদে পোড়া; কোনো খুঁত নেই কোথাও, শুধু শোল্ডার ব্লেডের ওপর বিকিনি স্ট্র্যাপ-এর একটা দাগ রয়েছে। তার পিঠের পাশ দুটো মেদহীন, তবে কোমরটা সুগঠিত, সুন্দর একজোড়া অ্যাথলেটিক পেশীর মাঝখানে শিরদাঁড়ার গিঁটগুলো অস্পষ্ট ফুটে আছে।

'এমন বোকা তো দেখিনি!' প্রায় খেঁকিয়ে উঠলো রানা। 'এখানে কি করছো তুমি?'

রানার দিকে ফেরার জন্যে ঘুরলো মনিকা, হাত দুটো এখনো চুলের ভেতর, গড়িয়ে নেমে আসা ফেনা থেকে বাঁচাবার জন্যে কুঁচকে রেখেছে চোখ দুটো। 'ও, আচ্ছা, এভাবেই তাহলে সুযোগ নেয়া হয়?' মনিকার গলায় তীব্র ঝাঁঝ, কিন্তু বুক ঢাকার কোনো চেষ্টা করলো না। 'আমার আগেই সন্দেহ হয়েছিল—তুমি একটা পীপিং টম, বিকৃত রুচির লোক। সবাইকে বোকা বানাবার জন্যে ভালো মানুষ সেজে থাকো, তাই না?'

'এখুনি উঠে এসো! নাকি কুমীরের খোরাক হতে চাও?' মনিকার কথাগুলো গায়ে লাগলো রানার, তবে যতোই গা-জ্বালা করুক, তার স্তন জোড়া ওকে যেন সম্মোহিত করে তুললো। মনে মনে স্বীকার করলো ও যা ভেবেছিল তার চেয়ে অনেক বেশি সুগঠিত ও সুন্দর ওগুলো।

'হাঁ করে তাকিয়ে আছো, লজ্জা করে না?' রানার উদ্দেশ্যে পাল্টা চিৎকার করলো মনিকা। 'চোখ সরাও! ভাগো এখান থেকে!' পানির নিচে ডুব দিলো সে, এক মুহূর্ত পর আবার মাথা তুলে সিধে হলো, শরীর বেয়ে গড়িয়ে নামছে মাথার ফেনা। কাঁধের ওপর জড়ো হয়ে রয়েছে সদ্য ধোয়া চুল, চকচক করছে ঠিক যেন কালো সিল্ক।

'কি বেহায়া লোকরে!' চোখ থেকে ফেনা সরিয়ে আবার বললো সে। 'এখনো দাঁড়িয়ে আছো তুমি?'

'তুমি উঠবে কিনা বলো? এখানে দাঁড়িয়ে তোমার সাথে আমি তর্ক করতে পারবো না।'

'আমার সময় হলে উঠবো, তার আগে নয়। কানে কম শোনো নাকি? তোমাকে না আমি চলে যেতে বলেছি?'

ডাইভ দিয়ে সোজা পানিতে পড়লো রানা, মনিকা ওকে এড়িয়ে যাবার আগেই তার একটা হাত ধরে ফেললো। হাতটা পিচ্ছিল হয়ে আছে ফেনায়, তবু তাকে টানতে টানতে কিনারায় নিয়ে এলো ও। মুক্ত হাতটা দিয়ে ঝাপটা মারছে মনিকা, পা ছুঁড়ছে, ফুঁসছে রাগে। 'ইউ বাস্টার্ড, আই হেট ইউ! ছাড়ো আমাকে, ছাড়ো বলছি!'

এক হাতে তাকে অনায়াসে সামলাতে পারলো না। অপর হাতে এখনো ডাবল ব্যারেল রাইফেলটা ধরে আছে ও। ডোবার কিনারায় উঠে মনিকাকে ছেড়ে দিলো, ঘাসের ওপর থেকে ভিজে শার্টটা নিয়ে ছুঁড়ে দিলো তার দিকে। 'পরে নাও!'

'তুমি একটা…একটা…তোমার কোনো অধিকার নেই! এই আচরণ আমি মানবো না! তুমি একটা পিশাচ…আমার হাত মচকে দিয়েছো।' শরীরটা একটু কাত করে বাঁ হাতটা রানার দিকে ফেরালো মনিকা, চামড়ায় সদ্য ফুটে ওঠা আঙুলের লালচে দাগগুলো দেখালো। শার্টটা শরীরের পাশে লম্বা করা হাত থেকে ঝুলছে। প্রচণ্ড রাগে ও অপমানে থরথর করে কাঁপছে সে।

অদ্ভুত ব্যাপার, রানার চোখ আটকে গেল তার নাভির ওপর। মেদহীন মসৃণ পেট থেকে ওটা যেন অভিযোগ ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দিকে, যেন সজীব একটা চোখ। শুধু নাভি নয়, মনিকার গোটা শরীরই নগ্ন; কিন্তু শুধু নাভির ওপরই স্থির হয়ে থাকলো রানার দৃষ্টি, নিচে নামলো না। মাত্র দুই কি তিন সেকেণ্ড, তারপরই চোখ সরিয়ে নিলো ও। ওর প্রতিপক্ষ, মনিকা, এতোই রেগেছে যে নিজের বিবস্ত্র অবস্থা সম্পর্কে সচেতন বলে মনে হলো না। রানার ভয় হলো, ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছে মেয়েটা। দ্রুত এক পা পিছু হটলো ও। আর ওই পিছু হটার সময়ই মনিকার কাঁধের ওপর দিয়ে সামনে তাকিয়ে জিনিসটা দেখতে পেলো। বর্শার মাথার মতো আকৃতি, ডোবার সবুজ পানিতে খুদে একটা ঢেউ। নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। ইংরেজি হরফ ভি আকৃতির ঢেউটার মাথায় একজোড়া কালো চোখ দেখতে পেলো রানা, আশ্চর্য দ্রুত বেগে এগিয়ে আসছে।

খপ করে আবার মনিকাকে ধরলো রানা, ধরলো আহত হাতটাই, হ্যাঁচকা টানে পানির কিনারা থেকে সরিয়ে আনলো নিজের পিছনে, তারপর ছেড়ে দিলো। তাল সামলাতে না পেরে কাদার ওপর পড়ে গেল মনিকা, ব্যথায় গুঙিয়ে উঠলো। কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই রানার। ·৫৭৭ এক্সপ্রেস রাইফেলটা তুললো ও, ছুটে আসা কুমীরের দুই চোখের মাঝখানে লক্ষ্যস্থির করলো।

ঘাসবনের গভীর নিস্তব্ধতার ভেতর রাইফেলের বিকট শব্দ অবশ করে দিলো শরীর। ঝাঁক ঝাঁক পাখি তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দিয়ে ডানা মেললো আকাশে। গুলিটা কুমীরের চোখ জোড়ার ঠিক মাঝখানেই লেগেছে।

নিজের সাথে ধস্তাধস্তি করে দাঁড়ালো মনিকা, রানার কাঁধের ওপর দিয়ে তাকিয়ে দেখলো, ডোবার পানিতে উল্টে যাচ্ছে একটা কুমীর। সেটার মাখন-হলুদ পেট ঝকঝক করছে, দেখা গেল মুহূর্তের জন্যে। আবার সিধে হলো কুমীর, তারপর ধীরে ধীরে ডুবে গেল। সমস্ত রাগ আর আক্রোশ কর্পূরের মতো উবে গেছে মন থেকে, এখনো একদৃষ্টে ডোবার দিকে তাকিয়ে আছে মনিকা। শরীরটা নিজের নিয়ন্ত্রণে নেই, ভিজে চুল কাঁপছে। 'ওহ্, গড!' রানার দিকে ঢলে পড়লো সে, অসহায় ও অসুস্থ। 'আমি বুঝিনি।' পানিতে ভেজা শরীরটা ঠাণ্ডা লাগলো রানার, সেই সাথে দীর্ঘ ও কোমল। রানাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো মনিকা।

'কি হলো?' ঘাসবনের ভেতর থেকে চিৎকার করলেন রিভেরা। 'রানা, আর ইউ অল রাইট? কি ঘটেছে? মনিকা কোথায়?'

পাপার গলা পেয়ে লাফ দিয়ে রানার কাছ থেকে দূরে সরে গেল মনিকা, চেহারায় অপরাধী ভাব, এই প্রথম দু'হাত দিয়ে নিজের নগ্নতা ঢাকার ব্যর্থ চেষ্টা করলো।

'সব ঠিক আছে, রিভেরা,' পাল্টা চিৎকার করলো রানা। 'বিপদ কেটে গেছে মনিকার।'

ছোঁ দিয়ে প্যান্টিটা তুলে নিয়ে ব্যস্ত হাতে পরতে শুরু করলো মনিকা, কাদার ওপর এক পায়ে লাফালো কিছুক্ষণ। কাদা থেকে শার্টটাও তুললো, পরার সময় পিছন ফিরলো রানার দিকে। আবার যখন ওর দিকে ঘুরলো সে, রাগটা নতুন করে ফিরে এসেছে চেহারায়। 'হঠাৎ ভয় পেয়েছিলাম,' রানাকে জানালো সে। 'আসলে ঠিক ওভাবে জড়িয়ে ধরতে চাইনি। ব্যাপারটাকে খুব বড় করে দেখো না, বা অন্য কোনো অর্থে নিয়ো না।'

'ঠিক আছে, ময়না, পরের বার হামলা হলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখবো আমি। হামলাটা কুমীর করুক বা সিংহ, কি এসে যায়।'

'তোমার কোনো অভিযোগ থাকার কথা নয়,' জলহস্তীদের পথ ধরে হাঁটা ধরলো মনিকা, কাঁধের ওপর দিয়ে রানার দিকে তাকালো। 'দু'চোখ ভরে দেখে নিয়েছো-আমি লক্ষ্য করেছি, রীতিমতো গিলছিলে, মেজর।'

'ঠিক বলেছো। দেখিয়েছো তুমি ভালোই, অস্বীকার করবো না। মন্দ নয়, একটু হয়তো রোগা, তবে মন্দ নয়।' নিঃশব্দ হাসিটা চওড়া হলো রানার, মনিকার ঘাড়ের পিছনটা রাগে লালচে হয়ে উঠতে দেখলো ও।

পথ ধরে ছুটে এলেন রিভেরা, উদ্বেগে কালো হয়ে গেছে চেহারা। মেয়েকে ধরলেন তিনি, তার কিছু হয়নি দেখে আনন্দে আলিঙ্গন করলেন। 'কি হয়েছে, মাই ট্রেজার? তুমি ভালো আছো তো?'

'আপনার আদরের মেয়ে কুমীরের খোরাক হতে চেয়েছিল,' বললো রানা। 'ঠিক ত্রিশ সেকেণ্ড পর রওনা হচ্ছি আমরা। গুলির শব্দটা দশ মাইলের মধ্যে সবাই শুনতে পেয়েছে।'

'অন্তত মুখের কালো দাগগুলো তো ধোয়া গেছে,' তল্পিতল্পা গুটিয়ে রওনা হলো দলটা, দলের সাথে হাঁটতে হাঁটতে ভাবছে মনিকা। ভিজে কাপড়গুলো ঠাণ্ডা লাগছে গায়ে, গোসলটা অসম্পূর্ণ হলেও তাজা লাগছে শরীরটা, ঝরঝরে একটা

ভাব ফিরে এসেছে। 'কিছুই ক্ষতি হয়নি। শুধু আমাকে দেখে ফেলাটা ছাড়া।' এমনকি সেটাও এখন আর তেমন গুরুত্ব পেলো না। তার নগ্ন শরীরে ওর দৃষ্টি পড়লেও, দৃষ্টিতে নোংরা কিছু ছিলো না। বরং ওর নাকের সামনে মুলো ঝোলাতে পারায় তৃপ্তি ও সন্তোষ বোধ করছে সে। 'দগ্ধে মরো, প্রেমিক প্রবর!' চোখ তুলে রানার পিঠের দিকে তাকালো মনিকা, তার সামনে হাঁটছে। 'ওই দেখা পর্যন্তই। অমূল্য সম্পদ, তোমার জন্যে নয়। তবে এরচেয়ে ভালো কিছু জীবনে কখনো দেখবে না তুমি।'

রোদ তো নয়, যেন আগুন ঝরছে আকাশ থেকে। আধ ঘন্টার মধ্যেই ঘেমে নেয়ে উঠলো মনিকা। জাম্বেজি উপত্যকার কিনারায় পৌঁছুবার পর গরম যেন আরো বেড়ে গেল। হাঁপাতে হাঁপাতে নিচে নামছে ওরা। চারপাশের জঙ্গল থেকে খুদে কালো মোপানি মাছি ছুটে এলো ঝাঁকে ঝাঁকে, মুখ আর চোখের কোণে বসছে, ঢুকে পড়ছে নাক আর কানের ফুটোয়। মাছি তাড়ানো বিরতিহীন একটা চাকরি হয়ে দাঁড়ালো।

এক মাইল দুই মাইল করে এগোচ্ছে ওরা, সেই সাথে নিচের উপত্যকা খুলে যাচ্ছে ওদের সামনে। তারপর এক সময় দিগন্তের কাছে জলজ গাছপালার একটা গাঢ় রেখা দেখা গেল। বিশাল জাম্বেজি নদীর গতিপথ চিহ্নিত করছে ওই রেখা। ওদের সামনে সারাক্ষণ নাচের ভঙ্গিতে হাঁটছে পেনডুলা, এমন একটা ট্রেইল অনুসরণ করছে সে যা শুধু একা তার চোখেই ধরা পড়বে। ক্লান্তি বা উত্তাপ তাকে কাবু করতে পারেনি। নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে বিশ্রাম নেয়ার সময়ও এদিক সেদিক ঘুরঘুর করে সে, তাই কাছে ডেকে তাকে নিজের পাশে বসাতে হয় রানার।

'কোনো শিকারই চোখে পড়লো না,' বিশ্রামের সময় একবার মন্তব্য করলেন রিভেরা, চোখে বিনকিউলার তুলে সামনেটা দেখছেন। 'মোজাম্বিকে ঢোকার পর একটা খরগোশও দেখিনি।'

কয়েক ঘন্টার মধ্যে এই প্রথম কথা বললেন রিভেরা। তার ব্যাপারে মনে মনে উদ্বিগ্ন হয়ে আছে রানা, কথা বলতে শুনে উৎসাহ বোধ করলো। 'এক সময় এই এলাকা বন্যপ্রাণীদের অভয়ারণ্য ছিলো। বিশেষ করে হাতি, মোষ আর হরিণ ছিলো অগুনতি। কিন্তু ফ্রেলিমোরা সব মেরে সাফ করে ফেলেছে।'

'কিভাবে?'

'হেলিকপ্টার থেকে মেশিনগানের গুলি ছুঁড়ে। তিনমাসে পঞ্চাশ হাজার মোষ মারে ওরা। ওই তিন মাস এদিকের আকাশ ঢাকা পড়ে গিয়েছিল শকুনে। মোষ শেষ করার পর জেব্রাগুলোকে খতম করে।'

'মানুষ এতো নিষ্ঠুর হয় কি করে!' চাপা কণ্ঠে বললো মনিকা।

রিভেরা দাঁড়াবেন, সাহায্য করার জন্যে একটা হাত বাড়ালো রানা। কিন্তু হাতটা সরিয়ে দিলেন বৃদ্ধ, নিজের চেষ্টাতেই উঠে দাঁড়ালেন। তবু আবার রওনা হবার সময় তাঁর পাশে থাকলো রানা, মনিকাকে রাখলো সরাসরি পেনডুলার পিছনে। এটা-সেটা নিয়ে গল্প করছে রানা, রিভেরাকে তাঁর ক্লান্তির কথা ভুলিয়ে রাখতে চায়। বুশ ওঅর-এর সময়কার কাহিনী বেশ আগ্রহের সাথেই শুনলেন

রিভেরা, দু'একটা প্রশ্নও করলেন তিনি।

'কমাণ্ডার কিরিকিটি বাওনা, মনে হচ্ছে, অত্যন্ত দক্ষ একজন ফিল্ড অফিসার ছিলো,' মন্তব্য করলেন তিনি। 'শেষ পর্যন্ত কি হলো তার? বেঈমানীর জন্যে কোনো সাজা হয়নি? ধরা পড়েনি সে?'

'যুদ্ধের শেষ দিকে সবকিছু ওলটপালট হয়ে যায়,' বললো রানা। 'বেঈমানরা ভোল পাল্টে নিজেদেরকে মুক্তিযোদ্ধা বলে চালাতে চেষ্টা করে। যুদ্ধ শেষ হবার আগেই মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে আপস করে নেয় কিরিকিটি বাওনা। তাকে এমনকি কিছুদিন হারারেতেও দেখা গেছে, স্বাধীন সরকারের নতুন মন্ত্রীদের সাথে খুব দহরম-মহরম। তারপর রাজনৈতিক বিরোধ শুরু হলো, আবার গা ঢাকা দিলো সে। আমি আর তার সম্পর্কে কোনো খবর রাখিনি।'

সন্ধ্যার এক ঘন্টা আগে বিশ্রাম নেয়ার জন্যে থামলো রানা। ধোঁয়াহীন আগুন জ্বেলে খাবার তৈরিতে মন দিলো নেবুবি। পেনডুলাকে একপাশে ডেকে নিয়ে নিচু স্বরে কথা বললো রানা। মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানালো পেনডুলা, ওদের ফেলে আসা পথ ধরে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

রানা ফিরে আসার পর মুখ তুলে তাকালেন রিভেরা, চোখে প্রশ্ন। 'কেউ পিছু নিয়েছে কিনা দেখে আসবে পেনডুলা। গুলির শব্দটা হওয়ায় আমি ভয় পাচ্ছি। সীমান্তের কাছে যাদেরকে দেখে এসেছি তারা পিছু নিলো কিনা কে জানে।'

'আপনার কাছে অ্যাসপিরিন আছে, রানা?' জানতে চাইলেন রিভেরা।

ব্যাগ খুলে তিনটে ট্যাবলেট বের করলো রানা। 'মাথাব্যথা?'

গরম চা-র সাথে ট্যাবলেটগুলো গিলে ফেললেন রিভেরা। 'হ্যাঁ। যা ধুলো আর গরম, মাথার আর দোষ কি!' ব্যাখ্যা দেয়ার পরও রানা ও মনিকা একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে দেখে রেগে গেলেন তিনি। 'ওভাবে তাকাবার কি আছে? আমি ভালোই আছি।'

'খুশির খবর,' বললো রানা। 'খেয়ে নিয়ে ঘুমোবার জায়গা খুঁজতে বেরুবো আমরা।' হেঁটে আগুনের কাছে চলে গেল ও, নেবুবির পাশে বসলো।

'পাপা,' বাপের গা ঘেঁষে বসলো মনিকা, একটা হাত ধরলো। 'সত্যি করে বলো তো, কেমন লাগছে তোমার?'

'আমাকে নিয়ে তোকে ভাবতে হবে না!'

'ব্যাপারটা শুরু হয়েছে, তাই না?'

'না,' খুব তাড়াতাড়ি জবাব দিলেন তিনি।

'ডাক্তার নেলসন বলেছেন, মাথায় ব্যথাও হতে পারে।'

'আরে রোদ!'

'পাপা, আমি তোমাকে ভালোবাসি।'

'জানি, সোনা আমার, আমিও ভালোবাসি তোকে।'

'একটা সমুদ্র আর একটা পাহাড়?' জিজ্ঞেস করলো মনিকা।

'আকাশের সমস্ত নক্ষত্র আর একটা মাত্র চাঁদ।' মেয়ের কাঁধটা এক হাতে জড়িয়ে ধরলেন রিভেরা। বাপের গায়ে হেলান দিলো মনিকা।

খাওয়াদাওয়া শেষ হতেই আগুন নিভিয়ে দিলো নেবুবি, দলটাকে নিয়ে দ্রুত

স্থান ত্যাগ করলো রানা। অসুরের পায়ের ছাপ নরম মাটিতে পরিষ্কার চেনা গেল, এই পর্যায়ে পেনডুলাকে ওদের দরকার হলো না। সন্ধ্যার পর রাতের জন্যে থামলো ওরা। 'কাল বিকেলে জলায় পৌঁছুবো আমরা,' স্লীপিং ব্যাগের ভেতর লম্বা হবার পর রিভেরাকে আশ্বাস দিলো রানা।

সবাই ঘুমিয়ে যাবার পরও পাপার জন্যে দুশ্চিন্তায় অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকলো মনিকা। হাত দুটো দু'দিকে মেলে দিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন রিভেরা, নাক ডাকছেন। তারার আলোয় তাঁকে ভালো করে দেখার জন্য কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে মাথাটা একটু তুললো মনিকা, খেয়াল করলো রানার নিঃশ্বাসের নরম শব্দ হঠাৎ বদলে গেল। সে নড়ে ওঠায় রানার ঘুম ভেঙে গেছে, আন্দাজ করলো। লোকটার ঘুম বিড়ালের চেয়েও পাতলা, ভাবলো সে। শিকারী তাকে মাঝে-মধ্যে ভয় পাইয়ে দেয়। পাপার কথা ভাবতে ভাবতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লো সে।

তার ঘুম ভাঙালো রানা। চোখ রগড়াতে রগড়াতে বসলো মনিকা, ঘুম-জড়ানো গলায় বললো, 'এখনো তো অন্ধকার!'

মনিকাকে ছেড়ে রিভেরার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো রানা। 'রিভেরা, উঠুন!'

'কি ব্যাপার? কি হলো?' কাঁচা ঘুম নষ্ট হওয়ায় বিরক্ত হয়েছেন রিভেরা।

'এইমাত্র ক্যাম্পে ফিরে এসেছে পেনডুলা,' শান্তভাবে ওদেরকে বললো রানা। 'আমাদের পেছনে লোক লেগেছে।'

শরীরে ঠাণ্ডা বাতাসের স্পর্শ পেলো মনিকা। 'পিছনে লোক লেগেছে? কারা?'

'জানি না।'

'সীমান্তের সেই লোকগুলো নয়তো?' জিজ্ঞেস করলেন রিভেরা, কথাগুলো এখনো জড়িয়ে যাচ্ছে।

'হতে পারে,' বললো রানা।

'কি করবো আমরা?' জানতে চাইলো মনিকা, গলার স্বরে উদ্বেগ প্রকাশ পাওয়ায় নিজেই অস্বস্তি বোধ করলো।

'ওদের চোখে ধুলো দেবো,' বললো রানা। 'তাড়াতাড়ি করো, এখুনি রওনা হবো আমরা।'

বুট পরেই শুয়েছিল ওরা, তৈরি হতে দু'মিনিটের বেশি লাগলো না। 'পেনডুলা আপনাদের সরিয়ে নিয়ে যাবে,' ব্যাখ্যা করলো রানা। 'আমি আর নেবুবি একটা ফলস ট্রেইল তৈরি করবো, লোকগুলো যাতে ওটা ধরেই এগোয়। তারপর, ভোরের আলো ফুটলেই, আরেক পথ ধরে ফিরে আসবো আপনাদের কাছে।'

রিভেরা কিছু বলার আগে আঁতকে উঠলো মনিকা। 'আমাদের তুমি একা ফেলে যাচ্ছো?'

'একা কোথায়? তোমাদের সাথে পেনডুলা, আমানজি আর ইনসুতসা থাকছে।'

'কিন্তু আমার অসুর?' তীক্ষ্ণকণ্ঠে জানতে চাইলেন রিভেরা। 'আপনি কি শিকার অভিযান বাতিল করে দিচ্ছেন, রানা?'

কয়েকজন লোক আর কয়েকটা এ/কে রাইফেলের ভয়ে?' হেসে উঠলো

রানা। 'চিন্তা করবেন না, রিভেরা। ওদেরকে ঠিকই খসিয়ে দেবো আমরা। তারপর আবার পিছু নেবো অসুরের।'

নয়

পেনডুলার নেতৃত্বে প্রথম দলটা চলে গেল। ওদের পায়ের চিহ্ন মুছে ফেলছে একজন ট্র্যাকার।

ওরা চলে যাবার পর ক্যাম্পের চারদিকে হাঁটাহাঁটি করলো রানা ও নেবুবি, কখনো সামনে বাড়লো বা পিছু হটলো, আবার কখনো বৃত্ত রচনা করলো। পরিষ্কার ছাপ বলে যখন আর কিছু অবশিষ্ট থাকলো না, ক্যাম্প ছেড়ে এক লাইনে রওনা হলো ওরাও। সামনে থাকলো রানা, ছুটছে। সম্ভাব্য সব রকম সাবধানতা অবলম্বন করলো ওরা, ভালো একজন ট্র্যাকারও যেন বুঝতে না পারে যে এটা আসলে ফল্‌স্ ট্রেইল।

ছুটছে রানা, আর ভাবছে। কারা ওরা? সরকারী সৈন্য, পোচার, নাকি স্রেফ ডাকাত? পেনডুলাকে খুব উদ্বিগ্ন দেখেছে ও। উদ্বিগ্ন হবারই কথা, পিছনের ছাপ সযত্নে মুছে ফেলার পরও অনুসরণ করে আসছে লোকগুলো। তারমানে অত্যন্ত অভিজ্ঞ। পেনডুলা ওকে জানিয়েছে, বুশ ফাইটারদের মতো ঝাঁক বেঁধে আসছে লোকগুলো, দু'পাশে পাহারা আছে। রাত নামছে, অথচ রানাকে সাবধান করা দরকার, তাই ভালো করে দেখার ঝুঁকি নেয়নি পেনডুলা, ফিরে এসেছে ক্যাম্পে।

ভোরের প্রথম আলো ফুটলো। সরাসরি দক্ষিণ দিকে ছুটছে ওরা, দু'ভাগ হবার পর বিশ মাইল পেরিয়ে এসেছে। 'এবার গায়েব হওয়া যায়, নেবুবি।' ছোটার গতি কমলো না রানার। অনুসরণরত ট্র্যাকারদের বুঝতে দেয়া চলবে না যে আবার ওরা আলাদা পথ ধরবে।

'সামনে ভালো একটা জায়গা দেখতে পাচ্ছি,' সম্মতি দিয়ে বললো নেবুবি। রানার ফেলে আসা ছাপের ওপর পা ফেলছে সে, একবারও ভুল হচ্ছে না।

'যাও,' বললো রানা। সামনে পাশাপাশি অনেক গাছ, ডালগুলো খুব নিচু। গাছতলায় পৌঁছে মাথার ওপর হাত তুললো নেবুবি, লাফ দিয়ে মাটি ছেড়ে শূন্যে উঠে পড়লো। পিছন ফিরে তাকায়নি রানা, ছোটার গতিও কমায়নি। এক ডাল থেকে আরেক ডালে, এভাবে অনেক দূরে চলে যাবে নেবুবি, তারপর শক্ত মাটি দেখে নামবে কোথাও, পায়ের কোনো চিহ্ন না রেখে পৌঁছে যাবে নির্দিষ্ট একটা জায়গায়।

আরো বিশ মিনিট ছুটলো রানা, বাঁকা একটা পথ ধরে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে যাচ্ছে। ভোরের অস্পষ্ট আলোয় পাথুরে একটা ঢাল চোখে পড়লো। ঢাল টপকে এসে যা আশা করেছিল তাই দেখতে পেলো, উপত্যকার সামনে ছোট্ট একটা নদী।

নদীর কিনারায় দাঁড়িয়ে চারদিকে পানি ছিটিয়ে গোসল করলো রানা। পানি

থেকে উঠলো না, নদীর ওপর ঝুঁকে থাকা গাছের ডাল ধরে ভাটির দিকে কিছুদূর এগোলো। ও যে এভাবে এগিয়েছে তার প্রমাণ রাখার জন্যে কয়েকটা ডালে আঁচড়ের চিহ্ন রাখলো, পাতা ছিঁড়লো কয়েকটা। তারপর ডাল ছেড়ে দিয়ে ফিরতি পথ ধরলো ও, পানি থেকে না উঠেই।

যেখান দিয়ে পানিতে নেমেছে, ঠিক সেই জায়গায় ফিরে এলো রানা। পারে উঠে সতর্কতার সাথে মুছলো পা দুটো, গলায় ঝোলানো নরম জুতো জোড়া নামিয়ে পরে নিলো। আগের ছাপগুলোয় পা রেখে পাথুরে ঢালে ফিরে এলো ও, তারপর নেবুবির মতো একই কায়দায় একটা ডাল ধরে ঝুলে পড়লো, মাটি ছেড়ে উঠে পড়লো শূন্যে।

পঞ্চাশ গজ দূরে, একটা পাথরের ওপর নামলো রানা। উত্তর দিকে রওনা হয়ে গেল ও, অ্যান্টি-ট্র্যাকিং পদ্ধতির সাহায্য নিতে ভুললো না। এমনকি পেনডুলাও ওর ছাপ খুঁজে বের করতে পারবে না, সন্তুষ্টচিত্তে ভাবলো ও।

দু'ঘন্টা পর নেবুবির সাথে দেখা হলো ওর, এখানেই তার অপেক্ষা করার কথা ছিলো। দুপুরের খানিক পর দলের দ্বিতীয় অংশের সাথে মিলিত হলো ওরা, যেখান থেকে দু'ভাগ হয়েছিল তার পাঁচ মাইল উত্তরে।

'আপনাকে দেখে ভালো লাগছে, রানা। আমরা চিন্তা করছিলাম,' করমর্দনের সময় বললেন রিভেরা। এমনকি মনিকাও সামান্য হাসলো, তার পাশে ধপাস করে রানাকে বসতে দেখে।

'এক মগ চা পেলে রাজ্য হারাতেও রাজি আছি।'

ধূমায়িত চা-র মগে চুমুক দিচ্ছে রানা, ওর পাশে বসে খুদে ট্র্যাকার পেনডুলা কিচিরমিচির শব্দ করছে অনবরত। 'আমাদের ফেলে আসা পিছনের ক্যাম্পটা। দেখতে গিয়েছিল পেনডুলা,' রিভেরা আর মনিকার উদ্দেশ্যে ভাষান্তর করলো রানা। 'সাহস করে খুব একটা কাছে যায়নি, তবে আড়াল থেকে লোকগুলোকে ক্যাম্পে পৌঁছুতে দেখেছে সে। এবার মাথা গোণার সুযোগ পেয়েছে—বারোজন। ক্যাম্পের চারধারে তল্লাশি চালায় তারা, তারপর টোপ গেলে অর্থাৎ আমাদের তৈরি ফলস ট্রেইল ধরে রওনা হয়।'

'আমরা তাহলে এখন ঝামেলা মুক্ত?' জিজ্ঞেস করলেন রিভেরা।

'তাই মনে হচ্ছে। জোর কদমে হাঁটতে পারলে জলার কিনারায় পৌঁছে যাবো আজ সন্ধ্যা থেকে কাল ভোরের মধ্যে।'

'অসুরের কথা বলুন, রানা,' তাগাদা দিলেন রিভেরা।

'তার ছাপ দেখে আন্দাজ করা যায় ঠিক কোন্ দিক থেকে জলায় নামবে সে। আমরা কিনারা ধরে এগোবো, যতোক্ষণ না তার ছাপ পাই। তবে, অনেক পিছিয়ে পড়েছি আমরা। তাকে হারিয়ে ফেলতে না চাইলে খুব দ্রুত এগোতে হবে আমাদের। আপনি কি পারবেন, রিভেরা?'

'সম্পূর্ণ সুস্থ আমি,' রিভেরা বললেন। 'পথ দেখান, মি. রানা।'

রওনা হবার আগে অবশিষ্ট বোঝা নতুন করে বিলি-বণ্টন করলো রানা। রিভেরার কাছ থেকে বিশ পাউণ্ড চেয়ে নেয়া হলো, সেটা বহন করবে রানা নিজে। দশ পাউণ্ড নেয়া হলো মনিকার কাছ থেকে, বহন করবে নেবুবি। বোঝা হালকা

হওয়ায় বাপ-বেটি দু'জনেই আগের চেয়ে স্বচ্ছন্দে হাঁটতে পারলো। মনিকাকে নিয়ে রানার অবশ্য কোনো দুশ্চিন্তা নেই, ওকে বিস্মিত করে দিয়ে এখনো চঞ্চল হরিণীর মতো পা ফেলছে সে, চেহারায় তাজা ভাব আগের মতোই অম্লান। এবারও রিভেরার পাশে থাকলো রানা, মজার মজার গল্প বলে পথ চলার কষ্ট ভুলিয়ে দিতে চাইছে।

খোলা উপত্যকায় পৌঁছুলো ওরা। ওদের সামনে, অনেক দূরে, আকাশের গায়ে স্থির হয়ে থাকা অচল বাষ্প দেখে জলাভূমির আভাস পেলো রানা। পায়ের নিচে মাটিতে বালির পারিমাণ বেশি, পায়ের চাপে ডেবে যাচ্ছে।

কিন্তু যতোই মজার গল্প বলুক রানা, এক ঘন্টার মধ্যেই ক্লান্ত হয়ে পড়লেন রিভেরা, পদক্ষেপ এলোমেলো হয়ে গেল। একবার হোঁচট খেলেন তিনি, রানা ধরে না ফেললে আছাড় খেতেন।

'পাঁচ মিনিট বিশ্রাম দরকার, দরকার গরম চা,' রিভেরার হাত ধরে ছায়ায় নিয়ে এলো রানা।

মগ ভর্তি চা নিয়ে এলো নেবুবি, রানার দিকে ফিরে জানতে চাইলেন রিভেরা, 'আরো দুটো ট্যাবলেট হবে, রানা?'

'ইউ অল রাইট, রিভেরা?' ট্যাবলেটগুলো দিয়ে জানতে চাইলো রানা।

'মাথার সেই ব্যথাটা, অন্য কিছু নয়।' কিন্তু রানার চোখের দিকে তাকালেন না রিভেরা।

মনিকার দিকে তাকালো রানা, পাপার পাশেই বসে আছে সে। কিন্তু মনিকাও এড়িয়ে গেল রানার দৃষ্টি।

'তোমরা দু'জন জানো, অথচ আমি জানি না, এমন কিছু আছে নাকি?' রানার গলায় সন্দেহ। 'তোমাদের দু'জনকেই চোরের মতো লাগছে কেন?' উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করে দাঁড়ালো রানা, আগুনের দিকে হেঁটে গিয়ে নেবুবির পাশে বসলো। ভুট্টার ময়দা দিয়ে কেক তৈরি করছে নেবুবি, রাতে খাবে সবাই।

'অ্যাসপিরিন কাজ শুরু করলে ভালো লাগবে তোমার,' পাপাকে নরম সুরে বললো মনিকা।

'কোনো সন্দেহ নেই। ক্যানসার ব্রেনে পৌঁছুলে অ্যাসপিরিনই তো মহৌষধ,' শান্তকণ্ঠে বলার পর মনিকার চেহারায় নীল বেদনা ফুটে উঠতে দেখলেন রিভেরা, তারপর ঝাঁঝের সাথে তিরস্কার করলেন নিজেকে। 'দুঃখিত। এভাবে কেন বললাম জানি না। নিজেকে করুণা করা আমার স্বভাব নয়।'

'তোমার কি খারাপ লাগছে, পাপা?'

'মাথার ব্যথাটা সহ্য করতে পারি, কিন্তু ভাবিয়ে তুলছে দৃষ্টিটা—মাঝে মধ্যে সব কিছু জোড়ায় জোড়ায় দেখতে পাচ্ছি,' স্বীকার করলেন তিনি। 'ধুত্তোর, ক'দিন আগেও তো সম্পূর্ণ ভালো ছিলাম। হঠাৎ করে কী সব ঘটে যাচ্ছে!'

'অতিরিক্ত পরিশ্রম,' বললো মনিকা, পাপার প্রতি মায়ায় গলা বুজে আসছে তার। 'সম্ভবত সেটাই জাগিয়ে তুলেছে ওটাকে। আমাদের ফেরা উচিত, পাপা।'

'না,' দৃঢ় কণ্ঠে বললেন রিভেরা, বলার সুরটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তসূচক। 'এ-প্রসঙ্গে আর কোনো কথা হবে না,' সম্মতি দিয়ে মাথা ঝাঁকালো মনিকা।

'জলাটা আর বেশি দূরে নয়। আমরা হয়তো বিশ্রাম নেয়ার সুযোগ পাবো,' বললো মনিকা।

'বিশ্রাম নেয়ার ইচ্ছে নেই আমার,' বললেন রিভেরা। 'সময় যে আর বেশি নেই, বুঝতে পারছি। যতোটুকু আছে তার এক কণাও নষ্ট করতে চাই না।'

ওদের কাছে ফিরে এলো রানা। 'রিভেরা, আপনি তৈরি? নাকি আরেকটু বিশ্রাম দরকার?'

ঘড়ি দেখলো মনিকা। এরই মধ্যে আধঘন্টা পেরিয়ে গেছে! তবু আপত্তি করতো ও, কিন্তু রিভেরা বললেন, 'কিসের বিশ্রাম! চলুন, চলুন।' মনিকা লক্ষ্য করলো, বিশ্রাম মাত্র আধ ঘন্টা হলেও পাপার চেহারায় রঙ ফিরে এসেছে।

রওনা হবার কয়েক মিনিট পর খুশি খুশি গলায় রিভেরা বললেন, 'নেবুবি যে হ্যামবার্গার তৈরি করলো, গন্ধটা সত্যি দারুণ। খিদেটা চাগিয়ে উঠছে।'

'হ্যামবার্গার মানে ভুট্টার কেক,' হেসে ফেললো রানা। 'আপনাকে হতাশ করার জন্যে দুঃখিত, রিভেরা।'

'আমাকে বোকা বানাতে পারবেন না,' রানার সাথে রিভেরাও হাসলেন। 'গরুর মাংস আর পেঁয়াজের গন্ধ আমি চিনি।'

'পাপা!' কাঁধের ওপর দিয়ে পিছনে তাকালো মনিকা, ভুরু কোঁচকালো। হাসি থামিয়ে মনমরা হয়ে গেলেন রিভেরা।

'দৃষ্টি ও মতিভ্রম দেখা দিতে পারে,' মনিকাকে সাবধান করে দিয়েছেন ডা. নেলসন। 'বিভিন্ন গন্ধ কল্পনা করবেন, চোখের সামনে একটা জিনিস নেই অথচ দেখতে পাবেন।' রোগটা ঠিক কিভাবে বাড়বে সে-সম্পর্কে পরিষ্কার কোনো ধারণা দিতে পারেননি তিনি, তবে বলেছেন যে মাঝে মধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ থাকবেন রিভেরা, তারপর আবার লক্ষণগুলো দেখা দেবে।

সন্ধ্যায় থামলো না ওরা, ফলে চা-ও খাওয়া হলো না, হাঁটতে হাঁটতেই কেক আর পানি খেয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হলো সবাইকে। বেশ খানিকটা সময় নষ্ট হয়েছে, সেটা পুষিয়ে নিতে চাইছে রানা। 'বিরাট একটা হ্যামবার্গার, সাথে গ্লাসভর্তি হুইস্কি আসছে, রিভেরা,' ঠাট্টা করলো ও। ওর দিকে কটমট করে তাকালো মনিকা, তবে মুখভর্তি কেক নিয়ে হেসে উঠলেন রিভেরা।

ওরা কোনো ছাপ অনুসরণ করছে না, কাজেই রাত নামার পরও অনেকক্ষণ ধরে হাঁটলো রানা। দীর্ঘ, কষ্টকর মাইলগুলো পিছনে ফেলে এলো ওরা, দক্ষিণ আকাশের তারাগুলো জ্বলজ্বল করছে ওদের মাথার ওপর। প্রায় মাঝরাতের দিকে থামলো দলটা, গুটানো স্লীপিং-ব্যাগ খুলে ভেতরে ঢুকে পড়লো সবাই, কোনো কথা হলো না।

ভোরের আলো ফোটার সাথে সাথে সবার ঘুম ভাঙালো রানা। চারদিকের দৃশ্য বদলে গেছে। রাতের অন্ধকারে দেখতে পায়নি ওরা, তবে ভোরের আলোয় গোটা এলাকার ওপর বিশাল জাম্বেজি নদীর প্রভাব সহজেই চোখে পড়লো। বর্ষা মরশুমে দু-কূল ছাপিয়ে প্রবাহিত হয় নদীটা, আশপাশের সমস্ত নিচু এলাকা ডুবে যায়। এখন শুকনো বটে, তবে প্রায় গাছপালা শূন্য। মরা কয়েকটা মোপেন ও কাঁটাবহুল অ্যাকেইশা গাছ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে শুধু। হাঁটার সময় শুকনো

কাদা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। এখনো চোখের আড়ালে, তবে বাতাসে জলাভূমির গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। পচা লতাপাতা আর কাদার গন্ধ

খোলা প্রান্তরের শেষ মাথাটা ঝাপসা ও ধোঁয়াটে, দিগন্তের কোনো চিহ্ন নেই, মাটি আর আকাশ পরস্পরের সাথে এমনভাবে মিশে আছে, ওদিকে যেন শুধুই পানি

খোলা প্রান্তরে কোনো আড়াল নেই, মনে মনে শঙ্কিত হলো রানা। ফ্রেলিমোদের পেট্রোল প্লেন রেনামো গেরিলাদের খোঁজে আসতে পারে এদিকে। তাহলে আর রক্ষে নেই। হাঁটার গতি বাড়াতে চাইলো ও, কিন্তু রিভেরার দিকে চোখ পড়তেই বুঝতে পারলো বিশ্রামের জন্য আবার ওদেরকে থামতে হবে।

সামনে থেকে হঠাৎ এমন চিৎকার করলো পেনডুলা, বুকের ভেতর লাফ দিয়ে উঠলো রানার হৃৎপিণ্ড। এই চিৎকারের অর্থ ওর জানা। মনিকাকে পাশ কাটিয়ে ছুটলো ও, পেনডুলার পাশে পৌঁছে সামনের দিকে ঝুঁকলো।

'কি ব্যাপার?' হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠলেন রিভেরা।

তাঁর দিকে ফিরে হাসলো রানা। 'সে-ই, আমাদের অসুর! ছাপটা যেখানে থাকবে বলেছিল পেনডুলা, ঠিক সেখানেই পাওয়া গেল।' ছাপের চারধারে হাঁটাহাঁটি করলো ও, এতোই পরিষ্কার ওগুলো যে সামনের ও পিছনের পায়ের ছাপ আলাদাভাবে চিনতে পারা যাচ্ছে, পিছনের ছাপগুলো আরো বেশি গোল। 'সোজা জলার দিকে যাচ্ছে সে।' কপালে হাত তুলে দূরে তাকালো রানা। পেন্সিল দিয়ে দাগ টানার মতো একটা রেখা দেখা যাচ্ছে দূরে, দিগন্তরেখার কাছে এক সারিতে অনেকগুলো গাছ। ওখানে বাঁকা আঙুলের মতো আরেকটা কি যেন রয়েছে—উঁচু জমি, খোলা প্রান্তরের দিকে বেরিয়ে আছে বেশ খানিকটা।

'কতোটা পিছিয়ে আছি আমরা?' জানতে চাইলেন রিভেরা।

'ভাগ্য ভালো যে অসুরের পায়ের ছাপ সোজা ওই গাছগুলোর দিকে এগিয়েছে,' বললো রানা। 'খানিকটা হলেও আড়াল পাওয়া যাবে,' ছাপ ধরে এগোবার জন্যে পেনডুলাকে নির্দেশ দিলো ও। 'আর খুব বেশি দূরে নয়।'

খোলা প্রান্তরে এবার পিঁপড়ের ঢিবি দেখা যাচ্ছে, একেকটা ছোটোখাটো পাহাড়ের মতো উঁচু। ঢিবিগুলোকে পাশ কাটিয়ে এঁকেবেঁকে এগিয়েছে ছাপ খানিকক্ষণ পর গাছগুলোকে আলাদাভাবে চেনা গেল। তারপর জঙ্গলের ভেতর ঢুকে পড়লো ওরা এখানে একবার থেমেছে অসুর, মল ত্যাগ করেছে, ছোটো কয়েকটা গাছ শিকড় সহ উপড়ে খা[illegible] দাওয়া সেরেছে। 'বুড়োটা বিশ্রাম নিয়েছে এখানে,' বিড়বিড় করলো পেনডুলা। 'বয়স হয়েছে, একটুতেই হাঁপিয়ে যায় দেখছেন না, বারবার পা তুলেছে সে? তারমানে এখানে দাঁড়িয়ে ঘুমিয়েছে সে। তারপর, ঘুম থেকে জেগে, ধুলো মেখেছে গায়ে।'

'কতোক্ষণ ছিলো এখানে সে?' জানতে চাইলো রানা।

জবাব দেয়ার আগে মাথাটা এক দিকে কাত করলো পেনডুলা। 'কাল বিকেল পর্যন্ত বিশ্রাম নিয়েছে এখানে, সূর্যটা তখন ওখানে ছিলো,' বলে পশ্চিম দিগন্তের খানিকটা ওপর দিকে আঙুল তাক করলো সে 'কিন্তু আবার যখন হাঁটা ধরলো, খুব ধীর গতিতে এগোলো জলার কাছে পৌঁছে নিরাপদ বোধ করছে অসুর'

রিভেরাকে উৎসাহ দেয়ার জন্যে পেনডুলার হিসাবের ওপর রঙ চড়ালো রানা। 'অসুর আমাদের নাগালের মধ্যে চলে এসেছে। সে জলার গভীরে চলে যাবার আগেই আমরা তাকে ধরতে পারবো বলে আশা করছি। যদি কোনো কারণে সময় নষ্ট না হয়।'

গাছপালার ভেতর দিয়ে হন হন করে এগোলো পেনডুলা। রিভেরাকে ছেড়ে তার পিছু নিলো রানা, হাঁটার গতি কমাতে বলবে তাকে। এই সময় হঠাৎ পিছন থেকে একটা চিৎকার ভেসে এলো। চরকির মতো আধপাক ঘুরলো রানা।

ফুলে উঠেছে রিভেরার মুখ, টকটকে লাল। জ্বলন্ত চোখজোড়া যেন কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসবে। প্রথম যে চিন্তাটা এলো রানার মাথায়, ভদ্রলোক প্রচণ্ড ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছেন। কিন্তু না, উন্মত্তের মতো সামনের দিকটা হাত তুলে দেখাচ্ছেন তিনি, অসম্ভব উত্তেজনায় লম্বা করা হাতটা কাঁপছে তাঁর। 'ওই যে!' কর্কশ, বেসুরো গলায় বললেন তিনি। 'ফর গডস সেক, আপনি দেখতে পাচ্ছেন না?'

আবার ঘুরলো রানা, রিভেরার হাত অনুসরণ করে তাকালো। 'কি দেখতে পাবো?'

সামনের দিকে তাকিয়ে আছে রানা, কাজেই রিভেরার কাণ্ড ওর চোখে পড়লো না। ছোঁ দিয়ে আমানজির কাঁধ থেকে রিগবিটা তুলে নিলেন তিনি। চেম্বারে কার্টিজ ভরছেন, ধাতব শব্দটা শুনতে পেলো রানা।

'রিভেরা, কি করছেন আপনি?' কয়েক পা এগিয়ে তাকে বাধা দিতে গেল রানা, কিন্তু ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলেন রিভেরা। তৈরি ছিলো না রানা, পড়ে যেতে যেতে কোনো রকমে তাল সামলালো।

সবাইকে ছাড়িয়ে ছুটে গেলেন রিভেরা, দাঁড়ালেন, রাইফেল তুললেন কাঁধে। লক্ষ্যস্থির করছেন।

'রিভেরা, না!' ছুটলো রানা, কিন্তু রিভেরার নাগাল পাবার আগেই গর্জে উঠলো রিগবি। ওপর দিকে লাফ দিলো ব্যারেল, একপা পিছিয়ে এলেন রিভেরা। 'আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে?' রানা পৌঁছুবার আগে দ্বিতীয় গুলিটাও হয়ে গেল। বিশাল একটা বেইওব্যাব গাছের কাণ্ড থেকে ভিজে সাদা ছাল গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে। প্রান্তরের ওপর দিয়ে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এলো গুলির আওয়াজ।

'রিভেরা!' ছুটে গিয়ে রাইফেলটা আঁকড়ে ধরলো রানা, গায়ের জোরে মাজলটা আকাশের দিকে তুললো, কিন্তু তৃতীয় বারও ট্রিগার টেনে দিয়েছেন তিনি।

ধস্তাধস্তি করে রাইফেলটা কেড়ে নিলো রানা। 'আশ্চর্য! সত্যি আপনি পাগল হয়ে গেছেন? একি কাণ্ড করলেন!'

গুলির শব্দে সবারই কানে তালা লেগে গেছে, রানার চিৎকার অস্পষ্ট শোনালো।

'অসুর,' মুখ নাড়লেন রিভেরা। 'আপনি দেখতে পাচ্ছেন না? আপনি আমাকে বাধা দিলেন কেন?' তাঁর মুখ এখনো টকটকে লাল, ম্যালেরিয়ার রোগীর মতো

থরথর করে কাঁপছেন। রাইফেলটা নেয়ার জন্যে আবার তিনি হাত বাড়ালেন, পিছিয়ে তাঁর নাগালের বাইরে সরে এলো রানা।

'নিজেকে সামলান, রিভেরা,' রাগে চিৎকার করলো রানা, রিগবিটা ছুঁড়ে দিলো নেবুবির দিকে। 'উনি যেন ছুঁতে না পারেন,' রিভেরার দিকে ফিরলো আবার। 'ঠিক করে বলুন তো, ঘটনাটা কি?' এগিয়ে এসে রিভেরার কাঁধ ধরলো। 'গুলির শব্দ কয়েক মাইল পর্যন্ত শোনা যাবে।'

'ছাড়ুন, আমাকে!' ঝাঁকি দিয়ে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করলেন রিভেরা। 'অসুরকে আপনি দেখতে পাননি, বলতে চান?'

তাঁর কাঁধ ধরে ঝাঁকালো রানা। 'নির্ঘাৎ পাগল হয়ে গেছেন আপনি! ওটা তো একটা গাছ!'

'রাইফেলটা দিন আমাকে!' আবেদন জানালেন রিভেরা।

তাঁকে ধরে সজোরে গাছটার দিকে ঘোরালো রানা। 'ভালো করে দেখুন। কোথায় অসুর?' ধাক্কা দিয়ে কয়েক পা সামনে ঠেলে দিলো। 'কি দেখছেন?'

ছুটে এলো মনিকা, বাধা দিলো রানাকে। 'ছেড়ে দাও ওকে! দেখছো না পাপা অসুস্থ?'

'আসলেও পাগল হয়ে গেছেন!' হাত দিয়ে মনিকাকে ঠেকালো রানা। 'পনেরো মাইলের মধ্যে যতো ফ্রেলিমো আর রেনামো গেরিলা আছে সবাইকে উনি ডেকে পাঠিয়েছেন! একজনও আমরা বাঁচবো না···।'

'ছাড়ো ওকে,' পাপাকে উদ্ধার করার জন্যে আবার সামনে বাড়লো মনিকা। এবার রিভেরাকে ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে এলো রানা।

'ঠিক আছে, ময়না, তোমার জিম্মায় তুলে দিলাম ওঁকে।'

ছুটে গিয়ে পাপাকে জড়িয়ে ধরলো মনিকা। 'সব ঠিক আছে, পাপা! সব আবার ঠিক হয়ে যাবে!'

গাছটার দিকে তাকিয়ে আছেন রিভেরা, ছাল ওঠা গা থেকে রস গড়িয়ে নামছে। 'আমি ভাবলাম ওটা···,' দুর্বলভাবে মাথা নাড়লেন তিনি। 'কেন করলাম কাজটা? আমি আসলে···কিন্তু দেখে তখন মনে হচ্ছিলো ওটা অসুর···!'

'জানি, পাপা, জানি!' পাপাকে আরো শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো মনিকা। 'শান্ত করো নিজেকে, অস্থির হয়ো না। প্লিজ, পাপা!'

নেবুবি ও হান্টিং টিমের বাকি সবাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে, মন ভালো নেই কারো। অদ্ভুত নাটকটা চোখ বড় বড় করে দেখছে বটে, কিন্তু অর্থ খুঁজে পাচ্ছে না। রাগে মুখ ফিরিয়ে নিলো রানা, নিজেকে নিয়ন্ত্রণে আনতে কয়েক সেকেণ্ড সময় লেগে গেল। তারপর পেনডুলার দিকে ফিরলো ও। 'তোমার কি মনে হয়, অসুর এতো কাছে আছে যে গুলির শব্দ শুনতে পাবে?'

'জলাটা কাছেই,' বললো পেনডুলা। 'খোলা মাঠ, আওয়াজটাও বাধা পায়নি। বলা কঠিন, শুনতেও পারে।'

'নেবুবি, লোকগুলো কি শুনতে পেয়েছে?'

'নির্ভর করে আমাদের কতোটা পিছনে রয়েছে ওরা। সময় হলে জানা যাবে, বস্

'এখানে বিশ্রাম নেবো আমরা। রিভেরা সাহেব অসুস্থ বোধ করছেন। চা চড়াও, কি করা হবে পরে ঠিক করবো।'

ফিরে এলো রানা, মনিকা এখনো তার পাপাকে দু'হাতে জড়িয়ে আছে।

'আপনাকে ধাক্কা দেয়ার জন্যে দুঃখিত, রিভেরা,' শান্তভাবে বললো রানা। 'আপনি আমাকে সাংঘাতিক ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন।'

'আমি বুঝিনি,' বিড়বিড় করলেন রিভেরা। 'কিরে খেয়ে বলতে পারতাম ওটা অসুরই ছিলো। এতো পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম···।'

'রোদটাই বোধহয় দায়ী,' বললো রানা। 'প্রচণ্ড গরমে মানুষের মাথা ঠিকমতো কাজ করে না,' মনিকার দিকে তাকালো ও। 'চলো, তোমার পাপাকে ছায়ায় নিয়ে গিয়ে বসাই।'

বেইওব্যাব গাছের গায়ে হেলান দিয়ে বসলেন রিভেরা। ম্লান হয়ে গেছে চেহারা, বিস্ময়ের ভাবটা এখনো স্পষ্ট ফুটে আছে। চোখ বুজলেন তিনি। ফোঁটা ফোঁটা ঘাম দেখা যাচ্ছে ঠোঁটের ওপর, চিবুকের ভাঁজে। মনিকার দিকে ফিরে পিছু নেয়ার ইঙ্গিত দিলো রানা।

'পাপার আচরণ একটুও অবাক করেনি তোমাকে, করেছে কি?' রিভেরার কাছ থেকে দূরে সরে এসে অভিযোগ করলো রানা। মনিকা কোনো কথা বলছে না দেখে আবার বললো, 'কি রকম মেয়ে তুমি, শুনি? তুমি জানো উনি অসুস্থ, তারপরও এ-ধরনের একটা অভিযানে আসতে দিলে?'

ঠোঁট দুটো কাঁপছে মনিকার। তার মধু রঙা চোখ দুটো ভেসে গেল। বিস্মিত হলো রানা। অনুভব করলো, সমস্ত রাগ পানি হয়ে যাচ্ছে। বিস্ময়টা গোপন করার জন্যে গলার আওয়াজটা শ্লেষাত্মক করে তুলতে হলো। 'এখন আর আমতা আমতা করে কোনো লাভ নেই, ময়না। তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটা উপায় করতে হবে। উনি অসুস্থ একজন মানুষ।'

'পাপা ফিরছেন না,' বিড়বিড় করলো মনিকা, এতো নিচুস্বরে যে কোনো রকমে শুনতে পেলো রানা। চোখ ফেটে পানি গড়াচ্ছে মনিকার, তার দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকলো রানা। বড় একটা ঢোক গিললো মনিকা, তারপর বললো, 'পাপা অসুস্থ নয়, রানা,' এই প্রথম রানার নাম ধরে সম্বোধন করলো সে। 'পাপা মারা যাচ্ছে। ক্যানসার। আমরা বাড়ি ছাড়ার আগে একজন বিশেষজ্ঞ শেষ কথা বলে দিয়েছেন। বলেছেন, পাপার ব্রেনও আক্রান্ত হতে পারে।'

দিশেহারা বোধ করলো রানা। 'না!' প্রায় গুঙিয়ে উঠলো ও 'রিভেরা···না!'

'কেন ওকে আসতে দিয়েছি, বুঝতে পারছো না? আমিই বা কেন এলাম? এটাই পাপার শেষ শিকার···আমি চেয়েছি তার পাশে থাকবো।'

চুপ করে থাকলো ওরা, পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে। তারপর আবার বললো মনিকা, 'ইউ কেয়ার। আমি দেখতে পাচ্ছি, আমার পাপাকে সত্যি তুমি ভালোবাসো। ব্যাপারটা আমি আশা করিনি।'

'উনি আমার বিশ্বস্ত বন্ধু,' বললো রানা, নিজের ভেতর বিষণ্নতার গভীরতা

উপলব্ধি করে অবাক হয়ে গেল ও।

'তোমার ভেতর কোমল কিছু থাকতে পারে বলে ভাবিনি,' নরম সুরে বললো মনিকা, 'আমি হয়তো তোমাকে ভুল বুঝেছি।'

'আমরা দু'জনেই হয়তো পরস্পরকে ভুল বুঝেছি,' বললো রানা, উত্তরে মাথা ঝাঁকালো মনিকা।

'হয়তো,' বললো সে। 'তবে তোমাকে ধন্যবাদ। আমার পাপার ওপর দরদ আছে তোমার, সেজন্যে আমি কৃতজ্ঞ,' ঘুরলো মনিকা, পাপার কাছে ফিরে যাবে রানা তাকে দাঁড় করালো।

'কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া হলো না,' বললো ও। 'কি করা উচিত বলে মনে করো তুমি?'

'ফেরার প্রশ্ন ওঠে না, সাফারি শেষ করবো আমরা,' বললো মনিকা। 'সমাপ্তিটা যে মধুর হবে না, জানা কথা। কিন্তু পাপাকে আমি কথা দিয়েছি, তার শেষ ইচ্ছেটায় বাধা হবো না।'

'তোমার সাহস আছে,' নরম সুরে মনিকাকে বললো রানা।

'যদি থাকে, সেটাও ওর কাছ থেকে পাওয়া,' বলে পাপার কাছে ফিরে গেল মনিকা।

দশ

এক মগ চা আর দু'জোড়া ট্যাবলেট চাঙা করে তুললো রিভেরাকে। তার আচরণ ও কথাবার্তা আবার সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে উঠলো। প্রসঙ্গটা আর তোলা হলো না বটে, তবে সঙ্গত কারণেই মন খারাপ হয়ে আছে সবার। 'আমাদের যেতে হবে, রিভেরা,' তাঁকে বললো রানা। 'এখানে যতোক্ষণ বসে থাকবো, ততই দূরে চলে যাবে অসুর।'

উঁচু জমি ধরে হাঁটলো ওরা, জলার গন্ধ আগের চেয়ে বেশি করে পেলো নাকে, এলোমেলো বাতাস বয়ে নিয়ে আসছে। 'হাতি জলা পছন্দ করে, তার অনেক কারণের একটা হলো এই বাতাস,' রিভেরাকে ব্যাখ্যা করে বোঝালো রানা। 'ওখানের বাতাস সব সময় দিক বদলায়। মানুষের গন্ধ পেয়ে দূরে সরে যায় হাতি, ওগুলোর কাছাকাছি পৌঁছুনো কঠিন হয়ে ওঠে।'

সামনের গাছগুলোর মাঝখানে একটা ফাঁক দেখা গেল। দাঁড়িয়ে পড়লো রানা, ফাঁকটার ভেতর দিয়ে সবাই ওরা তাকালো। 'পৌঁছে গেছি আমরা, ওই দেখা যাচ্ছে জাম্বেজি জলাভূমি।'

লম্বা ও সরু একটা দ্বীপে যেন দাঁড়িয়ে আছে ওরা, সামনে জলমগ্ন এলাকা। জলাটা ঢাকা পড়ে আছে আগাছা আর লম্বা ঘাসে। চোখে বিনকিউলার তুলে জলাভূমিটা পরীক্ষা করলো রানা। ঘাস আর নলখাগড়ার যেন কোনো শেষ নেই, তবে ওর জানা আছে ওগুলোর আড়ালে মাঝে মধ্যেই পাওয়া যাবে গভীর লেগুন

ও আঁকাবাঁকা চ্যানেল। অনেক দূরে, দিগন্তের কাছাকাছি, কালো রঙের স্তূপ চোখে পড়লো। জলার মাঝখানে উঁচু জমি ওগুলো, দ্বীপ। দ্বীপের ওপর খাড়া হয়ে রয়েছে পাম গাছ।

গত মরশুমে বৃষ্টি বলতে গেলে হয়ইনি, কাজেই জলার বেশিরভাগ জায়গায় পানি হবে কোমর সমান। তবে কাদা হবে খুবই পুরু। এর ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া, ভাবতেও ভয় লাগে। শুধু কাদা ও পানি নয়, জলজ আগাছা ও ঘাসই প্রধান বাধা—পায়ের সাথে জড়িয়ে যাবে।

জলায় এক মাইল হাঁটতে যতোক্ষণ সময় লাগবে, ওই একই সময়ে শুকনো মাটিতে পাঁচ মাইল এগিয়ে যাবে ওরা। কিন্তু হাতির জন্যে জলা খুব সুবিধের জায়গা। পানি আর কাদা অত্যন্ত প্রিয় তার। লুকিয়ে থাকার জন্যেও জায়গাটা আদর্শ। এই আগাছা আর নলখাগড়ার ভেতর পাঁচশো হাতির পাল লুকিয়ে থাকলেও তাদেরকে খুঁজে বের করা ভাগ্যের ব্যাপার। হাতি কোথাও না থেমে মাইলের পর মাইল হাঁটতে পারে, আর জলাটাও বিশাল।

'কিছু না, ধরে নিন আমরা পিকনিক করতে যাচ্ছি, রিভেরা,' চোখ থেকে বিনকিউলার নামালো রানা। 'আমি এরই মধ্যে দেখতে পাচ্ছি, জোড়া গজদন্ত আপনার বাড়ির ড্রইংরুমের দেয়ালে ঝুলছে।'

অসুরের পায়ের ছাপ উঁচু জমি থেকে সরাসরি নিচে নেমে গেছে, ঢুকে পড়েছে নলখাগড়ার বনে। পচা গাছের পাতা আধ হাত পুরু, পায়ের কোনো ছাপ পড়েনি। 'এখান থেকে তো কোনো ট্রেইল অনুসরণ করা সম্ভব নয়,' কাদার কিনারায় দাঁড়ালেন রিভেরা, জলার দিকে তাকালেন। 'শুধু শুধু গিয়ে লাভ কি, অসুরকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। কারো পক্ষেই সম্ভব নয়।'

'আপনি ঠিক বলেছেন, কারো পক্ষেই সম্ভব নয়,' একমত হলো রানা। 'তারমানে, পেনডুলা বাদে।'

ওদের পিছনে গাছপালার ভেতর অনেক দিন আগে একটা গ্রাম ছিলো, সন্দেহ নেই গ্রামের লোকগুলো নিশ্চয়ই মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করতো। জলাভূমির তীরে এরকম গ্রাম আরো অনেক ছিলো, গেরিলাদের অত্যাচারে লোকজন টিকতে না পেরে গ্রাম খালি করে পালিয়েছে। এটার ইতিহাসও বোধহয় তাই।

গ্রামের ভেতর ঢুকে ঘুর ঘুর করছিল নেবুবি, হঠাৎ শিস দিয়ে রানাকে ডাকলো সে। তার পাশে দাঁড়িয়ে রানা দেখলো, খাটো ঘাসের ভেতর কি যেন একটা পড়ে রয়েছে। প্রথমে মনে হলো পুরানো একটা কম্বল। তারপর কম্বলের ভেতর থেকে বেরিয়ে থাকা হাড়গুলো দেখতে পেলো ও। 'কবে?' জানতে চাইলো ও।

'সম্ভবত ছ'মাস আগে।'

'মারা গেল কিভাবে?'

বসে পড়লো নেবুবি, কম্বল সরিয়ে কংকালটা পরীক্ষা করলো। 'খুলির পিছনে গর্ত—বুলেটের গর্ত—সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেছে।' কপালের গর্তটাও দেখতে পেলো রানা, তৃতীয় একটা চোখের মতো। খুলিটা রেখে দাঁড়ালো

নেবুবি, কয়েক পা এগিয়ে আবার থামলো। 'এখানে আরেকটা।'

'তারমানে রেনামোরা এসেছিল,' বললো রানা। 'গ্রামের লোকেরা হয়তো তাদের দলে যোগ দিতে চায়নি, কিংবা যথেষ্ট শুকনো খাবার দিয়ে সন্তুষ্ট করতে পারেনি।'

'অথবা এসেছিল হয়তো ফ্রেলিমোরা, রেনামো গেরিলাদের খোঁজে,' বললো নেবুবি। 'রেনামো বলে সন্দেহ হওয়ায় এ/কে ব্যবহার করেছে।'

'খুঁজলে আরো অনেক লাশ পাওয়া যাবে,' ফেরার পথে বললো রানা। 'আগুন থেকে বাঁচার জন্যে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে গুলি খেয়েছে ওরা। নিয়তি কি নিষ্ঠুর, তাই না?' তারপর নির্দেশ দিলো ও, 'ভালো করে তল্লাশি চালাও, জলার কাছাকাছি ঘাসবনে ডিঙি নৌকো পাওয়া যেতে পারে।'

রিভেরা ও মনিকা এক সাথে বসে রয়েছে, ওদের দিকে এগোলো রানা। চোখে প্রশ্ন নিয়ে মনিকার দিকে তাকালো ও।

'পাপা ভালো আছে,' বললো মনিকা। 'এই জায়গাটা কি?'

গ্রামবাসীদের কপালে কি ঘটেছে ব্যাখ্যা করলো রানা।

'নিরীহ লোকজনকে কেন ওরা মারবে এভাবে?' মনিকা হতভম্ব।

'আফ্রিকায় আজকাল কাউকে খুন করার জন্যে কারণ দরকার হয় না।'

'কিন্তু ওরা তাদের কি ক্ষতি করতে পারে?'

'হয়তো প্রতিপক্ষ গেরিলাদের আশ্রয় দিয়েছিল, সরিয়ে রেখেছিল খাবার, বউ-ঝিদের সম্ভ্রম রক্ষা করতে চেয়েছিল।'

জলাভূমির ওপর ধোঁয়াটে আকাশে লাল একটা বল সূর্য, এতো নিচে যে নলখাগড়ার মাথা ছুঁই ছুঁই করছে। 'আমরা রওনা হবার আগেই সন্ধে হয়ে যাবে,' বললো রানা। 'সান্ত্বনা একটাই, জলায় পৌঁছুবার পর অসুরের গতি অনেক কমে গেছে। খুব বেশি হলে এখান থেকে দু'মাইল সামনে আছে সে।' কথাটা বলার সময় রিভেরার গুলি করার ঘটনাটা মনে পড়ে গেল রানার। কে জানে, অসুর হয়তো এখনো ছুটছে।

রিভেরার পাশে বসলো ও। বৃদ্ধ ভদ্রলোককে ভালো লাগার মধ্যে ওর আসলে কোনো স্বার্থ নেই। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ বটে, কিন্তু ভালো লাগার কারণ সেটা নয়। ভালো লাগে জীবনের প্রতি ভদ্রলোকের দৃষ্টিভঙ্গিটা—অন্যায়ের কাছে তিনি নত হতে জানেন না, অবিশ্বাস্য সাফল্য অর্জন করার পরও গর্ব বা অহমিকা মানুষ হিসেবে তাঁর মর্যাদা নষ্ট করেনি। অত্যন্ত বিনয়ী তিনি, তবে খুব কাছ থেকে না দেখলে বোঝা যায় না। তাঁকে ভালো লাগার আরেকটা কারণ, রানাকে তিনি স্নেহ করেন, বন্ধুর মতো আপন ভাবেন। রিভেরাকে খুশি করার জন্যে অসুরের কথা তুললো রানা।

শুধু শিকারের প্রতি আকর্ষণ বোধ করছেন রিভেরা। সারা দিনে আজ এই প্রথম হাসিখুশি দেখালো তাঁকে।

রানার দিকে তাকিয়ে হাসলো মনিকা, তার হাসিতে কৃতজ্ঞতা ঝরে পড়লো। তারপর উঠে দাঁড়ালো সে। 'আমার একটা কাজ আছে—ব্যক্তিগত।'

'কোথায় যাচ্ছো তুমি?' দ্রুত জানতে চাইলো রানা।

'ছোট্ট খুকির খেলাঘরে,' বললো মনিকা। 'তুমি অবশ্যই নিমন্ত্রিত নও।'

'বেশি দূরে যেয়ো না। আর মনে থাকে যেন, পানিতে নামা নিষেধ।'

'শুনেছি, বাবা, শুনেছি!' বললো মনিকা। পোড়া গ্রামের সীমানা পেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে রানা।

জলার দিক থেকে হঠাৎ একটা চিৎকার ভেসে এলো, মনোযোগ ছুটে গেল ওর। এরপর বেশ কিছুক্ষণ মনিকার কথা মনে পড়লো না। চিৎকারের উৎস লক্ষ্য করে জলার দিকে ছুটলো ও, কিনারায় গিয়ে দাঁড়াতেই দেখতে পেলো, দশ ফুট উঁচু নলখাগড়া ঘন-ঘন কাত হচ্ছে এদিক ওদিক, ভেতর থেকে পানির ওপর দাপাদাপির শব্দ বেরিয়ে আসছে। ঝোপ ও কাদার ভেতর কারা যেন ধস্তাধস্তি করছে বলে মনে হলো। তারপর ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো নেবুবি আর পেনডুলা, দু'জন ধরাধরি করে তুলে আনছে ছোট্ট একটা ডিঙি নৌকো। 'ভাগ্য, বস্, ভাগ্য!' দু'কান বিস্তৃত হাসি দেখা গেল পেনডুলার মুখে। তার পিঠ চাপড়ে দিলো রানা। ডাঙায় তুলে ডিঙিটা পরীক্ষা করলো ওরা। কোথাও কোনো ফুটো নেই।

'একটা লগি যোগাড় করো,' ওদেরকে বললো রানা। ও থামতেই দূর থেকে তীক্ষ্ণ চিৎকার ভেসে এলো মনিকার। ঝট্ করে শব্দের উৎসের দিকে ঘুরে গেল সবগুলো মুখ। দ্বিতীয়বার চিৎকার করলো মনিকা। রাইফেলটা ছোঁ দিয়ে তুলে নিয়ে ছুটলো রানা।

'মনিকা!' চিৎকার করলো ও। 'কোথায় তুমি?' জঙ্গল থেকে শুধু ওর প্রতিধ্বনি ব্যঙ্গ করলো ওকে: 'কোথায় তুমি?...থায় তুমি?...তুমি?'

দাঁড়ালো মনিকা, ট্রাউজারটা কোমরে তুললো। বেল্ট বাঁধার সময় লক্ষ্য করলো, আগের চেয়ে দু'ঘর পিছনে হুক আটকালে আঁটসাঁট হয়, তা না হলে ঢিলে হয়ে থাকে। ঠোঁটে গর্বিত হাসি নিয়ে নিজের পেটটা দেখলো সে। তার পেট এখন শুধু সমতল বা মেদহীন নয়, রীতিমতো ভেতর দিকে ডেবে গেছে। দীর্ঘ পদযাত্রা আর অল্প আহার তার কাঠামো থেকে শেষ এক আউন্স চর্বিও ঝরিয়ে দিয়েছে।

গ্রামের দিকে ফিরতি পথ ধরলো মনিকা। খানিক পর উপলব্ধি করলো, নিরিবিলি জায়গার খোঁজে যতোটা চেয়েছিলো তারচেয়ে অনেক দূরে চলে এসেছে সে। আসার পথে তো এতো বড় ঝোপ তার পথরোধ করে দাঁড়ায়নি! তবে কি পথ হারালো?

ঝোপটাকে পাশ কাটাবার জন্যে হাঁটছে মনিকা, খানিক দূর এগোতে সামনে একটা চওড়া পথ দেখে খুশি হয়ে উঠলো মনটা। পথটা সরাসরি জলার দিকে চলে গেছে, মনিকা জানে না এই পথে এক সময় জলহস্তীরা আসা-যাওয়া করতো। এলাকার আর সব বন্যপ্রাণীর মতো জলহস্তীও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। পথটা বহুদিন হলো ব্যবহার করা হয় না।

আরো খানিকদূর এগোবার পর সামনে নলখাগড়ার শুকনো ডাল দেখলো মনিকা, মাটির ওপর ছড়িয়ে আছে, বলা যায় প্রায় স্তূপ হয়ে। কোনো বাধা নয়

বটে, তবে এভাবে ডালগুলোকে স্তূপ করে রাখার কারণটা বুঝতে পারলো না সে। স্তূপে পা দিয়ে কয়েক পা এগিয়েছে, পায়ের নিচে পচা ডাল ভেঙে গেল, কিছু বোঝার আগেই পতন শুরু হলো তার। চোখের পলকে স্তূপটা গ্রাস করলো তাকে, গভীর একটা খাদে নেমে যাচ্ছে সে। আর্তনাদ করে উঠলো মনিকা।

তার জানা নেই, জলহস্তী ধরার একটা পুরানো ফাঁদে পড়ে গেছে সে। ভাগ্য ভালো বলতে হবে, ডাল ভেঙে একটা ঢালের গায়ে পড়লো সে, তারপর গড়াতে গড়াতে নেমে গেল খাদের তলায়। প্রচণ্ড ঝাঁকি খেলো শরীরটা, মচকে গেল পা, মনে হলো হাড়গুলো সব গুঁড়ো হয়ে গেছে। খাদের তলায় স্থির হলো শরীরটা, কাদা-পানির ওপর আঁচড়ে খামচে বসার চেষ্টা করলো, আতঙ্কে আবার চিৎকার বেরিয়ে এলো গলা চিরে।

বাম হাঁটুতে চোট পেয়েছে মনিকা, ব্যথায় অন্ধকার দেখছে চোখে। 'আমি এখানে!' বলে কয়েকবার চিৎকার করলো, কিন্তু পাল্টা রানার চিৎকার তার কানে ঢুকলো না। ভয়ে থরথর করে কাঁপছে সে, চোখ দুটো সজোরে বন্ধ করে রেখেছে। তারপর মনে হলো কে যেন তার নাম ধরে ডাকছে। 'আমি এখানে!' বলে কেঁদে ফেললো মনিকা।

'মনিকা!' খাদের কিনারা থেকে নিচের দিকে উঁকি দিলো রানা, চেহারায় একরাশ উদ্বেগ। 'ভয় নেই, আমরা এসে পড়েছি। কোথাও লেগেছে তোমার?'

'হ্যাঁ!' হাঁপাচ্ছে মনিকা, দাঁড়াবার চেষ্টা করে পারলো না। হাঁটুতে যেন আগুন ধরে গেছে। কাদার ওপর ধপাস করে পড়ে গেল সে। 'আমার হাঁটু!'

'অপেক্ষা করো, আমি নামছি,' খাদের কিনারা থেকে সরে গেল রানার মাথা। কয়েকজনের গলা পেলো মনিকা। পাপা, নেবুবি আর পেনডুলা কথা বলছে। খানিক পর সাপের মতো এঁকেবেঁকে নিচে নামলো একটা নাইলন রশি, সেটা ধরে কিনারা থেকে ঝুলে পড়লো রানা। কয়েক ফুট বাকি থাকতে রশি ছেড়ে দিলো ও, কাদা-পানির ওপর ঝপাৎ করে পড়লো, মনিকার পাশে।

'আমি দুঃখিত,' বললো মনিকা, 'আবার সেই একই কাণ্ড বাধিয়ে বসেছি।'

'এবার অন্তত দোষটা তোমার নয়।' নিঃশব্দে হাসলো রানা। 'পা লম্বা করো। গুড। হাঁটু ভাঁজ করতে পারো? দারুণ! বোঝা গেল, কোনো হাড় ভাঙেনি। এবার তোমাকে পাতাল থেকে তোলার ব্যবস্থা করা যাক।' রশির শেষ প্রান্তে একটা লূপ তৈরি করলো রানা, লূপটা মনিকার মাথার ওপর দিয়ে গলিয়ে বগলের নিচে আটকালো। 'নেবুবি, তোলো ওকে!' খাদের ওপর দিকে তাকিয়ে চিৎকার করলো ও। 'আস্তে-ধীরে হে, সাবধানে!'

খাদ থেকে তোলার পরপরই মনিকার হাঁটুটা পরীক্ষা করলো রানা।

সাবধানে ট্রাউজার গুটিয়ে হাঁটুর ওপর তুললো, বললো, 'সেরেছে!' এরইমধ্যে ফুলে বেলুন হয়ে গেছে মনিকার হাঁটু। মসৃণ ফর্সা চামড়া ছিঁড়ে গেছে ইঞ্চিখানেক। পা'টা ধরে লম্বা করার চেষ্টা করলো ও। 'একটু লাগতে পারে।'

'উফ্!' ব্যথা পেলো মনিকা। 'লাগছে তো!'

'ঠিক আছে, বোঝা গেল। মীডিয়াল লিগামেন্ট-ছেঁড়েনি, ছিঁড়লে ব্যথায় কাঁদতে হতো। শুধু বোধহয় মচকে গেছে।'

'তারমানে?'

'মানে, তিন দিন,' বললো রানা। 'ওটার ওপর ভর দিয়ে তিন দিন তুমি দাঁড়াতে পারবে না।'

তাকে ধরে দাঁড় করানো হলো। রানার গায়ে হেলান দিয়ে থাকলো মনিকা, এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে।

'খানিকটা ভর দিয়ে দেখো সহ্য করতে পারো কিনা,' বললো রানা। চেষ্টা করতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠলো মনিকা, ব্যথায় নীল হয়ে গেল চেহারা।

'অসম্ভব! পারছি না!'

ঝুঁকলো রানা, মনিকার নিতম্বের নিচে একটা হাত রাখলো, অপর হাতটা তার কাঁধে, তারপর বাচ্চা মেয়ের মতো তুলে নিলো বুকের ওপর। গ্রামের দিকে ফিরে যাচ্ছে দলটা।

রানার গায়ে এতো শক্তি, ধারণা ছিলো না মনিকার। এমন অনায়াস ভঙ্গিতে তুলে নিলো তাকে! হাঁটুটা দপ দপ করলেও, রানার বাহুর ওপর ঢিল করে দিলো সে শরীরটা, চোখ বুজে উপভোগ করলো আনন্দঘন অনুভূতিটা। সে যখন ছোট্টটি ছিলো, পাপা তাকে এভাবে কোলে নিয়ে ঘুরে বেড়াতো।

ফাঁকা জায়গাটায় ফিরে এসে মনিকাকে নামালো রানা। এক ছুটে ওর ব্যাগটা নিয়ে এলো পেনডুলা। নিজের সমস্যার কথা ভুলে মেয়ের জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন রিভেরাও। ফার্স্ট-এইড কিট খুলে পেইন কিলার ট্যাবলেট খেতে দিলো রানা মনিকাকে, তারপর স্ট্র্যাপ দিয়ে হাঁটুর ওপর ইলাস্টিক ব্যাণ্ডেজ বাঁধলো। 'আপাতত আর কিছু করার নেই,' মনিকাকে বললো ও।

'তিন দিনের কথা বললে কেন তুমি?' জানতে চাইলো মনিকা।

'এরকম চোট খাওয়া হাঁটু আরো অনেক দেখেছি আমি, যদিও সেগুলো অনেক বেশি লোমশ ছিলো, আর এতো সুন্দরও ছিলো না।'

'প্রশংসা করা হচ্ছে,' একটা ভুরু একটু উঁচু করলো মনিকা। 'তুমি নরম হয়ে পড়ছো, মেজর।'

'ক্লায়েন্টদের জন্যে গৎ বাঁধা বুলি, এবং অবশ্যই আন্তরিকতায় ভরপুর নয়,' আশ্বস্ত করার সুরে বললো রানা। 'একমাত্র প্রশ্ন হলো, ময়না, তোমাকে নিয়ে কি করবো এখন আমরা?'

'এখানে রেখে যাও আমাকে,' সাথে সাথে সমাধান দিলো মনিকা।

'তুমি কি পাগল হলে?' জিজ্ঞেস করলো রানা, ওর কথার প্রতিধ্বনি তুললেন রিভেরাও।

'সে প্রশ্নই ওঠে না।'

'ব্যাপারটাকে এভাবে দেখো,' শান্ত গলায় যুক্তি দেখালো মনিকা। 'তিন দিন আমি হাঁটতে পারবো না, এই তিন দিনে অসুর তোমাদের নাগালের বাইরে চলে যাবে, পাপা।' একটা হাত তুলে রিভেরাকে তর্ক করতে নিষেধ করলো সে। 'আমরা ফিরে যেতে পারি না। তোমরা আমাকে বয়ে নিয়ে যেতে পারো না। আমি হাঁটতে অক্ষম। যেভাবেই দেখো, এখানে আমাকে বসে থাকতে হবে। প্রশ্ন হলো, তোমরাও কেন বসে থাকবে আমার সাথে?'

'বোকার মতো কথা বলবি না, তোকে এখানে একা রেখে যাওয়া সম্ভব নয়।'

'না, সম্ভব নয়,' একমত হলো মনিকা। 'কিন্তু আমাকে পাহারা দেয়ার জন্যে একজন থাকতে পারে।'

'না,' বললেন রিভেরা।

'রানা,' আবেদন জানালো মনিকা। 'পাপাকে বোঝাও তুমি। বোঝাও এতো কষ্ট করার পর সুযোগটা হারানোর কোনো মানে হয় না। তোমাদের যাওয়াই উচিত।' রানার চোখে সরাসরি তাকিয়ে আছে মনিকা, সেখানে প্রশংসার ভাব লক্ষ্য করে গর্বে ভরে উঠলো বুকটা তার।

'আসলে,' নরম গলায় বললো রানা, 'মনিকার কথায় যুক্তি আছে।'

'পাপাকে বোঝাও, মাত্র ক'টা দিনের ব্যাপার, রানা। অসুরকে আমি পাপার হাতে তুলে দিতে চাই...,' শেষ উপহার হিসেবে, বলতে যাচ্ছিলো মনিকা, শেষ মুহূর্তে কোনো রকমে সামলে নিলো, '...বিশেষ উপহার হিসেবে।'

'এ আমি মেনে নিতে পারি না, মাই ট্রেজার,' বিড়বিড় করে বললেন রিভেরা। কর্কশ শোনালো তাঁর গলা, মনের ভাব গোপন করার জন্যে মাথাটা নিচু করে রাখলেন।

'পাপাকে যেতে বাধ্য করো, রানা,' জেদ ধরলো মনিকা। 'বলো, নেবুবি আমার পাহারায় থাকবে। সম্পূর্ণ নিরাপদে থাকবো আমি ওর কাছে।'

'রিভেরা, আরেকবার চিন্তা করে দেখবেন?' জিজ্ঞেস করলো রানা। 'তবে, সিদ্ধান্তটা আপনাদের, আমার তরফ থেকে কিছু বলার নেই।'

'রানা, আমরা একা কথা বলতে পারি?' জিজ্ঞেস করলো মনিকা, উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে পাপার দিকে ফিরলো সে। 'আমার পাশে এসে বসো, পাপা,' পাশের মাটিতে হাত চাপড়ালো সে। দাঁড়ালো রানা, হেঁটে চলে গেল আরেকদিকে। ইতিমধ্যে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে।

এক ঘন্টা কেটে গেল। নেবুবির সাথে বসে আছে রানা। অন্ধকার হয়ে গেছে চারদিক। এমন সময় ওদের দিকে এগিয়ে এলেন রিভেরা। 'ঠিক আছে, রানা,' বললেন তিনি। 'মনিকার জেদই টিকলো। কাল সকালে তাহলে রওনা হবো আমরা, কেমন? আর নেবুবি, আমার মেয়ের ওপর খেয়াল রাখবে তো?'

'অবশ্যই রাখবো, স্যার,' রানার পাশ থেকে উঠে দাঁড়ালো নেবুবি। 'আপনি কোনো চিন্তা করবেন না, স্যার। ফিরে এসে দেখবেন মেমসাব বহাল তবিয়তে আছেন।'

কি বলছে নিজেও কি জানে নেবুবি?

এগারো

চাঁদের আলোয় পথ দেখে পোড়া গ্রামটা ছেড়ে কয়েকশো মিটার পিছিয়ে এলো

ওরা, ঝোপ-ঝাড় আর গাছপালার ভেতর ক্যাম্প ফেললো। চারটে গাছের সাঁথে চাদরের কোণ বেঁধে আশ্রয় তৈরি করা হলো মনিকার জন্যে। মেডিকেল কিটটা রেখে যাচ্ছে রানা, রেখে যাচ্ছে বেশিরভাগ খাবার ও অন্যান্য বোঝা। হালকা রাইফেলটা থাকবে নেবুবির কাছে। ইনসুতসার আছে কুড়াল ও ছুরি। মনিকাকে পাহারা দেবার জন্যে ইনসুতসাকেও রেখে যাচ্ছে রানা।

'উঁচু জায়গাটায় ইনসুতসাকে পাহারায় পাঠাও। ফ্রেলিমো বা রেনামো গেরিলারা এলে ওদিক থেকেই আসবে। বিপদ টের পাওয়া মাত্র মেয়েটাকে জলায় নিয়ে যাবে, লুকিয়ে রাখবে কোনো একটা দ্বীপে,' শেষবারের মতো নেবুবিকে নির্দেশ দিলো রানা, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে হেঁটে এলো রিভেরার কাছে। মেয়ের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছেন ভদ্রলোক।

'আপনি রেডি, রিভেরা?'

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন রিভেরা, পিছন ফিরে একবারও না তাকিয়ে মেয়ের কাছ থেকে দূরে সরে গেলেন।

'আবার কোনো বিপদ বাধিয়ো না,' মনিকাকে বললো রানা।

'তুমিও বাধিয়ো না,' মুখ তুলে রানার দিকে তাকালো মনিকা। 'আর রানা, পাপার ওপর খেয়াল রেখো।'

মনিকার সামনে উবু হয়ে বসে হাতটা বাড়িয়ে দিলো রানা। মনিকা কোনো পুরুষ হলেও বিদায় নেয়ার মুহূর্তে ঠিক এভাবেই হাত বাড়াতো ও। কৌতুককর কিছু বলার চেষ্টায় মাথা খাটালো, কিন্তু তেমন কিছু খুঁজে পেলো না। তার বদলে বললো, 'ঠিক আছে, তাহলে?'

রানার হাতটা ধরে সামান্য ঝাঁকালো মনিকা, মৃদু চাপ দিলো। 'ঠিক আছে, তাহলে,' বললো সে। হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে সিধে হলো রানা, সোজা হেঁটে গেল জলার কিনারায়। ওখানে ওর জন্যে ডিঙি নিয়ে অপেক্ষা করছে তিনজন—পেনডুলা, আমানজি ও রিভেরা।

ডিঙির মাথায় বসলো পেনডুলা, রিভেরা আর রানা কোলের ওপর রাইফেল নিয়ে মাঝখানে। পিছনের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে আমানজি, পেনডুলার ইশারা পেলেই লগি ঠেলে এগিয়ে নিয়ে যাবে ডিঙিটাকে।

তীর থেকে রওনা হয়ে কয়েক সেকেণ্ড এগোবার পরই আফ্রিকান নলখাগড়া ঢেকে ফেললো ওদেরকে। সরু ডাল চোখেমুখে ঝাপটা মারলো। জলার খুদে মাকড়সা নলখাগড়ার এখানে সেখানে জাল বুনে রেখেছে, জড়িয়ে গেল গলায়, হাতে আর মুখে। ঠাণ্ডায় হি হি করছে ওরা। তারপর হঠাৎ করে খোলা একটা লেগুনে বেরিয়ে এলো ডিঙি, ঘন কুয়াশায় বেশিদূর দেখা যায় না, তবে ডানা ঝাপটানোর অস্বাভাবিক শব্দ শুনে বোঝা গেল পানির ওপর কয়েক হাজার হাঁস আর পাখি আছে।

জিনিস-পত্র কম হলে কি হবে, চারজনকে ঠাঁই দেয়ার পর ডিঙিতে আর এক ইঞ্চি জায়গাও অবশিষ্ট নেই। হঠাৎ কেউ নড়লেই কলকল করে পানি উঠছে। পানি সেঁচা সার্বক্ষণিক একটা চাকরি হয়ে দাঁড়ালো।

নলখাগড়ার মাথার ওপর সূর্য উঠলো, তবে কুয়াশায় ঢাকা। ওয়াটার লিলি

পাপড়ি মেললো, সূর্যের দিকে মুখ করে। দু'বার কুমীর দেখতে পেলো ওরা, পানির ওপর শুধু নাক তুলে শুয়ে আছে, আকারে বিরাট। ডিঙিটাকে আসতে দেখে পানির তলায় ডুব দিলো।

বেলা যতো বাড়লো, পাল্লা দিয়ে বাড়লো তাপ, দরদর করে ঘামতে শুরু করলো ওরা। কোথাও কোথাও পানি মাত্র কয়েক ইঞ্চি গভীর, কাদায় নেমে ডিঙিটাকে ঠেলতে হলো, যতোক্ষণ না আরেকটা লেগুন বা গভীর স্রোত পাওয়া যায়। মাঝে মধ্যে হাঁটু পর্যন্ত ডুবে গেল কাদায়। কোথাও কোথাও পানির ওপর জেগে আছে কাদা, সে-সব জায়গায় বিশাল পায়ের ছাপ রেখে গেছে অসুর।

সারাদিন ডিঙি নিয়ে এগোবার পর রাত নামলো আবার। ডিঙিতে একজন মাত্র লম্বা হতে পারবে। রাতে ঘুমোবার সুযোগ পেলেন একা শুধু রিভেরা, বাকি সবাই কোমর পর্যন্ত কাদায় ডুবে বসে থাকলো, ডিঙির গায়ে হেলান দিয়ে, বিশ্রাম পেলো ততোটুকুই মশার কালো মেঘ যতোটুকু সদয় হলো ওদের ওপর।

ভোরে কাদা থেকে ওঠার পর রানা দেখলো, ওর খালি পা জোঁকে ঢাকা পড়ে গেছে, রক্ত চুষে ঢোল হয়ে আছে একেকটা। ওগুলোর গায়ে লবণ ছিটিয়ে পরিষ্কার করতে হলো পা।

লগিটা কাদার ভেতর গেঁথে শক্ত করে ধরে থাকলো রানা, সেটা বেয়ে তরতর করে উঠে গেল পেনডুলা। সামনেটা ভালো করে দেখে একটু পরই নেমে এলো সে। 'দ্বীপটা দেখতে পেয়েছি, বস্। খুব কাছে চলে এসেছি আমরা। দুপুরের আগেই পৌঁছে যাবো। অসুর যদি আমাদের শব্দ না পায়, ওই দ্বীপেই থাকবে।

এই এলাকার ওপর দিয়ে প্লেন দিয়ে দু'একবার আসা-যাওয়া করেছে রানা, ম্যাপও দেখেছে, জানে জাম্বেজি নদী আর জলার মাঝখানে একের পর এক অনেকগুলো দ্বীপ আছে।

লগি ঠেলে ওদেরকে প্রথম দ্বীপটায় পৌঁছে দিলো আমানজি। ঝোপ-ঝাড় আর জলজ আগাছা এতো ঘন যে পানির ওপর ঝুলে আছে ডালপালা। তীরে পৌঁছুবার জন্যে পানিতে নেমে ঠেলতে হলো ডিঙিটাকে। ডাঙায় উঠে কাপড়চোপড় শুকাতে দেয়া হলো, চারদিকটা ঘুরে দেখে আসতে গেল পেনডুলা। ফিরে এসে রানাকে বললো সে, 'হ্যাঁ, কাল আমরা যখন গ্রাম ছাড়ছি, সে-সময় এই দ্বীপে ছিলো সে। আজ সকালে সূর্য ওঠার সময় চলে গেছে।'

'কোন দিকে গেছে?'

'কাছাকাছি আরো একটা বড় দ্বীপ আছে।'

রিভেরাকে চা খাওয়ানো হলো। তারপর পেনডুলাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো রানা। দ্বীপের উত্তর কিনারা ধরে খানিক দূর যাবার পর থামলো ওরা, দ্বীপের সবচেয়ে লম্বা গাছের মগডালে উঠে গেল রানা, মাটি থেকে ষাট ফুট ওপরে, ধোঁয়াটে দিগন্তরেখা দেখতে পেলো ও। অনেকটা দূরে বয়ে চলেছে মূল জাম্বেজি নদী, এতো চওড়া যে অপরদিকের তীর চোখে পড়ে না। খরস্রোতা নদী, ডিঙি নিয়ে পার হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। জলা আর নদীর মাঝখানে একের পর এক

আরো অনেকগুলো দ্বীপ রয়েছে। চোখে বিনকিউলার তুললো রানা। কয়েকটা জলহস্তী ও কুমীর চোখে পড়লো শুধু, দ্বীপগুলোয় আর কোনো প্রাণী আছে বলে মনে হলো না। অসুরের কোনো চিহ্ন দেখা গেল না। ওর পাশের ডালে বসে রয়েছে পেনডুলা, চোখাচোখি হতে মাথা ঝাঁকালো সে। 'অসুর সামনে আছে, আমি জানি,' বললো সে।

রিভেরার কাছে ফিরে এলো ওরা। রাতে ভালো ঘুম হওয়ায় তাজা হয়ে উঠেছেন ভদ্রলোক, হেঁটে বেড়াচ্ছেন, শিকারের নেশা আবার তাঁকে অস্থির করে তুলেছে।

চ্যানেল পার হয়ে পরবর্তী দ্বীপে চলে এলো ওরা। রানা গাছে উঠলো, পেনডুলা গেল অসুরের ছাপ খুঁজতে। পনেরো মিনিটের মধ্যে ফিরে এলো সে, কথা বলার জন্যে রানাও নামলো গাছ থেকে। সংক্ষেপে রিপোর্ট করলো পেনডুলা, 'পাশের দ্বীপে, বস।'

পরের দ্বীপে ডিঙি ভিড়তেই অসুরের ছাপ দেখতে পেলো ওরা, কাদায় দাঁড়িয়ে গাছের ডালপালা ভেঙেছে সে। 'কোনো শব্দ নয়,' সবাইকে সতর্ক করে দিলো রানা, তারপর খুব সাবধানে ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর দিয়ে সামনে এগোলো। সামনে পড়লো কয়েকটা নারকেল গাছ। ঝাঁকি দিয়ে প্রচুর ডাব পেড়েছে অসুর, সামান্যই খেয়েছে, তারপর পায়ের ছাপ ফেলে চলে গেছে দ্বীপের আরেক প্রান্তে। ছাপগুলো পানিতে নেমে গেছে দেখে হতাশ হলো রানা।

পেনডুলাকে পাঠালো রানা, ডিঙিটা এদিকে নিয়ে আসবে। রিভেরাকে নিয়ে ফিরে এলো সে, ডিঙিতে উঠলো রানা। লগি ঠেলে ডাঙা থেকে সরে এলো আমানজি।

কোনো শব্দ না করে পরবর্তী দ্বীপে পৌঁছুলো ওরা। এখানে বিষ্ঠার স্তূপ দেখা গেল। 'কাছে, খুব কাছে,' ফিসফিস করে বললো পেনডুলা। বেল্টের সাথে আটকানো কার্ট্রিজে হাত চলে গেল রানার। ডাবল ব্যারেল রাইফেলের কার্ট্রিজ বদল করলো ও। ব্যাপারটা লক্ষ্য করে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন রিভেরা, নিঃশব্দে হাসলেন, রিগবির সেফটি ক্যাচ অন করলেন তিনি, তারপর অফ করলেন, বারবার। ছাপ ধরে সতর্কতার সাথে এগোলো দলটা, কেউ ভুলেও কোনো শব্দ করছে না। কিন্তু হতাশা আবার গ্রাস করলো, পানিতে নেমে গেছে অসুর। জলা পেরিয়ে এলো ডিঙি, কাদার ওপর নেমে সেটাকে ঠেলতে হলো, নতুন আরেক দ্বীপের তীরে উঠে এলো দলটা দ্বীপের শেষ মাথার কাছাকাছি সামনে পড়লো নলখাগড়ার পাঁচিল, ওদের পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে। পাঁচিলের গা এক জায়গায় ডেবে আছে, ওখান দিয়েই ভেতরে ঢুকেছে অসুর। কাত হয়ে থাকা একটা ডাল কাঁপতে কাঁপতে সিধে হচ্ছে, ফিরে আসছে নিজের জায়গায়। নিশ্চয়ই এখুনি এই পথ দিয়ে গেছে অসুর।

এক চুল নড়লো না কেউ। নলখাগড়ার বনে হি হি করছে বাতাস। কান খাড়া করলো ওরা।

তারপর শোনা গেল। শব্দটা যেন দূর থেকে ভেসে আসা গুরু-গম্ভীর মেঘ ডেকে ওঠার শুধু শান্তি ও তৃপ্তি বোধ করলে এরকম আওয়াজ করে হাতি।

রানার হিসেবে, খুব বেশি হলে ওদের কাছ থেকে একশো গজ দূরে রয়েছে অসুর। রিভেরার হাত ধরে কাছে টানলো ও। তাঁর কানে ঠোঁট ঠেকিয়ে বিড়বিড় করে বললো, 'বাতাসের ওপর খেয়াল রাখতে হবে।' শুঁড় দিয়ে পানি টানার আওয়াজ পেলো ওরা, নিজেকে ঠাণ্ডা করার জন্যে কাঁধে পানি ঢালছে অসুর। শুঁড়ের কালো ডগাটা নলখাগড়ার মাথার ওপর এক পলকের জন্যে দেখতে পেলো ওরা।

উত্তেজনায় জিভ শুকিয়ে গেছে রানার, গলা থেকে শব্দ বেরুতে চাইছে না। কর্কশ, বেসুরো স্বরে বললো, 'পিছু হটো!' সতর্কতার সাথে, এক পা এক পা করে পিছিয়ে এলো ওরা। রিভেরার হাত ধরে আছে রানা। ঝোপের ভেতর ঢুকেই রাগতঃ ভঙ্গিতে ফিসফিস করলেন তিনি, 'কি হলো, কাছেই তো ছিলাম!'

'বেশি কাছে,' বললো রানা। 'সামনে নলখাগড়া, গুলি করবেন কিভাবে? বাতাস একটু ঘুরলেই টার্গেটকে হাওয়া হয়ে যেতে দেখবেন। বাগে পেতে হলে পরবর্তী দ্বীপে যেতে দিতে হবে অসুরকে।'

আরো পিছিয়ে এলো ওরা, নিরাপদ দূরত্বে সরে এসে শাখা বহুল একটা গাছ বাছাই করলো রানা, রিভেরাকে সাহায্য করলো ওপরে উঠতে। নলখাগড়ার বনের দিকে তাকাতেই অসুরকে দেখতে পেলো ওরা। জলা পেরিয়ে সামনের দ্বীপে চলে যাচ্ছে সে, গভীর পানিতে উঁচু হয়ে আছে শুধু তার বিশাল পিঠের খানিকটা অংশ। এক সময় দ্বীপে উঠলো অসুর, তার বিশাল আকৃতি, যেন একটা সচল পাহাড়, সম্মোহিত করে তুললো ওদেরকে। দু'জনেই ওরা অভিজ্ঞ শিকারী, কিন্তু এ-ধরনের অভিজ্ঞতা আগে কখনো হয়নি। দুনিয়ার আর কোনো মানুষ এতো বড় প্রাণী আর কখনো দেখবে না। মনে হলো, এই মুহূর্তটির জন্যে ওরা যেন সারাজীবন অপেক্ষা করে ছিলো। অসুরকে শিকার করতে না পারলে বেঁচে থাকায় যেন কোনো আনন্দ নেই। মাথা তুলে প্রাচীন হাতি সামান্য একটু ঘুরলো, মুহূর্তের জন্যে আইভরি দুটো দেখতে পেলো ওরা। সারা শরীরে পুলকের ঢেউ বয়ে গেল, ফিসফিস করে রিভেরা বললেন, 'হি ইজ বিউটিফুল!'

রানা কিছু বললো না, যোগ করার আর কিছু থাকলে তো।

দ্বীপের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল অসুর, নলখাগড়ার বন গ্রাস করলো তাকে।

গাছ থেকে নেমে এলো ওরা। ডিঙিতে চড়ে বসলো সবাই। লগি ঠেলে এগোতে নিষেধ করলো রানা, দূর থেকে দেখা যাবে। হাতগুলোকে বৈঠার কাজে ব্যবহার করলো ওরা।

সামনের দ্বীপে পৌঁছে রিভেরাকে ডাঙায় নামতে সাহায্য করলো রানা। কেউ কোনো শব্দ করছে না। 'লোড চেক করুন,' ফিসফিস করলো রানা। রিভেরা বোল্ট টানলেন প্রায় কোনো শব্দ না করে।

নলখাগড়ার বনে একটা পথ তৈরি করেছে অসুর, সেটা ধরে এক লাইনে এগোলো ওরা। সামনে রয়েছে পেনডুলা। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো সে।

আচমকা ডালপালা ভাঙার জোরালো শব্দ ভেসে এলো সামনে থেকে। উঁচু গাছপালার মাথা ঝাঁকি খেলো, যেন প্রচণ্ড ঝড় শুরু হয়েছে। রাইফেল তুললেন রিভেরা, তাঁর কাঁধে হাত রেখে বাধা দিলো রানা।

তাণ্ডব নৃত্য শুরু করেছে অসুর, খাবার সময় ভেঙেচুরে সব তছনছ করাই তার স্বভাব। মাত্র ত্রিশ কদম দূরে ডালপালা ভাঙছে সে, কিন্তু ধূসর চামড়ার আভাস পর্যন্ত পাচ্ছে না ওরা।

রিভেরার হাত এখনো ছাড়েনি রানা। তাঁকে নিয়ে ধীরে ধীরে সামনে বাড়লো সে, প্রতিবার এক পা করে। দশ পা এগিয়ে থামলো রানা। রিভেরাকে ঠেলে দিলো সামনের দিকে, তাঁর কাঁধের ওপর দিয়ে হাত লম্বা করে দেখালো।

প্রথম কয়েক সেকেণ্ড কিছুই দেখতে পেলেন না রিভেরা। নলখাগড়ার বনে শুধু ছায়া দেখতে পাচ্ছেন। তারপর আবার কান ঝাপটালো অসুর, বনের ফাঁকে তার চোখ দেখতে পেলেন তিনি। ছোট একটা ভেজা চোখ, কালের আঁচড় লেগে ঝাপসা নীলচে একটা ভাব ফুটে আছে, চোখের নিচে অশ্রুর ধারা যেন বিপুল জ্ঞান ও অশেষ বিষণ্নতার প্রতীক।

রিভেরা অনুভব করলেন, তার পিঠে টোকা দিলো রানা। গুলি করতে বলছে। কিন্তু গুলি করবেন কি, তাঁর অনুভূতি ও চিন্তার জগতে আশ্চর্য একটা বিপ্লব ঘটে গেছে। ম্যানুয়েল রিভেরা যেন তাঁর শরীর থেকে বেরিয়ে এসেছেন, ভেসে আছেন শূন্যে, মানুষ ও পশুটাকে পাশা করে দেখছেন, মানসচক্ষে দেখতে পাচ্ছেন দুটো মৃত্যু, এবং নিদারুণ বিয়োগ ব্যথা গ্রাস করে ফেললো তাঁকে, কেড়ে নিলো সমস্ত শক্তি।

তাঁর পিঠে আবার টোকা দিলো রানা, আগের চেয়ে জোরে। পনেরো ফুট দূরে অসুর এখনো নলখাগড়ার ভেতর গাঢ় একটা ছায়ার মতো, স্থির। রানা জানে, হঠাৎ স্থির হওয়া মানে বিপদের আভাস পেয়ে গেছে হাতি। ইচ্ছে হলো রিভেরার কাঁধ ধরে ঝাঁকি দেয়, চিৎকার করে ওঠে, 'গুলি করুন!' কিন্তু তাহলে আর অসুরকে নাগালের মধ্যে পাওয়া যাবে না।

কিন্তু রানা যা ভয় করেছিল তাই ঘটলো। অসুরকে যেন চোখের পলকে ছিনিয়ে নেয়া হলো, ঘন কুয়াশার ভেতর হঠাৎ গায়েব হয়ে গেল সে। চোখে দেখেও বিশ্বাস করা যায় না, এতো বড় প্রাণী এতো ক্ষিপ্রবেগে কিভাবে নড়ে উঠতে পারে।

রিভেরার হাত ধরে ছুটলো রানা। কাঁটাঝোপে লেগে ছিঁড়ে গেল চামড়া, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই ওর। এতো জোরে চেপে ধরেছে, কব্জিতে ব্যথা পাচ্ছেন রিভেরা। ও নিশ্চিত, সামনের দ্বীপে পৌঁছুবার চেষ্টা করবে অসুর। খোলা চ্যানেল পেরুবার সময় আরেকটা সুযোগ পাবে ওরা। রিভেরাকে বাধ্য করবে দূর থেকে গুলি করতে। তাছাড়া কোনো উপায় নেই এখন। দূর থেকে গুলি করে অসুরকে প্রথমে পঙ্গু করে নিতে হবে।

পিছন থেকে চিৎকার করলো পেনড্রলা। কি বললো বোঝা গেল না। বোধহয় সাহায্য চাইছে। ইতস্তত করে দাঁড়িয়ে পড়লো রানা। কান পাতলো। এমন একটা কিছু ঘটছে যা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত, যে ঘটনার জন্যে তৈরি নয় রানা।

ঝোপ-ঝাড় ভাঙার আওয়াজ পেলো রানা, খেপে ওঠা হাতির চিৎকার ভেসে এলো। কিন্তু শব্দগুলো আসছে পিছন থেকে, যেদিকে অদৃশ্য হয়ে গেছে অসুর

সেদিক থেকে নয়। মুহূর্তের জন্যে ব্যাপারটা বোধগম্য হলো না রানার, তারপর আসল ঘটনা উপলব্ধি করতেই ঘাড়ের পিছনে দাঁড়িয়ে গেল চুল।

কোনো হাতির কাছ থেকে যা কখনো আশা করা যায় না, ঠিক তাই করেছে অসুর। পালায়নি সে, ঘুর পথে ওদের পিছনে চলে গেছে, যাতে বাতাসে ওদের গন্ধ পায়।

ঘন ঝোপ ভেদ করে ছুটে আসছে এখন। খুঁজছে ওদের।

'পালাও, পেনডুলা, পালাও!' চিৎকার করলো রানা। 'বাতাসের উল্টো দিকে ছোটো!' আকাশ ছোঁয়া একটা সেগুন গাছের দিকে ঠেলে দিলো রিভেরাকে। 'উঠুন, জলদি!' নিচের ডালগুলো নাগালের মধ্যেই, অনায়াসে উঠে যেতে পারবেন রিভেরা। পেনডুলার দিকে ছুটলো রানা, তাকে বাঁচাতে হবে।

ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর দিয়ে তীরবেগে ছুটলো রানা, রাইফেলটা আড়াআড়িভাবে বুকের কাছে ধরে আছে। গোটা বনভূমি কাঁপিয়ে বিরতিহীন চিৎকার করছে উন্মত্ত অসুর।

কাছে চলে আসছে দানবটা, কালো পাথরের একটা ধস যেন। অকস্মাৎ একটা ঝোপ থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে রানার সামনে দাঁড়ালো পেনডুলা। বিপদ যতোই গুরুতর হোক, রানাকে পাশে নিয়ে মোকাবিলা করবে সে। বাতাসের উল্টো দিকে দৌড় দিয়েছে আমানজি, কিন্তু পেনডুলা সুযোগের অপেক্ষায় ছিলো, কখন সে তার বসের পাশে দাঁড়াতে পারবে।

পেনডুলাকে দেখেই, ছোটার মধ্যে, দিক বদল করলো রানা, পিছু নেয়ার ইঙ্গিত দিলো তাকে।

অসুরের পথ থেকে একপাশে সরে গেল ওরা, একশো কদম ছুটে থামলো, পাশে পেনডুলা। অসুর ওদের গন্ধ পাচ্ছে না, বাতাসের উল্টোদিকে চলে এসেছে ওরা। আরেক পাশে রয়েছে আমানজি, অনেক দূরে, তার গন্ধও পাবার কথা নয়। বনভূমি স্থির, নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

রানা অনুভব করলো, একেবারে কাছাকাছি কোথাও রয়েছে অসুর। ওদের মতোই স্থির দাঁড়িয়ে আছে সে, শুধু লম্বা শুঁড়টা ঘন ঘন কুঁচকে উঠছে গন্ধ পাবার আশায়। এরকম হাতি আর বোধহয় জন্মায়নি, যে বুদ্ধি ও পরিকল্পনার সাহায্যে শিকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

তারপর আবার শব্দ শোনা গেল, কিন্তু এ-ধরনের শব্দ আশা করেনি রানা। কোনো শিকারীই আশা করে না। মানুষের একটা গলা। জোর গলায় উদাত্ত আহবান জানাচ্ছে। ম্যানুয়েল রিভেরার ভরাট গলা। 'অসুর, আমরা দু'জন ভাই!' অসুরকে ডাকছেন তিনি। 'গত যুগের যা কিছু অবশিষ্ট আছে, আমরা দু'জন তারই সারবস্তু! এসো ভাই আমার, দ্বিধা করো না, কেন না আমাদের নিয়তি একসুতোয় বাঁধা। তুমিই বলো, তোমাকে আমি কিভাবে খুন করতে পারি?'

শুনতে পেয়ে আবার চিৎকার ছাড়লো অসুর। বন-বাদাড় চুরমার করে আবার ক্ষিপ্রগতি এক্সপ্রেস ট্রেনের মতো ধেয়ে এলো সে। বাতাসে মানুষের গন্ধ পেয়ে গেছে, দিক নির্ণয়ে আর কোনো অসুবিধে নেই।

সেগুন গাছে আসলে ওঠেনইনি রিভেরা। গাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে

ছিলেন তিনি, এখনো তাই আছেন। চোখ দুটো বন্ধ করে রেখেছেন। মাথার ব্যথাটা এমন হঠাৎ করে শুরু হলো, যেন মগজে কেউ গরম ছুরি চালিয়েছে। বন্ধ চোখের ভেতর নক্ষত্রের বিস্ফোরণ দেখতে পাচ্ছেন। হাতের রিগবিটা ছেড়ে দিলেন। সরে এলেন গাছের কাছ থেকে, অন্ধের মতো হাতড়াতে হাতড়াতে অসুরকে খুঁজছেন। 'ভাই আমার, এসো এক হই আমরা!' তাঁর সামনে মড়মড় করে ভেঙে পড়ছে গাছপালা। বিস্ফোরিত হলো সামনের ঝোপ, বেরিয়ে এলো প্রকাণ্ড দানব।

রিভেরার উদ্দেশে ছুটছে রানা, প্রাণের মায়া না করে অসুরের নাগালের মধ্যে চলে আসছে ও। অসুর ও রিভেরার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে। সামনেই, কিন্তু দু'জনের একজনকেও দেখতে পাচ্ছে না। 'এদিকে!' চিৎকার করলো ও। 'এদিকে, অসুর! এসো, এদিকে এসো!' কিন্তু বৃথাই, রিভেরাকে দেখতে পাবার পর আর কোনো দিকে ফিরবে না অসুর।

হঠাৎ চোখ মেলে তাকালেন রিভেরা। শুঁড় তুলে সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে অসুর, তার দাঁত দুটো উঁচু হয়ে রয়েছে আকাশের দিকে, কিন্তু রিভেরা সেদিকে তাকিয়ে সানন্দে হেসে উঠলেন। দু'হাত বাড়িয়ে দিলেন অসুরের দিকে। 'এসো, ভাই, এসো!' তারপর হঠাৎ আকাশের দিকে মুখ তুললেন রিভেরা, নিমেষে তাঁর মনে পড়ে গেল আফ্রিকার এই জঙ্গলে কয়েকশো প্রাণীকে হত্যা করেছেন তিনি। 'ফর গিভ মি, ফাদার,' চিৎকার করলেন রিভেরা। 'ফর আই হ্যাভ সিনড্।'

সামনের ঝোপ থেকে অসুরের মাথার পিছনটা উঁচু হতে দেখলো রানা, ওর দিকে প্রায় পুরোপুরি পিছন ফিরে রয়েছে। রিভেরার গলা পেলো ও, কিন্তু কি বললেন বুঝতে পারলো না। আন্দাজ করলো, অসুরের দাঁত আর শুঁড়ের সরাসরি নিচে রয়েছেন তিনি।

দাঁড়িয়ে পড়লো রানা, কাঁধে তুললো .৫৭৭ এক্সপ্রেস রাইফেল। এই পজিশন থেকে অসুরের ব্রেনে গুলি করা প্রায় অসম্ভব, কারণ তার উঁচু কাঁধ বাধা হয়ে রয়েছে। টার্গেটটা পাকা একটা আপেলের চেয়ে বড় নয়, সেটাও আবার বিশাল হাড়সর্বস্ব খুলির আবরণের ভেতর লুকানো। অভিজ্ঞতা ও ভাগ্যের ওপর নির্ভর করতে হবে শিকারীকে।

ট্রিগার টেনে দিলো রানা। কয়েক সেকেণ্ড কিছুই ঘটলো না। তারপর মাটিতে বুক দিয়ে পড়ে গেল অসুর, থরথর করে কেঁপে উঠলো মাটি যেন ভূমিকম্প শুরু হয়েছে, গাছপালার ডাল থেকে রাশ রাশ পাতা ঝরে পড়লো রানার মাথায়। অসুরকে ঢেকে ফেললো ধুলোর একটা ঘন মেঘ, তার মাথা সামনের দিকে ঝুঁকলো।

অসুরের ডানদিকের দাঁতটা রিভেরার পেটে ঢুকে গেল, কিডনি ছিঁড়ে শিরদাঁড়া ভেঙে ডগাটা বেরিয়ে এলো কোমরের সামান্য ওপরে। এতো সাধের গজদন্ত, যেগুলো পাবার জন্যে জীবনের ঝুঁকি নিয়েছেন ম্যানুয়েল রিভেরা, দু'হাতে টাকা ঢেলেছেন, সেই গজদন্তই এই মুহূর্তে তাঁকে গেঁথে রেখেছে মাটির সাথে। দাঁতটার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন তিনি। কোনো ব্যথা অনুভব করছেন না, পেটের নিচে কোনো অনুভূতি নেই, এমনকি মাথাতেও নেই কোনো

ব্যথা। শুধু সামনেটা অন্ধকার হয়ে আসছে। আলো একেবারে নিভে যাবার আগে রানার মুখটা চোখের সামনে ভাসতে দেখলেন তিনি। 'রিভেরা! রিভেরা!' যেন বহুদূর থেকে ভেসে আসছে রানার গলা। কথা বলার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করলেন ম্যানুয়েল রিভেরা।

'ও তোমাকে ভালোবাসে। আমার মেয়েটাকে দেখো তুমি, রাজা!' কর্নেল ম্যানুয়েল রিভেরার এই ছিলো শেষ কথা। পরমুহূর্তে অনন্ত অন্ধকারে অস্তিত্ব হারিয়ে ফেললেন তিনি।

***

শ্বাপদ সংকুল-২

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯২

এক

লগি ঠেলছে আমানজি, নৌকার গায়ে লেগে খসখস আওয়াজ করছে নলখাগড়া। কারো মুখে কথা নেই।

নৌকার মাঝখানে কুঁজো হয়ে বসে রয়েছে রানা, বাম হাতের তালুতে চিবুক ঠেকিয়ে। অসাড় লাগছে নিজেকে ওর, বিষণ্ণতা ছাড়া আর কোনো অনুভূতি নেই। কোলের ওপর পড়ে থাকা ডান হাতটার দিকে তাকালো, নখে রক্ত লেগে রয়েছে এখনো। 'রিভেরার রক্ত,' ভাবলো ও, হাতটা পানিতে ডোবালো।

রিভেরার বুক ভেদ করে অসুরের একটা দাঁত মাটিতে সেঁধিয়ে গিয়েছিল তাঁকে মুক্ত করার চেষ্টা করলেও, কাজটা সম্ভব নয় বুঝতে পেরে ক্ষান্ত হয় রানা। রিভেরার শেষ ইচ্ছেটা পূরণ হয়েছে, মারা গেছে অসুর। অসুরের সাথে মারা গেছেন রিভেরাও। এ যেন নিয়তিরই খেলা। ওদেরকে ওভাবেই রেখে এসেছে রানা, মূল্যবান গজদন্ত উদ্ধারের কোনো চেষ্টা করেনি। শুধু ডালপালা দিয়ে ঢেকে রেখে এসেছে লাশ দুটো।

'ও তোমাকে ভালোবাসে,' বলে গেছেন রিভেরা। মৃত্যুপথযাত্রী একজন লোকের কথা, ক্যানসারের কারণে যার দৃষ্টি ও মতিভ্রম ঘটছিল ঘন ঘন। হাতটা তুললো রানা। রক্তটুকু ধুয়ে গেছে। পানি থেকে একটা ওয়াটার লিলি তুলে নিলো ও, গন্ধটা শুঁকলো, কল্পনা করলো মনিকাকে। মেয়েটা অপরূপ সুন্দরী, কিন্তু ভয়ানক জেদি। কার কথা বলে গেলেন রিভেরা? নিজের মেয়ে মনিকার কথাই কি? কিন্তু তা কি করে সম্ভব? আচার-আচরণে মনিকা তো অন্তত হাজার বার জানিয়ে দিয়েছে, রানাকে দু'চোখে দেখতে পারে না সে।

মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকালো রানা। সূর্য অস্ত গেছে। একটু পরেই অন্ধকার নামবে। রানা চোখ নামাবার আগে সন্ধ্যাতারা হয়ে আকাশে ফুটে উঠলো শুক্রগ্রহ, আশ্চর্য তার উজ্জ্বলতা। তারপর এক এক করে মুখ দেখাতে শুরু করলো অন্যান্য তারারা।

নক্ষত্র দিয়ে সাজানো কালো আকাশের দিকে তাকিয়ে মনিকার কথা কল্পনা করলো রানা। বিস্ময়ের ছোট একটা ঝাঁকি অনুভব করলো ও—আশ্চর্য, কল্পনাতেও কতো পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ও মেয়েটাকে! মধু রঙা চোখের তারায় ঝিক করে উঠলো দুষ্ট হাসি। ঠোঁটের কোণ বেঁকে আছে ব্যঙ্গাত্মক হাসিতে। হঠাৎ করে মেয়েটাকে আবার দেখতে পাবার একটা ব্যাকুলতা অনুভব করলো রানা। ব্যাকুলতাটাকে স্বীকৃতি দেয়ার পরপরই শুরু হলো উদ্বেগ। 'মনিকাকে একা রেখে

এসে মারাত্মক ভুল করেছি আমি,' ভাবলো ও। 'কতো কিছুই তো ঘটতে পারে। এটা আফ্রিকা।'

তারপর ভাবলো, 'চিন্তার কিছু নেই, ওর সাথে নেবুবি আছে। নিজের প্রাণ দিয়ে হলেও মনিকাকে যে-কোনো বিপদ থেকে রক্ষা করবে সে।'

তবু অস্থিরতা কমলো না। রাতের বিশ্রামের জন্যে প্রস্তুতি নিলো আমানজি, পানি থেকে তুলে ফেললো লগি। রানা বললো, 'আমাকে দাও।' খাওয়াদাওয়া সেরে ডিঙির মাঝখানে কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে থাকলো আমানজি আর পেনডুলা, গভীর রাত পর্যন্ত একাই লগি ঠেললো রানা। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে যেতে হবে মনিকার কাছে। মাঝে মধ্যে মুখ তুলে তারাগুলোর দিকে তাকালো ও, প্রতিবারই যেন ওগুলোর মাঝখানে মনিকার হাসিমাখা মুখটা পলকের জন্যে দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল।

দু'দিন ধরে বিশ্রামের সময়টাও থেমে থাকলো না ডিঙি। চব্বিশ ঘন্টায় তিন কি চার ঘন্টা ঘুমালো রানা, বাকি সময়টা লগি ঠেললো। ওর দেখাদেখি ঘুমের সময় কমিয়ে আনলো পেনডুলা আর আমানজি। প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে জেগেই নলখাগড়ার বনে মনিকার ছায়া মতো কি যেন দেখতে পেলো রানা।

তৃতীয় দিন লগিটাকে কাদার ভেতর শক্ত করে আটকালো ও, ধরে থাকলো, সেটা বেয়ে তরতর করে ডগায় উঠে গেল পেনডুলা। বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে সামনের দিকে হাত লম্বা করলো সে। বিকেলের দিকে সর্বশেষ নলখাগড়ার বনের ভেতর ঢুকলো ওরা। খানিক পর ডাঙায় ভিড়লো ডিঙি, আগুনে পুড়ে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া গ্রামটার কাছে।

লাফ দিয়ে ডাঙায় উঠলো রানা, ধ্বংসাবশেষের ভেতর দিয়ে হন হন করে এগোলো, দৌড়োবার ইচ্ছেটাকে কোনোরকমে দমিয়ে রেখেছে। 'এটা কোনো পাহারা হলো!' ভাবলো ও। 'দেখা হোক নেবুবির সাথে! কারো চোখে ধরা না পড়ে আমরা যদি পৌঁছুতে পারি, তাহলে··· বাধা পড়লো চিন্তায়। সামনেই দেখা যাচ্ছে ডালপালা ও লতাপাতা দিয়ে ওদের তৈরি মনিকার আশ্রয়। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো রানা।

পরিবেশটা বড় বেশি শান্ত। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সতর্ক করে দিলো রানাকে। এখানে কি যেন একটা মিলছে না। ডাইভ দিয়ে মাটিতে পড়লো ও, দ্রুত কয়েকটা গড়ান দিয়ে আড়ালে সরে এলো, .৫৭৭-টা ধরে আছে সামনে।

শুয়ে থেকে কান পাতলো রানা। নিস্তব্ধতা এতোই গাঢ় যে একটা ভারি বোঝার মতো লাগছে। জিভের ডগা দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিয়ে টিয়া পাখির সুর নকল করলো ও, সংকেতটা চিনতে পারবে নেবুবি।

পাল্টা সাড়া পাওয়া গেল না।

হামাগুড়ি দিয়ে সামনে বাড়লো রানা, তারপর আবার স্থির হলো। ওর ঠিক মুখের সামনে, ঘাসের ভেতর, কি যেন একটা চকচক করছে। জিনিসটা কুড়িয়ে নিলো ও, সেই সাথে ভয়ে শুকিয়ে গেল অন্তরাত্মা।

ওটা ৭.৬২ কারট্রিজের একটা খালি খোসা। সোভিয়েত রাশিয়ার তৈরি, এ/কে ফরটিসেভেন অ্যাসল্ট রাইফেলে ব্যবহার করা হয়। নাকের সাথে ঠেকিয়ে

পাউডারের গন্ধ শুঁকলো রানা। অতি সম্প্রতি ব্যবহার করা হয়েছে। আশপাশে দ্রুত চোখ বুলালো ও, ঘাসের ভেতর আরো কয়েকটা খালি শেল দেখতে পেলো। তারমানে তুমুল বন্দুক যুদ্ধ হয়েছে এখানে।

সামনে খোলা জায়গা, তারপর একটা ঝোপ। একটা গড়ান দিয়ে দাঁড়ালো রানা, এঁকেবেঁকে ছুটলো, লুকিয়ে থাকা বন্দুকধারী যাতে লক্ষ্য-স্থির করতে না পারে। ঝোপের কিনারায় পৌঁছে আবার ডাইভ দিলো ও, ঘাসের ওপর পড়ে গড়িয়ে দিলো শরীরটা। স্থির হতেই কয়েক গজ সামনে ঝোপের ভেতর একটা লাশ দেখতে পেলো। লোকটার পিঠ গর্ত করে বেরিয়ে এসেছে একটা মাত্র বুলেট, ক্ষতের মুখে ভন ভন করছে মাছি। লাশের গায়ে কোনো কাপড় নেই।

'নেবুবি!' গলার ভেতর থেকে হাহাকারের মতো বেরিয়ে এলো শব্দটা, ক্রল করে লাশের পাশে চলে এলো রানা। ক্ষতটার চারপাশের রক্ত শুকিয়ে গেছে। চব্বিশ ঘন্টা আগে মারা গেছে সে, আন্দাজ করলো ও। মাথাটা ধরে নিজের দিকে ফেরালো, দেখলো অচেনা লোক।

দাঁড়ালো রানা। 'নেবুবি!' চিৎকার করলো ও। 'মনিকা!' চিৎকারটায় হতাশা ও মরিয়া ভাব ফুটে উঠলো। মনিকার জন্যে তৈরি করা আশ্রয়টা খালি পড়ে রয়েছে। 'নেবুবি!' চারদিকে উন্মত্তের মতো তাকালো ও। 'মনিকা!'

ঝোপের আরেক দিকে আরো একটা লাশ দেখতে পেলো রানা। ছুটলো সেদিকে। এ-ও অচেনা এক লোক, বুলেটের আঘাতে মাথার খুলি উড়ে গেছে। এরইমধ্যে ফুলতে শুরু করেছে পেট। পরনে কোনো কাপড় নেই। 'একজোড়া বেজন্মাকে খতম করেছো,' তিক্ত কণ্ঠে বললো রানা। 'নাইস শূটিং, নেবুবি!'

রানার পিছু পিছু এসেছে পেনডুলা, মনিকার আশ্রয়টা পরীক্ষা করছে সে। ছোট্ট একচালাটা থেকে বেরিয়ে এসে বৃত্ত রচনা করে ঘুরতে শুরু করলো, নিজের কাজে সম্পূর্ণ মগ্ন, কখনো দ্রুত সামনে বাড়ছে, কখনো সতর্কতার সাথে এক দুই পা পিছু হটছে। একধারে দাঁড়িয়ে আছে রানা ও আমানজি, পেনডুলার কাজ দেখছে, হাঁটাহাঁটি করে লক্ষণ ও ছাপগুলো নষ্ট করতে চাইছে না। কয়েক মিনিট পর ওদের কাছে ফিরে এলো সে।

'সেই আগের দলটাই, যারা আমাদের পিছু নিয়েছিল। পনেরো জন। প্রথম একচালাটাকে ঘিরে ফেলে, তারপর একসাথে ছুটে এসে হামলা চালায়। ওই দু'জনকে ৩০/০৬ রাইফেল দিয়ে গুলি করে নেবুবি।' রানার হাতে কারট্রিজের খালি কেস ধরিয়ে দিলো পেনডুলা। 'ধস্তাধস্তি হয়েছে বটে, তবে শেষ পর্যন্ত ওদেরকে নিয়ে গেছে তারা।'

'আর মেমসাহেব…?' কি শুনতে হবে ভেবে আতঙ্ক বোধ করলো রানা।

সোয়াহিলি ভাষায় জবাব দিলো পেনডুলা। 'হ্যাঁ, ওঁকেও তারা ধরে নিয়ে গেছে; এখনো খোঁড়াচ্ছেন তিনি, তবে তারা সাহায্য করছে, দু'পাশে একজন করে লোক আছে। মেমসাহেব সারাক্ষণ ধস্তাধস্তি করছেন। আহত হয়েছে নেবুবি, ইনসুতসাও জখম হয়েছে। আমার ধারণা, ওদের হাত বাঁধা হয়েছে। এলোমেলোভাবে পা ফেলছে ওরা,' লাশগুলোর দিকে ইঙ্গিত করলো সে। 'ইউনিফর্ম, বন্দুক আর বুট খুলে নিয়েছে,' ঘাসবনের দিকে হাত তুললো। 'ওদিকে

গেছে।'

'কখন?' জানতে চাইলো রানা।

'কাল, সকালে। সম্ভবত ভোরের দিকে ক্যাম্পে হামলা চালায় ওরা।'

রানা গম্ভীর, মনে মনে চিৎকার করছে, 'মনিকা, খোদার কসম, তোমার কোন ক্ষতি করলে ওদের আমি জ্যান্ত কবর দেবো!'

'ইতিমধ্যে অনেক দূরে চলে গেছে ওরা,' বললো পেনডুলা, আসলে তাগাদা দিলো রানাকে।

'ধাওয়া!' বললো রানা। 'শুরু করো!'

ডিঙি থেকে জিনিস-পত্র আনার জন্যে ছুটলো আমানজি। পিঠে প্যাক তুললো রানা, শোল্ডার-স্ট্র্যাপ ঠিকমতো আটকাবার জন্যে ঘন ঘন কাঁধ ঝাঁকালো, আগেই দৌড়াতে শুরু করেছে। সারারাত লগি ঠেলার ক্লান্তি কখন দূর হয়ে গেছে টেরই পেলো না। প্রচণ্ড রেগে আছে, শিরায় ও পেশীতে গরম রক্ত ও বিপুল শক্তি অনুভব করছে।

প্রথম এক মাইল ঝড়ের বেগে ছুটলো ওরা। শত্রুপক্ষের পায়ের ছাপ খুব একটা স্পষ্ট নয়। পথে কোথাও ওত পেতে থাকতে পারে তারা, অ্যান্টি-পারসোনেল মাইন ফেলে রেখে যেতে পারে, তবু সতর্ক হবার ধৈর্য নেই রানার। বিপদের লক্ষণ দেখতে পাবার দায়িত্ব পেনডুলার ওপর ছেড়ে দিয়েছে ও।

রানার চোখের সামনে শুধু মনিকার ছবিটা ভাসছে।

পনেরোজন, বলেছে পেনডুলা। পনেরোজন নিগ্রো গেরিলা ফাইটার। কতোদিন কোনো নারীদেহ ছুঁতে পায়নি। মনিকার ফর্সা, সুন্দর শরীরটা তাদেরকে উন্মাদ করে তুলবে। হত্যা নয়, বন্দী করতেই চেয়েছিল ওরা। নেবুবি ও ইনসুতসা সম্ভবত রাইফেলের বাঁটের দু'চারটে বাড়ি খেয়েছে। রানার আসল উদ্বেগ মনিকাকে নিয়ে। আহত পা নিয়ে ওকে তারা হাঁটতে বাধ্য করছে। মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যেতে পারে পা-টার, হয়তো চিরকাল খোঁড়াতে হবে মেয়েটাকে। অবশ্য, যদি বেঁচে থাকে।

বাঁচিয়ে রাখবে বলে মনে হয়? কেন বন্দী করেছে তার ওপর নির্ভর করে। শ্বেতাঙ্গ একটি মেয়েকে জিম্মি করে হয়তো পশ্চিমা কোনো সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে চায়। নির্ভর করে কাদের হাতে বন্দী হয়েছে মনিকা তার ওপর। রেনামো, ফ্রেলিমো নাকি কোনো ফ্রি-ল্যান্স ডাকাত? নির্ভর করে দলটার নেতা বা কমাণ্ডারের ওপর। যেদিক থেকেই দেখা হোক, মনিকা যে ভয়ানক বিপদে পড়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

শত্রুরা কি বুঝবে, ধাওয়া করা হবে তাদের? গ্রামের চারপাশে পায়ের ছাপ দেখে লোক সংখ্যা জানতে পারবে তারা। চারজনকে অনুপস্থিত দেখবে। হ্যাঁ, ধরে নেবে পিছু ধাওয়া করা হবে। ফলে উত্তেজিত ও সন্ত্রস্ত হয়ে থাকবে তারা।

নিজের নিরাপত্তার কথা ভেবে মনিকা শান্ত থাকবে বলে মনে হয় না। রানা যেন পরিষ্কার দেখতে পেলো লোকগুলোর সাথে তর্ক করছে মনিকা, মানবিক এবং আইনগত অধিকারের প্রশ্ন তুলছে, অমান্য করছে তাদের নির্দেশ। উদ্বিগ্ন হলেও, নিঃশব্দে হাসলো রানা। শত্রুরা হয়তো ভেবেছে সুন্দর একটা পুতুলকে বন্দী

করেছে তারা, কিন্তু অচিরেই টের পাবে ওটা পূর্ণ-বয়স্কা বাঘিনী।

হাসিটা ম্লান হয়ে গেল। মনিকাকে চেনে রানা, তার কণ্ঠস্বরই বিপদ ডেকে আনবে। শত্রুদের লিডার যদি দুর্বল প্রকৃতির হয়, তাকে এমন খোঁচা মারবে মনিকা যে লোকটা নিজের সম্মান বাঁচাবার জন্যে বাধ্য হয়ে একটা কিছু ঘটাবে। হয়তো মারবে, কিংবা রেপ করবে। আফ্রিকার দস্তুরই এই, পুরুষদের কাছে নতি স্বীকার করতে হবে মেয়েদের। অন্যথা হলে চরম শাস্তি নেমে আসবে কপালে। 'অন্তত এবারের মত জিভটাকে সামলে রাখো, ময়না,' নিঃশব্দে আবেদন জানালো রানা।

সামনে ছোটার গতি কমালো পেনডুলা; তারপর দাঁড়িয়ে পড়লো। একটা হাত তুলে চারপাশটা দেখালো সে। 'এখানে ওরা বিশ্রামের জন্যে থেমেছিল।' একজোড়া গাছের তলায়, ধুলোর ওপর আধপোড়া সিগারেট পড়ে রয়েছে। গাছের ডাল ভাঙা হয়েছে, ভাঙা ডাল থেকে পাতা ছেঁড়া হয়েছে। ছেঁড়া পাতার রোঁটা দেখে সময়ের হিসেব বের করলো পেনডুলা। 'কাল সকালে।'

'ডাল কেন ভাঙা হলো? পাতা কেন ছেঁড়া হলো?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'গাছের ডাল দিয়ে মেমসাহেবের জন্যে স্ট্রেচার তৈরি করেছে ওরা, স্ট্রেচারে পাতা বিছিয়ে শোয়ার ব্যবস্থা করেছে,' ব্যাখ্যা করলো পেনডুলা। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো রানা। পায়ে ব্যথা নিয়ে হাঁটতে পারছিল না মনিকা, পিছিয়ে পড়ছিল দলটা। মনিকাকে গুলি না করে বয়ে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা। তারমানে, বন্দিনী হিসেবে মনিকার মূল্য দিচ্ছে শত্রুপক্ষ।

আবার ছুটলো ওরা। পায়ের ছাপ খোলা প্রান্তরে বের করে আনলো ওদেরকে। এদিকে ছাপগুলো স্পষ্ট। পনেরো জন লোক এবং তাদের বন্দীরা পদচিহ্ন গোপন করার কোনো চেষ্টাই করেনি। দক্ষিণ দিকে গেছে তারা। খানিক পর পেনডুলা রিপোর্ট করলো, ইনসুতসা ও নেবুবিকে মনিকার স্ট্রেচার বইতে বাধ্য করা হয়েছে। মনে মনে খুশি হলো রানা। নেবুবি আর ইনসুতসা তাহলে সুস্থই আছে বলা যায়। রানা জানে, দলটার গতি মন্থর করে তোলার জন্যে সম্ভাব্য সব কৌশলই খাটাবে নেবুবি, পিছন থেকে ওরা যাতে তাড়াতাড়ি পৌঁছুতে পারে।

রানার ধারণা একটু পরই সত্যি প্রমাণিত হলো। বিস্ময়সূচক একটা আওয়াজ করে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো পেনডুলা। আঙুল দিয়ে সামনেটা দেখালো। নরম মাটিতে এলোমেলো অনেকগুলো দাগ দেখলো ওরা। স্ট্রেচার নামিয়ে এখানে ধুলোর ওপর লুটিয়ে পড়েছিল নেবুবি, শত্রুরা তাকে ঘিরে ফেলে, টানা-হেঁচড়া করে দাঁড় করায় আবার। 'গুড ম্যান,' ছোটার গতি না কমিয়ে প্রশংসা করলো রানা, সেই সাথে উদ্বিগ্ন হলো। বেশি বাড়াবাড়ি করলে নিজের বিপদ ডেকে আনবে নেবুবি। অত্যন্ত বিপজ্জনক একটা খেলা খেলছে সে।

সামনে ওরা ধীরগতি, আড়ষ্ট একটা দল। রানার আশা হলো, রাত নামার আগেই তাদেরকে ধরে ফেলতে পারবে। কিন্তু ওদের তিনজনের সাথে একটা মাত্র .৫৭৭ রয়েছে, আর পনেরো জন গেরিলা ফাইটারের কাছে রয়েছে একটা করে এ/কে অ্যাসল্ট রাইফেল।

এখন পর্যন্ত কোনো ফাঁদ চোখে পড়েনি। কারা ওরা, অনভিজ্ঞ ডাকাত? নাকি

ধারণা করতে পারেনি যে পিছু নেয়া হবে? এমন হতে পারে যে লোকগুলোর কাছে অ্যান্টি-পারসোনেল মাইন নেই। কিংবা কে জানে, একেবারে হয়তো শেষ সময়টায় চমকে দেয়ার কথা ভেবে রেখেছে।

আবার একবার থামলো পেনডুলা। 'এখানে কাল রাতে ওরা রান্না করেছে,' ইঙ্গিতে ক্যাম্প-ফায়ার দেখালো সে। উচ্ছিষ্ট খাবারগুলো এখনো ঢেকে রেখেছে পিঁপড়ের দল। আধপোড়া সিগার ও সিগারেট দেখতে পেলো ওরা।

'সার্চ,' নির্দেশ দিলো রানা। 'নেবুবি মেসেজ রেখে যাবার চেষ্টা করবে।' তল্লাশি শুরু করলো পেনডুলা ও আমানজি, হাতঘড়িতে সময় দেখলো রানা। দৌড় শুরু করার পর তিন ঘন্টা পেরিয়ে গেছে। দিনের আলো এখনো অনেকক্ষণ থাকবে। সন্ধের আগেই বোধহয় ধরা যাবে লোকগুলোকে।

'এখানে মেমের স্ট্রেচার নামানো হয়েছিল,' মাটিতে দাগগুলো দেখালো পেনডুলা। আরেক জায়গায় আঙুল তাক করলো। 'এখানে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন।'

মনিকার পায়ের ছাপগুলো পরীক্ষা করলো রানা। হাঁটার সময় একটা পা ঘষা খেয়েছে ধুলোর ওপর। 'কিছু পেলে তুমি?' পেনডুলাকে জিজ্ঞেস করলো ও। 'নেবুবি কোনো মেসেজ রেখে যায়নি?'

'না,' মাথা নাড়লো পেনডুলা।

এই প্রথম পানি খাওয়ার অনুমতি দিলো রানা। ওর হাত থেকে একটা করে সল্ট ট্যাবলেট নিলো ওরা। পাঁচ মিনিট পর আবার শুরু হলো অনুসরণ। এক ঘন্টা ছোটার পর থামলো, এখানটায় ঘুমোবার জন্যে থেমেছিল শত্রুরা। যেখানে রান্না করে খাওয়াদাওয়া সেরেছে সেখানে ঘুমোয়নি, এ-থেকে বোঝা যায় ট্রেনিং পাওয়া লোক ওরা। 'আবার সার্চ করো,' নির্দেশ দিলো ও।

কয়েক মিনিট পর পেনডুলা জানালো, 'কিছুই পেলাম না।'

মনে মনে হতাশ হলো রানা। আবার ছোটার নির্দেশ দিতে যাবে, হঠাৎ কি মনে করে জিজ্ঞেস করলো, 'মেমসাহেব কোথায় ঘুমিয়েছিল?'

'ওখানে,' বলে হাত তুলে জায়গাটা দেখালো পেনডুলা। গাছের পাতা কুড়িয়ে এনে কেউ একটা বিছানা তৈরি করে দিয়েছিল মনিকাকে, সম্ভবত নেবুবি। পাতার স্তূপটা ডেবে আছে, কোথাও কোথাও চ্যাপ্টা লাগলো। বিছানাটার পাশে হাঁটু গেড়ে বসলো রানা, সতর্কতার সাথে পাতাগুলো তুলে ভেতরে কিছু আছে কিনা দেখলো।

কিছুই পাওয়া গেল না। শেষ ক'টা পাতা উল্টে দাঁড়াতে যাবে, হঠাৎ একটা বোতাম দেখতে পেলো ও। ওটা কুড়িয়ে নিয়ে সিধে হলো, দেখলো মনিকার ডেনিম জিনস-এর বোতাম ওটা, গায়ে কোম্পানীর নাম লেখা রয়েছে। 'ময়নার বোতাম, বোঝা গেল। কিন্তু কোনো মেসেজ পাচ্ছি না...।' আবার বসলো রানা, বোতামটা যেখানে পড়েছিল সেই জায়গার ধুলো-মাটি সরালো ভেতরে কিছু আছে কিনা দেখার জন্যে। বোতামটা মনিকা মার্কার হিসেবেও ব্যবহার করে থাকতে পারে।

খুশিতে নেচে উঠলো রানার মন। দু'ইঞ্চি মাটির নিচে সিগারেটের একটা খালি প্যাকেট পাওয়া গেল। আঁকাবাঁকা হরফে মনিকা লিখেছে, 'পনেরো জন রেনামো। সাবধান, তোমাদেরকে ওরা আশা করছে।' তারমানে শত্রুদের

আলোচনা মনিকা বা নেবুবি শুনে ফেলেছে। তারপর মনিকা লিখেছে, 'বাকি সব ঠিক আছে। ক্রম.।'

'সাবাস, ময়না!' শুধু প্রশংসা নয়, মনে মনে এই প্রথম স্বীকার করলো রানা, মেয়েটাকে তার ভালো লাগতে শুরু করেছে। 'রেনামো,' পেনডুলা আর আমানজিকে বললো ও। 'তোমাদের ধারণাই ঠিক। পনেরো জন। ওরা জানে আমরা পিছনে লেগে আছি। সামনে অ্যামবুশ থাকার কথা।' দু'জনই ওরা গম্ভীর হয়ে থাকলো। হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলালো রানা। 'সন্ধের আগেই ওদেরকে আমরা ধরতে পারবো।'

আরো এক ঘন্টা ছোটার পর রেনামোদের প্রথম অ্যামবুশটা দেখতে পেলো ওরা। খোলা প্রান্তরের ওপর দিয়ে এগোচ্ছে দলটা, বর্ষার মরশুমে এলাকাটা জলমগ্ন হয়ে পড়ে। ট্রেইল-এর পাশে, খোলা প্রান্তর যেখানে উঁচু মাটির ওপর বনভূমির সাথে মিশেছে, চারজন লোক উপুড় হয়ে শুয়েছিল। অ্যামবুশের জন্যে অত্যন্ত আদর্শ জায়গা সরু উপত্যকার ওই মুখ, খোলা প্রান্তরটা সামনে থাকায়। ওরা পৌঁছুবার কিছুক্ষণ আগে চলে গেছে তারা। হালকা আর. পি. ডি. মেশিন-গানের বাইপড ধুলোর ওপর দাগ রেখে গেছে। গেরিলাদের জন্যে কাজের অস্ত্র ওটা। শত্রুরা পজিশনে থাকার সময় ওরা যদি এসে পড়তো, মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে সাঙ্গ হতো খেলা।

আর. পি. ডি.-র ক্রুরা নির্দিষ্ট একটা সময় ওদের জন্যে অপেক্ষা করেছে। তাদের সময়জ্ঞান নিখুঁত। মূল দলের সাথে নির্দিষ্ট দূরত্ব ঠিক রাখার জন্যে ক্যাম্প তুলে আবার রওনা হয়েছে তারা, তবে পথে আবার কোথাও থামবে অ্যামবুশ পাতার জন্যে। তাদের চলে যাওয়া আর ওদের পৌঁছুনোর মধ্যে সময়ের ব্যবধান খুবই কম।

'দু'পাশে থাকতে হবে আমাদের,' অনিচ্ছাসত্ত্বেও নির্দেশ দিলো রানা। 'অ্যামবুশ পাতা হয়েছে সামনে, সাবধান,' এগোবার গতি অনেক কমে যাবে ওদের। এখন আর সন্ধের আগে শত্রুদের ধরা সম্ভব নয়।

তিনজন খুবই কম লোক। ছাপ ধরে একা শুধু জাদুকর পেনডুলাকে এগোতে হলো, দু'পাশে থাকলো রানা আর আমানজি। তিনজনের সাথে একটা মাত্র আগ্নেয়াস্ত্র। পনেরো জন দক্ষ বুশ ফাইটারের বিরুদ্ধে লড়তে হবে ওদের, তাদের রয়েছে অটোমেটিক রাইফেল, জানে পিছু নিয়েছে ওরা। 'এ আত্মহত্যারই নামান্তর,' মনে মনে বললো রানা, হাঁটার গতি দ্রুত করার ঝোঁকটাকে অনেক কষ্টে দমিয়ে রাখলো।

মাঝখান থেকে শিস দিলো পেনডুলা। এই মুহূর্তে রানার দৃষ্টিপথে নেই সে। যদিও সতর্ক-সংকেত নয়, তবু ডাইভ দিয়ে মাটিতে পড়লো রানা, সতর্কতার সাথে নিজের দু'দিক ও সামনেটা ভালো করে পরীক্ষা করলো, তারপর সিধে হলো আবার, দ্রুত পায়ে চলে এলো পেনডুলার কাছে।

ট্রেইল-এর পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে পেনডুলা, চেহারায় উদ্বেগ। কথা না বলে আঙুল তাক করে ছাপগুলো দেখালো সে। সাথে সাথে তার উদ্বেগের কারণটা ধরতে পারলো রানা। 'কোত্থেকে এলো ওগুলো?' ওর কণ্ঠে যতোটা না

প্রশ্নের তারচেয়ে বেশি প্রতিবাদের সুর। পরিস্থিতিটা ওদের বিরুদ্ধে আরো কয়েক গুণ বৈরী হয়ে উঠেছে। এই প্রথম হতাশার একটা ভারি বোঝা অনুভব করলো রানা নিজের ভেতর। রেনামোদের মূল দলটার সাথে আরো বড় একটা দল মিলিত হয়েছে। প্রথমবার চোখ বুলিয়েই মনে হলো পুরো এক কোম্পানী পদাতিক বাহিনী। 'ক'জন?'

হিসাবটা মেলাতে পারলো না পেনডুলা। ছাপগুলো এলোমেলো, একটার ওপর একটা পড়েছে। নাক টানলো সে, খক খক করে কেশে কফ ফেললো মাটিতে। তারপর দু'হাতের সবগুলো আঙুল খাড়া করে দেখালো রানাকে, আঙুলগুলো চারবার ভাজ করলো, চারবার সিধে করলো।

'চল্লিশজন?'

ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গিতে ওপর-নিচে মাথা ঝাঁকিয়ে একটা হাতের সবগুলো আঙুল আবার সিধে করলো পেনডুলা।

'চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ!' বোতলের ছিপি খুলে এক ঢোক পানি খেলো রানা। বোতলের পানি সুপের মতো গরম, ঢোক গেলার আগে গারগল্ করলো বার কয়েক।

'সংখ্যাটা পরে আমি জানাবো,' বললো পেনডুলা। 'আলাদা করে সবগুলোকে চিনতে হবে আগে, কিন্তু এখন···।' নাক ঝাড়লো সে, ব্যর্থ হওয়ায় লজ্জা পাচ্ছে।

'কতোটা পিছনে আমরা?'

আঙুলটাকে ঘড়ির কাঁটার মতো করে আকাশের গায়ে ঘোরালো পেনডুলা।

'তিন ঘন্টা,' অর্থ উদ্ধার করলো রানা। 'রাতের আগে তাহলে ধরা যাচ্ছে না।'

রাত নামার পর থামলো ওরা, রানা বললো, 'খেয়ে নিয়ে অপেক্ষা করবো, যতোক্ষণ না চাঁদ ওঠে।' কিন্তু চাঁদ যখন উঠলো, এতোই ম্লান যে আকৃতিটা পর্যন্ত স্পষ্ট হলো না, মেঘের আবরণ ভেদ করে নিচের মাটিতে সামান্যই আভা ছড়ালো। ছাপ দেখার জন্যে আরো আলোর দরকার। আন্দাজের ওপর নির্ভর করে এগোবার কথা ভাবলো রানা, কিন্তু সেটা বোকামি হয়ে যাবে ভেবে বাতিল করে দিলো চিন্তাটা। দিনের পর দিন ছুটছে ওরা, ক্লান্তির চরমে পৌঁছে গেছে সবাই। অন্ধকার রাতে সতর্ক হবার সুযোগ কম, রেনামোদের প্রহরীরা ওদের শব্দ পেয়ে যেতে পারে। কিংবা হয়তো শত্রুদের পাশ কাটিয়ে সামনে চলে যাবে, কিন্তু টের পাবে না। 'আমরা ঘুমাবো,' বললো রানা। রেনামোরা জানে তাদেরকে অনুসরণ করা হচ্ছে, ছোটো একটা দলকে ওদের খোঁজে পাঠাতে পারে তারা।

টেইল ধরে অনেকটা পিছিয়ে এলো ওরা, তারপর দূরের একটা কাঁটাবনের ভেতর ঢুকলো। রাতের জন্যে পাহারার ব্যবস্থা করার চেয়ে কাঁটাবনে আশ্রয় নেয়া অনেক বেশি নিরাপদ ও বাস্তব। ঘুম সবারই দরকার, পাহারা দেয়ার মতো লোক নেই।

রাতটা ঠাণ্ডা, জড়াজড়ি করে শুয়ে পরস্পরের উত্তাপ পেতে চেষ্টা করলো ওরা। ঘুমিয়ে পড়েছে রানা, এই সময় পেনডুলা বিড় বিড় করে বললো, 'ওদের মধ্যে একজন আছে···।'

চোখ না মেলেই জিজ্ঞেস করলো রানা, 'কি বলছো?'

'রেনামোদের মধ্যে একজন আছে যাকে আমি আগেও দেখেছি।'

'ওদের একজনকে চেনো তুমি?' পুরোপুরি সজাগ হলো রানা।

'আমার তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু অনেক দিন আগের কথা, কোথায় দেখেছি মনে করতে পারছি না।'

পেনডুলার জন্যে ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য, কারণ কারো পায়ের ছাপ একবার দেখলে সারাজীবন মনে রাখতে পারে সে। তাকে জাদুকর বলার এটাও একটা কারণ। 'ঘুমোও,' পরামর্শ দিলো রানা। 'হয়তো স্বপ্নের ভেতর নামটা তোমার মনে পড়বে।'

রানা স্বপ্ন দেখলো মনিকাকে। অন্ধকার বনের ভেতর দিয়ে নগ্ন ছুটছে সে। গাছগুলো কালো, কোনো ডালে একটাও পাতা নেই, ডালগুলো বাঁকা ও পরস্পরের সাথে জড়ানো। এক পাল নেকড়ে ধাওয়া করছে মনিকাকে। রানার নাম ধরে চিৎকার করছে সে। রাতের মতোই কালো নেকড়েগুলো, চকচকে সাদা দাঁত, বেরিয়ে থাকা জিভ টকটকে লাল। মনিকা প্রাণভয়ে ছুটছে, তার মুখের চামড়া চাঁদের মতো আলোকিত। তার কাছে যাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে আছে রানা, কিন্তু কে যেন ওর পায়ে লোহার বেড়ি পরিয়ে রেখেছে, শতো চেষ্টা করেও তুলতে পারছে না। মনিকার নাম ধরে চিৎকার করতে চাইলো ও, কিন্তু মুখের ভেতর জিভটা যেন সীসার তৈরি বলে মনে হলো, গলা থেকে কোনো শব্দ বেরুলো না।

ঘুম ভাঙলো কাঁধে ধাক্কা খেয়ে। 'উঠে পড়ুন, বস্,' বললো পেনডুলা। 'আপনি কাঁদছেন, গোঙাচ্ছেন–রেনামোরা শুনে ফেলবে যে!'

ঝট্ করে উঠে বসলো রানা। ঠাণ্ডায় দুই পায়ের পেশী অবশ হয়ে গেছে বলে মনে হলো, স্বপ্নের আতঙ্কটা এখনো ওকে ছেড়ে যায়নি। বাস্তব জগতে ফিরে আসতে আরো কয়েক সেকেণ্ড সময় লাগলো।

'আর একটু পর আলো ফুটবে,' ফিসফিস করলো পেনডুলা। এরই মধ্যে বনের পাখিরা ডাকাডাকি শুরু করেছে।

'চলো, রওনা হই,' উঠে দাঁড়ালো রানা।

সূর্য এখনও দিগন্তের কাছাকাছি, ঘাসের ডগায় শিশির লেগে রয়েছে, শুকনো একটা নদীর তলায় এসে পৌঁছুলো ওরা। ভোরের প্রথম আলো ফুটতেই রেনামোরা রওনা হয়েছে, খুব বেশি দূর যেতে পারেনি তারা। নদীর শুকনো তলায়, বালির ওপর, মনিকার পায়ের ছাপ দেখতে পেলো পেনডুলা। 'হাঁটতে আগের চেয়ে কম কষ্ট হচ্ছে ওঁর,' রানাকে জানালো সে। 'পা-টা ভালো হয়ে যাচ্ছে, তবে নেবুবি আর ইনসুতসা এখনো ওঁকে বয়ে নিয়ে চলেছে। স্ট্রেচার থেকে এখানে একবার নেমেছিলেন উনি।'

আশপাশে আরো অনেক পায়ের ছাপ দেখা গেল, সেগুলোর পাশে হাঁটু গেড়ে বসলো পেনডুলা। রানার চোখে সব দাগই সমান, কিন্তু পেনডুলার কাছে নয়। একজোড়া বিশেষ ছাপের প্রতি গভীর মনোযোগ দিতে দেখা গেল তাকে। বুটের ছাপ, সোল-এর কিনারায় নকশা। 'একে আমি চিনি,' বিড়বিড় করলো সে। 'লোকটার হাঁটার ভঙ্গি আমার পরিচিত...,' হতাশায় মাথা নাড়তে নাড়তে সরে

গেল সে।

এরপর ওরা চরম সতর্কতার সাথে সামনে এগোলো। ক্রমশ উঁচু হয়ে গেছে ট্রেইল, উপত্যকার কিনারা ধরে। কিছুক্ষণের মধ্যে পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছে গেল ওরা। রেনামোদের যে-ই নেতৃত্ব দিক, লোকটার জানা আছে কোথায় সে তার দলকে নিয়ে যাচ্ছে।

শত্রুদের পিছনে পাহারাদার থাকবে, যে-কোনো মুহূর্তে তাদের সাথে দেখা হয়ে যাবে বলে ধারণা করছে রানা। হয়তো দেখা হবে না, তার আগেই আর. পি. ডি. মেশিন-গানের ব্রাশ ফায়ারে ঝাঁঝরা হয়ে যাবে তিনজন। প্রতি মিনিটে ছ'শো রাউণ্ড গুলি বেরোয় ওগুলো থেকে।

পাহাড়ের যে-কোনো বোল্ডারের আড়ালে, মাটির যে-কোনো ভাঁজে লুকিয়ে থাকতে পারে শত্রুরা, এগোবার আগে খুঁটিয়ে দেখে নিতে হলো দু'পাশ আর সামনেটা। দ্রুত এগোবার জন্যে অস্থির হয়ে আছে রানার মন, তবু বেঁচে থাকার স্বার্থে ঝোঁকটা দমন করলো ও। বাঁক ঘুরে আরেকটা ছোটো পাহাড়ের নিচে চলে এলো ওরা, সামনে পড়লো ঝাঁকড়া-মাথা কিছু গাছ, তারপর ফাঁকা খানিকটা জায়গা। শেষ প্রান্তে একটা খাদ, খাদের দু'দিকে খাড়া পাহাড়। 'ওখানেই আছে ওরা,' বিড়বিড় করলো রানা। 'সন্দেহ নেই, আমাদের জন্যে ওত পেতে অপেক্ষা করছে।'

ছাপগুলো সরাসরি খাদের দিকে চলে গেছে। দু'পাশে পাহাড়ের পাথুরে গা লালচে। খাদের তলায় গাছপালা নেই বললেই চলে অথচ দু'পাশে ঘন জঙ্গল। প্রকৃতি স্বয়ং একটা ফাঁদ তৈরি করে রেখেছে, হত্যাযজ্ঞের জন্যে আদর্শ জায়গা।

খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে চোখে বিনকিউলার তুললো রানা। খাদটা একটা উপত্যকায় গিয়ে মিশেছে। কাঁটাঝোপ আর হলুদ ঘাসের ভেতর, অনেক দূরে, নড়াচড়ার আভাস পেলো ও। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর লোকগুলোকে দেখতে পেলো। এক লাইনে এগোচ্ছে দলটা। প্রায় সবাই বাঘ সেজে রয়েছে, অর্থাৎ বাঘের ডোরাকাটা ক্যামোফ্লেজ ইউনিফর্ম আর জাংগ্‌ল্ হ্যাট পরে আছে। তবে কিছু লোককে ডেনিম ও খাকি কাপড়েও দেখা গেল। লাইনের মাথাটা এরইমধ্যে পৌঁছে গেছে উপত্যকার শেষপ্রান্তে, গাছগাছালির ভেতর। তিন মাইল দূরে হলেও, মাথাগুলো গুনতে পারলো রানা। তবে বারোটার বেশি নয়।

স্ট্রেচারটা মাঝখানে, চারজন লোক বহন করছে সেটা। মনিকার কাঠামোটা দেখার চেষ্টা করলো রানা, কিন্তু বিনকিউলার অ্যাডজাস্ট করার আগেই স্ট্রেচার সহ লোকগুলো অদৃশ্য হয়ে গেল গাছের আড়ালে।

চোখ থেকে বিনকিউলার নামালো রানা, রুমাল দিয়ে লেন্স মুছলো। পেনডুলা আর আমানজি পাথরের স্তূপ আর ঝোপের আড়ালে বসে আছে, আমানজির চোখে বিনকিউলার। নিজেরটা আবার চোখে তুলে ঝোপ ঢাকা খাড়া পাহাড়ের গা পরীক্ষা করলো রানা। অ্যামবুশের জন্যে জায়গাটা আদর্শ, সন্দেহ নেই। খাদ বেয়ে নামতে চেষ্টা করলে বা পাহাড়ের গা বেয়ে ওপরে উঠতে চাইলে শত্রুরা অনায়াসে গুলি করে মেরে ফেলবে ওদের।

'ক'জনকে দেখলে?' বিনকিউলার না নামিয়েই জিজ্ঞেস করলো রানা।

'উপত্যকার শেষ মাথায় ওরা কি সব ক'জন পৌঁচেছে?'

'আমি মাত্র কয়েকজনকে দেখলাম,' বললো আমানজি।

পেনডুলা বললো, 'উপত্যকা নয়, হাঁ করা কুমীর। ওরা চায় মুখটার ভেতর মাথা গলাই আমরা।'

চোখ দুটোকে বিশ্রাম দিতে বারবার বিনকিউলার নামালো রানা। দশ মিনিট ধরে উপত্যকার দু'পাশের পাহাড়ের গা পরীক্ষা করার পর ক্ষীণ, তিক্ত হাসি ফুটলো ওর ঠোঁটে। হয় কোনো ফিল্ড-গ্লাসে নয়তো কোনো হাতঘড়ির লেন্সে রোদ লাগায় ঝিক করে উঠেছে আলো। ওদের সন্দেহ তাহলে সত্যি। রেনামোদের একটা অংশ ওদের অপেক্ষায় ওত পেতে আছে ওখানে।

একটা বোল্ডারের পিছনে চিন্তা করতে বসলো রানা। মনিকার ছবিটা বার বার ভেসে উঠলো চোখের সামনে, চিন্তায় বাধা সৃষ্টি করছে। এই পরিস্থিতিতে অনুসরণ করা বোকামি। মুখ তুলে তাকালো ও, পেনডুলা আর আমানজি পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা নিয়ে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। দু'জনেই আশা করছে, অন্যান্য সব বারের মতো এবারও নিশ্চয়ই সমস্যার সমাধান বের করবে রানা।

রেনামোরা দক্ষিণ আফ্রিকার কাছ থেকে সমর্থন ও সাহায্য পায়, এই তথ্যের সূত্র ধরে রানা ভাবলো, কূটনৈতিক উপায়ে মনিকাকে উদ্ধার করা যায় কিনা। ধারণাটা মনে ধরলো ওর। পেনডুলা আর আমানজিকে চিউইউই-তে ফেরত পাঠাতে হবে। ওখান থেকে কেকার সাথে রেডিওর সাহায্যে যোগাযোগ করবে তারা। কেকার কাছে কর্নেল ম্যানুয়েল রিভেরা ও মনিকার সমস্ত তথ্য লেখা আছে। রিভেরা মারা গেছেন, কেকাকে এ-কথা জানানোর দরকার নেই। কেকাকে নির্দেশ দিতে হবে সে যেন মার্কিন দূতাবাসকে জানায় রিভেরা ও মনিকা রেনামোদের হাতে বন্দী হয়েছে। আশা করা যায় মার্কিন দূতাবাস দ্রুত ব্যবস্থা নেবে, কারণ রিভেরা একজন বিশিষ্ট আমেরিকান নাগরিক। দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করলে তারা রেনামোদের সাথে যোগাযোগ করতে দেরি করবে না। ভাগ্য ভালো হলে কয়েক ঘন্টার মধ্যে সমাধান হয়ে যাবে সমস্যার।

এরপর নিজের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিলো রানা। রেনামোদের দলটাকে অনুসরণ করবে ও, সুযোগের সন্ধানে থাকবে। পেনডুলা ও আমানজির পাশে চলে এলো ও।

বিড়বিড় করে পেনড[illegible] বললো, 'মনে পড়েছে!' তার চেহারায় চাপা উত্তেজনা। 'আমার মনে প[illegible]'

অবাক হয়ে তাকালো [illegible] 'কি মনে পড়েছে?'

'রেনামোদের লিডার,' ব[illegible]লো পেনডুলা। 'কাল আপনাকে বললাম না, একজনের পায়ের ছাপ আমি চিনতে পেরেছি? লোকটার নাম মনে করতে পারছি এখন।'

'কে সে?' রানার গলায় সন্দেহ।

'যুদ্ধের সময় আমরা শত্রুদের একটা ট্রেনিং ক্যাম্পে হামলা চালিয়েছিলাম, আপনার মনে আছে, বস্? নদীর শুকনো তলায় পাখি শিকারের মতো করে মেরেছিলাম ওদেরকে? একজন বন্দীর কথা মনে আছে আপনার, আমাদের সাথে

হাঁটতে রাজি হচ্ছিলো না? আপনি গুলি করে তার কান উড়িয়ে দেন?' খক খক করে হাসতে শুরু করলো পেনডুলা।

'কমাণ্ডার কিরিকিটি বাওনা?'

'জেনারেল কিরিকিটি বাওনা।'

'কি বলছো! তা কি করে হয়? অসম্ভব!' মাথা নাড়লো রানা।

হাসি চাপার জন্যে দু'হাতে মুখ ঢাকলো পেনডুলা। আঙুলের ফাঁক দিয়ে হাসির সাথে বেরিয়ে এলো শব্দগুলো, 'বাওনা···বাওনা···কিরিকিটি বাওনা···!'

পেনডুলার দিকে তাকিয়ে আছে রানা, কিন্তু দৃষ্টি চলে গেছে অনেক দূরে, অতীতে। কমাণ্ডার কিরিকিটি বাওনা বেঈমান হলেও, রানার মনে গভীর একটা দাগ কেটেছিল। দীর্ঘদেহী, সুদর্শন; বীরোচিত সমস্ত গুণের সমাবেশ ঘটেছে লোকটার মধ্যে। একবারই মাত্র কিছুক্ষণের জন্যে তাকে দেখেছে রানা, কিন্তু আজও ভুলতে পারেনি। বন্দী হওয়া সত্ত্বেও লোকটার মধ্যে আত্মবিশ্বাসের কোনো অভাব ছিলো না। চোখ দুটোই বলে দেয়, অত্যন্ত বুদ্ধিমান। এতো বছর পর কমাণ্ডার কিরিকিটি বাওনা নিঃসন্দেহে আরো অভিজ্ঞ, আরো দক্ষ হয়ে উঠেছে নিজের পেশায়।

হাসতে হাসতে অসুস্থ হয়ে পড়ার অবস্থা হলো পেনডুলার, হেঁচকি তুলছে সে, পেট আর গলা চেপে ধরে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করছে। হেঁচকি তোলার ফাঁকে এখনো হাসছে সে। 'তোমরা চিউইউইয়ে ফিরে যাচ্ছো,' ওদেরকে বললো রানা। পেনডুলার হাসি ও হেঁচকি দুটোই থেমে গেল। রাজ্যের হতাশা ও অবিশ্বাস দেখা গেল তার চেহারায়। তার চোখের দিকে তাকাতে পারলো না রানা। অভিযোগ আর অভিমান উথলে উঠছে চোখ জোড়া থেকে।

ব্যাগ থেকে কাগজ-কলম বের করে কেকাকে একটা চিঠি লিখলো রানা। চিঠিটা আমানজির হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললো, 'এটা ক্যাম্পের শেফকে দেবে। বলবে চিঠিটা যেন কেকাকে পড়ে শোনানো হয়। খুব জরুরী। পেনডুলা তোমাকে পথ দেখিয়ে ফিরিয়ে আনবে আবার। যাবার পথে কোথাও কোনো কারণে দেরি করবে না। বুঝতে পেরেছো?'

'জ্বী, স্যার,' মাথা ঝাঁকালো আমানজি।

দাঁড়ালো রানা, আমানজিকে আলিঙ্গন করলো। 'যাও তাহলে। এখুনি রওনা হও।'

আলিঙ্গন মুক্ত হয়েই ঢাল বেয়ে ছুটলো আমানজি। একবারও পিছন ফিরে তাকালো না।

অবশেষে বাধ্য হলো রানা পেনডুলার দিকে তাকাতে। ব্যাঙের আকৃতি নিয়ে মাটির ওপর বসে আছে সে, যেন নিজেকে অসম্ভব ছোটো করে ফেলতে চাইছে, যাতে রানার চোখে ধরা না পড়ে। 'যাও!' কড়া সুরে নির্দেশ দিলো রানা। 'আমানজির পক্ষে একা পথ চিনে চিউইউই পৌঁছানো সম্ভব নয়। যাও!'

মাথা নিচু করলো পেনডুলা, আহত পশুর মতো গুঙিয়ে উঠলো। থরথর করে কাঁপছে শরীরটা।

'কি হলো, আমার কথা শুনতে পাচ্ছো না?'

মুখ তুললো পেনডুলা, চোখ দুটো পানিতে ভরে উঠেছে। ঠোঁট দুটো কাঁপছে, কোনো শব্দ বেরুলো না। রানার ইচ্ছে হলো তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করে।

কিন্তু তা করলে ওর দুর্বলতা টের পেয়ে যাবে পেনডুলা, গোঁ ধরবে না যাবার। 'দাঁড়াও!' কর্কশ স্বরে নির্দেশ দিলো রানা।

কাঁপতে কাঁপতে দাঁড়ালো পেনডুলা। রানার নির্দেশ অমান্য করার সাহস তার নেই।

'ঘোরো! দৌড় দাও!'

কাতর চোখে রানার দিকে তাকিয়ে থাকলো পেনডুলা। ঘুরলো না, পিছু হটলো এক পা।

'ঘোরো!' আবার ধমক দিলো রানা।

ঘুরলো এবার পেনডুলা, কিন্তু কয়েক পা এগিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকালো, দাঁড়িয়ে পড়লো। রানার মুখে কি যেন খুঁজছে সে, যেন এখনো আশা করছে বসের মন নরম হবে।

'যাও!' হুঙ্কার ছাড়লো রানা। অবশেষে ছোট্ট মানুষটা হাল ছেড়ে দিলো, ঢাল বেয়ে নেমে যাচ্ছে ধীর পায়ে। ঢালের নিচে পৌঁছে একবার থামলো সে, পিছন ফিরে তাকালো, বসের চেহারায় যদি ক্ষীণ উৎসাহ বা দুর্বলতা দেখতে পায়।

ইচ্ছে করেই তার দিকে পিছন ফিরলো রানা, চোখে বিনকিউলার তুলে সামনের উপত্যকার দিকে তাকালো। কিন্তু কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে দৃশ্যটা ঝাপসা হয়ে গেল, দৃষ্টি পরিষ্কার করার জন্যে ঘনঘন চোখের পাতা মিটমিট করলো ও। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকালো একবার। পেনডুলা অদৃশ্য হয়ে গেছে। খুশি হতে পারলো না রানা, বুকটা যেন খালি হয়ে গেছে।

কয়েক সেকেণ্ড পর আবার চোখে বিনকিউলার তুললো রানা। উপত্যকাটা লম্বা, মুখের দু'পাশেই লালচে পাথরের গা যতোদূর দৃষ্টি যায় বিস্তৃত হয়ে আছে, কোথাও কোনো ছেদ পড়েনি। পাহাড় দুটো খুব বেশি উঁচু নয়, কোথাও কোথাও মাত্র কয়েকশো ফুট। তবে পাহাড়ের গা খাড়া, কোথাও কোথাও গা থেকে বেরিয়ে আছে পাথর, ঝুলে আছে শূন্যে। কাছাকাছি একাধিক ঝুল-পাথর থাকায় মাঝখানে তৈরি হয়েছে সুড়ঙ্গ ও গুহার আকৃতি।

উপত্যকায় ঢোকার মুখটা যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। দু'পাশের পাহাড়ের গা বেয়ে ওঠা সম্ভব নয়। কিন্তু উপত্যকায় ঢোকা মানে সরাসরি শত্রুর অ্যামবুশে পড়া। যদিও তারা ওত পেতে আছে আরো বেশ খানিকটা সামনে।

যেভাবে হোক, সিদ্ধান্ত নিলো রানা, দুটো পাহাড়ের যে-কোনো একটায় চড়তে হবে ওকে। প্রথমে ঢাল বেয়ে খাদে নামতে হবে, তারপর উপত্যকার মুখ থেকে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে হবে। চোখে বিনকিউলার তুলে উপত্যকার মুখটা আবার পরীক্ষা করলো ও।

সিকি মাইল দূরে, উপত্যকার ডানদিকের মুখের কাছে, সম্ভাব্য একটা রুট দেখতে পেলো রানা। ওখানটায় লম্বা একটা পাথরের থাম অবলম্বনের মতো কাত হয়ে রয়েছে, দেখতে অনেকটা ফায়ার-এস্কেপ-এর মতো। ওটা ধরে উঠতে

পারলে পাহাড়ের গা থেকে বেরিয়ে আসা শূন্যে ঝুলে থাকা পাথরগুলো এড়ানো সম্ভব। চিমনি আকৃতির লম্বা থামটার ওপরেই রয়েছে একটা কার্নিস, দু'দিকে বেশ অনেক দূরে চলে গেছে। কার্নিস থেকে সম্ভাব্য দুটো পথে পাহাড়ের মাথায় ওঠা যেতে পারে। একটা সরু ফাটল, চিমনির মতো দেখতে সেটাও। দ্বিতীয়টা হলো একটা গাছ। এতো দূর থেকে কি গাছ চিনতে পারলো না রানা, তবে দেখলো পাহাড়ের ওপর আকাশের গায়ে ডালপালা ছড়িয়ে দিয়েছে। গাছটার মোটা শিকড়গুলো লালচে পাথরের গা বেয়ে নিচের দিকে নেমে এসেছে, যেন জড়াজড়ি করে রয়েছে কয়েকটা বিশাল অজগর সাপ। ওই শিকড়গুলো পাহাড়ের মাথায় উঠতে মইয়ের কাজ দেবে।

হাতঘড়ির দিকে তাকালো রানা। দিনের আলো ফুরোতে এখনো বাকি আছে তিন ঘন্টা। অ্যান্টি-ট্র্যাকিং পদ্ধতি ব্যবহার করে বেশ অনেকটা পিছিয়ে এলো ও, ঢাল থেকে নেমে কাঁটাঝোপের ভেতর শুয়ে পড়লো, রাইফেলটা থাকলো কোলের ওপর। ঘুম আসতে দেরি হলো না।

দুই

মুখে ঠাণ্ডা বাতাস লাগায় ঘুম ভেঙে গেল রানার। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, গোধূলির ম্লান আলোয় পাহাড়ের চূড়া অস্পষ্ট হয়ে আসছে। জুতোর ফিতে বেঁধে ঢক ঢক করে খানিকটা পানি খেলো ও, দেখলো বোতলটা এখনো অর্ধেকের মতো ভরা। .৫৭৭-এর ব্রীচ খুলে কার্তুজ বদল করলো, তারপর মুখে আর হাতের উল্টোপিঠে কালো ক্যামোফ্লেজ ক্রীম ঘষলো। প্রস্তুতি শেষ করে ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করলো ও।

খাদের মুখে দাঁড়িয়ে বিশ মিনিট অপেক্ষা করলো রানা। দিনের শেষ আলোয় পাহাড়ের গা, চূড়া আর সামনের উপত্যকাটা দেখে নিলো ভালো করে। সব আগের মতো আছে, কিছুই বদলায়নি। পাহাড়ের গায়ে বেছে নেয়া পথটা মনের পর্দায় ভালো করে গেঁথে নিলো ও। গাঢ় হলো সন্ধ্যার অন্ধকার, খাদে নেমে এসে পাহাড়ের নিচে দাঁড়ালো। ছোটো ব্যারেলের রাইফেলটা ব্যাকপ্যাক আর স্লিপিং ব্যাগের সাথে নাইলন কর্ড দিয়ে বেঁধে নিলো, কাঁধের একদিকে বেরিয়ে থাকলো বাঁট, আরেক দিকে মাজল, ফলে বোঝাটা হয়ে দাঁড়ালো আড়ষ্ট আর ভারসাম্যহীন। পাহাড়ের গায়ে হাত রাখলো রানা, মসৃণ পাথর এখনো গরম হয়ে আছে।

সাথে পিটন নেই, পাহাড়ে চড়ার উপযোগী বুট নেই, রশি নেই। তবু ঝুঁকিটা নিতে হবে রানাকে। একদল হিংস্র পশুর হাতে বন্দী হয়ে আছে মনিকা, যেভাবে হোক উদ্ধার করতে হবে তাকে। পাহাড়ে চড়ার অভিজ্ঞতা আছে রানার, তবে রাতের অন্ধকারে কাজটা শুধু কঠিন নয়, অসম্ভবই বলা যায়।

পায়ের গোড়ালি আর হাতের আঙুলের ওপর ভরসা। পাহাড়ের গা বেয়ে

উঠতে গিয়ে আবিষ্কার করলো, পিছন থেকে হেলান দিয়ে থাকতে হচ্ছে ওকে, তা না হলে পিঠের বোঝাটা ডানে-বাঁয়ে কাত হয়ে পড়তে চায়। প্রথম দিকে পা বা হাত রাখার গর্তগুলো নিরেট লাগলো। কিন্তু তারপরই পাহাড়ের গা ফুলে গেছে, গর্ত ও ফাটলগুলো ঢালু, হাত ও পা পিছলে বেরিয়ে আসতে চায়। যতোটা সম্ভব কম সময়ের জন্যে ওগুলোকে ব্যবহার করলো রানা, তাড়াতাড়ি আরেক গর্তে সরিয়ে নিলো হাত বা পা। চেষ্টা করলো শরীরের ভার যতোটা সম্ভব কম চাপাতে নতুন কোনো গর্তে হাত রাখতে না রাখতে মনে হলো, আঙুলের চাপে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে কিনারা। সত্যি সত্যি গুঁড়িয়ে যাবার আগেই আরেক গর্তে হাত রাখলো। বেশ কয়েকবার এমন হলো, মাথার ওপরে কি আছে দেখা গেল না, আন্দাজের ওপর নির্ভর করে উঠতে হলো ওকে। মাটি থেকে একশো ফুট ওপরে কার্নিসটা, কোথাও একবারও না থেমে উঠে এলো রানা। ঘেমে গোসল হয়ে গেছে।

বিনকিউলার দিয়ে দেখার সময় এতোটা সরু মনে হয়নি কার্নিসটাকে। খুব বেশি হলে নয় ইঞ্চি চওড়া। পিঠে বোঝা, কাঁধের দু'দিক থেকে বেরিয়ে আছে রাইফেল, ফলে পাথরের দিকে পিছন ফেরা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো; কাজেই কার্নিসটাকে বেঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করার সুযোগ হলো না অর্থাৎ বসতে পারলো না রানা।

পাহাড়ের খাড়া গায়ে নাক ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য হলো ও। পায়ের গোড়ালি কিনারা থেকে বাইরে বেরিয়ে আছে। পিঠে ভারি বোঝা, দুই কাঁধের স্ট্র্যাপে প্রচণ্ড চাপ, পিছন দিকে একটা টান অনুভব করছে ও। পাথরের গা বেয়ে ওঠার সময় যতোটা না কষ্ট হয়েছিল তারচেয়ে বেশি কষ্ট হচ্ছে কার্নিসে দাঁড়িয়ে থাকতে। একপাশে সরে যেতে শুরু করলো ও, নিজেকে সিধে রাখার জন্যে হাত দুটো দু'দিকে মেলে দিলো, ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মতো দেখালো ওকে, আঙুলগুলো পাথরের গায়ে ফোকর বা গর্ত খুঁজছে। কর্কশ পাথরে বারবার ঘষা খেলো নাকের ডগা।

কার্নিস ধরে এগোলো রানা, এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে; বিনকিউলারে দেখা খাড়া ফাটলটার নাগাল পেতে হবে ওকে। সম্ভাব্য দুটো রুট-এর মধ্যে থেকে এটাকেই প্রথম বেছে নিয়েছে ও। অভিজ্ঞতা থেকে জানে, ঘাসের চাপড়া, গাছের ডাল বা শিকড় পাহাড়ে ওঠার জন্যে বিশ্বস্ত নয়।

পনেরো মিনিট এগোবার পর বিপদটা দেখতে পেলো রানা। সরু হয়ে যাচ্ছে কার্নিস। গোড়ালি রাখার জায়গা পাচ্ছিলো না, এখন শুধু কোনো রকমে আঙুল রাখার জায়গা থাকছে। পিঠে ভারি বোঝা থাকায় ভারসাম্য ঠিক রাখতে গিয়ে প্রচণ্ড চাপ পড়ছে উরুর ওপর, থরথর করে কাঁপছে পেশী। আরো দশ ফুট এগোলো রানা, এরপর পাহাড়ের গা ফুলতে শুরু করেছে। পিছন দিকে আরো খানিকটা হেলে পড়তে বাধ্য হলো ও, তলপেট সেঁটে থাকলো পাথরের গায়ে, ভয় হচ্ছে একটু এদিক-ওদিক হলেই পড়ে যাবে। খাদের তলা মাত্র একশো ফুট নিচে, কিন্তু পড়লে বাঁচার কোনো উপায় নেই।

পায়ের ওপর চাপ অসহ্য হয়ে উঠলো। ফিরে যাবে কিনা ভাবলো রানা। গাছের শিকড় ধরে ওঠার চেষ্টা করা যেতে পারে। কিন্তু ওদিকেও সুবিধে হবে

কিনা বলা কঠিন। স্থির হতে চাইলো, অন্তত পা দুটোকে বিশ্রাম দেয়া দরকার, দরকার মনের শান্ত ভাবটা ফিরিয়ে আনা। কিন্তু জানে, এখানে স্থির হওয়া মানে আত্মবিশ্বাসের বারোটা বাজানো, পরাজয়বোধই ডেকে আনবে নিশ্চিত মৃত্যুকে।

আরো খানিকটা এগোলো রানা। ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে আছে শিরদাঁড়া। পায়ের পেশী অসাড় লাগছে। ভয় হলো, যে-কোনো মুহূর্তে ভাঁজ হয়ে যাবে হাঁটু। তারপর হঠাৎ বাম হাতের আঙুলের ডগায় ফাটলটা পেয়ে গেল। মনে হলো, কেউ যেন সিরিঞ্জের সাহায্যে সাহস আর আশা ঢোকালো ওর শিরায়। থেমে গেল পেশীর কাঁপুনি, আরো খানিকটা এগোতে পারলো। ফাটলটার ওপর নাচানাচি করছে আঙুলগুলো। না, ফাটলটা যথেষ্ট চওড়া নয়, ভেতরে কাঁধ ঢোকানো যাবে না। চওড়া তো নয়ই, ক্রমশ আরো সরু হয়ে গেছে।

যতোটা সম্ভব ফাটলের ভেতরে হাত ঢোকালো রানা, আঙুল গুটিয়ে মুঠো পাকালো, মুঠোটা আটকালো ফাঁকের ভেতর। এতোক্ষণে হাতের ওপর শরীরের ভর চাপাতে পারলো ও, পিঠ আর পা দুটোকে বিশ্রাম দেয়া গেল। হিসহিস করে নিঃশ্বাস ফেলছে ও, ঘামের ধারাগুলো শরীর বেয়ে নেমে যাচ্ছে। ক্যামোফ্লেজ ক্রীম ধুয়ে গেছে আগেই, চোখে লেগে জ্বালা করছে, ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে দৃষ্টি।

ঘন ঘন চোখ মিটমিট করে মাথা তুললো রানা। রাতের আকাশের গায়ে পাহাড়ের মাথা দেখতে পেয়ে বিস্মিত হলো ও। দেখতে পেলো, পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে গেছে ফাটলটা।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো রানা, এতোক্ষণ খেয়াল করেনি পুব দিগন্ত থেকে আকাশে উঠে এসেছে চাঁদ। চাঁদের আলোয় নিচের বনভূমিকে মনে হলো ধূসর কুয়াশায় ঢাকা।

ফাটলে হাত আটকে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। ওপরে উঠতে হবে ওকে। খালি হাতটা তুললো রানা, প্রথম হাতের খানিকটা ওপরে, ফাটলের ভেতর মুঠো আটকালো। এরপর একটা পা তুলে ভাঁজ করলো, কার্নিস থেকে তিন ফুট ওপরে ফাটলের ভেতর ঢুকিয়ে দিলো আঙুলগুলো। পা-টা সিধে করলো ও, ফাটলের ভেতর ভালোভাবে আটকে গেল গোড়ালি। এবার শরীরের ভর চাপালো ওটার ওপর। একইভাবে দ্বিতীয় পা-ও ঢুকলো ফাটলে। এভাবে হাত ও পায়ের সাহায্যে ধীরে ধীরে উঠতে শুরু করলো ও। শরীরটা বিপজ্জনকভাবে ঝুলে থাকছে বটে, তবে পায়ের ওপর থেকে চাপটা কমে গেছে, পিঠের বোঝাটাও ভারসাম্য রক্ষায় বিঘ্ন সৃষ্টি করছে না।

চূড়াটা দেখতে পাচ্ছে রানা, মাথা থেকে মাত্র একশো ফুট উঁচুতে। অনুভব করলো, ফাটলটা চওড়া হতে শুরু করেছে। হাত ও পা এখন আর ওটার ভেতর আটকানো যাচ্ছে না। একটা পা হড়কে গেল, পাথরের গায়ে ঘষা খেলো সশব্দে, পিছলে নেমে যাচ্ছে, তারপর আবার আটকালো।

শরীরটা ঘোরাবার চেষ্টা করলো রানা, ইচ্ছে ফাটলের ভেতর একটা কাঁধ ঢোকাবে। কিন্তু রাইফেলের ব্যারেল পাহাড়ের গায়ে ঠেকে গেল, ঘুরতে বাধা দিলো ওকে। কয়েক সেকেণ্ড ঝুলে থাকলো রানা, অনেক কষ্টে আবার আগের পজিশনে ফিরে এলো। পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে, মাথার ওপর হাত তুলে ফাটলের

ভেতরটা হাতড়ালো, ধরার মতো কিছু একটা দরকার। কিন্তু হতাশ হতে হলো ওকে, ভেতরটা মসৃণ।

এভাবে আর বড় জোর পনেরো সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে ও। শুধু পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর ওই পায়ের ওপরই ভরসা, ওটা ফাটল থেকে সরে গেলে নিজেকে পাহাড়ের গায়ে ধরে রাখার আর কোনো উপায় নেই। পরিষ্কার বুঝতে পারলো কি করা উচিত, কিন্তু ওর সমস্ত ইন্দ্রিয় বিরোধিতা করছে। 'করো,' নিজের গলা চিনতে পারলো না রানা, এতোই কর্কশ, 'নাহয় মরো!'

ব্যাক-প্যাক রিলিজ করার বাকলটা ওয়েস্টব্যাণ্ড-এ, হ্যাঁচকা টান দিয়ে সেটা খুলে ফেললো রানা। একটা হাত সিধে করলো, পিছন দিকে নিয়ে গিয়ে কাঁধ থেকে নামিয়ে দিলো স্ট্র্যাপটা, ভাঁজ করা কনুইয়ের উল্টোদিকে আটকে গেল সেটা। পিঠের বোঝা একদিকে কাত হয়ে পড়ায় ওর গোটা শরীর দুলতে শুরু করলো, পাহাড়ের গায়ে ঝুলে থাকার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করতে হলো ওকে।

ফাটলের ভেতর মাথা গলালো রানা, চেষ্টা করলো মাথার পিছন দিক আর চিবুক ফাঁকটার ভেতর শক্তভাবে আটকাতে। মনে হলো, আটকেছে। ঘাড়ের পেশীগুলো যতোটা সম্ভব শক্ত করে সিধে করলো হাঁত দুটো। হাত গলে নেমে গেল স্ট্র্যাপ।

পিঠ থেকে খসে পড়লো বোঝাটা, হারিয়ে গেল অন্ধকারে। অকস্মাৎ ভারমুক্ত হয়ে ঝাঁকি খেলো রানা, ফাটল থেকে পিছলে বেরিয়ে আসছে মাথা, পায়ের আঙুলগুলোও পিছলে গেল। উন্মত্ত হয়ে উঠলো রানা, খালি হাত দুটো দিয়ে ফাটলের কিনারা ধরে ফেলে একেবারে শেষ মুহূর্তে পতনটা ঠেকালো।

পাথর আঁকড়ে ঝুলে আছে ও, শুনতে পাচ্ছে পাহাড়-প্রাচীরের গায়ে বাড়ি খেতে খেতে নেমে যাচ্ছে বোঝাটা। শক্ত পাথরে লেগে ঘন্টাধ্বনির মতো আওয়াজ করছে রাইফেল, শব্দটা প্রতিধ্বনিত হচ্ছে চারদিক থেকে, রাতের নিস্তব্ধতাকে ভেঙে খান খান করে দিচ্ছে। পাহাড়ের নিচে পড়লো বোঝাটা, তারপরও অনেকক্ষণ শোনা গেল শব্দগুলোর প্রতিধ্বনি।

আবার শরীরটা ঘোরাবার চেষ্টা করলো রানা। এবার ফাটলের ভেতর একটা কাঁধ ঢোকাতে পারলো। হাপরের মতো হাঁপাচ্ছে ও। এতোক্ষণে বিশ্রাম নেয়ার সুযোগ হয়েছে। অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যাওয়ায় অবশ হয়ে গেছে স্নায়ু। তারপর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে এলো নিঃশ্বাস, আতঙ্কের বদলে রক্তে ছড়িয়ে পড়লো পরিচিত ও উপভোগ্য অ্যাড্রেন্যালিন। এখনো বেঁচে আছে, উপলব্ধি করে ভাগ্যের প্রতি কৃতজ্ঞবোধ করলো রানা।

'আবার তুমি কিনারা থেকে ফিরে এসেছো, মাসুদ রানা,' বিড়বিড় করলো ও। মনে মনে স্বীকার করলো, যতো বেশি আতঙ্ক ততোবেশি রোমাঞ্চ।

কিন্তু রোমাঞ্চের অনুভূতিটা বেশিক্ষণ টিকলো না, মনে পড়ে গেল নিজের অবস্থার কথা। ব্যাগটা নেই। রাইফেলটা নেই। পানির বোতল, স্লীপিং ব্যাগ ও খাবারদাবারও হারিয়েছে। আছে শুধু পকেটের জিনিসগুলো, খুদে ইমার্জেন্সী প্যাক ও বেল্টে আটকানো হান্টিং-নাইফটা। 'আগে পাহাড়ের মাথায় উঠি, তারপর

বিষয়টা নিয়ে ভাবা যাবে,' ফিসফিস করলো রানা। ফাটলের ভেতরে একটা কাঁধ আটকে এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে ওঠা যেতে পারে, যদিও হাঁটু আর আঙুলের চামড়া বলতে কিছু থাকবে না।

ধীরে ধীরে চওড়া হতে শুরু করলো ফাটলটা। এক সময় পুরোদস্তুর একটা চিমনির আকৃতি নিলো। গোটা শরীর ভেতরে ঢোকাতে পারায় ওঠার গতি বেড়ে গেল রানার। চিমনির মাথায় ভাঁজ খেয়ে আছে পাথর। মাথার একটা দিক ক্ষয়ে গেছে, তবে পা রাখার মতো একটা জায়গা পাওয়া গেল। সেটার ওপর দাঁড়ালো রানা।

পাহাড়-প্রাচীরের মাথা এখনো দশ ফুট ওপরে। পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে পুরোপুরি সিধে হলো রানা, হাত দুটো মাথার ওপর লম্বা করলো, কিন্তু তারপরও পাচিলের মাথা নাগালের বাইরে থেকে গেল। মাথার ওপর কোনো ফাটল নেই, পাথরের গা এখানে মসৃণ, একটা গর্ত পর্যন্ত নেই। চূড়ায় পৌঁছুতে হলে লাফ দিয়ে কিনারা ধরতে হবে ওকে।

ছোট্ট কার্নিসে পা দুটো শক্ত করলো রানা, হাঁটু ভাঁজ করে নিচু হলো, লাফ দেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তবে লাফ দেয়ার জন্যে যতোটা নিচু হওয়া দরকার ততোটা হওয়া গেল না, কারণ ওর পেটের কাছে ফুলে আছে পাহাড়ের গা। আরো নিচু হতে চেষ্টা করলে মুখে ঠেকে যাচ্ছে পাথর, পিছন দিকে অসম্ভব হেলে পড়ছে পিঠ।

গভীর একটা শ্বাস টানলো রানা, তারপর চার হাত পায়ের সাহায্যে সোজা ওপর দিকে লাফ দিলো। লাফটা দিলো আড়ষ্ট ভঙ্গিতে, তবে কিনারা ছাড়িয়ে ওপরে উঠলো দুটো হাতই। মুহূর্তের জন্যে পিছলে নেমে আসতে শুরু করলো ওগুলো, তারপর আঙুলগুলো আটকালো। পাহাড়ের গায়ে পা দুটো আঁচড়াআঁচড়ি শুরু করলো, কিনারা থেকে সামান্য ওপরে উঠলো চিবুক। চাঁদের আলোয় দেখলো, ভুল হয়েছে ওর, পাহাড়ের মাথায় উঠছে না। এটা আরো একটা কার্নিস, তবে চওড়া। কার্নিসের পর আবার খাড়া হয়ে রয়েছে পাহাড়ের গা।

বিশ্রী একটা গন্ধ ঢুকলো নাকে। চিনতে পারলো রানা, ইঁদুরের বিষ্ঠা। কার্নিসটায় অনেক গর্ত আছে, পাহাড়ী ইঁদুরের কলোনি। আবার পাথরের গায়ে পা আঁচড়ে শরীরটা উঁচু করলো ও, কার্নিসের কিনারায় একটা কনুই আটকালো। আবার উঠতে যাবে, স্থির হয়ে গেল শরীরটা।

রাতের নিস্তব্ধতা তীব্র হিসহিস শব্দে ভেঙে গেল। যেন ভারি কোনো টায়ার থেকে বাতাস বেরিয়ে যাচ্ছে। চাঁদের আলোয় সামনে পড়ে থাকতে দেখে পাথরের একটা স্তূপ বলে মনে হয়েছিল যেটাকে, ধীরে ধীরে আকৃতি বদলাচ্ছে সেটা। মনে হলো গলে যাচ্ছে স্তূপটা, গড়াতে শুরু করেছে।

প্রচণ্ড আতঙ্কের সাথে উপলব্ধি করলো রানা, ওটা একটা সাপ। এরকম জোরালো হিসহিস শব্দ শুধু কোনো অ্যাডারই করতে পারে। একমাত্র অ্যাডারই এতো বড় হতে পারে।

কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে সাপটা। লূপগুলো চাঁদের আলোয় চকচক করছে। ভীতিকর আকৃতি পেলো ঘাড়, চাঁদের আলো পড়ায় মনে হলো ঝিক করে ওঠা

চোখটা বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে একবার মটকালো। বিশাল চ্যাপ্টা মাথা কোদাল আকৃতির, তারমানে অ্যাডার প্রজাতির মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘ ও বিপজ্জনক এটা, গোটা আফ্রিকায় এটার মতো বিষধর সাপ আর নেই।

নেমে আসতে পারে রানা, ছোট্ট পাথরটার ওপর আবার দাঁড়াবার চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু ঝুঁকিটা নিতে গিয়ে যদি পাথরে পা রাখতে ব্যর্থ হয়? সরাসরি খসে পড়তে হবে নিচে। তারচেয়ে বুকে সাহস বেঁধে দেখা যাক কি হয়।

পা দুটো শূন্যে, ঝুলে আছে কার্নিসে কনুই বাধিয়ে, বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে হিংস্র সরীসৃপের দিকে। ছোবল মারার জন্যে স্থির হলো অ্যাডার, রানার মুখ থেকে দু'ফুট দূরে। ও জানে, শরীরের পুরোটা দৈর্ঘ্য এক ঝটকায় লম্বা করতে পারে অ্যাডার, সাত ফুট বা তারও বেশি। এখন সামান্য একটু নড়লেই ঘটনাটা ঘটবে।

দুই হাতে ঝুলে আছে রানা, শরীরের প্রতিটি পেশী আড়ষ্ট, তাকিয়ে আছে সাপটার দিকে, ওটাকে শান্ত ও কাবু করতে চাইছে মনের জোর আর ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে। সেকেণ্ডগুলো অসহ্য ধীরগতিতে বয়ে যাচ্ছে। 'এস' আকৃতিতে একটু যেন ঢিল পড়লো। তবে ওর মনের ভুলও হতে পারে।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে, বাম হাতটা পিছলে গেল, আঙুলগুলো ঘষা খেলো পাথরে, সেই সাথে ছোবল দিলো অ্যাডার, ঠিক কামারের হাতুড়ি মারার ভঙ্গিতে।

ঝট্ করে মাথাটা একপাশে সরিয়ে নিলো রানা, বক্সার যেমন ঘুসি এড়াবার জন্যে সরিয়ে নেয়। সাপটার ঠাণ্ডা, আঁশবহুল নাক ওর কণ্ঠায় বাড়ি খেলো, সেই সাথে ঘাড় আর কাঁধে প্রচণ্ড একটা টান অনুভব করলো ও, এতোই জোরালো যে পাথর থেকে ছুটে গেল একটা হাত, শরীরটা ঘুরে গেল আধ পাক। কার্নিসের দিকে পাশ ফিরে রয়েছে ও, শরীরটা শুধু বাম হাতের ওপর ঝুলছে।

রানা বুঝতে পারলো, সাপটা হয় ওর কাঁধে নয়তো গলায় ছোবল মেরেছে। বিষের তীব্র জ্বালা অনুভব করার জন্যে অপেক্ষায় আছে। ওর গায়ে আটকে রয়েছে অ্যাডার, ওর শরীরের সামনে ঝুলছে, দীর্ঘ দেহটা মোচড় খাচ্ছে অনবরত, বিস্ফোরণের মতো হিসহিস শব্দ করছে ওর কানে। খোলসের ঠাণ্ডা স্পর্শ ওর খালি গায়ে ঘষা খাচ্ছে।

বিষম আতঙ্কে চিৎকার করতে চাইলো রানা। চাবুকের মতো বাড়ি খেলো অ্যাডার ওর গায়ে, এক হাতে ঝুলে থাকা শরীরটা প্রতিটি বাড়ির সাথে ঝাঁকি খেলো, হিসহিস শব্দটা যেন কালা করে দেবে রানাকে। কার্নিস ধরে হাতটা পিছলে নেমে আসছে, অনুভব করলো ও। গলায় জড়িয়ে থাকা হিংস্র সাপটার তুলনায় নিচে খসে পড়ার বিপদটাকে তাৎপর্যহীন বলে মনে হলো।

ঠাণ্ডা তরল কি যেন গড়াচ্ছে ওর গলা ও চিবুকে, অনুভব করলো রানা। খোলা জ্যাকেটের ভেতর দিয়ে নেমে যাচ্ছে ধারাটা। পরম স্বস্তির সাথে উপলব্ধি করলো ও, লক্ষ্যভেদ করতে পারেনি অ্যাডার, ছোবলটা ওর গায়ে লাগেনি, এবং সাপটা ওর জ্যাকেটের কলারে আটকে গেছে। অ্যাডারের দাঁত দু'ইঞ্চি লম্বা, বাঁকানো হুকের মতো। ঠিক হুকের মতোই রানার খাকি সুতী কাপড়ে আটকে

গেছে দাঁত, প্রচণ্ড মোচড় খাওয়ার কারণে দাঁত থেকে বেরিয়ে আসছে বিষ, ভিজে যাচ্ছে গলা, গড়িয়ে নামছে নিচে।

সাপটা মাংসে দাঁত বসাতে পারেনি, এই উপলব্ধি রানার মধ্যে বিপুল শক্তি এনে দিলো। কার্নিস থেকে ধীরে ধীরে পিছলে নেমে আসছিল হাত, থেমে গেল সেটা। ডান হাতটা এখনো খালি ওর, সেটা তুলে অ্যাডারের ঘাড় চেপে ধরলো, চ্যাপ্টা হীরক আকৃতির মাথার ঠিক পিছনটা। রানার একটা বাহুর মতো মোটা সাপের শরীর, কোনো রকমে ধরা গেল। কর্কশ খোলসের নিচে পেশীর প্রচণ্ড শক্তি অনুভব করলো ও।

টান দিয়ে সাপটাকে ছাড়াতে চেষ্টা করলো, কিন্তু মোটা কাপড়ে দাঁতগুলো বড়শির মতো আটকে গেছে। যতো টান দিলো রানা ততোই ফোঁসফোঁসানি বেড়ে গেল অ্যাডারের। এরপর রানার বাহুটা পেঁচিয়ে ধরলো সাপ। গায়ের সমস্ত শক্তি ব্যবহার করছে রানা, ঝুলে আছে মাত্র এক হাতে, অপর হাতটা দিয়ে অ্যাডারকে টানছে। হাঁ হয়ে আছে সাপের মুখ, মুখ থেকে দাঁতগুলো ভেঙে আনলো ও। বিষের সাথে গলগল করে বেরিয়ে এলো গাঢ় রক্ত। সাপটাকে সজোরে ছুঁড়ে মারলো রানা। ছোট একটা দোল খেয়ে ডান হাত দিয়ে কার্নিসের কিনারা ধরে ফেললো।

আতঙ্ক ও ক্লান্তিতে ফোঁপাচ্ছে রানা। নিজেকে শান্ত করে কার্নিসের ওপর উঠতে পুরো আধ মিনিট লেগে গেল। পাথুরে মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসলো ও, কাঁধ ঝাঁকিয়ে গা থেকে খুলে ফেললো জ্যাকেটটা। জ্যাকেটের সামনের অংশ বিষ লেগে ভিজে আছে। অ্যাডারের একটা ভাঙা দাঁত মোটা কলারের ভেতর আটকে রয়েছে এখানে। সাবধানে কলারের ভেতর থেকে দাঁতটা বের করে পাহাড়ের নিচে ফেলে দিলো রানা। তারপর রুমাল দিয়ে গা মুছলো।

আবার পরার আগে জ্যাকেটটা ধোয়া দরকার। ভাঁজ করে বেল্টের সাথে আটকে রাখলো ওটাকে। পানির কথা মনে পড়ায় প্রচণ্ড পিপাসা অনুভব করলো ও। বোঝার সাথে পানির বোতলটাও ফেলে দিয়েছে, মনে পড়ে গেল। কাল দুপুরের মধ্যে যেভাবে হোক পানি খুঁজে বের করতে হবে ওকে। তবে এই মুহূর্তের জরুরী কাজ হলো পাহাড়ের খোলা গা থেকে আড়ালে সরে যাওয়া।

দাঁড়ালো রানা, ঘামে ভেজা উদোম গায়ে রাতের ঠাণ্ডা বাতাস লাগলো। যে কার্নিসটায় দাঁড়িয়ে আছে, এখান থেকে চূড়ায় ওঠা খুবই সহজ। তবু, সাবধানে ও ধীরে ধীরে উঠলো রানা। চূড়ায় উঠে শুয়ে পড়লো। কয়েক মিনিট বিশ্রাম নেয়ার পর মাথা তুললো ও। চূড়ার ওদিকে কি আছে দেখছে।

হালকা মেঘে ঢাকা পড়ে আছে চাঁদ, বেশি কিছু দেখতে পেলো না রানা। পাহাড়চূড়াটা মোটেও চওড়া নয়। উপত্যকার দু'ধারে ঘন হয়ে জন্মানো ঝোপ আর গাছ পাহাড়-প্রাচীরের গা বেয়ে প্রায় মাথা পর্যন্ত উঠে এসেছে, খানিক সামনে কালো একটা পাঁচিল দেখে বুঝতে পারলো রানা। বনভূমি আর ওর মাঝখানে ফাঁকা পাথুরে জায়গাটুকু চল্লিশ গজের বেশি চওড়া নয়। তবে ঘাসগুলো হাঁটু সমান লম্বা।

মাথা নিচু করে ছুটলো রানা, যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব জঙ্গলের ভেতর গা ঢাকা

দেয়া দরকার। বনভূমির কাছাকাছিও পৌঁছায়নি, মাত্র অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়েছে, এই সময় আঘাত হানলো আলোটা।

দাঁড়িয়ে পড়লো রানা, যেন পাথরের একটা দেয়ালে বাড়ি খেয়েছে। নিজের অজান্তেই হাত দুটো উঠে এলো চোখে, তীব্র আলোয় ধাঁধিয়ে গেছে ওগুলো। পরমুহূর্তে ডাইভ দিয়ে ঘাসের ভেতর পড়লো ও।

উজ্জ্বল আলোয় প্রতিটি বোল্ডারের পিছনে লম্বা ছায়া দেখা গেল। ধূসর ঘাসের ভেতর ছড়িয়ে পড়লো সাদা আভা। মাথা তুলতে সাহস হলো না রানার। মাটির সাথে মুখটা চেপে পড়ে থাকলো। তীব্র সাদা আলোর ভেতর নগ্ন লাগছে নিজেকে, অসহায় বোধ করছে।

কিছু ঘটবে, অপেক্ষা করছে রানা, কিন্তু নিস্তব্ধতা জমাট বেঁধেই থাকলো। এমনকি রাতজাগা পাখিরাও কোনো শব্দ করছে না। এরকম আশ্চর্য নিস্তব্ধতার ভেতর জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসা কণ্ঠস্বরটা অলৌকিক লাগলো কানে, ইলেকট্রিক বুলহর্ন কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে আওয়াজটাকে, যান্ত্রিক ও ভৌতিক করে তুলেছে। 'গুড ইভনিং, মেজর মাসুদ রানা।' ভাষাটা ইংরেজী হলেও, সুরে আফ্রিকান টান আছে। 'আপনার প্রশংসা না করে পারি না। পাঁচিলের গোড়া থেকে মাথায় উঠতে সময় নিয়েছেন আপনি মাত্র সাতাশ মিনিট।'

নড়লো না রানা, তবে পরাজয় ও অপমানে অসুস্থ বোধ করলো। ওকে নিয়ে খেলছে ওরা।

'তবে চুপিসারে ওঠার ব্যাপারে আপনি কোনো প্রশংসা পেতে পারেন না। পাহাড়ের গা থেকে কি ছুঁড়ে ফেললেন বলুন তো? টিনের মগের মতো আওয়াজ করছিল ওটা।' বুলহর্নে হাসলো লোকটা। 'এবার, মেজর রানা, ইতিমধ্যে আপনি যদি যথেষ্ট বিশ্রাম পেয়ে থাকেন, দয়া করে দাঁড়াবেন কি? ভালো কথা, হাত দুটো মাথার ওপর তুলতে যেন ভুল না হয়।'

নড়লো না রানা।

'আই বেগ অব ইউ, স্যার। আমার এবং আপনার সময় নষ্ট করবেন না, প্লিজ।'

তবু নড়লো না রানা, উন্মত্তের মতো চিন্তা করছে ফিরতি পথ ধরে ছুটবে কিনা, চূড়া থেকে নেমে যাবার চেষ্টা করবে কিনা।

'বেশ। বোঝা যাচ্ছে, বাস্তব পরিস্থিতিটা আপনাকে জানানো দরকার।' এরপর কয়েক সেকেণ্ডের বিরতি। দুর্বোধ্য আঞ্চলিক ভাষায় ফিসফিস করলো কেউ।

ব্রাশ ফায়ারের বিস্ফোরণ রানার দু'গজ সামনের মাটি ক্ষতবিক্ষত করে দিলো। কালো গাছগুলোর ভেতর মাজল্ ফ্ল্যাশ দেখলো রানা, আর.পি.ডি. মেশিন-গানের আওয়াজ চিনতে পারলো। ঘাসের ভেতর কুয়াশার মতো ছড়িয়ে পড়লো হলুদ ধুলো।

ধীরে ধীরে দাঁড়ালো রানা। আলোটা সরাসরি ওর মুখে ফেলা হয়েছে, তবু চোখ ঢাকার বা মুখ ফিরিয়ে নেয়ার কোনো চেষ্টা করলো না। 'হাত দুটো মাথার ওপরে, মেজর, প্লিজ।'

নির্দেশটা পালন করলো রানা। উদোম গা সাদা আলোয় চকচক করছে।

'আপনি সুস্থ-সমর্থ আছেন দেখে আমার খুশি লাগছে, মেজর।'

জঙ্গলের কিনারা থেকে কালো একজোড়া ছায়ামূর্তি বেরিয়ে এলো। আলো এড়িয়ে একটা বৃত্ত রচনার ভঙ্গিতে দু'দিকে হাঁটা ধরলো তারা, রানার পিছনে পৌঁছুতে চায়। চোখের কোণ দিয়ে রানা দেখলো, বাঘের ছাপমারা ইউনিফর্ম পরে আছে তারা, হাতের অটোমেটিক রাইফেল ওর দিকে তাক করা।

খানিক পর পিছনে পায়ের আওয়াজ পেলো ও, কিন্তু এরপর যা ঘটলো তা আশা করেনি। শিরদাঁড়ার ওপর রাইফেলের বাঁট দিয়ে সজোরে আঘাত করা হলো, পড়ে গেল রানা। বুলহর্ন থেকে আঞ্চলিক ভাষায় কড়া সুরে কিছু বলা হলো, আর কোনো আঘাত করা হলো না রানাকে। দু'পাশে দাঁড়িয়ে লোক দু'জন টেনে তুললো ওকে। তাদের একজন দ্রুত সার্চ করে হান্টিং-নাইফ, ইমার্জেন্সী প্যাক ও বেল্টটা খুলে নিলো। তারপর পিছু হটলো তারা, রাইফেল দুটো ওর পেটের দিকে তাক করে ধরে আছে।

আলোর উৎসটা ঝাঁকি খেতে শুরু করলো, ওটা নিয়ে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসছে একজন। রানা দেখলো, লোকটার হাতে ধরা রয়েছে আলোর উৎস, পোর্টেবল ব্যাটল লাইটস, ভারি রিচার্জেবল ব্যাটারির কেসটা পিঠের সাথে বাঁধা। লোকটার সামান্য পিছনে, ছায়ার ভেতর, বুলহর্ন হাতে আরেকজন লোক আসছে। আলোটা চোখ-ধাঁধানো হলেও রানা দেখতে পেলো লোকটা লম্বা, একহারা, হাঁটার ভঙ্গিতে বাঘের মতো একটা গর্ব ও জৌলুস আছে। 'বহুকাল পর আবার আমাদের দেখা হলো, মেজর রানা।' কাছাকাছি চলে এসেছে, বুলহর্ন ব্যবহার করার দরকার হলো না, তার গলাটা চিনতে পারলো রানা।

'হ্যাঁ, অনেকদিন পর,' বললো রানা।

'আপনাকে জোরে কথা বলতে হবে।' রানার সামনে থেকে কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে পড়লো লোকটা, সকৌতুকে একটা হাত রাখলো কানের পাশে। 'আপনি জানেন, একটা কানে আমি শুনতে পাই না।'

রানার চোখে ক্ষীণ বিদ্রূপ, ঠোঁটে বাঁকা হাসি। 'কাজটা আমার অসমাপ্ত রাখা ঠিক হয়নি,' বললো ও। 'আপনার অপর কানটারও যত্ন নেয়া উচিত ছিলো।'

'অতীত নিয়ে অবশ্যই আমরা আলোচনা করবো,' বললো কমাণ্ডার কিরিকিটি বাওনা। হাসলো সে, যতোটুকু মনে পড়ে তারচেয়ে বেশি সুদর্শন লাগলো তাকে রানার চোখে। 'কিন্তু কি জানেন, আপনি আমাকে দেরি করিয়ে দিয়েছেন। হেডকোয়ার্টার থেকে বেশিক্ষণ বাইরে থাকার উপায় নেই আমার। আলোচনা পরে হবে, আমি কথা দিচ্ছি। আপাতত আপনাকে ছেড়ে যেতে হচ্ছে। আমার লোকেরা আপনার যত্ন নেবে।'

ঘুরলো কিরিকিটি বাওনা, আলোর পিছনে হারিয়ে গেল। তার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করতে ইচ্ছে করলো রানার, 'আমার লোকজন, মেয়েটা, তারা নিরাপদ আছে কিনা?' কিন্তু নিজেকে দমন করলো ও। কিরিকিটি বাওনা এমন এক প্রকৃতির লোক, যার কাছে নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করা বোকামি হবে। কোনো

রকম দুর্বলতা টের পেলেই সেটার সুযোগ নেয়ার চেষ্টা করবে সে। 'মূল দলের সাথে শিগগির দেখা হবে,' নিজেকে সান্ত্বনা দিলো ও। 'নিজের চোখেই দেখতে পাবো মনিকা আর নেবুবি কেমন আছে।'

তিন

একজন সার্জেন্টের অধীনে দশজন গেরিলা থাকলো রানার পাহারায়। বাছাই করা লোক তারা, একহারা ও শক্ত-সমর্থ, রানার দেখা দুঃস্বপ্নের সেই নেকড়েগুলোর মতোই। সময় নষ্ট না করে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেয়া হলো রানাকে এরপর কি করতে হবে। ওকে মাঝখানে নিয়ে ছুটলো তারা দক্ষিণ দিকে। শত্রুরা কেউ ওর সাথে কোনো কথা বললো না। ছুটন্ত পায়ের হালকা শব্দ, নিঃশ্বাসের ফোঁস ফোঁস আর ইকুইপমেন্টের খসখসে আওয়াজ ছাড়া আর কিছু শোনা গেল না। রাতের বাতাসে লোকগুলোর ঘামের গন্ধ পেলো রানা। এক ঘন্টা ছোটার পর থামার সংকেত দিলো সার্জেন্ট।

একজন গার্ডের বেল্টে বাঁধা পানির বোতলটায় টোকা দিলো রানা। লোকটা সার্জেন্টের সাথে কথা বললো শাঙ্গানি ভাষায়। ভাষাটা রানা বোঝে, কিন্তু ভান করলো বোঝে না। লোকটার প্রশ্নের উত্তরে সার্জেন্ট বললো, 'দাও, পানি দাও। তুমি জানো ওকে সুস্থ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন চীফ।'

পানি খেতে খেতে রানা ভাবলো, চীফ মানে নিশ্চয়ই কমাণ্ডার কিরিকিটি বাওনা। ওকে সুস্থ রাখার নির্দেশ দিয়ে গেছে সে। খানিকটা স্বস্তি বোধ করলো ও। মাত্র কয়েক মিনিটের বিরতি, তারপর আবার শুরু হলো ছোটা।

ভোর হয়ে গেল, রানা ভাবলো এবার বোধহয় থামবে ওরা, দেখা হবে মূল দলটার সাথে। কিন্তু তারপরও মাইলের পর মাইল পেরিয়ে এলো ওরা, থামার কোনো লক্ষণ নেই সার্জেন্টের মধ্যে। পথের সামনে পায়ের ছাপ খোঁজার চেষ্টা করলো রানা, কিন্তু নেই। তারমানে মূল দলটা অন্য কোনো রুট ধরে গেছে।

অত্যন্ত অভিজ্ঞ ও সতর্ক মনে হলো রানার সার্জেন্ট লোকটাকে। দলের দু'পাশে লোক রেখেছে সে, আশঙ্কা করছে ফ্রেলিমোরা অ্যামবুশ পেতে রেখেছে সামনে কোথাও। তবে যতোটা না জঙ্গলকে ভয় পাচ্ছে সে, তারচেয়ে বেশি ভয় পাচ্ছে আকাশকে। গোটা দলকে সারাক্ষণ গাছপালার নিচে আড়াল পাবার চেষ্টা করতে দেখলো রানা। ফাঁকা জায়গায় বেরুতে বাধ্য হলো কয়েকবার, কিন্তু তার আগে জঙ্গলের কিনারায় দাঁড়িয়ে আকাশটাকে দেখে নিলো ভালো করে। জায়গাটুকু পেরুবার সময় ছোটার গতি বেড়ে গেল।

প্রথম দিন সকালে টার্বো এয়ারক্রাফট এঞ্জিনের আওয়াজ পেলো রানা। অস্পষ্ট, অনেক দূর থেকে ভেসে এলো। আওয়াজটা পাবার সাথে সাথে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে নির্দেশ দিলো সার্জেন্ট, পড়িমরি করে আড়াল নিলো সবাই। রানার দু'পাশে একজন করে টুপার শুয়ে থাকলো, এঞ্জিনের আওয়াজ মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত ওর

মাথা আর মুখ মাটির সাথে চেপে ধরে রাখলো তারা।

ওদের এই বিমান হামলার ভয় দেখে মনে মনে বিস্মিত হলো রানা। ওর যতোদূর জানা আছে, ফ্রেলিমোদের এয়ারফোর্স এতো দুর্বল যে গ্রাহ্য না করলেও চলে। কিন্তু রেনামোদের আচরণ দেখে ঠিক উল্টোটা মনে হচ্ছে।

দুপুরে থামলো ওরা। রান্না করার জন্যে আগুন জ্বাললো একজন ট্রুপার, কাজ শেষ হতেই নিভিয়ে ফেললো। খেতে বসার জন্যে আরো কয়েক মাইল এগিয়ে আবার থামলো ওরা। খাবারের সমান ভাগ দেয়া হলো রানাকে। ভুট্টা দিয়ে তৈরি কেক, টিনের মাংস। 'আরো নেবেন নাকি?' শাঙ্গানি ভাষায় রানাকে জিজ্ঞেস করলো সার্জেন্ট। রানা ভান করলো, তার কথা বুঝতে পারছে না ও। নিজের লোকদের দিকে ফিরে হাসলো সার্জেন্ট, ওই একই ভাষায় বললো, 'ওর সামনে কথা বলতে অসুবিধে নেই।' খাওয়া-দাওয়া শেষ হবার পর একজোড়া হাতকড়া বের করলো সে, রানা আর নিজের কব্জিতে আটকালো সেগুলো। কয়েকজন লোককে পাহারায় থাকতে বলে বাকি সবাইকে ঘুমোবার নির্দেশ দিলো সে।

শুলো বটে রানা, শরীরটা ক্লান্তও, কিন্তু ঘুম এলো না। কিরিকিটি বাওনা ওকে ধাঁধায় ফেলে দিয়েছে। একসময় রবার্ট মুগাবের মার্ক্সিস্ট যানলা আর্মির একজন কমিসার ছিলো লোকটা, কিন্তু রেনামোরা কমিউনিস্ট বিরোধী একটা দল, তাদের একজন নেতা হয় কি করে সে? তাছাড়া, কিরিকিটি বাওনা শ্বেতাঙ্গদের পক্ষ নিয়ে কালোদের বিরুদ্ধে লড়েছে, সীমান্তের এপারে অর্থাৎ আরেক দেশের গৃহযুদ্ধের সাথে তার কি সম্পর্ক? তবে কি বাওনা আসলে ভাড়াটে সৈনিক, যুদ্ধটাকে পেশা হিসেবে নিয়েছে? মোজাম্বিকের গৃহযুদ্ধটাকে নিজের স্বার্থ উদ্ধারের জন্যে পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করতে চায়?

তারপর এলো মনিকার চিন্তা। কিরিকিটি বাওনা ওকে যদি বাঁচিয়ে রাখতে চায়, তাহলে নিশ্চয়ই মনিকাকেও বাঁচিয়ে রাখতে চাইবে। কিন্তু ওকে বাঁচিয়ে রাখতে চাওয়ার কারণ কি? সময় হলে ঠিকই জানা যাবে। সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে একসময় ঘুমিয়ে পড়লো রানা।

ঘুম ভাঙলো পিঠে ব্যথা নিয়ে। শিরদাঁড়ার ওপর মাংস ফুলে উঠেছে ইতিমধ্যে। তবু রেহাই পাওয়া গেল না, সার্জেন্টের নির্দেশে সন্ধ্যার খানিক আগেই আবার ছুটতে হলো। মাইলখানেক ছোটার পর ব্যথা ও আড়ষ্ট ভাবটুকু দূর হয়ে গেল, সবার সাথে তাল মেলাতে আর কোনো অসুবিধে হলো না রানার।

গভীর রাত পর্যন্ত বিরতি না নিয়ে ছুটলো ওরা। খাওয়ার জন্যে থামলো একবার। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলো লোকগুলো, রানার উপস্থিতি গ্রাহ্য করলো না। 'যুদ্ধের সময় লোকটা নাকি সিংহের ভূমিকা পালন করেছে। শোনা কথা, ও নাকি নিজের হাতে চীফের কান ফুটো করে। শরীরটাও একজন বীরের, কিন্তু বুকের ভেতর সাহস? তা-ও কি একজন বীরের?'

'তাহলে পরীক্ষা করে দেখতে হয়,' পরামর্শ দিলো একজন।

আবার ছোটা শুরু হলো। আগুনে ভস্মীভূত দুটো গ্রামকে পাশ কাটালো ওরা। শেষ গ্রামটার দিকে হাত তুলে ইঙ্গিত করলো রানা, জিজ্ঞেস করলো,

'রেনামো?'

'নো! নো!' সাথে সাথে প্রতিবাদের সুরে বললো সার্জেন্ট। 'ফ্রেলিমো! ফ্রেলিমো!' তারপর নিজের বুকে হালকা ঘুসি মারলো। 'রেনামো,' চেহারায় গর্ব ফুটে উঠলো। 'মি রেনামো!'

বাকি সবাই চিৎকার করে উঠলো, 'রেনামো! রেনামো!'

'যাক, ভালো,' স্বস্তির হাসি হাসলো রানা।

'ফ্রেলিমো। ব্যাঙ ব্যাঙ, ঠা-ঠা-ঠা!' গুলি করার ভঙ্গি করলো সার্জেন্ট, তার দেখাদেখি বাকি সবাইও শত্রুনিধনের মূক অভিনয় শুরু করে দিলো।

এরপর শাঙ্গানি ভাষায় সার্জেন্ট তার লোকদের জিজ্ঞেস করলো, 'লোকটা ছুটতে পারে, সন্দেহ নেই, মানুষ খুনও করতে পারে বলে শুনেছি, কিন্তু ও কি হেনশও মারতে পারে?'

শাঙ্গানি ভাষায় হেনশও মানে বাজপাখি। গত পাঁচ দিন ধরে ওদের মুখে এই শব্দটা বহুবার শুনেছে রানা। প্রতিবার উচ্চারণ করার সময় আকাশের দিকে তাকিয়ে কি যেন খুঁজেছে লোকগুলো, চেহারায় উদ্বেগ ফুটে উঠেছে। এখনো ঠিক তাই করলো সার্জেন্ট। 'জেনারেল কিরিকিটি বাওনার অবশ্যই তাই ধারণা,' আবার বললো সে। 'কিন্তু তাঁর ধারণা সত্যি কিনা কে জানে!'

ইতিমধ্যে দলটার সাথে স্বাভাবিক একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে রানার। হাত-ইশারায় ভাব বিনিময়ে করে ও, ওর মূকাভিনয়ে গেরিলারা কৌতুক বোধ করে। বন্দী হলেও, রানা লক্ষ্য করেছে, ওর প্রতি লোকগুলোর একটা শ্রদ্ধাবোধ আছে।

এরপর দৌড় প্রতিযোগিতা শুরু করলো রানা। ছোটার গতি ধীরে ধীরে বাড়ালো ও। দেখাদেখি সার্জেন্ট ও তার লোকেরাও ওর সাথে তাল মেলাবার জন্যে গতি বাড়ালো। এক সময় রানার গতি দাঁড়ালো ঝড়ের মতো। বললো, 'দেখা যাক কে জেতে।'

'ঠিক আছে,' রাজি হলো সার্জেন্ট।

আগেই দলের বাকি লোকজন পিছিয়ে পড়েছে। তীক্ষ্ণকণ্ঠে তাদেরকে এগিয়ে আসার নির্দেশ দিলো সার্জেন্ট। অল্প সময়ের জন্যে আবার গোটা দল এক হলো। কিন্তু কয়েক মাইল ছোটার পর দেখা গেল প্রতিযোগিতায় লেগে রয়েছে রানাকে নিয়ে মাত্র তিনজন। সার্জেন্টের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ছুটছে রানা, কিন্তু যখনই গতি বাড়িয়ে দিয়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করলো, দেখাদেখি সার্জেন্টও গতি বাড়িয়ে দিলো। পাহাড়ী পথ খাড়াভাবে উঠে গেছে, প্রথম বাঁকটায় রানাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল সার্জেন্ট, তবে সরল বিস্তৃতিতে পৌঁছে সার্জেন্টকে পাশ কাটালো রানা।

যে যার সর্বশক্তি ব্যবহার করে ছুটছে এখন। একবার সার্জেন্ট এগিয়ে থাকছে, একবার রানা। ইতিমধ্যে তৃতীয় লোকটা অনেক পিছিয়ে পড়েছে।

হঠাৎ করে পথ থেকে সরে গেল রানা, লাফ দিয়ে বোল্ডারগুলোকে টপকালো, সামনের বাঁক না ঘুরে সংক্ষিপ্ত রুট ধরে আবার ফিরে এলো পথে, সার্জেন্টের পঞ্চাশ ফুট সামনে। রাগে চিৎকার করে উঠলো সার্জেন্ট, পরের বাঁকের কাছাকাছি পৌঁছে সে-ও এবার রানার কৌশল অবলম্বন করলো, এগিয়ে থাকা রানাকে ধরে

ফেললো। এরপর দু'জনেই পথ ছেড়ে সরাসরি চূড়ার দিকে ছুটলো ওরা।

সার্জেন্টকে তিন ফুট পিছনে রেখে চূড়ায় উঠলো রানা, পাথুরে মাটির ওপর আছাড় খেয়ে পড়লো, গড়িয়ে দিলো শরীরটাকে চিৎ হয়ে শুয়ে হাঁপাচ্ছে, ঘন ঘন ওঠানামা করছে বুক। এক মিনিট পর বসলো রানা তাকালো সার্জেন্টের দিকে, চেহারায় অনিশ্চিত ভাব।

হঠাৎ গলা ছেড়ে হেসে উঠলো রানা। এক সেকেণ্ড ইতস্তত: করার পর সার্জেন্টও শুরু করলো। দলের বাকি সবাই এসে দেখলো, দু'জনেই ওরা পাগলের মতো হাসছে।

এক ঘন্টা পর আবার শুরু হলো দৌড়। পথ ছেড়ে বোল্ডার টপকে ছুটছে দলটা, রানাকে পাশে নিয়ে। দিক বদলে পশ্চিম দিকে যাচ্ছে ওরা।

রানা উপলব্ধি করলো, পরীক্ষায় পাস করেছে ও।

সন্ধ্যার আগেই রেনামোদের স্থায়ী ঘাঁটিতে পৌঁছলো ওরা। ঘাঁটির পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে চওড়া একটা নদী। নদীতে বালির ছোটো ছোটো চর আর বোল্ডার দেখা গেল, স্রোত তেমন জোরালো নয়। ট্রেঞ্চ আর গুহার মুখে গাছের গুঁড়ি ও বালির বস্তা ফেলে আড়াল তৈরি করা হয়েছে। মর্টার আর হেভী মেশিনগান রয়েছে সারি সারি, উত্তর দিকে মুখ করা। ঘাঁটির পরিবেশ দেখে রানার ধারণা হলো, সম্ভবত গোটা একটা ডিভিশন ঠাঁই নিয়েছে এখানে। নদী ও ডিফেন্স লাইন পেরিয়ে এলো ওরা, রানাকে দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলো ট্রুপাররা, কালো গেরিলারা অনেকেই ওকে শ্বেতাঙ্গ বলে ভুল করলো। ট্রুপারদের সরিয়ে দিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালো চশমা পরা একজন অফিসার। সার্জেন্ট তাকে স্যালুট করলো, জবাবে অফিসার তার মেরুন রঙের বেরেটে হাতের স্টিকটা ছোঁয়ালো একবার। 'মেজর রানা,' চলনসই ইংরেজীতে বললো সে, 'আপনি যে আসছেন তা আমরা জানি, আমাদেরকে সাবধান করে দেয়া হয়েছে। আজ রাতটা আপনি আমাদের সাথে কাটাবেন। অফিসার্স মেসে আপনাকে অতিথি হিসেবে পাবার জন্যে অপেক্ষা করছি আমি।'

সার্জেন্ট সহ দলের সবাই বিস্মিত হলো, রানাও কম অবাক হয়নি। জোর করে ধরে এনে এ যেন জামাই আদর। অফিসারের নির্দেশে সাবান আর তোয়ালে এনে দেয়া হলো রানাকে। নদীতে নেমে গোসল করলো রানা, কাপড় ধুলো, তারপর ভিজে কাপড় পরেই সার্জেন্টের সাথে ঢুকলো একটা ট্রেঞ্চে, একজন ট্রুপার ওর জন্যে আয়না আর চিরুনি নিয়ে অপেক্ষা করছিল।

অফিসার্স মেসটা মাটির তলায় একটা গুহার ভেতর। টেবিল আর চেয়ার ছাড়া কোনো আসবাব নেই। ডিনারে অংশগ্রহণ করলো রানাকে নিয়ে মোট তিনজন, দু'জন ট্রুপার থাকলো পাহারায়, পরিবেশন করলো অন্য একজন ট্রুপার। মেজর ছাড়াও একজন ক্যাপ্টেনকে দেখলো রানা। বড় একটা পাত্রে করে স্টু আনা হলো, সাথে ভুট্টার তৈরি পরিজ, চিংড়ি মাছের কাটলেট, আর বড় একটা কেক। চিউইউই ত্যাগ করার পর এতো ভালো খাবার চোখেও দেখেনি রানা। সবশেষে এলো মেটাল ক্যানে ভরা বিয়ার, ক্যানের গায়ে লেখা রয়েছে মেড ইন সাউথ

অ্যাফ্রিকা।

ডিনারে বসে গল্প জুড়ে দিলো মেজর। কথা বলার ফাঁকে রানাকে এটা-ওটা খাবার জন্যে সাধাসাধি করলো। একসময় জিম্বাবুইয়ের স্বাধীনতা প্রসঙ্গ তুললো সে। যুদ্ধ সে-ও করেছে, তবে আয়ান স্মিথের শ্বেতাঙ্গ বাহিনীর পক্ষে, কথাটা গর্বের সাথেই বললো। কিরিকিটি বাওনার অন্ধ ভক্ত, এ-কথা জানাতেও ভুললো না। জেনারেল দল বদল করায় সে-ও হারারে ছেড়ে চলে এসেছে মোজাম্বিকে। লোকটার মন জয় করার জন্যে রানা বললো, নিজের স্বার্থেই মানুষ যুদ্ধ করে, কাজেই দল বদলের মধ্যে খারাপ কিছু নেই। ওর কথায় ভারি খুশি হলো মেজর। কথা প্রসঙ্গে আরো বললো রানা, রেনামোদের বিরুদ্ধে তার কোনো বিদ্বেষ বা শত্রুতা কখনো ছিলো না, এখনো নেই।

আফ্রিকার এদিকটায় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ অনেক দিন থেকেই লেগে আছে। কারণটা জানা আছে রানার। জিম্বাবুই পুরোপুরি স্থলবেষ্টিত একটা দেশ, বাইরের দুনিয়ার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্যে রয়েছে মাত্র দুটো রেলপথ। একটা দক্ষিণ আফ্রিকার, অপরটা মোজাম্বিকের ভেতর দিয়ে গেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার সাথে জিম্বাবুইয়ের সম্পর্ক স্বভাবতই ভালো নয়, হারারে তাই আমদানি রফতানির জন্যে নির্ভর করে মোজাম্বিকের ওপর। দ্বিতীয় রেল পথটা জিম্বাবুই থেকে মোজাম্বিক বন্দর পর্যন্ত বিস্তৃতও বটে। দক্ষিণ আফ্রিকার সমর্থন নিয়ে রেনামো গেরিলারা সেই রেললাইনের ওপর ঘন ঘন হামলা চালিয়ে ওটাকে অকেজো করে দিচ্ছে।

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় মুগাবে মোজাম্বিকের ফ্রেলিমো সরকারের কাছ থেকে যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছিলেন। যুদ্ধের পর প্রতিদান দিতে দেরি করেননি তিনি, ফ্রেলিমো গেরিলাদের যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। ফলে পর্তুগীজদের নিষ্পেষণ ও শোষণ থেকে মুক্তি পেয়েছে মোজাম্বিক। এখন আবার বিপদের দিনে মুগাবে ফ্রেলিমো সরকারের কাছ থেকে সাহায্য নিচ্ছেন, রেলপথটাকে রেনামো গেরিলাদের হামলা থেকে রক্ষা করার জন্যে। রেললাইনটা অকেজো হয়ে থাকায় শুধু যে জিম্বাবুইয়ের আমদানি-রফতানি বন্ধ হয়ে গেছে তাই নয়, বিশ্বব্যাংকও তাদের বরাদ্দ করা ফাণ্ড হস্তান্তর করতে রাজি হচ্ছে না।

রেনামোদের হামলা থেকে রেললাইন বাঁচাবার জন্যে ফ্রেলিমো সরকার সৈন্য মোতায়েন করেছে, কিন্তু তাতে কোনো কাজ হচ্ছে না দেখে জিম্বাবুই সরকার নিজেদের দশ হাজার সৈন্যকে পাঠিয়েছে তাদের সাহায্যে। রানা শুনেছে, এই খাতে দৈনিক এক মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় করছে মুগাবে সরকার।

বন্দী রানার সাথে রাজনৈতিক কোনো বিরোধ নেই দেখে অত্যন্ত খুশি হলো মেজর। বিদায়ের সময় পরস্পরের সাথে কোলাকুলি করলো ওরা। রানার পকেটে অনেকগুলো বিয়ারের ক্যান ভরে দিলো অফিসার। শাঙ্গানি গার্ডদের কাছে ফিরে এসে বিয়ারগুলো তাদের মধ্যে বিলি করলো রানা।

সকালে ওর ঘুম ভাঙালো শাঙ্গানি সার্জেন্ট। ভোর অন্ধকার থাকতে আবার বেরিয়ে পড়লো ওরা। দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে ছুটছে। পথে ছোটোখাটো ঘাঁটি দেখলো ওরা। কাল রাতেই মেজরের কাছ থেকে জেনেছে রানা, গোটা এলাকায়

ছড়িয়ে আছে রেনামোরা। প্রতিটি ঘাঁটিতে লাইট ফিল্ড আর্টিলারি রয়েছে, বালির বস্তা দিয়ে আড়াল করা। গেরিলারা সবাই হাসিখুশি, খাওয়া-পরার কোনো অসুবিধে নেই।

বিকেলের দিকে ট্রেনিং এরিয়ায় পৌঁছুলো ওরা। অল্প-বয়েসী ছেলেমেয়েরাও রাইফেল চালানো শিখছে। একটা লম্বা গুহার ভেতর ব্ল্যাকবোর্ড আর একগাদা তরুণ-তরুণীকে দেখা গেল, রণকৌশলের সাথে সাথে রাজনৈতিক দীক্ষাও দেয়া হচ্ছে।

ট্রেনিং এরিয়ার পিছনে ছোটো আকৃতির কিছু পাহাড় দেখা গেল। কাছাকাছি আসার পর ধরা পড়লো, প্রতিটি পাহাড়ের গোড়ায় পাথর কেটে প্রবেশপথ তৈরি করা হয়েছে। রানা ধারণা করলো, রেনামোদের হেডকোয়ার্টারে চলে এসেছে ওরা। গুহামুখগুলো এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে আকাশ থেকে দেখা যাবে না। পাহাড়ের আশপাশে ট্রুপাররা টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে, থমথম করছে সবার চেহারা, দেখেই বোঝা যায় এরা অভিজ্ঞ সৈনিক।

ওদের কাগজ-পত্র পরীক্ষা করা হলো। প্রবেশ পথ দিয়ে একটা পাহাড়ের ভেতর ঢুকলো ওরা। পাথর কেটে সিঁড়ি তৈরি করা হয়েছে, করিডরে নেমে এলো। সিলিঙে নগ্ন বালব জ্বলছে, দূর থেকে ভেসে আসছে জেনারেটরের মৃদু যান্ত্রিক গুঞ্জন।

তিন-চারবার বাঁক নিয়ে কমিউনিকেশন রুমে ঢুকলো রানা। একবার চোখ বুলিয়েই বুঝতে পারলো, রেডিও ইকুইপমেন্টগুলো অত্যাধুনিক। পুরো একটা দেয়াল জুড়ে সাঁটা রয়েছে উত্তর ও মধ্য মোজাম্বিক প্রদেশের মানচিত্র।

ম্যাপটা খুঁটিয়ে দেখছে রানা, ওর এসকর্ট হাত ধরে টান দিলো। কমিউনিকেশন রুম থেকে ছোট্ট একটা প্যাসেজে বেরিয়ে এলো ওরা। সামনে দেখা গেল পর্দা ঢাকা একটা দরজা। প্রহরীরা পিছনে দাঁড়িয়ে থাকলো, এসকর্ট অনুমতি চাইলো ভেতরে ঢোকার।

ভেতরে ঢুকে হাসলো রানা। 'কমাণ্ডার কিরিকিটি বাওনা,' বললো ও 'হোয়াট আ প্লেজান্ট সারপ্রাইজ!'

'এধরনের সম্বোধন অচল হয়ে গেছে, মেজর রানা। এখন থেকে আপনি আমাকে স্যার অথবা জেনারেল বলে ডাকবেন।'

পুরোদস্তুর সামরিক ইউনিফর্ম পরে বড় একটা ডেস্কের ওধারে বসে আছে কিরিকিটি বাওনা। কোমরে ঝুলছে হোলস্টার, অটোমেটিক পিস্তলের বাঁটটা আইভরির। বেশ আড়ম্বরের সাথেই মার্ক্সবাদ থেকে পুঁজিবাদে সরে আসছে লোকটা। 'জানতে পারলাম, রেনামোদের ওপর আপনার নাকি বিশেষ কোনো বিদ্বেষ নেই। শুনে ভালোই লাগলো আমার,' বাওনার বলার সুরটা তিক্ত, অস্বস্তি বোধ করলো রানা।

জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি জানলেন কি করে?'

ইঙ্গিতে দেয়ালের দিকটা দেখিয়ে দিলো জেনারেল বাওনা। ওখানে একটা ভি-এইচ-এফ রেডিও সেট রয়েছে। 'মেজর মুসারিয়ার সাথে একটা রাত কাটিয়েছেন আপনি, তাই না? দ্যাট ওয়াজ মাই সাজেশন।'

'আসলে কি ঘটছে, বলবেন কি, জেনারেল? জিম্বাবুই, বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র, তিনটে দেশই মোজাম্বিকের বন্ধু, অথচ দেশগুলোর নিরপরাধ নাগরিকদের গ্রেফতার করে আনা হয়েছে। কেন?'

জেনারেল বাওনা হাসলো। 'মুখ খুললেই আপনার প্রশংসা করতে হয়। এতো তাড়াতাড়ি মেসেজ পাঠালেন কিভাবে? হ্যাঁ, মার্কিন সরকারের কাছ থেকে অভিযোগ পেয়েছি আমরা–লিসবনে আমাদের প্রতিনিধির কাছে আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। স্বভাবতই তাদের অভিযোগ অস্বীকার করেছি, ভান করেছি এ সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না।'

রানা কিছু বলার আগে টেলিফোনের রিসিভার তুলে পর্তুগীজ ভাষায় কি যেন নির্দেশ দিলো জেনারেল বাওনা। রিসিভার নামিয়ে রেখে দরজার দিকে তাকালো সে। তার দেখাদেখি রানাও।

দু'মিনিট পর পর্দা সরে গেল, ভেতরে ঢুকলো তিনটে মেয়ে। দু'জন কালো, হাতে এ/কে ফরটিসেভেন রাইফেল। তাদের মাঝখানে পরিষ্কার খাকি শার্ট আর ঢিলেঢালা শর্টস পরা আরেকজন রয়েছে–ম্যানুয়েল মনিকা।

প্রথমেই লক্ষ্য করলো রানা, রোগা হয়ে গেছে মনিকা। মাথায় টান টান হয়ে আছে চুল, পিছনে খোঁপা। রোদে ঝলসে তামাটে হয়ে গেছে চামড়া। মুখটা সরু হয়ে যাওয়ায় চোখ দুটো বিশাল লাগছে। তার চোয়াল আর চিবুক যে এতো সুন্দর, আগে কখনো লক্ষ্য করেনি রানা। মেয়েটাকে দেখামাত্র মনে হলো বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ড যেন থেমে গেছে, তারপর আবার দ্রুতবেগে সচল হলো। 'মনিকা!' ডাক শুনে একটা ঝাঁকি খেলো মনিকার শরীর, ঝট্ করে ফিরলো রানার দিকে। সমস্ত রক্ত নেমে গেল মুখ থেকে, ত্বকের রঙ হয়ে উঠলো ফ্যাকাসে।

'ওহ্, মাই গড,' বিড়বিড় করলো মনিকা। 'এতো ভয় পেয়েছি যে বিশ্বাসই হচ্ছে না...,' থেমে গেল সে, পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকলো ওরা, অন্তত দশ সেকেণ্ড এক চুল নড়লো না কেউ। তারপর টলে উঠলো মনিকার শরীর, যেন রানার দিকে এগোতে চাইছে। ওর নাম উচ্চারণ করলো, 'রানা।' আসলে অস্পষ্ট, গুঙিয়ে ওঠার মতো শব্দ বেরুলো গলা থেকে। দুটো হাত তুললো সে, মিনতি প্রকাশের ভঙ্গিতে তালু দুটো ওপর দিকে। চোখে ফুটে রয়েছে বেদনা আর শঙ্কা। দু'পা এগিয়ে তার কাছে পৌঁছুলো রানা, ওর বুকে আছাড় খেয়ে পড়লো মনিকা, চোখ বুজে গালটা ওর খোঁচা খোঁচা দাড়িতে ঘষলো। দু'হাত দিয়ে রানাকে জড়িয়ে ধরেছে সে, এতো জোরে যে শ্বাস নিতে কষ্ট হলো রানার।

'ডার্লিং,' ফিসফিস করলো রানা, মনিকার চুলে হাত বুলালো। 'সব ঠিক হয়ে যাবে।'

মাথাটা পিছিয়ে নিলো মনিকা, রানার চোখের দিকে তাকালো। ফাঁক হয়ে আছে ঠোঁট, কাঁপছে। মসৃণ ত্বকে আবার রক্ত ফিরে এসেছে। কি এক উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো মুখ, হলুদ টোপাজের মতো চকচক করছে চোখ দুটো।

'তুমি আমাকে ডার্লিং বললে!' ফিসফিস করলো সে।

মাথা নিচু করে তাকে চুমো খেলো রানা।

ডেস্কের পিছন থেকে কর্কশ গলায় নির্দেশ দিলো জেনারেল বাওনা। 'মেয়েটাকে এবার নিয়ে যাও!'

মনিকাকে পিছন থেকে ধরলো একজন গার্ড, রানার আলিঙ্গন থেকে ছাড়িয়ে নিলো তাকে। ছোট্ট একটা চিৎকার বেরিয়ে এলো মনিকার গলা থেকে, গা ঝাঁকিয়ে নিজেকে মুক্ত করার ব্যর্থ চেষ্টা করলো। দ্বিতীয় একজন গার্ড কোমরের হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে, তাক করলো রানার বুকে। ক্যানভাসের পর্দা দুলছে, ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে মনিকার চিৎকার। 'ইউ বাস্টার্ড,' দাঁতে দাঁত চাপলো রানা।

'আমার যা জানার দরকার ছিলো তা জেনেছি,' সহাস্যে বললো জেনারেল বাওনা। 'একজন পেশাদার শিকারীর ওপর এতোটা দুর্বল হওয়ার কথা নয় কোনো ক্লায়েন্টের। মেয়েটার সাথে আপনার সম্পর্ক বোঝা গেল।'

'আমি আপনার মুণ্ডু ছিঁড়ে ফেলবো, ওর যদি কোনো ক্ষতি হয়...।'

'আরে, শান্ত হোন, মেজর রানা। কোন্ দুঃখে আমি আপনার প্রেমিকার ক্ষতি করতে যাবো? এটুকু কি আমি বুঝি না যে মেয়েটা অত্যন্ত মূল্যবান একটা ঘুঁটি? আপনিও নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, আপনার সাথে আমার যে দর কষাকষি হবে, তাতে ওর একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকছে?'

নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকলো রানা। তারপর বললো, 'ঠিক আছে বাওনা। কি চান আপনি?'

'গুড। এই প্রশ্নটা শোনার জন্যেই এতোক্ষণ অপেক্ষা করছিলাম আমি। বসুন, মেজর রানা,' ইঙ্গিতে একটা চেয়ার দেখালো জেনারেল। 'চা দিতে বলি, কেমন?'

চা আসার অপেক্ষায় রয়েছে ওরা, ডেস্কের কাগজ-পত্র নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো জেনারেল। খস খস করে কয়েকটা কাগজে সই করলো সে, কয়েকটা পড়ে ছিঁড়ে ফেলে দিলো। নিজেকে শান্ত করার সময় পেলো রানা। একজন ট্রুপার চা নিয়ে এলো, ইতিমধ্যে ডেস্কের কাজ শেষ করেছে জেনারেল।

ওরা একা হওয়ার পর মগে চুমুক দিলো জেনারেল, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রানার দিকে। 'প্রথমে ব্যাপারটা ছিলো স্রেফ প্রতিশোধ। কারণ আপনি আমার অঙ্গহানি ঘটিয়েছেন,' খালি হাতটা দিয়ে কানটা ছুঁলো সে। 'প্রতিশোধ নেয়ার ইচ্ছে জাগবে, সেটাই স্বাভাবিক। আশা করি আপনিও তা স্বীকার করবেন।'

কথা বললো না রানা।

'আপনি যে চিউইউই কনসেশনে শিকার করছেন, আমি জানতাম। কয়েক বছর আগে লাইসেন্সটা পান আপনি, তখন আমি মুগাবে সরকারের একজন কর্মকর্তা ছিলাম। আপনি জানেন না, শিকার করার অনুমতিটা আপনার অজান্তে আমিই আপনাকে দিই। কেন জানেন? আপনাকে আমি বর্ডারের কাছাকাছি, নাগালের মধ্যে রাখতে চেয়েছিলাম, যাতে উপযুক্ত সময়ে প্রতিশোধটা নিতে পারি।'

মৃদু হাসলো রানা। বললো, 'আপনার চরিত্র বড় অদ্ভুত, জেনারেল। আজ কমরেড, পরদিন ক্যাপিটালিস্ট। আজ মার্কসিস্ট সরকারের কর্মকর্তা, কাল রেনামোদের সমরনায়ক।'

'মার্ক্সীয় আদর্শ আসলে কোনোদিনই আমাকে উদ্বুদ্ধ করেনি। আমি মুগাবের সাথে হাত মিলিয়েছিলাম আয়ান স্মিথের সাথে আমার বন্ধুত্বের কথাটা মানুষকে ভুলিয়ে দেয়ার জন্যে।'

'কিন্তু এতো থাকতে রেনামোদের সাথে ভিড়লেন কি মনে করে?'

'কারণ ছাড়া কি কেউ কিছু করে? আমাকে রেনামোদের দরকার, আমারও ওদেরকে দরকার। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতি অনুগত সরকার গঠনে রেনামোদের আমি সাহায্য করছি. দক্ষিণ আফ্রিকা আর মোজাম্বিক এখন জিম্বাবুইয়ের ওপর একযোগে চাপ সৃষ্টি করতে পারবে। ওদের সাহায্য নিয়ে জিম্বাবুইয়ের বর্তমান সরকারকে উৎখাত করতে পারবো আমি। মুগাবে বিদায় নিলে....।'

'এক ঢিলে মুগাবেকেও বিদায় করা যাবে, সেই সাথে জেনারেল বাওনা বনে যাবেন প্রেসিডেন্ট বাওনা, তাই না? স্বীকার করতে হবে, আপনার স্বপ্নগুলো টেকনিকালার।'

'প্রশংসা করার জন্যে ধন্যবাদ, মেজর রানা।'

'কিন্তু আপনার উচ্চাকাঙ্ক্ষার সাথে আমার কি সম্পর্ক? বললেন, প্রতিশোধ নিতে চান। তাহলে আমাকে এতো খাতির করা কেন?'

'মধ্য প্রদেশের প্রায় সবটুকু দখল করে নিয়েছি আমরা, রেনামোরা, শুধু বড় শহরগুলো বাদে। খাদ্য উৎপাদনের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছি, ফলে ফ্রেলিমোদের নির্ভর করতে হচ্ছে বিদেশী সাহায্যের ওপর। কিন্তু সম্প্রতি একটা ঘটনা ঘটেছে. যে-কারণে পরিস্থিতি আমাদের বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে।'

'কি ঘটনা?'

চেয়ার ছেড়ে ওয়াল-ম্যাপের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো জেনারেল বাওনা। রেনামোদের দখল করা এলাকাগুলো রানাকে দেখালো সে। তারপর জিজ্ঞেস করলো, 'অ্যান্টি-গেরিলা অপারেশন সম্পর্কে আপনার ধারণা আছে। বলুন তো কি সে জিনিস যাকে আমরা সবচেয়ে বেশি ভয় করি?'

ইতস্তত না করে জবাব দিলো রানা, 'হেলিকপ্টার গানশিপ।'

ডেস্কের পিছনে ফিরে এসে চেয়ারটায় আবার ধপ করে বসে পড়লো জেনারেল বাওনা। 'তিন হপ্তা আগে রাশিয়ানরা ফ্রেলিমোদের পুরো এক স্কোয়াড্রন হিন্দ হেলিকপ্টার সাপ্লাই দিয়েছে।'

মৃদু শব্দে শিস দিল রানা। 'হিন্দ! আফগানিস্তানে ওগুলোকে ফ্লাইং ডেথ বলা হয়।'

'এখানে বলা হয় হেনশও—বাজপাখি।'

'কিন্তু আফ্রিকার কোনো এয়ারফোর্সের এমন ক্ষমতা নেই যে হিন্দ হেলিকপ্টার ব্যবহার করতে পারবে।'

'ভাড়াটে টেকনিশিয়ান আর পাইলট আনা হয়েছে। ফ্রেলিমোদের লক্ষ্য, ছ'মাসের মধ্যে রেনামোদের নিশ্চিহ্ন করে দেবে।'

'তা কি পারছে?'

'হ্যাঁ,' গম্ভীর সুরে বললো জেনারেল বাওনা। 'পারছে। এরইমধ্যে আমাদের নড়াচড়া কমিয়ে দিয়েছে ওরা। কোনো গেরিলা আর্মির যদি নড়াচড়ার সুযোগ না

থাকে, ধরে নিতে হবে পরাজয় হয়েছে তাদের। এখানে আমরা গর্তের ভেতর লুকিয়ে আছি ভেড়ার মতো, বীরের মতো নয়। একমাস আগেও যে সাহস আর উৎসাহ ছিলো আমাদের, তার দু'আনাও অবশিষ্ট নেই। সগর্বে সামনে তাকাবার বদলে আতঙ্কে কুঁকড়ে রয়েছে আমার লোকজন, সারাক্ষণ আকাশের গায়ে চোখ বুলাচ্ছে।'

'আমার ধারণা সমাধান একটা আপনি পেয়ে যাবেন, জেনারেল,' বললো রানা।

'পেয়ে যাবো কি, এরইমধ্যে পেয়ে গেছি,' জানালো জেনারেল বাওনা। 'সমাধানটার নাম মাসুদ রানা।'

'এক স্কোয়াড্রন হিন্দ-এর বিরুদ্ধে আমি?' হেসে উঠলো রানা। 'আমার ওপর আপনার আস্থা দেখে ভালোই লাগছে, তবে দয়া করে আমাকে বাদ দিয়ে চিন্তা করুন।'

মাথা নাড়লো জেনারেল বাওনা। 'আপনাকে বাদ দেয়া সম্ভব নয়, মেজর রানা। আপনি যাতে আমার প্রস্তাবে রাজি হন তার ব্যবস্থা আগেই করেছি—আপনার মনিকা আমার হাতে বন্দী।'

'ঠিক আছে, খুলে বলুন কি চান আপনি।'

'কালো ট্রুপারদের ভাষা বোঝে, গায়ের রঙ আমাদের মতো এতোটা কালো নয়, এমন একজন লোকের সাহায্য দরকার আমার। আপনাকে ছোট্ট একটা গ্রুপের সাথে কাজ করতে হবে। গ্রুপের সদস্য সংখ্যা হবে, এই ধরুন, দশজন।'

'শাঙ্গানি এসকর্ট!' জেনারেল বাওনার চাতুর্য ধরা পড়ে গেল রানার কাছে। 'সেজন্যেই আমাকে ওদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন আপনি!'

'হ্যাঁ, আমি আশা করেছিলাম আপনি ওদের শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারবেন। আপনি আমাকে হতাশ করেননি। ওদের সাথে কথা বলে দেখেছি আমি। কাজটা যতো বিপজ্জনকই হোক, আপনি নেতৃত্ব দিলে ওরা অন্ধের মতো অনুসরণ করবে আপনাকে।'

জেনারেল বাওনার প্রস্তাবে রাজি হবার ভান করছে রানা, আসলে পরিস্থিতিটা বোঝার জন্যে সময় পেতে চাইছে ও। 'দশজন শাঙ্গানি যথেষ্ট নয়, আরো দু'জনকে দরকার হবে আমার।'

'জানি। আপনার দু'জন ম্যাটাবেল সঙ্গী,' সাথে সাথে রাজি হলো জেনারেল বাওনা।

নেবুবি ও ইনসুতসা সম্পর্কে খবর নেয়ার এই-ই সুযোগ। 'কোথায় আছে তারা? সুস্থ তো?'

'সম্পূর্ণ সুস্থ। এখানেই।'

'ওদেরকে আমি দেখতে চাই। কথা বলতে চাই। তার আগে আর কোনো আলোচনা নয়।'

প্রথমে রাজি হলো না জেনারেল বাওনা, তবে রানার জেদের কাছে শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করতে হলো তাকে। 'দেখা যখন হচ্ছেই, ওদের বলুন যে বিশেষ একটা কাজে আপনার সাথে তাদেরকেও থাকতে হবে। আপনারা

সহযোগিতা করুন, কথা দিচ্ছি, বিনিময়ে আপনাদের সবাইকে আমরা ছেড়ে দেবো।'

'আপনি খুবই দয়ালু,' রানার ঠোঁটে কাষ্ঠহাসি।

টেলিফোনের রিসিভার তুলে পর্তুগীজ ভাষায় নির্দেশ দিলো জেনারেল বাওনা। 'চুক্তির সবগুলো শর্ত পরে ব্যাখ্যা করবো,' রানাকে বললো সে। পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকলো একজন লেফটেন্যান্ট। 'এই ভদ্রলোককে ম্যাটাবেল বন্দীদের কাছে নিয়ে যাও,' নির্দেশ দিলো সে। 'দশ মিনিট কথা বলতে দিয়ো, তারপর আবার এখানে ফিরিয়ে আনবে।'

তিনজন গার্ড পাহাড়ের তলা থেকে চোখ ধাঁধানো রোদে বের করে আনলো রানাকে। কাঠের থাম ও কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা প্রিজন ব্যারাক, মাটির তৈরি একটাই মাত্র লম্বা ঘর, গোটা এলাকা ক্যামোফ্লেজ নেট দিয়ে মোড়া। গেটের তালা খুলে দিলো একজন গার্ড, ভেতরে ঢুকলো রানা।

ঘরের মাঝখানে বড় একটা চুলো, একটা পাতিলে কি যেন সেদ্ধ হচ্ছে। দু'দিকে দুটো কম্বল দেখা গেল, একটায় শুয়ে রয়েছে ইনসুতসা। অপরটায় বসে আছে নেবুবি, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে চুলোর গনগনে আগুনের দিকে। 'আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি, বন্ধু,' সিনডেবেল ভাষায়, মৃদুকণ্ঠে বললো রানা। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালো নেবুবি, ধীরে ধীরে সারা মুখে ছড়িয়ে পড়লো আনন্দের হাসি।

'আমিও আপনাকে দেখতে পাচ্ছি,' বললো সে, তারপর পরস্পরকে আলিঙ্গন করলো ওরা, পরস্পরের পিঠ চাপড়ে দিলো। লাফ দিয়ে দাঁড়ালো ইনসুতসা, দু'কান পর্যন্ত বিস্তৃত হলো হাসি, রানার একটা হাত খামচে ধরলো।

'আপনার এতো দেরি হলো কেন, বস্?' জানতে চাইলো নেবুবি। 'অসুরকে পেয়েছিলেন? আমেরিকান ভদ্রলোক কোথায়? ওরা আপনাকে ধরলো কিভাবে?'

'সব পরে শুনো,' বললো রানা। 'হাতে অনেক জরুরী কাজ রয়েছে। কমাণ্ডার বাওনার সাথে কথা হয়েছে তোমাদের? ইনলোজেনে ওকে আমরা গ্রেফতার করেছিলাম, চিনতে পেরেছো?'

'হ্যাঁ, কান-কাটা শয়তান। ব্যাটার হাত থেকে আমাদের মুক্তি পাওয়ার উপায় কি, বস্?'

'এখুনি কিছু বলা যাচ্ছে না। আমাদেরকে দিয়ে একটা কঠিন কাজ করিয়ে নিতে চায় সে।'

'কি কাজ?' জিজ্ঞেস করলো নেবুবি, পরমুহূর্তে চমকে দরজার দিকে তাকালো। সবাইকে সচকিত করে দিয়ে বাইরে হঠাৎ সাইরেন বেজে উঠলো। ট্রুপাররা চিৎকার করছে, ছোটাছুটির শব্দ ভেসে এলো।

দরজার দিকে ছুটে গেল রানা, উঁকি দিয়ে দেখলো প্রিজন ব্যারাকের গেট হাঁ-হাঁ করছে, যে-যেদিক পারছে ছুটে পালাচ্ছে গার্ডরা, কাঁধ থেকে রাইফেল নামিয়ে তাক করছে আকাশের দিকে। ছুটতে ছুটতে হুইসেল বাজাচ্ছে লেফটেন্যান্ট। 'এয়ার রেইড,' রানার কাঁধের পিছন থেকে বললো নেবুবি। 'ফ্রেলিমো গানশিপ। দু'দিন আগেও হামলা হয়েছিল একবার।'

এঞ্জিনের আওয়াজ পেলো রানা, দূর থেকে ভেসে আসছে, অস্পষ্ট। তবে দ্রুত কাছে চলে আসছে হেলিকপ্টার। 'নেবুবি!' তার হাত আঁকড়ে ধরলো ও। 'তুমি জানো কোথায় রেখেছে ওরা মনিকাকে?'

'ওদিকে,' খোলা দরজা দিয়ে হাত বের করে বললো নেবুবি। 'এটার মতোই আরেকটা ব্যারাকে।'

'গেট খোলা, গার্ডরা চলে গেছে,' বললো রানা। 'পালাবার এই সুযোগ ছাড়া যায় না!'

'আমরা একটা সেনাবাহিনীর মাঝখানে রয়েছি! তাছাড়া হেলিকপ্টারগুলোকে এড়াবো কিভাবে? যাবোই বা কোথায়?'

'তর্ক করো না। এসো আমার সাথে!' গেটের দিকে ছুটলো রানা, নেবুবি ও ইনসুতসা অনুসরণ করলো ওকে।

বাইরেটা একেবারে ফাঁকা হয়ে গেছে, ট্রেঞ্চ ও বাংকারের ভেতর মুখ লুকিয়েছে রেনামোরা। অবশ্য অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট গানের পিছনে গানাররা রয়েছে, বালির বস্তার আড়ালে, সবার চোখ আকাশের দিকে। পোর্টেবল আর. পি. জি. রকেট-লঞ্চার নিয়ে একটা নিচু পাহাড়ের দিকে ছুটছে একদল লোক, আকাশের দিকে মুখ করে ওদেরকে পাশ কাটালো। উঁচু জায়গা থেকে গুলি ছুঁড়লে বেশি কাজ দিতে পারে, তবে রানা জানে আর. পি.জি. ইনফ্রা-রেড সন্ধানী নয়, মাটি থেকে আকাশের লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত হানার ক্ষমতা ওগুলোর খুবই কম। রেনামোরা নিজেদের নিয়ে এতোই ব্যস্ত যে ওদেরকে খেয়ালই করলো না। রানা এমনকি চারদিকে ভালো করে তাকালোও না। সামনে একটা কাঁটাতারের বেড়া দেখতে পেলো ও। মেয়েদের কারাগারও ক্যামোফ্লেজ নেট দিয়ে মোড়া। দেখে মনে হলো, এখান থেকেও পালিয়েছে গার্ডরা।

নেবুবি আর ইনসুতসা কাঠের একটা থাম ধরে ঝাঁকাতে শুরু করলো, কিন্তু সেটা কখন ধরাশায়ী হবে তারজন্যে অপেক্ষা না করে কাঁটাতারের বেড়া বেয়ে ওপরে উঠে এলো রানা। হাতের তালুতে কাঁটা বিঁধলো, ছাল উঠে গেল হাঁটুর, বেড়ার মাথা থেকে লাফ দিয়ে প্রিজন ব্যারাকের ভেতর নামলো রানা। লম্বা ঘরটার সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করলো ও, 'মনিকা!'

ইতিমধ্যে কাছে চলে এসেছে হিন্দ হেলিকপ্টার, এঞ্জিনের গর্জনে কান পাতা দায়। ঘরের ভেতর থেকে সাড়া দিলো মনিকা। 'আমি এখানে!'

'দরজার সামনে থেকে সরে যাও!' ছুটে এলো রানা, এক পাল্লার কবাটে কাঁধ দিয়ে ধাক্কা মারলো। প্রথমবার কিছুই হলো না, শক্ত কাঠের কবাট শুধু কেঁপে উঠলো। পরপর আরো তিনবার কাঁধের ধাক্কা দিয়ে কব্জা ঢিলে করে ফেললো রানা। চারবারের বার চৌকাঠ থেকে আলাদা হয়ে গেল কবাট।

ঘরের এক কোণে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মনিকা। ভাঙা দরজা দিয়ে রানাকে ঢুকতে দেখে ছুটে এসে ওর বুকে আছড়ে পড়লো। 'কি ঘটছে, রানা?'

'আমরা পালাচ্ছি!' রোদে বেরিয়ে এসে রানা দেখলো, কাঠের একটা থাম ইতিমধ্যে ধরাশায়ী হয়েছে, কাঁটাতারের বেড়া টপকে প্রিজন ব্যারাক থেকে বেরুতে ওদের কোন অসুবিধেই হলো না। 'নদীর দিকে চলো!' নির্দেশ দিলো ও।

'যদি ভেসে থাকার উপায় করা যায়, ঘাঁটি ছেড়ে পালাতে পারবো!' ওদের চারদিকে স্মল আর্মসের গুলি হচ্ছে। হেভী মেশিনগান থেকেও বিরতিহীন গুলিবর্ষণ চলছে। তবে সমস্ত শব্দ ছাপিয়ে উঠলো হিন্দ হেলিকপ্টারের গর্জন। শুধু এঞ্জিনের গর্জন নয়, হেলিকপ্টারের নাকে বসানো গাটলিং টাইপ, মাল্টিব্যারেলড্ কামান থেকে অনবরত গোলা বর্ষিত হচ্ছে। কামানগুলোয় ব্যবহার করা হয় ১২.৭ এমএম বুলেট, জানে রানা।

নদীর দিকে ছুটছে ওরা, এখনো সামান্য খোঁড়াচ্ছে মনিকা। এই মুহূর্তে ছোটো একটা জঙ্গলের ভেতর থাকলেও, ওদের সামনে ফাঁকা একটা জায়গা দেখা গেল। ফাঁকা জায়গাটা ধরে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে রেনামোদের একটা ছোটো দল। আটজন তারা, প্রত্যেকের সাথে একটা করে মোবাইল রকেট-লঞ্চার। ছুটছে তারা, আকাশের দিকে মুখ।

রেনামোদের দলটা দু'শো মিটার দূরে, এই সময় ওদের চারধারের মাটি অকস্মাৎ বিস্ফোরিত হলো। অনেক যুদ্ধ দেখেছে রানা, কিন্তু এ-ধরনের অভিজ্ঞতা আগে কখনো হয়নি ওর। মাটি যেন গলে গেল, মনে হলো তরল পদার্থে পরিণত হয়েছে, ধুলোর কুয়াশা ওখানে টগবগ করে ফুটছে ১২.৭ এমএম কামানের বিরতিহীন গোলার আঘাতে।

শুধু লোকগুলো নয়, আশপাশের গাছ ও ঝোপগুলো পর্যন্ত ধুলোর ঘূর্ণির মধ্যে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। গোলার তুমুল ঝড় থামার পর দেখা গেল পড়ে রয়েছে শুধু গাছের মাথাহীন কাণ্ড। মাটির চেহারা হয়েছে সদ্য হাল দেয়া জমির মতো, সেই জমিতে ছড়িয়ে রয়েছে লোকগুলোর অবশিষ্টাংশ। দেখে মনে হলো ওদেরকে কোনো মেশিনের সাহায্যে ছিন্নভিন্ন করা হয়েছে।

এখনো মনিকার হাতটা শক্ত করে ধরে আছে রানা, পথ ছেড়ে লম্বা ঘাসের ওপর দিয়ে ছুটছে ওরা। মাথার ওপর গাছের ডালপালা থাকায় হেলিকপ্টারের গানার ওদেরকে দেখতে পায়নি। রানার দেখাদেখি নেবুবি ও ইনসুতসাও গাছের আড়ালে চলে এসেছে।

মাথার ওপর দিয়ে ছুটে গেল একটা হিন্দ, গাছের মগডাল থেকে খুব বেশি হলে পঞ্চাশ ফুট ওপরে। খোলা জায়গাটার ওপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় হঠাৎ করে সেটাকে পুরোপুরি দেখতে পেলো রানা। বিস্ময়ের ধাক্কাটা ঘুসির মতো লাগলো ওকে। এই প্রথম একটা হিন্দ হেলিকপ্টার দেখছে ও, ধারণা করেনি কোনো মেশিন এতোটা কুৎসিত হতে পারে দেখতে। অসম্ভব লম্বা ওটা, প্রায় পঞ্চাশ ফুট।

বিকৃত চেহারার একটা দানবের মতো লাগলো ওটাকে। সবুজ আর খয়েরি রঙ গায়ে, যেন কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত। আর্মারড্ গ্লাসের ফুলে থাকা জোড়া বুদবুদ অশুভ চোখের মতো, ওগুলোর চকচকে ভাব দেখে গা শিরশির করে উঠলো রানার। ঘাসের ভেতর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লো ও, মনিকাকে নিজের পাশে শুইয়ে দিয়ে পিঠে একটা হাত রাখলো তাকে আগলাবার ভঙ্গিতে।

গানশিপের বিশাল কাঠামোর নিচে ঝুলে রয়েছে কয়েকটা রকেট পড, ওদের বিহ্বল দৃষ্টির সামনে শূন্যে স্থির হলো মেশিনটা, আধপাক ঘুরলো, কদর্য ও ভোঁতা

নাকটা নিচু করে রকেট ছুঁড়লো কয়েকটা।

সাদা ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়লো বাতাসে, নদীর ওপারে লক্ষ্যভেদ করলো, বালির বস্তা দিয়ে আড়াল করা বাংকারগুলো বিস্ফোরিত হলো চোখের পলকে। আগুন, ধোঁয়া আর ধুলোর স্তম্ভ তৈরি হলো কয়েকটা।

গানশিপের রোটর তীক্ষ্ণ আওয়াজ করছে। দু'হাতে কান ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠলো মনিকা। 'ওহ্ গড! ওহ্ গড!'

নতুন টার্গেটের খোঁজে ধীরে ধীরে ঘুরলো হিন্দ, আবার আতঙ্কে কুঁকড়ে গেল ওরা। ওদের কাছ থেকে সরে গেল ওটা, নদীর কিনারা ধরে এগোলো, এগোবার পথে সামনে যা পড়লো ধ্বংস করে দিলো সব। 'লেট'স গো!' হিন্দের গর্জনকে ছাপিয়ে উঠলো রানার চিৎকার, হাত ধরে মনিকাকে দাঁড় করালো ও। ওর আগে আগে ছুটলো নেবুবি আর ইনসুতসা, গানশিপ কামানের গোলায় চষা জমি নরম আর ঝুরঝুরে লাগলো পায়ের তলায়। লাশগুলোকে পাশ কাটাবার সময় না থেমে একটা আর. পি. জি. লঞ্চার তুলে নিলো নেবুবি, দ্বিতীয়বার সংগ্রহ করলো ফাইবারগ্লাস ব্যাক-প্যাক-ওটায় রয়েছে আর. পি. জি.-তে ব্যবহারযোগ্য ফিন লাগানো তিনটে প্রজেকটাইল। মনিকা খোঁড়াচ্ছে, ফলে নেবুবি আর ইনসুতসার চেয়ে প্রায় একশো ফুট পিছিয়ে পড়েছে রানা।'

নদীর কিনারায় পৌঁছুলো নেবুবি ও ইনসুতসা। পাড়টা খাড়া, পাথরবহুল, কয়েকটা গাছের ডাল পানির ওপর ঝুলে রয়েছে। ঘাড় ফিরিয়ে রানা আর মনিকার দিকে তাকালো নেবুবি, চোখে উদ্বেগ, কারণ এখনো ওরা দু'জন ফাঁকা জায়গায় রয়েছে। হঠাৎ বিকৃত হয়ে উঠলো নেবুবির চেহারা, তীক্ষ্ণস্বরে সাবধান করলো রানাকে, ফাইবারগ্লাস প্যাকটা পায়ের কাছে ফেলে দিয়ে আর. পি. জি-র খাটো ব্যারেলটা কাঁধে তুললো, লক্ষ্যস্থির করলো রানার মাথার ওপর আকাশে।

রানা মুখ তুলে তাকালো না, জানে তাকাবার সময় নেই। আওয়াজটা কানে ঢুকলেও, ওটা যে দ্বিতীয় একটা হিন্দ-এর আওয়াজ, বুঝতে পারেনি ও। ছুটছে ওরা সরু ও শুকনো একটা নালার পাশ ঘেঁষে। চিলের মতো ছোঁ দিয়ে মনিকাকে দু'হাতে তুলে নিলো রানা, তাকে বুকে নিয়ে লাফ দিলো নালায়। ছ'ফুট নিচে নালার তলা, মাটিতে পড়ার সময় মনে হলো দাঁতগুলো সব ভেঙে গেছে। ওরাও নালায় পড়লো, সেই সাথে নালার কিনারা চুরমার হয়ে গেল কামানের গোলায়। শরীরের নিচে থরথর করে কেঁপে উঠলো মাটি। নালার কিনারা থেকে ধস নামলো, মাটির নিচে চাপা পড়ে গেল দু'জন, জ্যান্ত কবর হলো। আর্তনাদ বেরিয়ে এলো মনিকার গলা চিরে, ধুলো আর মাটির স্তর ভেঙে উঠে বসার জন্যে ধস্তাধস্তি শুরু করলো নিজের সাথে, কিন্তু রানা তাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে রাখলো। 'স্থির হও, নড়ো না,' হিসহিস করে বললো ও। 'পাজী মেয়ে, বিপদ ডেকে আনছো তুমি!' সরে গেল হিন্দ, আবার ফিরে এলো, সরাসরি নালার ওপর শূন্যে স্থির হলো, ওদেরকে খুঁজছে। কামানের মাল্টি-ব্যারেল ঘোরাচ্ছে গানার।

মাথাটা সামান্য ঘোরালো রানা, চোখের কোণ দিয়ে ওপরে তাকালো। ধুলোর ভেতর প্রথমে কিছুই দেখতে পেলো না। ঝাপসা ভাবটা কেটে যেতে দেখলো, ওদের সরাসরি পঞ্চাশ ফুট ওপরে স্থির হয়ে রয়েছে হিন্দ। গানার ওদের, বিশেষ

করে মনিকার, সাদা চামড়া লক্ষ্য করেছে, সেজন্যেই অন্যান্য টার্গেট গুরুত্ব পাচ্ছে না তার কাছে। শুধু মাটিতে চাপা পড়ায় ওদেরকে দেখতে পাচ্ছে না সে।

'লাগাও, নেবুবি,' প্রার্থনার মতো উচ্চারণ করলো রানা। 'হিট দা বাস্টার্ড!'

নদীর পাশে নিচু পাহাড়, সেই পাহাড়ের গায়ে রয়েছে নেবুবি। মাটিতে একটা হাঁটু গাড়লো সে। আর. পি. জি. ওর প্রিয় অস্ত্র। ওর কাছ থেকে মাত্র পঞ্চাশ ফুট দূরে শূন্যে স্থির হয়ে রয়েছে হিন্দ।

পাইলটের বুদবুদটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে নেবুবি, বুদবুদের কিনারা থেকে বারো ইঞ্চি নিচে লক্ষ্যস্থির করলো সে, ট্রিগার টেনে দিলো। সাদা ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে গেল তার কাঁধ, ছুটে গেল রকেট, আঘাত করলো স্থির করা লক্ষ্যের কয়েক ইঞ্চি ওপরে, আর্মারড গ্লাস বুদবুদ ঠিক যেখানে ক্যামোফ্লেজড মেটাল ফিউজিলাজের সাথে মিলিত হয়েছে।

প্রচণ্ড শক্তিতে বিস্ফোরিত হলো রকেট, আঘাতটা কোনো লোকোমোটিভ ট্রেনের এঞ্জিনে লাগলে সহস্র টুকরো হয়ে যেতো সেটা। মুহূর্তের জন্যে হিন্দের সামনেটা শিখা আর ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে গেল, উল্লাসে চিৎকার করে উঠলো নেবুবি, লাফ দিয়ে সিধে হলো, আশা করছে আকাশেই বিস্ফোরিত হবে যন্ত্রদানবটা।

তার বদলে লাফ দিয়ে আরো ওপরে উঠে গেল হিন্দ, ধোঁয়া সরে যাবার পর চোখ ভরা অবিশ্বাস নিয়ে নেবুবি দেখলো ফিউজিলাজের কোনো ক্ষতিই হয়নি। রঙ করা যন্ত্রটার গায়ে শুধু কালো একটা দাগ ফুটেছে।

নেবুবির নড়ার শক্তি নেই, দেখতে পেলো হিন্দের কুৎসিত নাকটা তার দিকে ঘুরছে। আর. পি. জি. লঞ্চার ফেলে দিয়ে পাহাড়ের গা থেকে লাফ দিলো সে, বিশ ফুট ওপর থেকে সরাসরি পড়লো পানিতে, পরমুহূর্তে যে গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে ছিলো সেটার সমস্ত ডাল কামানের গোলায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। কামানের গোলা বিশাল করাতের কাজ করলো, বিরাট গাছের মোটা কাণ্ড দু'ফাঁক হয়ে গেল, শিকড় ছিঁড়ে ঝপাৎ করে পড়ে গেল পানিতে।

সরে গেল হিন্দ, ওপরে উঠছে, নদীর কিনারা ধরে রওনা হলো নতুন শিকারের সন্ধানে।

হামাগুড়ি দিয়ে সিধে হলো রানা, বাতাসের অভাবে হাঁপাচ্ছে, গলায় ধুলো যাওয়ায় অনবরত কাশছে। 'তুমি ঠিক আছো তো, মনিকা?' কর্কশ গলায় জানতে চাইলো ও। কয়েক সেকেণ্ড কথা বলতে পারলো না মনিকা, বালি ঢুকে করকর করছে চোখ, চোখের পানিতে ধুয়ে যাচ্ছে মুখের ধুলো। 'নদীতে নামতে হবে আমাদের।' নালার ওপরে ওঠার জন্যে মনিকার হাত ধরে টানলো।

নিচু পাহাড়টার গায়ে উঠে এলো ওরা। 'লাফ দাও!' মনিকার পিঠে মৃদু ধাক্কা দিলো রানা। ইতস্তত না করে পানিতে লাফিয়ে পড়লো সে। তার পা পানি ছোঁয়ার আগে রানাও লাফ দিলো।

পানির ওপর মাথা তুললো রানা, ওর পাশেই ভেসে রয়েছে মনিকার মাথা। মেয়েটার মুখের ধুলো ধুয়ে গেছে, চোখে সেঁটে রয়েছে ভেজা ও চকচকে চুল।

দু'জন একসাথে বিশাল গাছটার কাছে পৌঁছুলো ওরা। ডাল আর পাতার আড়ালে লুকিয়ে পড়লো। গাছের আড়ালে আগেই পৌঁছেছে নেবুবি ও ইনসুতসা।

চারজন গা ঘেঁষে থাকলো ওরা, ওদের মাথার ওপর সবুজ পাতার আচ্ছাদন। 'আমার লক্ষ্য ব্যর্থ হয়নি,' যেন নালিশ করলো নেবুবি 'আমার রকেট সরাসরি ওটার নাকে গিয়ে লাগলো। কিন্তু কিছুই হলো না!'

'টাইটানিয়াম আর্মার প্লেট,' হাতের তালু দিয়ে চোখ-মুখ থেকে পানি মুছে বললো রানা। 'কনভেনশনাল ফায়ার ওটার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। পাইলটের ককপিট আর এঞ্জিন কমপার্টমেন্ট একেবারে নিরেট। হিন্দকে আসতে দেখলে একটা কাজই করার আছে তোমার, ছুটে পালাও, লুকিয়ে পড়ো,' চোখ থেকে ভেজা চুল সরালো ও। 'তবে আমাদের ওপর থেকে গানারের দৃষ্টি সরিয়ে দিয়েছো তুমি। সরাসরি আমাদেরকে লক্ষ্য করে কামান দাগতে যাচ্ছিলো ব্যাটা,' সাঁতরে মনিকার কাছে চলে এলো রানা।

ঠোঁট ফোলালো মনিকা। 'তুমি আমাকে ধমক দিয়েছো,' গলার স্বরে অভিমান। 'রীতিমতো চোখ গরম করে কথা বলেছো। আমাকে তুমি পাজি মেয়ে বলেছো।'

'মরার চেয়ে অপমানিত হওয়া কি ভালো নয়?' নিঃশব্দে হাসলো রানা।

মুচকি হেসে মনিকা বললো, 'স্যার, এটা কি একটা আমন্ত্রণ বা প্রস্তাব? তোমার দ্বারা খানিকটা অপমানিত হতে আমার বোধহয় আপত্তি নেই।'

পানির তলা দিয়ে মনিকার কোমরটা একহাতে জড়িয়ে ধরে নিজের দিকে টানলো রানা। 'মাই গড, আমরা আর সময় পেলাম না!'

রানার গায়ে সেঁটে এলো মনিকা। 'তুমি চলে যাবার পরই উপলব্ধি করলাম ব্যাপারটা–অপছন্দ করতে করতে কখন যেন পছন্দ করে ফেলেছি!'

'আমিও তাই,' স্বীকার করলো রানা। 'তার আগে পর্যন্ত মনে হয়েছে, তোমাকে আমি কোনো দিন সহ্য করতে পারবো না। তারপর টের পেলাম, তোমার জন্যে ব্যাকুল হয়ে আছি আমি।'

'সত্যি?' বিপুল আগ্রহ ও প্রত্যাশা নিয়ে রানার চোখে চোখ রাখলো মনিকা। 'সত্যি তুমি আমার জন্যে ব্যাকুল হয়েছিলে? আর একবার বলো না!'

'পরে,' মনিকাকে আলিঙ্গন করলো রানা। 'আগে আমাদের বাঁচার চেষ্টা করতে হবে,' তাকে ছেড়ে ডালপালার ভেতর দিয়ে নেবুবির কাছে চলে এলো ও। 'পাড়টা দেখতে পাচ্ছো, নেবুবি?'

মাথা ঝাঁকালো নেবুবি। 'দেখে মনে হচ্ছে ফিরে গেছে হিন্দগুলো। বাংকার থেকে বেরিয়ে আসছে রেনামোরা।'

পাতার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিলো রানা। নদীর তীর ধরে রেনামো সৈনিকরা সতর্কতার সাথে আসা-যাওয়া করছে। 'পরিস্থিতিটা বোঝার চেষ্টা করছে ওরা। আমরা যে পালিয়েছি, বুঝতে সময় নেবে। ওদের ওপর চোখ রাখো।'

গাছটার আরেক দিকে চলে এলো রানা, থামলো ইনসুতসার পাশে, নদীর অন্য তীরের দিকে তাকিয়ে আছে সে। 'কি দেখছো, ইনসুতসা?'

'নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত ওরা,' বলে একটা হাত তুলে দেখালো ইনসুতসা। নদীর কিনারা ধরে একদল রেনামো স্ট্রেচার নিয়ে ছুটোছুটি করছে, নিহত ও আহত সঙ্গীদের সরিয়ে দিয়ে যাচ্ছে দ্রুত। কামানের গোলায় ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে

বালির বস্তা দিয়ে তৈরি পাঁচিল ও আড়ালগুলো, আরেকদল লোক মেরামত করছে সেগুলো। নদীর দিকে কারো খেয়াল নেই।

স্রোতের সাথে শুধু এই একটা গাছই নয়, আরো অনেক রকম আবর্জনা ভাসছে–খালি তেলের ড্রাম, ডালপালা তক্তা ও বাঁশ। পানিতে শুধু একটা গাছ থাকলে খুব তাড়াতাড়ি সেটা ওদের নজরে পড়তো। 'সন্ধ্যা পর্যন্ত ওদের চোখকে ফাঁকি দিতে পারলে বাঁচার একটা আশা আছে,' বললো রানা। 'স্রোতের সাথে ভেসে যাবো ঘাঁটির বাইরে। চোখ খোলা রাখো, ইনসুতসা।'

'জ্বী, স্যার।'

পানিতে যতোটা সম্ভব কম আলোড়ন তুলে মনিকার কাছে ফিরে এলো রানা। সাথে সাথে ওর দিকে হাত বাড়ালো মনিকা। 'তুমি আমাকে ছেড়ে এক মুহূর্তের জন্যেও কোথাও যেতে পারবে না!' ফিসফিস করে বললো সে। 'সত্যি, রানা? তখন যা বললে?'

'তোমার জন্যে ব্যাকুল হই কিনা?'

'হ্যাঁ?'

'হই।'

রানার হাতটা শক্ত করে আঁকড়ে ধরলো মনিকা, চোখ দুটো চকচক করছে। 'আরো ব্যাখ্যা করে বলতে পারো না? আরো সুন্দর ভাষায়? আরেকবার চেষ্টা করে দেখো না, প্লিজ!' তার চেহারায় মিনতি ফুটে উঠলো।

'তোমাকে আমার আশ্চর্য ভালো লাগে। তোমার মতো মেয়ে আগে কখনো দেখিনি আমি।'

'চলবে, তবে আরো কি যেন শুনতে চাই আমি।'

'তোমাকে আমি ভালোবাসি,' স্বীকার করলো রানা।

'দ্যাট'স ইট, ওহ্ রানা, দ্যাট'স ইট–ঠিক এই কথাটাই শুনতে চাইছিলাম। অ্যাণ্ড আই লাভ ইউ টূ।' রানাকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেলো মনিকা, নেবুবি আর ইনসুতসার উপস্থিতি গ্রাহ্যের মধ্যে আনছে না। পানির নিচে দুটো শরীর জোড়া লেগে গেল।

রানার কোনো ধারণা নেই; কতোক্ষণ ধরে পরস্পরকে আদর করলো ওরা। হঠাৎ বাধা দিলো নেবুবি। 'আমরা তীরের দিকে সরে যাচ্ছি,' বললো সে।

সামনে নদীটা বেঁকে গেছে, স্রোতের টানে গাছটা পাড়ের দিকে এগোচ্ছে। পায়ের নিচে ডুবো চরা, নাগাল পেলো রানা। 'পা দিয়ে ধাক্কা দাও বালিতে, গভীর পানির দিকে সরে যেতে হবে।' নির্দেশ পালন করলো নেবুবি ও ইনসুতসা, বাঁক ঘুরে স্রোতের মধ্যে পড়লো গাছটা।

কাজটা করতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠলো রানা, শান্তভাবে পানি কেটে ওর পাশে চলে এলো মনিকা, দু'জনের মাথার ওপর সবুজ পাতার ছাউনি। 'রানা,' বললো সে, তার চেহারা ও গলার স্বর বদলে গেছে। 'কথাটা তোমাকে আমি জিজ্ঞেস করিনি, আসল কারণ জবাবটা আমি শুনতে চাই না।' রানাকে ছেড়ে দিয়ে বড় করে নিঃশ্বাস ফেললো সে। 'পাপা, আমার পাপা?'

জবাবটা কিভাবে দেবে ভাবছে রানা, তার আগে মনিকাই আবার কথা

বললো, 'পাপা তোমার সাথে ফিরে আসেনি, তাই না?'

মাথা নাড়লো রানা, ভেজা চুল ওর মুখটা প্রায় ঢেকে রেখেছে।

'পাপা কি তার অসুরকে পেয়েছিল?' নরম সুরে জানতে চাইলো মনিকা।

'পেয়েছিলেন,' ছোট্ট করে জবাব দিলো রানা।

'আমি খুশি,' বললো মনিকা। 'আমি চেয়েছিলাম পাপার জন্যে ওটা হোক আমার শেষ উপহার।' গাছের ডাল ছেড়ে দু'হাত দিয়ে রানার গলাটা জড়িয়ে ধরলো সে, রানার গালে গাল ঠেকালো, যাতে ওর চেহারাটা দেখতে না হয়, তারপর জিজ্ঞেস করলো, 'আমার পাপা কি মারা গেছেন, রানা? বিশ্বাস করার আগে তোমার মুখ থেকে শুনতে হবে আমাকে।'

খালি হাতটা দিয়ে মনিকাকে শক্ত করে ধরলো রানা, উত্তর দেয়ার জন্যে প্রস্তুতি নিলো। 'ইয়েস, মাই ডার্লিং। ম্যানুয়েল রিভেরা মারা গেছেন–ঠিক যেভাবে চেয়েছিলেন, একজন পুরুষ মানুষের মতো। তিনি তাঁর অসুরকেও সাথে করে নিয়ে গেছেন। তুমি কি সব কথা শুনতে চাও, মনিকা?'

'না!' ঘন ঘন মাথা নাড়লো মনিকা। 'এখন নয়। হয়তো কোনোদিন জানতে চাইবো না। পাপা মারা যাওয়ায় আমার একটা অংশ, আমার জীবনের একটা পরিচ্ছেদ চিরকালের জন্য হারিয়ে গেল, রানা।'

মনিকা তার পাপার জন্যে নিঃশব্দে কাঁদছে, রানা তাকে কোনো সান্ত্বনা দিতে পারলো না। মনিকা ফোঁপাচ্ছে, রানার গায়ে সেঁটে থাকা শরীরটা ঝাঁকি খাচ্ছে ঘন ঘন। রানাকে ধরে ঝুলে আছে সে। তাকে আলতো করে চুমো খেলো রানা, মনিকার চোখের জল লোনা লাগলো। কিছুক্ষণ পর, ধীরে ধীরে, শান্ত হলো মনিকা, ধরা গলায় বললো, 'তোমার সাহায্য পাওয়ায় নিজেকে আমি সামলে রাখতে পারছি। তুমি আর পাপা…তোমাদের মধ্যে কতো মিল। তোমার প্রতি এতো আকর্ষণ বোধ করার পেছনে সেটাই বোধহয় প্রধান কারণ।'

'ধরে নিচ্ছি এটা একটা কমপ্লিমেন্ট।'

'কমপ্লিমেন্ট হিসেবেই বলা। বলিষ্ঠ ও কঠিন পুরুষদের প্রতি আকর্ষণ বোধ করার আমার এই রুচি পাপার অবদান।'

ওদের সাথে ভাসছে, প্রায় নাগালের মধ্যেই, একটা লাশ। বাঘের ছাপ মারা ক্যামোফ্লেজড্ ড্রেসে বাতাস আটকে থাকায় ফুলে আছে। মুখটা কচি, সম্ভবত পনেরো ষোলো বছরের একটা কিশোর। ক্ষতগুলো পানিতে ধুয়ে প্রায় রক্তশূন্য হয়ে পড়েছে, ওগুলো থেকে ধোঁয়ার মতো লালচে একটা ভাব বেরিয়ে এসে মিশে যাচ্ছে সবুজ পানিতে, তবে ওইটুকুই যথেষ্ট।

প্রথমে অমসৃণ, গিঁটবহুল মাথাগুলো দেখতে পেলো রানা, রক্তের গন্ধ পেয়ে স্রোতের সাথে দ্রুত ভেসে আসছে। কুৎসিত নাক থেকে বুদবুদ ও ছোটো ছোটো ঢেউ ছড়িয়ে পড়ছে, এদিক ওদিক নড়ছে লম্বা লেজ। একজোড়া কুমীর, পুরস্কারের লোভে পরস্পরের সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় নেমেছে।

দুটোর মধ্যে একটা লাশের কাছে পৌঁছে পানি থেকে মাথা উঁচু করলো। চোয়াল দুটো যথাসম্ভব ফাঁক হলো, হলুদ উঁচু-নিচু দাঁতের সারি দেখা গেল ভেতরে, লাশের একটা হাত ঢুকে গেল চোয়ালের মাঝখানে। মাংসে দাঁত বসার

আওয়াজটা পরিষ্কার শুনতে পেলো ওরা, মট্ মট্ করে ভেঙে যাচ্ছে হাড়। গুঙিয়ে উঠে অন্য দিকে তাকালো মনিকা।

প্রথম কুমীর লাশটাকে পানির তলায় নিয়ে যাবার সময় পেলো না, তার আগেই পৌঁছে গেল দ্বিতীয় কুমীর। এটা প্রথমটার চেয়ে আকারে বড়। পৌঁছেই বিশাল চোয়াল হাঁ করে লাশের পেট কামড়ে ধরলো। শুরু হলো টানাটানি।

কুমীরের দাঁত এতো ধারালো নয় যে মাংস ও হাড় সরাসরি ভেদ করতে পারে। লাশটাকে চেপে ধরা চোয়ালের ভেতর নিয়ে লেজের সাহায্যে পানিতে মোচড় খেতে লাগলো ওগুলো, চারপাশে ছড়িয়ে পড়লো সাদা ফেনা, লাশটাকে ছিঁড়ে ফেলছে, খুলে নিচ্ছে একটা করে অঙ্গ। হাড় থেকে মাংস ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার শব্দ শুনে রী রী করে উঠলো রানার শরীর।

আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে আবার তাকালো মনিকা, লাশের একটা বিচ্ছিন্ন হাত মুখে নিয়ে দ্বিতীয় কুমীরটা ঠিক সেই মুহূর্তে পানি থেকে মাথা উঁচু করলো, ঘন ঘন ঢোক গিলে হাতটাকে গলায় ঢোকাবার চেষ্টা করছে। ক্রীম রঙের গলার বাইরেটা ফুলে উঠলো, ভেতর দিয়ে পেটে নেমে যাচ্ছে হাত। পরমুহূর্তে আরো মাংসের আশায় আবার চোয়াল খুললো সে।

লাশের টুকরো-টাকরা নিয়ে লড়াই করছে কুমীর দুটো, ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছে ওদের কাছ থেকে। স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো রানার বুক থেকে। মনিকাকে উদ্ধার করার সময় ওর পা ও হাঁটু কেটে-ছিঁড়ে গেছে, রক্তও কম বেরোয়নি। লাশটা ছিলো বলে এ-যাত্রা বেঁচে গেল ও।

'ঈশ্বর, একি বীভৎস দৃশ্য দেখালে!' বিড়বিড় করলো মনিকা। 'সারাজীবন ভয় পাবো আমি।'

'এটা আফ্রিকা,' তাকে ধরে আছে রানা, চেষ্টা করছে সাহস যোগাবার। 'তবে আমি যখন আছি, তোমার ভয় পাবার কিছু নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'হবে কি, রানা? তোমার কি মনে হয়, এখান থেকে আমরা প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবো?'

মিথ্যে আশ্বাস দিতে রাজি হলো না রানার মন। 'কোনো নিশ্চয়তা দেয়া যাচ্ছে না, মনিকা।'

বড় করে শ্বাস টানার সময় শরীরটা কেঁপে উঠলো মনিকার। রানার বাহুবন্ধের ভেতর থেকেই পিছন দিকে হেলান দিলো সে, সরাসরি ওর চোখে তাকালো। 'দুঃখিত, রানা। একটা বাচ্চা মেয়ের মতো আচরণ করছি আমি। তোমাকে আবার পেয়েছি, এতেই আমার ধন্য হওয়া উচিত। এ-জীবনে আর কখনো যদি দেখা না হতো, কি করার ছিলো আমার?' জোর করে হাসলো সে, বোঝাতে চাইলো মনোবল হারায়নি। 'আজকের দিনটা বাঁচি এসো, কেমন? কাল কি হবে ভেবে নাইবা মন খারাপ করলাম।'

'দ্যাট'স মাই গার্ল,' পাল্টা হাসলো রানা। 'যাই ঘটুক না কেন, এটা সত্য হয়ে থাকবে: ম্যানুয়েল মনিকা নামের আশ্চর্য একটা মেয়েকে আমি ভালোবেসেছিলাম।'

'এবং বিনিময়ে তার ভালোবাসা পেয়েছিলে,' বলে রানাকে চুমো খেলো

মনিকা। দীর্ঘ চুম্বন, উষ্ণ এবং চোখের পানিতে ভেজা-এর মধ্যে কাম-লোলুপতার ছিটেফোঁটাও নেই, আছে ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা, ভালোবাসার প্রতিশ্রুতি, পরস্পরের প্রতি অঙ্গীকার–ভয়ঙ্কর অনিশ্চিত একটা জগতে এটাই যেন একমাত্র সত্য ও সঠিক কাজ।

রানা এমনকি নিজের শারীরিক উত্তেজনা সম্পর্কেও সচেতন নয়। তারপর হঠাৎ ওর আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে রুদ্ধশ্বাসে বললো মনিকা, 'আমি তোমাকে এই মুহূর্তে চাই! এখুনি! অপেক্ষা করতে রাজি নই···পারবো না। ওহ্ গড, রানা, মাই ডার্লিং, আমরা এই মুহূর্তে বেঁচে আছি ও পরস্পরকে ভালোবাসছি–এরচেয়ে মহান ও পবিত্র আর কি হতে পারে? রাত নামার আগেই আমরা মারা যেতে পারি, তাই না? তাহলে কেন পরস্পরকে আমরা বঞ্চিত করবো? কেন, কেন? নির্লজ্জের মতো হয়ে যাচ্ছে, তবু আমি বলবো, আমাকে গ্রহণ করো, রানা, প্লিজ!'

পাতাবহুল আশ্রয়ের চারদিকে দ্রুত চোখ বুলালো রানা। ফাঁক-ফোকর দিয়ে নদীর তীর দেখতে পাচ্ছে ও। রেনামোদের বাংকার ও ট্রেঞ্চ চোখে পড়লো না, নদীর পার ধরে দাঁড়িয়ে থাকা গাছগুলোর নিচে বালির বস্তা দিয়ে তৈরি কোনো পাঁচিলও নেই। আফ্রিকার বৈকালিক নিস্তব্ধতায় ভারি একটা ঝিমানোর ভাব রয়েছে। ওদের কাছাকাছি রয়েছে নেবুবি ও ইনসুতসা, যদিও ভাসমান গাছের উল্টোদিকে ও আড়ালে, ওদের শুধু মাথার পিছনটা দেখা যাচ্ছে মাঝে মধ্যে। দু'জনেই নদীর পার লক্ষ্য করছে গভীর মনোযোগের সাথে, ওদের দিকে খেয়াল নেই।

মনিকার মধু রঙা চোখ দুটোর দিকে তাকালো রানা। তাকে পাবার ইচ্ছে হলো ওরও। ইচ্ছেটা এতোই প্রবল যে নিজেকে বঞ্চিত করার কথা ভাবতে পর্যন্ত সাহস হলো না।

চার

মনিকার পা ও হাত তারপরও অনেকক্ষণ জড়িয়ে থাকলো রানার গায়ে। ফিসফিস করে বললো সে, 'এখন আমি তোমার, আর তুমি আমার। আজ যদি মারাও যাই, আমার কোনো দুঃখ নেই–তোমাকে আমি পেয়েছি।'

'আমার বাঁচার আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়ে দিয়েছো তুমি,' মনিকার চোখে চোখ রেখে হাসলো রানা। 'এবার এগুলো পরে নাও, ময়না,' কাপড়গুলো মনিকাকে ফিরিয়ে দিলো ও। 'খবর নিয়ে দেখি বাস্তব দুনিয়ায় কি ঘটছে।'

ডুব সাঁতার দিয়ে নেবুবির কাছে চলে এলো রানা। 'কি দেখছো?' জিজ্ঞেস করলো।

'আমরা বোধহয় ডিফেন্স লাইনকে পিছনে ফেলে এসেছি,' বললো নেবুবি, যেন ইচ্ছে করেই রানার দিকে তাকালো না।

রানার সন্দেহ হলো, ওর আর মনিকার কাণ্ডটা নেবুবি বোধহয় টের পেয়ে গেছে। আশ্চর্য, তবু লজ্জা বা বিব্রতকর কোনো অনুভূতি মনে জাগলো না। গভীর ও তীব্র প্রেম এখনো ওকে মাতাল করে রেখেছে; জীবনটাকে সার্থক এবং নিজেকে বিজয়ী মনে হচ্ছে ওর। 'সন্ধ্যার অন্ধকারে গাছটাকে নিয়ে পারে ভিড়বো আমরা,' রোলেক্সের ওপর চোখ বুলালো ও। সূর্য ডুবতে এখনো প্রায় দু'ঘন্টা। 'চোখ খোলা রাখো,' একই কথা বলার জন্যে ইনসুতসার পাশে মাথা জাগালো ও।

পাড়ের ওপর চোখ রেখে স্রোতের গতি আন্দাজ করার চেষ্টা করলো রানা। ঘন্টায় দু'মাইলের মতো হতে পারে। সূর্য ডোবার সময়ও রেনামোদের বিপজ্জনক নাগালের মধ্যে থাকবে ওরা। নদীটাও বইছে পুব দিকে, সাগরে গিয়ে মিশেছে, কাজেই পশ্চিমের জিম্বাবুই সীমান্তে পৌঁছুতে হলে জেনারেল বাওনার সেনাবাহিনীকে পাশ কাটিয়ে অথবা ঘাঁটির ভেতর দিয়ে যেতে হবে ওদেরকে। কাজটা কঠিন ও বিপজ্জনক, তবু এখনো আশাবাদী রানা। ইনসুতসার কাছ থেকে ডুব সাঁতার দিয়ে মনিকার কাছে ফিরে এলো ও।

সূর্য ডোবার মুহূর্তে পানির রঙ দাঁড়ালো গাঢ় গোলাপি। আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো রানা, তারপর নির্দেশ দিলো, 'এবার পারে ভিড়বো আমরা।'

ভাসমান গাছটাকে তীরের দিকে টেনে আনার চেষ্টা করলো ওরা। গাছটা ভারি, এলোমেলোভাবে ছড়ানো ডালপালা চোখে-মুখে লেগে বাধা দিচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই হাঁপিয়ে উঠলো ওরা চারজন।

দিগন্ত থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল সূর্য, অপরিশোধিত তেলের মতো কালচে হয়ে গেল পানির রঙ। নদীর পাড়ে সার সার দাঁড়িয়ে থাকা গাছগুলোর গাঢ় কাঠামো দেখতে পেলো ওরা। দক্ষিণ তীর এখনো ত্রিশ মিটার দূরে। 'এ-টুকু আমরা সাঁতরে পার হবো,' সিদ্ধান্ত নিলো রানা। 'সবাই একসাথে থাকো। অন্ধকারে আলাদা হয়ো না। সবাই তৈরি তো?'

এক জায়গায় জড়ো হলো সবাই, একটাই ডাল ধরে আছে প্রত্যেকে। মনিকার কব্জি ধরার জন্যে হাত বাড়ালো রানা, নির্দেশ দেয়ার জন্যে মুখ খুললো, কিন্তু তারপরই বন্ধ করলো, শোনার জন্যে একপাশে কাত করলো মাথাটা।

হঠাৎ করে সন্ধ্যার নিস্তব্ধতা চুরমার করে দিয়ে ভেসে এলো আউটবোর্ড মটরের আওয়াজ। শব্দ শুনেই বোঝা গেল, তীরবেগে ছুটে আসছে। 'সেরেছে!' তিক্ত কণ্ঠে বিড়বিড় করলো রানা, চোখ চলে গেল তীরের দিকে। মাত্র ত্রিশ মিটার দূরে হলেও মনে হলো ত্রিশ মাইল।

বাঁকের আড়ালে রয়েছে রেনামোদের পেট্রোল বোট, আওয়াজটা কখনো বাড়ছে কখনো কমছে। রেনামোদের ডিফেন্স লাইনের দিক থেকেই আসছে ওটা। ডালপালার আড়ালে মাথাটা টেনে নিলো রানা, ফাঁক দিয়ে দেখলো ওদের পিছনে আলোকিত হয়ে উঠছে তীরের গাছগুলো।

'রেনামো পেট্রোল বোট,' বিড়বিড় করলো নেবুবি। 'আমাদের খুঁজছে ওরা।'

রানার হাতটা আরো শক্ত করে ধরলো মনিকা, আর কেউ কোনো কথা বললো না।

'এখানেই লুকিয়ে থাকার চেষ্টা করবো আমরা,' বললো রানা। 'তবু বোধহয় ধরা পড়তে হবে। এদিকে আলো আসতে দেখলেই পানির নিচে ডুব দেবে।'

স্পটলাইটের তীব্র আলোয় নদীর দুই তীর দিনের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। পালা করে আলো ফেলা হচ্ছে। আলোর আভায় জলযান আর ক্রুদের আবছাভাবে দেখতে পেলো ওরা। আঠারো ফুট লম্বা ইয়ামাহা আউটবোর্ড, চিনতে পারলো রানা, পঞ্চান্ন ঘোড়ার। সবগুলো লোককে দেখা গেল না, তবে আট বা নয়টা মাথা গুনলো রানা। বো-র কাছে একটা লাইট মেশিন-গান বসানো হয়েছে। পোর্টেবল সার্চলাইট হাতে একজন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে বোটের মাঝখানে।

এরপর সরাসরি ভাসমান গাছটার ওপর পড়লো সার্চলাইটের আলো। এক সেকেণ্ড ইতস্তত: করে সরে গেল বটে, তারপরও কয়েক সেকেণ্ড কিছু দেখতে পেলো না ওরা, আলোর তীব্রতায় ধাঁধিয়ে গেছে চোখ। দশ সেকেণ্ড পর আবার ফিরে এলো আলোটা, এবার নড়লো না। শাঙ্গানি ভাষায় কি যেন একটা নির্দেশ দিলো, শুনতে পেলো রানা। ওদের দিকে মুখ ফেরালো বোট, সার্চলাইটের আলো এখনো স্থির হয়ে আছে গাছের ওপর।

চারজনই ওরা পানির তলায় ডুবলো, পানির ওপর ভেসে আছে শুধু নাকের ফুটো।

বোটের হেলমসম্যান বন্ধ করে দিলো এঞ্জিন। কালো রাবারের তৈরি জলযান স্রোতের সাথে ধীরগতিতে ভেসে যাচ্ছে। কাছাকাছি, মাত্র বিশ ফুট দূরে ওটা। ডালপালার ভেতর দিয়ে ভেতরে উঁকি-ঝুঁকি মারছে সার্চলাইটের আলো।

মুখের সামনে আড়াল থাকলেও ফাঁক-ফোকর দিয়ে মনিকার চামড়া দেখতে পেলে চিনতে ভুল করবে না রেনামোরা। 'মুখ ফিরিয়ে রাখো,' বিড়বিড় করলো রানা, পানির নিচে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলো তাকে। রানা নিজেও বোটটার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলো।

'কেউ নেই ওখানে,' শাঙ্গানি ভাষায় বললো কেউ।

'চক্কর দাও ওটাকে ঘিরে!' হুকুমের সুরে বললো আরেকজন, শাঙ্গানি সার্জেন্টের গলাটা চিনতে পারলো রানা।

বোটের পিছনে সাদা ফেনা ছড়িয়ে পড়লো, গাছটাকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে রেনামোরা।

বোট ঘুরছে, সেই সাথে আরো ঘন ডালপালার আড়ালে সরে যাচ্ছে ওরা চারজন। সার্চলাইটের আলো স্থির হওয়ামাত্র পানির নিচে ডুব দিলো, চেষ্টা করলো নিঃশ্বাস না ফেলার, তারপর আবার মাথা তুললো শ্বাস নেয়ার জন্যে।

বিপজ্জনক লুকোচুরি খেলাটা যেন অনন্তকাল ধরে চলছে। তারপর একটা গলা শোনা গেল, 'ধ্যেৎ, কেউ নেই ওখানে। আমরা শুধু শুধু সময় নষ্ট করছি।'

'ভালো করে দেখতে হবে, চক্কর দিতে থাকো,' নির্দেশ দিলো সার্জেন্ট। এক মিনিট পর আবার তার গলা পেলো রানা, 'গানার, গাছটার মাঝখানে এক পশলা গুলি করো তো দেখি।'

ছ্যাঁৎ করে উঠলো রানার বুক।

ধরা দেয়ার জন্যে চিৎকার করতে যাবে ও, কিন্তু তার সময় পাওয়া গেল না। তৈরি হয়েই ছিলো গানার, নির্দেশ পাওয়ামাত্র ট্রিগার টেনে ধরলো সে। আর.পি. ডি. লাইট মেশিন-গানের মাজল ফ্ল্যাশ ঝলসে উঠলো, ভাসমান গাছের গায়ে প্রচণ্ড শক্তিতে আঘাত করলো এক পশলা বুলেট। ওদের মাথার ওপর ডালগুলো ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল, ঝরে পড়লো একগাদা পাতা, গাছের ছাল ছিটকে গেল চারদিকে, ছলকে উঠলো চারপাশের পানি। লক্ষ্যভেদে ব্যর্থ বুলেটগুলো বাতাস শিস কেটে ছুটে গেল আরেক দিকে।

মনিকাকে পানির তলায় টেনে নিয়েছে রানা, তবু ওদের মাথার ওপর পানিতে বুলেট লাগার শব্দগুলো শুনতে পেলো। যতোক্ষণ সম্ভব পানির নিচে থাকলো, এক সময় মনে হলো ফুসফুসে কেউ অ্যাসিড ঢেলে দিয়েছে। অবশেষে বাধ্য হয়ে বাতাস টানার জন্যে পানির ওপর মাথা তুলতে হলো ওকে।

রানা ও মনিকা একই সাথে মাথা তুললো। ওদের তিন ফুট সামনে মাথা তুললো ইনসুতসাও। সার্চলাইটের উজ্জ্বল আভায় তার মাথাটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। উলের মতো তার কোঁকড়ানো ছোট্ট দাড়ি থেকে পানি ঝরছে, কুচকুচে কালো মুখে চোখ দুটো যেন আইভরির তৈরি বল, মুখটা হাঁ হয়ে আছে, পান করার ভঙ্গিতে বাতাস টানছে।

বুলেটটা লাগলো তার কানের সামান্য ওপরে। ঝাঁকি খেলো মাথাটা। নিখুঁতভাবে দু'ফাঁক হয়ে গেল খুলি। নিজের অজান্তে চিৎকার করলো সে, যদিও অস্পষ্ট গোঙানির মতো একটা আওয়াজ বেরুলো শুধু । মাথাটা বুকের ওপর নেতিয়ে পড়লো, পানির নিচে তলিয়ে গেল শরীর।

দ্রুত হাত বাড়িয়ে ইনসুতসার একটা বাহু ধরে ফেললো রানা, টেনে পানির ওপর তুললো, তা না হলে স্রোতের সাথে ভেসে যেতো। ঘাড়ের ওপর মাথাটা নড়বড় করছে, চোখের তারা উল্টে যাওয়ায় শুধু সাদা অংশটুকু দেখা গেল।

অস্পষ্ট হলেও, বোটের ক্রুরা ইনসুতসার গোঙানি শুনতে পেয়েছে। শাঙ্গানি সার্জেন্ট উল্লাসে চিৎকার করলো, নির্দেশ দিলো, 'একটা গ্রেনেড ছোঁড়ার জন্যে তৈরি হও,' তারপর ওদেরকে উদ্দেশ্য করে বললো, 'গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসুন। আপনাদেরকে দশ সেকেণ্ড সময় দিলাম।'

'নেবুবি, সাড়া দাও,' হাল ছেড়ে দিয়ে নির্দেশ দিলো রানা। 'বলো বেরিয়ে আসছি আমরা।'

ম্যাটাবেল আর শাঙ্গানিরা পরস্পরের ভাষা বোঝে। চিৎকার করে নেবুবি বললো, আর যেন গুলি করা না হয়।

ইনসুতসার শরীরটা পানির ওপর ভাসিয়ে রাখার জন্যে রানাকে সাহায্য করলো মনিকা, তাকে নিয়ে গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো ওরা। আলোয় ধাঁধিয়ে গেল চোখ, তবে বোট থেকে কয়েক জোড়া হাত লম্বা হলো, ওদেরকে ওপরে উঠতে সাহায্য করলো রেনামোরা।

পানিতে চোবানো বিড়ালছানার মতো কাঁপছে ওরা, বোটের মাঝখানে জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকলো। ইতিমধ্যে ইনসুতসাকে শুইয়ে দেয়া হয়েছে, তার মাথাটা নিজের কোলের ওপর তুলে নিলো রানা। ইনসুতসার জ্ঞান নেই, কোনো

রকমে শ্বাস ফেলছে। ক্ষতটা পরীক্ষা করার জন্যে আলতোভাবে মাথাটা ঘোরালো রানা।

এক মুহূর্তের জন্যে কি দেখছে চিনতে পারলো না ও। লম্বা ক্ষতটা থেকে সাদাটে ও চকচকে কি যেন বেরিয়ে এসেছে

রানার পাশে হঠাৎ করে থরথর করে কেঁপে উঠলো মনিকা। কাঁদো-কাঁদো গলায় ফিসফিস করলো সে, 'রানা, ওটা ওর...ওটা ওর...।' শব্দটা উচ্চারণ করতে পারলো না সে, তবে এতোক্ষণে রানা বুঝে ফেলেছে জিনিসটা কি।

সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় ক্ষতের মুখ গলে বাইরে বেরিয়ে এসেছে মগজ।

শাঙ্গানি সার্জেন্ট নির্দেশ দিলো, নাক ঘুরিয়ে ফিরতি পথে রওনা হলো বোট।

ইনসুতসার মাথাটা কোলে নিয়ে ডেকে বসে থাকলো রানা। কিছুই করার নেই ওর, শুধু তার কব্জি ধরে ক্রমশ দুর্বল হতে থাকা পালস অনুভব করা ছাড়া। তারপর এক সময় পালস পাওয়া গেল না আর।

'ও মারা গেছে,' বললো রানা। নেবুবি কিছু বললো না, মুখটা অন্য দিকে ফিরিয়ে নিলো মনিকা।

অনেকক্ষণ পর রেনামো লাইনে পৌঁছুলো বোট, তখনো ইনসুতসার মাথাটা কোলে নিয়ে বসে আছে রানা। এঞ্জিন বন্ধ হলো, বোট ধাক্কা খেলো তীরে, এতোক্ষণে এই প্রথম মুখ তুললো রানা। কেরোসিন ল্যাম্পের আলোয় তীরে দাঁড়ানো মূর্তিগুলোকে ভৌতিক লাগলো ওর।

শাঙ্গানি সার্জেন্টের নির্দেশে দু'জন রেনামো রানার কোল থেকে তুলে নিলো ইনসুতসার লাশ। নদীর তীরেই, কাদার মধ্যে, কবর দেয়া হলো তাকে। আরেকজন রেনামো শক্ত করে মনিকার হাত চেপে ধরে টেনে নিয়ে চললো। নিজেকে ছাড়াবার জন্যে ধস্তাধস্তি শুরু করলো মনিকা, রেনামো ট্রুপার তার এ/কে তুলে বুকের মাঝখানে বাঁট দিয়ে মারতে গেল। লাগলো না, ঠিক আগের মুহূর্তে ট্রুপারের হাতটা ধরে ফেললো রানা। 'কুত্তার বাচ্চা, আবার যদি ওর গায়ে হাত তুলিস, টেনে ছিঁড়ে আনবো তোর জিভ,' শাঙ্গানি ভাষায় হিসহিস করে উঠলো ও। শাঙ্গানি ট্রুপার হকচকিয়ে গেল, যতোটা না হুমকি তারচেয়ে ভাষাটা অবাক করেছে তাকে। রানার পাশ থেকে গলা ছেড়ে হেসে উঠলো শাঙ্গানি সার্জেন্ট। 'জিভটা বাঁচাতে চাইলে ওঁর কথা মনে রেখো,' ট্রুপারকে বললো সে। রানার দিকে ফিরে নিঃশব্দে মুচকি হাসলো, বললো, 'আপনি তাহলে আমাদের ভাষা জানেন? তারমানে আমাদের সব কথাই আপনি বুঝতে পেরেছেন! কথা দিচ্ছি, এ-ধরনের ভুল আর করবো না।'

ওদের কাপড়চোপড় ভিজে আছে, এলোমেলো হয়ে আছে চুল, ঠাণ্ডায় কাঁপছে সবাই, বন্দী একজন ক্রীতদাসের মতো ঠেলা-গুঁতো দিয়ে বাংকারে ঢোকানো হলো সবাইকে, দাঁড় করানো হলো জেনারেল কিরিকিটি বাওনার ডেস্কের সামনে। একবার তাকিয়েই টের পেলো রানা, লোকটা রাগে ফুঁসছে।

ঝাড়া প্রায় এক মিনিট রানার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো জেনারেল বাওনা। তারপর বললো, 'মেয়েলোকটাকে আরেক ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেয়া হবে,

এখান থেকে অনেক দূরে। আমি অর্ডার না দেয়া পর্যন্ত তার সাথে আর দেখা হবে না আপনার।'

মুখের চেহারা নির্লিপ্ত করে রাখলো রানা, তবে তীক্ষ্ণস্বরে প্রতিবাদ জানালো মনিকা। রানার গায়ের কাছে সরে এসে ওর একটা বাহু আঁকড়ে ধরলো সে, যেন শাস্তিটা এড়াবার জন্যে আশ্রয় চাইছে। মনিকার উদ্বেগ লক্ষ্য করে সন্তুষ্ট হলো কিরিকিটি বাওনা, শান্তকণ্ঠে বললো, 'এখন থেকে ওকে আর বিশেষ মর্যাদাও দেয়া হবে না। আমি নির্দেশ দিয়েছি, ওর হাতে হ্যাণ্ডকাফ পরানো হবে, যাতে পালাতে না পারে। তাকে রাখাও হবে ছোট্ট একটা মাটির ঘরে, একা।' তার ডেস্কের পিছনে, দেয়াল ঘেঁষে, দাঁড়িয়ে রয়েছে ইউনিফর্ম পরা দুই কালো তরুণী, তাদের দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকালো সে।

দু'জনের মধ্যে একজন খুব লম্বা, তার ড্রেসে সার্জেন্টের ব্যাজ লাগানো রয়েছে। নির্দেশ দিলো সে, সাথে সাথে অপর মেয়েটি মনিকার দিকে এগোলো, হাত থেকে ঝুলছে একজোড়া ইস্পাতের তৈরি হ্যাণ্ডকাফ।

রানার পিছনে লুকিয়ে পড়ার চেষ্টা করলো মনিকা, ইতস্তত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে পড়লো মহিলা ট্রুপার। তীক্ষ্ণস্বরে আবার নির্দেশ দিলো মহিলা সার্জেন্ট। এবার এগিয়ে এসে মনিকাকে ধরলো ট্রুপার, টেনে-হিঁচড়ে রানার কাছ থেকে সরিয়ে নিলো। অভ্যস্ত ভঙ্গিতে বাংকারের দেয়ালে ঠেসে ধরলো তাকে, একটা হাতে পরিয়ে দিলো হ্যাণ্ডকাফ। নিষ্ফল ধস্তাধস্তি করছে মনিকা, তার দুটো হাতই পিছন দিকে টেনে আনলো ট্রুপার, তারপর অপর হাতেও পরিয়ে দিলো হ্যাণ্ডকাফ। কাজ সেরে পিছিয়ে গেল সে।

এবার এগিয়ে এলো মহিলা সার্জেন্ট। মনিকার হাত দুটো শোল্ডার ব্লেড পর্যন্ত উঁচু করলো সে, ব্যথায় ককিয়ে উঠলো মনিকা, পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে দাঁড়াতে বাধ্য হলো। হ্যাণ্ডকাফ জোড়া ঠিকমতো পরানো হয়েছে কিনা পরীক্ষা করলো সার্জেন্ট। ইস্পাতের বাঁধন মনিকার কব্জির ওপরে চেপে বসেছে, তবু সন্তুষ্ট হলো না সে। চাবি ঘুরিয়ে বাঁধনটা আরো শক্ত করলো, আবার ককিয়ে উঠলো মনিকা।

'এতো আঁটো, অসহ্য ব্যথা লাগছে আমার!'

'হ্যাণ্ডকাফ ঢিলে করতে বলুন,' চিৎকার করলো রানা।

জবাবে এই প্রথম হাসলো জেনারেল বাওনা, হেলান দিলো চেয়ারে। 'মেজর রানা, আমি নির্দেশ দিয়েছি, মেয়েলোকটা যাতে পালাতে না পারে। সার্জেন্ট সুহারা শুধু তার দায়িত্ব পালন করছে।'

'রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। মাংস কেটে ঘা হয়ে যাবে ওখানে। গ্যাংগ্রিন হলে হাতটা কেটে ফেলে দিতে হবে।'

'সেটা হবে ওর দুর্ভাগ্য,' বললো জেনারেল বাওনা। 'তবে আমি নাক গলাবো না। যদি না...।'

'যদি না... কি?' দাঁতে দাঁত চেপে জানতে চাইলো রানা।

'যদি না আমার সাথে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেয়া হয়। সেইসাথে আপনাকে কথা দিতে হবে, দ্বিতীয়বার পালাবার চেষ্টা করবেন না।'

মনিকার হাত দুটোর দিকে তাকালো রানা। এরইমধ্যে ওগুলো ফুলতে শুরু

করেছে, বদলে গেছে চামড়ার রঙ।

'গ্যাংগ্রিন অত্যন্ত বিপজ্জনক একটা ব্যাপার। তাছাড়া, বন্দীদের আমরা চিকিৎসার সুবিধে দিতে অভ্যস্ত নই। তেমন কিছু যদি ঘটে, আমরা বড়জোর একটা করাত ধার দিতে পারি, হাতটা কেটে ফেলার জন্যে।'

'ঠিক আছে,' ভারি গলায় বললো রানা। 'আমি কথা দিচ্ছি।'

'পূর্ণ সহযোগিতা?'

'হ্যাঁ।'

কিরিকিটি বাওনার নির্দেশে হ্যাণ্ডকাফ খানিকটা ঢিলে করা হলো। তারপর বললো সে, 'নিয়ে যাও ওকে।' মহিলা ট্রুপার ও সার্জেন্ট ধরলো তাকে, টেনে-হিঁচড়ে দরজার দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

'দাঁড়াও,' চিৎকার করলো রানা, কিন্তু ওকে তারা গ্রাহ্যের মধ্যে আনলো না। দরজার দিকে পা বাড়ালো ও, পিছন থেকে দশাসই শাঙ্গানি সার্জেন্ট ওর হাত দুটো শক্ত করে ধরে ফেললো।

দরজার বাইরে থেকে মনিকার চিৎকার ভেসে এলো, 'রানা! রানা!'

'আই লাভ ইউ!' চিৎকার করে বললো রানা, হাত দুটো ছাড়াবার জন্যে ধস্তাধস্তি করছে সার্জেন্টের সাথে। 'চিন্তা করো না, ডার্লিং, সব ঠিক হয়ে যাবে। তোমাকে মুক্ত করার জন্যে যা করার সব আমি করবো।' কথাগুলো নিজের কানেই ফাঁপা শোনালো। হতাশায় দুর্বল বোধ করলো ও, ঢিল পড়লো পেশীতে।

রানাকে ধরা সার্জেন্টের হাত দুটো শিথিল হলো, কাঁধ ঝাঁকিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলো রানা, তারপর জেনারেল বাওনার দিকে তাকালো। 'ইউ বাস্টার্ড!'

'দেখতে পাচ্ছি ঠাণ্ডা মাথায় আলোচনা করার মতো অবস্থায় নেই আপনি,' বলে হাতঘড়ি দেখলো জেনারেল বাওনা। 'তাছাড়া, রাতও অনেক হয়েছে। আপনাকে শান্ত হওয়ার সুযোগ দেয়া উচিত।' সার্জেন্টের দিকে ফিরলো সে, শাঙ্গানি ভাষায় বললো, 'নিয়ে যাও ওদেরকে,' ইঙ্গিতে রানা আর নেবুবিকে দেখালো। 'খেতে দাও, শুকনো কাপড় দাও, কম্বল আর চাদর দাও। লক্ষ্য রাখবে, রাতটুকু যাতে ভালো করে ঘুমাতে পারে। কাল সকালে নিয়ে আসবে আমার কাছে।'

স্যালুট করলো সার্জেন্ট, ওদেরকে নিয়ে দরজার দিকে এগোলো।

'ওদেরকে দিয়ে কাজ করাবো আমি,' পিছন থেকে সতর্ক করলো বাওনা। 'লক্ষ্য রাখবে, যেন বহাল তবিয়তে থাকে।'

পাঁচ

একটা বাংকারে শুতে দেয়া হলো ওদেরকে। বিছানায় ছারপোকা ভরা, তবু মড়ার মতো ঘুমালো রানা, এমনকি মনিকার চিন্তাও ওকে জাগিয়ে রাখতে পারলো না। বাংকারের ভেতর একজন রেনামো ট্রুপার পাহারায় থাকলো। সকালে ওদের ঘুম

ভাঙালো শাঙ্গানি সার্জেন্ট। তখনো ভালো করে ভোর হয়নি।

হাতে কিছু কাপড়চোপড় নিয়ে বাংকারে ঢুকেছে সার্জেন্ট, সেগুলো রানার কোলের ওপর ফেলে বললো, 'পরে নিন।'

বিছানায় উঠে বসে গা চুলকাচ্ছে রানা। 'তোমার নাম কি?' জানতে চাইলো ও।

'বাজো মাবাসা,' সগর্বে বললো সার্জেন্ট।

শাঙ্গানি ভাষায় মাবাসা মানে মুগুর। 'শত্রুদের জন্যে লোহার মুগুর আর তাদের স্ত্রীদের জন্যে মাংসের মুগুর?' চোখ মটকে জিজ্ঞেস করলো রানা, লোকটার সাথে একটা সম্পর্ক গড়ে তুলতে চায়।

রানার প্রশ্ন শুনে আনন্দে ও গর্বে হাসতে শুরু করলো সার্জেন্ট।

রানার দিকে অবাক হয়ে তাকালো নেবুবি। আগে কখনো রানা এ-ধরনের আদি রসাত্মক ঠাট্টা করেছে বলে মনে পড়লো না তার। 'বস্, ভোর পাঁচটায় আপনার কি মতিভ্রম ঘটলো?'

রানা শুনতে পেলো, বাংকারের বাইরে মাথা বের করে দিয়ে কৌতুকটা অন্যান্য ট্রুপারদের শোনাচ্ছে সার্জেন্ট মাবাসা।

কাপড়গুলো পুরানো, তবে পরিষ্কার। রানা পরলো বাঘের ছাপ মারা ব্যাটল ড্রেস, সুতী কাপড়ের একটা মিলিটারী ক্যাপও জুটলো কপালে। ডিম, রুটি আর মাখন দিয়ে নাস্তা সারলো ওরা। 'চা কই?' জানতে চাইলো ও।

হেসে উঠে পাল্টা প্রশ্ন করলো সার্জেন্ট মাবাসা, 'আপনি কি এটাকে মাপুটোর পোলানা হোটেল পেয়েছেন?'

ভোর হচ্ছে, ওদেরকে পথ দেখিয়ে নদীর তীরে নিয়ে এলো সে। হিন্দ গানশিপ কাল যে ক্ষতি করে গেছে, অফিসারদের নিয়ে তা দেখতে এসেছে কিরিকিটি বাওনা।

'আমাদের ছাব্বিশ জন নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে বাহান্ন জন,' রানাকে জানালো সে। 'আরো খারাপ খবর হলো, আতঙ্কে পালিয়েছে ত্রিশ জন। এভাবে চলতে থাকলে যুদ্ধ করার মতো থাকবে না কেউ।' ইংরেজীতে কথা বলছে সে, ভাষাটা তার লোকেরা ভালো বোঝে বলে মনে হলো না। 'যেভাবে হোক, ওই কিলার মেশিনগুলোকে ঠেকাতে হবে।'

'কাল হিন্দগুলোকে অ্যাকশনের মধ্যে দেখেছি আমি,' বললো রানা। 'ক্যাপটেন নেবুবি আপনাদের আর. পি. জি.-র সাহায্যে একটা রকেটও ছুঁড়েছিল, সরাসরি লাগে ওটা।'

আগ্রহের সাথে নেবুবির দিকে তাকালো জেনারেল বাওনা। 'কি ঘটলো?'

'কিছুই ঘটলো না,' জবাব দিলো নেবুবি। 'কোনো ক্ষতিই হয়নি।'

'গোটা মেশিনটাই টাইটেনিয়াম আর্মার প্লেট দিয়ে মোড়া,' বললো বাওনা। মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকালো সে। 'এই সমস্যার সমাধান কি, মেজর রানা? আপনি আমাকে কোনো পরামর্শ দিতে পারেন না?'

'হিন্দকে ঠেকাবার একটাই মাত্র অস্ত্র আছে, আমি যতোদূর জানি,' বললো রানা। 'আমেরিকানরা কৌশলটা ব্যবহার করে ভালো ফল পেয়েছে

আফগানিস্তানে।'

'কি কৌশল?' জানতে চাইলো জেনারেল, তার ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ হাসি।

'ওদের স্টিংগার মিসাইলে কিছু পরিবর্তন আনা হয়, যাতে আর্মার প্লেট ভেদ করতে পারে। বিস্তারিত কিছু আমি জানি না,' শেষ কথাটা তাড়াতাড়ি যোগ করলো ও, জানে নিজেকে একজন বিশেষজ্ঞ হিসেবে জাহির করা বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে।

'ঠিক বলেছেন আপনি, মেজর রানা। মডিফায়েড স্টিংগারই হলো হিন্দের বিরুদ্ধে একমাত্র অস্ত্র। ওটাই আপনার কাজ, ওই কাজের ওপরই নির্ভর করছে আপনাদের মুক্তি। আমি চাই, আপনি আমাদেরকে কয়েকটা স্টিংগার মিসাইল এনে দেবেন।'

নদীর তীরে স্থির পাথর হয়ে গেল রানা, তাকালো জেনারেল বাওনার দিকে, তারপর হাসতে শুরু করলো। 'অবশ্যই, কোনো ব্যাপারই নয়। আপনি কি স্বপ্ন দেখছেন, বাওনা?'

হাসলো জেনারেল বাওনাও। 'আপনি বলবেন, স্টিংগার শুধু অ্যাঙ্গোলায় আছে, আর আছে আমেরিকা ও ইউরোপে, এই তো? কিন্তু আপনাকে আমি বলছি, স্টিংগার এখানেই আছে, আমাদের খুব কাছাকাছি। ওগুলো শুধু তুলে আনতে হবে আপনাকে।'

মুখ থেকে হাসি মিলিয়ে গেল রানার। 'কি আজেবাজে বকছেন!'

'আমাদের ট্রেনিং ক্যাম্পে হামলা করেছিলেন, মনে আছে, মেজর রানা? ইনলোজেনে?' নিজের অজান্তেই বাওনা তার ফুটো কানটা স্পর্শ করলো। 'হামলাটা আপনারা করেছিলেন গ্র্যাণ্ড রীফ থেকে। তখনকার রোডেশিয়ার এয়ারবেস ছিলো ওটা। হ্যাঁ, ওখানে আছে। না, আমি ভুল করছি না।'

'কিন্তু তা কি করে সম্ভব? মার্কসিস্ট জিম্বাবুই সরকারকে আমেরিকানরা স্টিংগার দেবে কেন?'

'কেন দেবে সেটা তাদের ব্যাপার, তবে ব্রিটেনের মাধ্যমে দিয়েছে। আমি চাই আপনি জিম্বাবুইয়ে যান, স্টিংগারগুলো আমাকে এনে দেন।'

কয়েক সেকেণ্ড কথা বলতে পারলো না রানা। অবশেষে জানতে চাইলো, 'আমি যদি অক্ষমতা প্রকাশ করি?'

'তাহলে আমিও আপনাদের মুক্তি দিতে অক্ষমতা প্রকাশ করবো।'

'আর বিনিময়ে?'

'যদি স্টিংগারগুলো এনে দেন? মিসাইল পাওয়া মাত্র মিস মনিকার হ্যাণ্ডকাফ খুলে দেয়া হবে। তাকে ভালো জায়গায় সরিয়ে আনা হবে, সেখানে দু'একদিন পর পর তার সাথে আপনি দেখাও করতে পারবেন। একান্তে।'

'আমরা ছাড়া পাবো না?'

'পাবেন,' বললো কিরিকিটি বাওনা। 'আমার আরো একটা কাজ করে দিলে। আগে মিসাইলগুলো চাই আমার।'

'আরো একটা কাজ মানে?'

হাত তুলে বাধা দিলো বাওনা। 'ব্যস্ত হবেন না। প্রথম কাজটা শেষ করুন,

তারপর দ্বিতীয় কাজটার কথা শুনবেন মিসাইলগুলো আগে। তারপর নতুন করে দর কষাকষি হবে।'

কি বলা যায় ভাবছে রানা, জেনারেল বাওনা হেসে উঠলো

'যতো দেরি করবেন, মেজর রানা, ততোই মিস মনিকার কষ্ট বাড়বে। মিসাইলগুলো না পাওয়া পর্যন্ত আমি তার হাতের হ্যাণ্ডকাফ খুলবো না। ওটা পরেই খেতে হবে তাকে, হাঁটতে হবে, ঘুমাতে হবে, প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে হবে। আমার পরামর্শ হলো, ওগুলো আনার জন্যে এখুনি আপনি প্ল্যান করতে বসে যান। আসুন আমার সাথে।'

ওদেরকে নিয়ে নিজের কমাণ্ড বাংকে ফিরে এলো জেনারেল বাওনা। একজন আর্দালি সাথে সাথে কেটলি ভরা চা নিয়ে নিলো। নেবুবিকে নিয়ে জেনারেল বাওনার ডেস্কের পিছনে চলে এলো রানা, বড় ওয়াল-ম্যাপের সামনে দাঁড়ালো মোজাম্বিক ও জিম্বাবুই সীমান্তের প্রতিটি উপত্যকা ও পাহাড় ভালো করে চেনা আছে ওর, ম্যাপ দেখার কোনো দরকার নেই। 'বর্ডার পোস্ট থেকে গ্র্যাণ্ড রীফ এয়ার ফোর্স বেস বিশ কিলোমিটার,' বিড়বিড় করে বললো নেবুবি। 'ট্রাকে করে গেলে পনেরো মিনিট লাগবে। হেঁটে যাওয়া সম্ভব নয়।'

'প্ল্যান তৈরি করতে বলেছেন, কিন্তু আপনি কি আমাদের পরিবহনের ব্যবস্থা করতে পারবেন?' ম্যাপে চোখ রেখে জানতে চাইলো রানা।

'কিছুদিন আগে জিম্বাবুই সেনাবাহিনীর তিনটে ইউনিমগ ট্রাক দখল করি আমি, কাগজ-পত্র সহ,' বললো রেনামো জেনারেল। 'ওগুলো আমরা জঙ্গলের ভেতর লুকিয়ে রেখেছি। আমি চাই আপনারা জিম্বাবুই সৈনিকের ছদ্মবেশ নিয়ে সীমান্ত পেরুবেন।'

'বর্ডার পোস্টে মিলিটারী ট্রাফিক খুব বেশি হবার কথা।'

'হবে,' সায় দিলো জেনারেল বাওনা।

'আমার সাথে যারা যাবে তাদের প্রত্যেকের জন্যে জিম্বাবুই আর্মির ইউনিফর্ম লাগবে। কিন্তু আমি কি পরবো? ভেতরে ঢোকার পথ করে নিতে হবে আমাদের একটাও গুলি না করে।'

'আমার কাছে একজন ভারতীয় ফিল্ড অফিসারের ইউনিফর্ম আছে,' নরম গলায় বললো কিরিকিটি বাওনা। 'নির্ভেজাল কাগজ-পত্রও আছে।'

'ভারতীয় ফিল্ড অফিসার? মানে?'

'তিনমাস আগের কথা। ভিলা ডি ম্যানিকার কাছে আমরা একটা জিম্বাবুই কলামকে আক্রমণ করি। ওদের সাথে একজন ভারতীয় অবজারভার ছিলো, বেচারা ক্রসফায়ারে পড়ে মারা যায়। গার্ডস রেজিমেন্টের একজন মেজর ছিলো সে, হারারে দূতাবাসে সামরিক অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিল, অন্তত তার কাগজ-পত্র সেই কথাই বলে। আমার ধারণা ওটা আপনার গায়ে হবে।'

'ঠিক আছে, তা-ও নাহয় হলো, একজন ভারতীয় মেজরের ছদ্মবেশ নিলাম। কিন্তু তারপর? এয়ারফোর্স বেসের গেটে পৌঁছে বললাম, ঢুকতে দাও, অমনি ওরা আমাদেরকে ঢুকতে দিলো, এরকম কিছু ঘটবে কি?'

'না,' রানার সাথে একমত হলো জেনারেল বাওনা। 'তা ঘটবে না।

সেজন্যেই বেসের ভেতর আমাদের যে লোকটা আছে তাকে আমরা কাজে লাগাবো বলে ভেবেছি। আমার আত্মীয় সে। সিগন্যালে আছে, ওয়ারেন্ট অফিসার, গ্র্যাণ্ড রীফ কমিউনিকেশন সেন্টার-এর সেকেণ্ড ইন কমাণ্ড। জিম্বাবুই হাই কমাণ্ডের একটা সিগন্যাল নকল করবে সে। মেসেজে বলা হবে, ভারতীয় সামরিক অ্যাটাশে স্টিংগার মিসাইলগুলো পরিদর্শনের জন্য আসছেন। তারমানে গেটের গার্ডরা আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করবে।'

'বেসের ভেতরে যদি আপনার লোক থাকে, তার জানার কথা ঠিক কোথায় রাখা হয়েছে স্টিংগারগুলো,' বললো নেবুবি।

'জানে বৈকি। তিন নম্বর হ্যাঙ্গারে আছে ওগুলো, বাঁ দিক থেকে দ্বিতীয়টায়।'

'ভেতরে ঢুকলাম, কিন্তু বেরুবো কিভাবে? স্টিংগারগুলো ট্রাকে তুলবো কিভাবে? আপনি নিশ্চয়ই আশা করছেন না যে জিম্বাবুই সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করবো আমি বা নেবুবি?'

'যুদ্ধ করবেন কি করবেন না, সেটা আপনাদের সমস্যা,' গম্ভীর সুরে বললো জেনারেল বাওনা। 'নিজের মুক্তির জন্যে মানুষ তো বন্ধুকেও খুন করে, করে না? আপনার বেলায় শুধু নিজের মুক্তির প্রশ্ন নয়, প্রিয়তমার মুক্তির প্রশ্নও জড়িত। তবে, আপনাকে আমি আরো একটা মূল্যবান তথ্য দিতে পারি, দেখুন হয়তো যুদ্ধ না করেও মিসাইলগুলো এনে দিতে পারবেন।'

'কি তথ্য?'

'হারকিউলিস বিমানে করে মাঝে মধ্যেই স্টিংগার নিয়ে যাওয়া হয় ওখান থেকে,' বললো জেনারেল বাওনা। 'আগামী হপ্তায়ও কয়েকটা স্টিংগার নিয়ে যাওয়া হবে বলে খবর আছে আমার কাছে। ঠিক সময়মতো যদি পৌঁছুতে পারেন, লোড করা একটা হারকিউলিস হাইজ্যাক করা আপনার দ্বারা অসম্ভব বলে আমি মনে করি না।'

'হিন্দ বা ফাইটার প্লেন ধাওয়া করবে,' বললো নেবুবি।

'তা করবে,' একমত হলো কিরিকিটি বাওনা, রানার দিকে তাকালো। 'আপনি একজন দক্ষ পাইলট, আপনার জানা আছে যে হারকিউলিসের গতি হিন্দের চেয়ে বেশি। ফাইটার প্লেন নয়, আপনার হারকিউলিসকে প্রথমে ধাওয়া করবে হিন্দ, কারণ ফাইটার প্লেনগুলোর অবস্থা খুব সুবিধের নয় ওদের। তাছাড়া, এয়ার বেসটা থেকে রেনামোদের বিরুদ্ধে বেশিরভাগ সময় হিন্দকেই ব্যবহার করা হচ্ছে। খানিকদূর এসে জঙ্গলে নামবেন আপনারা, পাংগুয়ে নদীর তীরে, তারপর ট্রাকে তুলবেন মিসাইলগুলো, গিরিখাদের ভেতর ঢুকে পড়বেন। গিরিখাদ থেকে বেরিয়ে আবার জঙ্গলে ঢুকবেন, পৌঁছে যাবেন রেনামো লাইনে।' প্ল্যানটা ব্যাখ্যা করার সময় ম্যাপের সাহায্য নিলো সে।

এরপর ভারতীয় মেজরের ইউনিফর্ম ও কাগজ-পত্র দেখতে চাইলো রানা।

ইউনিফর্মটা একটু ঢিলে হলেও, গায়ে দেয়ার মতো। কাগজ-পত্রেও কোনো খুঁত পেলো না রানা। মেজর ভদ্রলোকের নাম ছিলো সমর ব্যানার্জি। তিক্ত হাসি ফুটলো রানার ঠোঁটে। 'এবার, যারা আমার সাথে থাকবে, তাদের দেখতে চাই। ওদেরকে আপনার বলে দিতে হবে যে নেতৃত্ব দেবো আমি।'

'আসুন আমার সাথে, মেজর রানা,' ওদেরকে নিয়ে বাংকার থেকে বেরিয়ে এলো কিরিকিটি বাওনা। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে আবার ওরা নদীর কিনারায় এসে দাঁড়ালো।

'সার্জেন্ট মাবাসার নেতৃত্বে দশজন লোক আছে, কিন্তু বেসে ডাইভারশন্যাল অ্যাটাকের জন্যে আরো বেশি লোক লাগবে আমার,' বললো রানা। 'অন্তত আরো একটা ডিটাচমেন্ট···।' হঠাৎ চুপ করে গেল ও, চারদিকে ছুটোছুটি শুরু হয়েছে দেখে।

'হিন্দ!' চিৎকার করলো জেনারেল বাওনা। 'টেক কভার!' গাছপালার ভেতর বালির বস্তা লক্ষ্য করে ছুটলো সে। ওখানে একটা ১২.৭ এমএম অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট গান রয়েছে, জোড়া ব্যারেল। হিন্দের প্রধান লক্ষ্যবস্তু হবে ওটা, তাই আরেক দিকে ছুটলো রানা, অন্য কোনো আড়াল দরকার ওর।

পথের উল্টোদিকে, লম্বা ঘাসের ভেতর, একটা ট্রেঞ্চ দেখতে পেয়ে সেদিকে ছুটলো ও। লাফ দিয়ে ট্রেঞ্চে পড়েছে, নেবুবির সাথে, এমন সময় আরো একজন ধপাস করে নামলো ভেতরে। ঠিক এই সময় মাথার ওপর চলে এলো হিন্দ গানশিপ।

প্রথম কয়েক সেকেণ্ড লোকটাকে চিনতে পারলো না রানা। লোকটা বললো, 'আমি আপনাকে দেখতে পাচ্ছি, বস্।'

'তুমি! পেনডুলা!' দেখেও যেন বিশ্বাস হচ্ছে না রানার। 'তোমাকে না আমি চিউইউইয়ে ফেরত পাঠিয়েছিলাম? এখানে তুমি কি করছো?'

'আপনার হুকুম মতো চিউইউইয়ে গিয়েছিলাম, বস্,' এক গাল হেসে বললো পেনডুলা। 'তারপর আপনার খোঁজে আবার ফিরে এসেছি।'

'কেউ দেখেনি তোমাকে?' সোয়াহিলি ভাষায় জানতে চাইলো রানা। 'রেনামোদের ঘাঁটির ভেতর দিয়ে হেডকোয়ার্টারে ঢুকে পড়েছো, কারো চোখে ধরা না পড়ে?'

'পেনডুলা কখনো কারো চোখে ধরা পড়ে না, যদি না সে ধরা পড়তে চায়।'

ওদের নিচে থরথর করে কেঁপে উঠলো মাটি, রকেট আর অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট গানের বিরতিহীন আওয়াজের মধ্যে পরস্পরের উদ্দেশ্যে চিৎকার করতে হলো ওদেরকে। 'কতোক্ষণ আগে এসেছো তুমি এখানে?' জানতে চাইলো রানা।

'কাল,' বললো পেনডুলা, চেহারায় ক্ষমাপ্রার্থনার ভাব। মাথার ওপর আঙুল খাড়া করলো সে। 'কাল ওই মেশিনগুলো যখন হামলা করলো, এখানেই ছিলাম আমি। দেখলাম, নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন আপনারা। নদীর কিনারা ধরে আপনাদের পিছু নিই, দেখলাম একটা গাছকে আপনারা বোট হিসেবে ব্যবহার করছেন। একবার ভাবলাম আমিও লাফ দিই পানিতে, কিন্তু কুমীরের ভয়ে···।'

'তুমি জানো মেমসাহেবকে কোথায় নিয়ে গেছে ওরা?'

'কাল রাতে নিয়ে যেতে দেখেছি,' মনিকার ব্যাপারে তেমন আগ্রহ দেখালো না পেনডুলা। 'কিন্তু আমি ঠিক করি, আপনার জন্যে অপেক্ষা করবো।'

'কোথায় তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে খুঁজে বের করতে পারবে?' জানতে চাইলো রানা।

'আপনি জানেন, এ-ধরনের কাজ পেনডুলার জন্যে কোনো সমস্যা নয়,' দাঁত

বের করে হাসলো পেনডুলা। 'আফ্রিকার যেখানেই নিয়ে যাক, আমি ঠিকই পৌঁছে যাবো সেখানে।'

পকেট থেকে নোটবুক আর পেন্সিল বের করে মনিকার উদ্দেশ্যে দু'লাইন লিখলো রানা। প্রথমে ভালোবাসার কথা জানালো। তারপর লিখলো, ধৈর্য হারাবে না, নিজেকে সুস্থ রাখো, আমি তোমাকে ঠিকই মুক্ত করবো। কাগজটা ছিঁড়ে পেনডুলার হাতে ধরিয়ে দিলো। 'এটা তাকে দেবে। তারপর ফিরে আসবে আমার কাছে।'

কাগজটা ভাঁজ করে লেংটির কোঁচায় গুঁজে রাখলো পেনডুলা, সাগ্রহে তাকিয়ে থাকলো রানার দিকে, আরো যেন কি শুনতে চায়।

'আমি যে ঘরে কাল রাতে শুয়েছিলাম, ওটা দেখেছো?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'আজ সকালে ওটা থেকে আপনাকে বেরুতে দেখেছি।'

'ওখানে দেখা করবে আমার সাথে, রেনামোরা যখন ঘুমিয়ে থাকবে।' আকাশের দিকে তাকালো রানা। হামলাটা তীব্র হলেও বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। এঞ্জিন আর গোলাগুলির আওয়াজ দূরে সরে যাচ্ছে, তবে ধুলো আর ধোঁয়ার মেঘ ভাসছে এখনো ওদের ট্রেঞ্চের ওপর। 'এবার তুমি যাও, পেনডুলা,' বললো রানা। সাথে সাথে লাফ দিয়ে সিধে হলো পেনডুলা, তার একটা হাত ধরে মৃদু চাপ দিলো রানা। হাতটা বাচ্চা ছেলের মতো সরু। 'দেখো, ওদের হাতে ধরা পড়ো না,' সোয়াহিলি ভাষায় সাবধান করে দিলো।

মাথা ঝাঁকিয়ে হাসলো পেনডুলা, যেন রানার উদ্বেগ দেখে কৌতুক বোধ করছে সে। আরেক লাফে ট্রেঞ্চের কিনারায় উঠলো সে, চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কয়েক মিনিট অপেক্ষা করলো রানা, পেনডুলাকে সরে যাবার সময় দিলো, তারপর নেবুবিকে নিয়ে বেরিয়ে এলো ট্রেঞ্চ থেকে। শেল আর রকেটের আঘাতে আশপাশের গাছপালা ন্যাড়া হয়ে গেছে, নদীর ওপারে দাউদাউ করে জ্বলছে একটা অ্যামুনিশন স্টোর, ভেতরে বিস্ফোরিত হচ্ছে আর. পি. জি. রকেট আর ফসফরাস গ্রেনেড, আকাশের দিকে খাড়া হয়ে রয়েছে সাদা ধোঁয়ার স্তম্ভ।

ওদের সাথে মিলিত হবার জন্যে। সরু পথ ধরে হেঁটে আসতে দেখা গেল জেনারেল বাওনাকে, তাঁর ইউনিফর্মে ধুলো-বালি লেগে রয়েছে। 'এখানে আমাদের পজিশন পুরোপুরি অরক্ষিত হয়ে পড়েছে,' বললো সে, রাগে লালচে হয়ে উঠেছে তার কালো চেহারা। 'যখন ইচ্ছে হামলা চালাচ্ছে ওরা, অথচ কিছুই আমরা করতে পারছি না।'

'আপনার উচিত লোকদের নিয়ে হিন্দগুলোর রেঞ্জের বাইরে চলে যাওয়া।'

'তা সম্ভব নয়,' মাথা নাড়লো কিরিকিটি বাওনা। 'তার অর্থ দাঁড়াবে, রেললাইনের ওপর দখল বজায় রাখতে সমর্থ নই আমরা। মেইন রোডগুলোও অরক্ষিত হয়ে পড়বে, ফলে ফ্রেলিমো পদাতিক বাহিনী আক্রমণ করতে উৎসাহী হয়ে উঠবে।'

'সেক্ষেত্রে পড়ে পড়ে মার খান,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো রানা।

'মিসাইলগুলো এনে দিন আমাকে,' হিস হিস করে বললো বাওনা। 'যতো তাড়াতাড়ি পারেন।' ওদেরকে পাশ কাটিয়ে হন হন করে এগোলো সে। তার পিছু নিয়ে নদীর তীরে, বাংকার কমপ্লেক্সে চলে এলো রানা ও নেবুবি। চল্লিশজন রেনামো, পুরো এক কোম্পানী গেরিলা, প্যারেড গ্রাউণ্ডে ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে। বোঝা গেল, আগেই ওদেরকে জড়ো হবার নির্দেশ দিয়েছিল জেনারেল বাওনা। প্রথম সারিতে সার্জেন্ট মাবাসা ও তার শাঙ্গানি গেরিলাদের দেখতে পেলো রানা। এগিয়ে এসে কিরিকিটি বাওনাকে স্যালুট করলো সার্জেন্ট।

সংক্ষেপে গেরিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলো জেনারেল বাওনা। জানালো, বিশেষ একটা অপারেশনে মাসুদ রানা ওরফে সমর ব্যানার্জির নেতৃত্ব মেনে নিতে হবে তাদেরকে। গেরিলারা কেউ কোনো কথা বললো না, ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে থাকলো রানার দিকে। হাসি দেখা গেল শুধু শাঙ্গানি সার্জেন্টের মুখে। এরপর গেরিলাদের সামনে দিয়ে হেঁটে গেল রানা, প্রত্যেককে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করলো। অভিজ্ঞ যোদ্ধা সবাই, নির্দেশ মেনে চললে এদের দিয়ে অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়।

সেদিনই রানার দেয়া তালিকা অনুসারে গেরিলা দলটাকে অস্ত্র সরবরাহ করা হলো, পরার জন্যে দেয়া হলো জিম্বাবুই সেনাবাহিনীর ইউনিফর্ম। কমিউনিকেশন রুমে বসে প্ল্যান করতে বসলো ওরা—জেনারেল বাওনা, সার্জেন্ট মাবাসা ও রানা। পরদিন সকালে রেইডিং পার্টির প্যারেড অনুষ্ঠিত হলো, পরিদর্শক হিসেবে থাকলো জেনারেল বাওনা। গেরিলাদেরকে অপারেশনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিলো রানা। এক ঘন্টা পর ওর নেতৃত্বে রওনা হলো দলটা।

প্রত্যেকের সাথে ভারি বোঝা রয়েছে, তবু সার্জেন্ট মাবাসা সবাইকে দৌড়াতে বাধ্য করলো। রাত নামার আগেই রেনামো লাইন ছেড়ে শত্রু এলাকায় ঢুকে পড়লো ওরা। ফ্রেলিমোদের এলাকা, ঝাঁকের আকৃতি বদল করার নির্দেশ দিলো রানা। রাতভর চলার মধ্যে থাকলো ওরা, দশ মিনিট পর পর দু'মিনিটের বিশ্রাম। ভোর হবার আগে প্রায় চল্লিশ মাইল পেরিয়ে এলো। আর কয়েক মাইল এগোলেই একটা উপত্যকা পাওয়া যাবে, সেখানেই লুকিয়ে রাখা হয়েছে রেনামোদের দখল করা ইউনিমগ ট্রাকগুলো।

কিন্তু উপত্যকায় পৌঁছুনোর আগেই আকাশে হিন্দ গানশিপ দেখা গেল। গানাররা দেখতে পায়নি, লম্বা ঘাসবনে গা ঢাকা দিয়েছে ওরা। এই সময় রানার পাশে উদয় হলো জাদুকর পেনডুলা।

'মেমসাহেবের সাথে দেখা করেছো?' জানতে চাইলো রানা।

'মেমসাহেবকে খুব খারাপ অবস্থায় রাখা হয়েছে। তিনি শুধু কাঁদছেন।'

'কোথায় রাখা হয়েছে তাকে?'

'সেখানে পৌঁছুতে হলে নদীর উজান পথে, বারো ঘন্টা হাঁটতে হবে। আরো অনেক মেয়েকে বন্দী করে রাখা হয়েছে; তবে মেমসাহেবকে রাখা হয়েছে ছোট্ট একটা মাটির খুপরিতে, একা। খুপরির ভেতর ছুঁচোদের বসবাস। হাতে হ্যাণ্ডকাফ থাকায় সেগুলোকে তিনি তাড়াতে পারছেন না।'

গম্ভীর হলো রানা। 'চিঠিটা তাকে দিয়েছো?'

'ঘর থেকে চব্বিশ ঘন্টায় মাত্র একবার বের করা হয় মেমসাহেবকে। বাথরুম সারার জন্যে জঙ্গলে বসতে দেয়া হয়।' অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে মাথা নাড়লো পেনডুলা। 'না, হ্যাণ্ডকাফ খোলা হয় না। তাকে শুধু শুকনো রুটি খেতে দেয়া হয়, পানি দেয়া হয় না। বাথরুম সারার জন্যেও পানির কোনো ব্যবস্থা নেই। জঙ্গলে বসার জন্যে যাচ্ছিলেন, তখন আমি তাঁর সাথে দেখা করে চিঠিটা দিই।'

'কেউ তোমাকে দেখেনি?'

'পেনডুলাকে কেউ দেখতে পায় না, যদি না পেনডুলা কাউকে ইচ্ছে করে দেখা দেয়।'

আবার এঞ্জিন ও রোটরের আওয়াজ পেলো রানা, রেনা[illegible]লাইনের ওপর হামলা সেরে ফিরে আসছে হিন্দগুলো। কাছে এসে আবার দূরে[illegible] গেল শব্দটা, দক্ষিণ দিকে। হিন্দের রেঞ্জ খুব বেশি নয়, ভাবলো ও, নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোথাও থেকে টেক-অফ করে ওগুলো। 'পেনডুলা, ওগুলোর আস্তানা খুঁজে বের করতে পারবে তুমি?' জানতে চাইলো ও।

'খোঁজাখুঁজির কাজে পেনডুলার জুড়ি নেই।'

'যাও তাহলে,' নির্দেশ দিলো রানা। 'জায়গাটা বার করো খুঁজে। ওখানে ট্রাক থাকবে, কড়া পাহারা থাকবে। দেখো, ধরা পড়ো না।'

ঘাসবনে সিধে হলো পেনডুলা, তার কাঁধে একটা হাত রাখলো রানা। 'জায়গাটা খুঁজে পেলে জেনারেল বাওনার ক্যাম্পে চলে যাবে তুমি, পাঙ্গুয়ে নদীর কাছে। ওখানে তোমার সাথে আমার দেখা হবে।'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে ক্যাঙ্গারুর মতো লাফ দিলো পেনডুলা, হারিয়ে গেল ঘাসবনের ভেতর। পেনডুলা চলে যেতেই মনিকার কথা মনে পড়লো রানার। তার ওপর নির্যাতন চালানো হচ্ছে। কিন্তু কিছুই করার নেই ওর। 'আরেকটু ধৈর্য ধরো, ময়না,' বিড়বিড় করলো রানা। 'আমি অবশ্যই তোমার কাছে ফিরবো—যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব।'

ট্রাকগুলো অক্ষত অবস্থাতেই পাওয়া গেল। সামনের ট্রাকটায় থাকলো নেবুবি, মাঝখানেরটায় মাবাসা, একজন শিক্ষানবিশকে নিয়ে পিছনেরটায় রানা। দিনের বেলা ট্রাক চালাতে তেমন কোনো অসুবিধে হলো না, তবে রাতে এগোবার গতি কমে গেল, ফ্রেলিমোদের ভয়ে হেডলাইট জ্বালতে নিষেধ করলো রানা।

একটা শুকনো নালার তলা ধরে এগোচ্ছে ওরা। মাঝরাতের দিকে নালা থেকে উঠে এলো তিনটে ট্রাক। ঘুরপথে এগোলো ওরা, সীমান্ত পেরুলো ভোর রাতের দিকে, জিম্বাবুই সৈনিকদের টহল এড়িয়ে। সীমান্ত থেকে আট মাইল ভেতরে ছোট্ট একটা শহর উমতলী, ওখানকার একটা বার-এ দেখা হবার কথা জেনারেল বাওনার ভাগ্নে হামপা হামপার সাথে।

হামপা হামপা প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্য ও পাসওয়ার্ড যোগান দিলো ওদেরকে, কিন্তু ধরা পড়ার ভয়ে ওদের সাথে থাকতে চাইলো না। বার-এ দশ-বারোটা মেয়েকে পাওয়া গেল, এয়ার ফোর্স বেসের দিকে রওনা হবার সময় তাদেরকে নিজের ট্রাকে তুলে নিলো মাবাসা। এরা সবাই কলগার্ল, সৈনিকদের মনোরঞ্জন

করার অভিজ্ঞতা আছে।

হামপা হামপার দেয়া তথ্যগুলো সত্যি বলেই মনে হলো রানার। বেস-এর বাইরে থেকেই দেখতে পেলো ও, একটা হারকিউলিস দাঁড়িয়ে রয়েছে হ্যাঙ্গারের সামনে। হ্যাঙ্গার থেকে বেরিয়ে এসে হারকিউলিসের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে ট্রাক। তারমানে স্টিংগার মিসাইল লোড করা হচ্ছে।

বিমান ঘাঁটিতে সশস্ত্র সৈনিকরা ঘোরাফেরা করছে। তাদের দৃষ্টি অন্য দিকে সরিয়ে দেয়ার জন্যে ঘাঁটির পিছন দিকে চলে গেল মাবাসা। আগে থেকে ঠিক করা নির্দিষ্ট সময়ে ঘাঁটির গেটে হাজির হলো রানা ও নেবুবি, নিজেদের ট্রাক নিয়ে। ইতিমধ্যে শিক্ষানবিশ ড্রাইভারের হাতে ট্রাক তুলে দিয়েছে রানা। ওদের জন্যে অপেক্ষা করছিল গেটের গার্ডরা, পাসওয়ার্ড বলতে তারা কিছু সন্দেহ করলো না, ভেতরে ঢুকতে দিলো ট্রাকগুলোকে।

ওরাও ভেতরে ঢুকলো, সেই সাথে ঘাঁটির পিছনে শুরু হলো তুমুল গোলাগুলি। এরপর কাজটা পানির মতো সহজ হয়ে গেল রানার জন্যে। হ্যাঙ্গারের সামনে পৌঁছুলো ওরা, ঘুসি মেরে হারকিউলিসের পাইলটকে অজ্ঞান করলো, তাকে হ্যাঙ্গারের ভেতর রেখে উঠে বসলো ককপিটে। ইতিমধ্যে মিসাইলগুলো লোড করা হয়েছে। লোডারদের অজ্ঞান করলো রেনামো গেরিলারা। প্রত্যেকের মুখে তুলো ভরে টেপ দিয়ে আটকে দেয়া হলো। হারকিউলিস নিয়ে আকাশে উঠলো রানা। অবিশ্বাস্যই বটে, একটাও গুলি না ছুঁড়ে ভাগ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে ও।

কিন্তু ফেরার সময় ধাওয়া করলো হিন্দ গানশিপ। ভাগ্যের সহায়তা ও মেধার সাহায্যে এবারও জয়ী হলো রানা। হিন্দের চেয়ে হারকিউলিসের গতি অনেক বেশি, এটাকে কাজে লাগালো ও। স্টিংগার মিসাইল সম্পর্কে আগে থেকেই ধারণা ছিলো ওর, ব্যবহার বিধি লেখা ম্যানুয়্যাল হাতে আসায় আরো সুবিধে হলো। অনেকগুলো ম্যানুয়্যাল পেলো ও, তার মধ্যে একটা শিরোনাম, 'স্টিংগার গাইডেড মিসাইল সিস্টেম/ টার্গেট সিলেকশন অ্যাণ্ড রুলস অভ এনগেজমেন্ট/ অপারেশনাল রিপোর্ট।' এতে বলা হয়েছে মিসাইলগুলো কোন্ কোন্ যুদ্ধক্ষেত্রে কিভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, তার ফলাফলই বা কি হয়েছে। আরেকটা ম্যানুয়্যালের শিরোনাম, 'স্টিংগার গাইডেড মিসাইল সিস্টেম/ পোস্ট মডিফিকেশন সফটঅয়্যার।'

পালিয়ে আসছে ওরা, পাঙ্গুয়ে নদীর ওপর একটা এক্সপেরিমেন্ট করলো রানা, বাধ্য হয়েই। হিন্দগুলো রাশিয়ার তৈরি, চালাচ্ছে ভাড়াটে শ্বেতাঙ্গ পাইলট, কোনোরকম অপরাধবোধ স্পর্শ করলো না ওকে। যখন দেখলো কোনোমতেই পিছু ছাড়ছে না, একের পর এক এ/ টি-টু সোয়্যাটার মিসাইল ছুঁড়ছে ওদেরকে লক্ষ্য করে, ওটাকে আকাশ থেকে ফেলে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলো সে। আফ্রিকার আকাশ থেকে এই প্রথম একটা হিন্দ গানশিপ ভূপাতিত হলো।

পাঙ্গুয়ে নদীর কিনারা ধরে আরো বিশ কিলোমিটার এগোবার পর জঙ্গলে হারকিউলিস নিয়ে নামলো ওরা। এখানেই ওদের সাথে মিলিত হবার কথা মাবাসা বাহিনীর। হারকিউলিসটাকে পানিতে ডুবিয়ে দিলো রানা, শত্রুরা ওটাকে দেখতে পেলে ওদের অবস্থান আন্দাজ করতে পারবে। লোকজন কম, অথচ হারকিউলিস

থেকে নামানো হয়েছে ছত্রিশটা বড় আকারের কাঠের বাক্স। কি করা যায় ভাবছে রানা। মাবাসার জন্যে অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিলো ও।

কিন্তু বারো ঘন্টা অপেক্ষা করার পরও মাবাসা বাহিনী পৌছুলো না। রানা ধরে নিলো, যুদ্ধে তারা মারা গেছে অথবা বন্দী হয়েছে। অগত্যা বেশিরভাগ বাক্স মাটির ভেতর পুঁতে রাখার নির্দেশ দিলো ও, মাত্র দশটা বাক্স নিয়ে রওনা হলো রেনামো লাইনের দিকে।

ফেরার পথে ধরা পড়ে গেল দলটা। ভাগ্য এবারও ওদের পক্ষে। ধরা পড়েছে ওরা রেনামোদের হাতেই। জানা গেল, ফ্রেলিমোদের আক্রমণে পিছিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে জেনারেল কিরিকিটি বাওনা, আর মাত্র ছ'মাইল দূরেই তার হেডকোয়ার্টার। রেনামোদের মেজর, মুসারিয়ার সাথে দেখা হলো রানার। তাকে পিছনে ফেলে আসা মিসাইলগুলোর অবস্থান ম্যাপ এঁকে দেখিয়ে দিলো ও, সেগুলো উদ্ধার করার দায়িত্ব পেয়ে গর্ব অনুভব করলো মেজর। তার বিশ্বাস, শুধু মাটি খুঁড়ে ওগুলো বের করে আনতে পারলেই তার পদোন্নতি ঘটবে।

বিজয় শোভাযাত্রা নিয়ে হেডকোয়ার্টারে প্রবেশ করলো রানা, ওদের সাফল্যের কাহিনী আগেই পৌঁছে গেছে। রাস্তার দুই পাশে উৎফুল্ল রেনামোরা সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে রানার সাথে করমর্দনের জন্যে, রঙিন পতাকা উড়িয়ে যুদ্ধের গান ধরেছে মহিলা গেরিলারা।

নতুন তৈরি কমাণ্ড বাংকারের সামনে ওদের জন্যে অপেক্ষা করছিল জেনারেল কিরিকিটি বাওনা। তার পরনে সদ্য ভাঁজ ভাঙা ইউনিফর্ম, পিতলের পদকগুলো ঘষে-মেজে চকচকে করা হয়েছে। মাথার ক্যাপ কাত হয়ে রয়েছে একদিকে, প্রায় ঢেকে দিয়েছে একটা চোখ। 'আমি জানতাম আপনি আমাকে হতাশ করবেন না, মেজর রানা,' পরিচয়ের পর এই প্রথম মনে হলো রানার, বাওনার হাসিটা কৃত্রিম নয়।

'সার্জেন্ট মাবাসা আর তার ত্রিশজন গেরিলাকে হারিয়েছি আমরা,' গম্ভীর সুরে বললো রানা। 'বাধ্য হয়ে তাদেরকে আমরা ফেলে এসেছি।'

'না! না, মেজর!' রানার কাঁধ চাপড়ে আদর করলো জেনারেল কিরিকিটি বাওনা। 'মাবাসা নিরাপদেই বেরিয়ে এসেছে; সেন্ট মেরির মিশনে পৌচেছে সে, মাত্র তিনজন লোক মারা গেছে; এইমাত্র তার সাথে রেডিওতে কথা হয়েছে আমার। কাল সন্ধের মধ্যে এখানে পৌঁছে যাবে বলে আশা করছি।' পোর্টাররা তার পায়ের কাছে কাঠের বাক্সগুলো নামিয়ে রাখছে, সেগুলোর দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকালো জেনারেল। 'এবার আসুন দেখা যাক কি এনেছেন আপনি আমার জন্যে; অ্যাই, বোকার মতো দাঁড়িয়ে আছো কেন তোমরা? খোলো ওগুলো! তাড়াতাড়ি খোলো!'

ছেলেমানুষের মতো এরকম উত্তেজনা কোনো গেরিলা কমাণ্ডারের কাছ থেকে আশা করা যায় না। বিশেষ করে জেনারেল বাওনার কাছ থেকে তো নয়ই, কারণ কঠিন নির্লিপ্ত ও শীতল একটা ভাব ছাড়া তার চেহারায় আর কিছু দেখা যায় না।

সাদা কাঠের বাক্সগুলোকে জড়িয়ে আছে স্টীলের পাত, খুলতে গলদঘর্ম হয়ে

উঠলো পোর্টাররা। দেরি হচ্ছে দেখে ধৈর্য হারিয়ে ফেললো বাওনা, পোর্টার ও অফিসারদের ঠেলা দিয়ে সরিয়ে নিজেই হাত লাগালো কাজে। উত্তেজনা ও পরিশ্রমে একটু পরই ঘেমে গোসল হয়ে গেল সে।

অবশেষে খোলা গেল একটা বাক্স। ভেতরে কি আছে দেখে উল্লাসে নেচে উঠলো স্টাফরা।

মিসাইল টিউব সহ স্টিংগার লঞ্চার পুরোপুরি সংযোজিত অবস্থায় রয়েছে। আই. এফ. এফ. ইন্টারোগেটর আলাদাভাবে একটা এনভেলপে রাখা হয়েছে, ছোট্ট তারটা কনসোল হেড-এ ঢুকিয়ে দিলেই হয়। চারটে অতিরিক্ত টিউব দেখা গেল প্রতিটিতে একটা করে মিসাইল। মিসাইল ছোঁড়ার পর খালি টিউব ফেলে দিতে হবে, আবার তুলে নিতে হবে নতুন টিউব। প্রতিটি টিউবের সাথে রয়েছে একটা করে ষোলো পাউণ্ডের মিসাইল।

হাসি ও নাচ এক সময় থামলো, ভিড় করে সামনে বাড়লো জেনারেল স্টাফরা, জিনিসগুলো তারা পরীক্ষা করবে। সবার মধ্যেই আড়ষ্ট একটা ভাব দেখা গেল, যেন পাথরের তলায় এইমাত্র একটা কাকড়া বিছে আবিষ্কার করেছে তারা, ভয় পাচ্ছে যে-কোনো মুহূর্তে কামড়ে দেবে।

ধীরে ধীরে মাটিতে একটা হাঁটু গেড়ে নিচু হলো জেনারেল কিরিকিটি বাওনা, সংযোজিত একটা লঞ্চার অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ফোম থেকে তুলে নিলো সে। বিদঘুটে আকৃতির অস্ত্রটা কাঁধে তুলছে, স্টাফরা বিহ্বলদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। মিসাইল টিউবটা তার পিছনে লম্বা হয়ে থাকলো, আর অ্যান্টেনা সহ কনসোলটা তার প্রায় পুরো চেহারা ঢেকে দিলো। কনসোল-এর এইমিং স্ক্রীনে গভীর মনোযোগের সাথে তাকালো সে. ট্রিগারড্ পিস্তলের স্টকটা মুঠোর মধ্যে ধরলো।

আকাশের দিকে স্টিংগার তাক করলো জেনারেল বাওনা, প্রশংসা ও উৎসাহ সূচক শব্দ বেরিয়ে এলো স্টাফদের গলা থেকে। 'ফ্রেলিমোদের বাজপাখিকে আসতে দাও এবার!' গর্বের সাথে বললো সে। 'ওগুলোকে আমরা আগুনে জ্বলতে দেখবো।' গলা থেকে হেলিকপ্টার আর মেশিন-গানের আওয়াজ ছাড়লো সে, যেন একটা বাচ্চা ছেলে খেলছে, আকাশে চক্কর দিতে থাকা কাল্পনিক হিন্দ গানশিপগুলোকে লক্ষ্য করে একের পর এক মিসাইল ছোঁড়ার ভঙ্গি করলো। 'বুম-বাম! ব্রুম-ব্রুম, সুইশ!'

'বুম-বুম!' ব্যঙ্গ করলো রানা। দেখাদেখি অফিসারাও আওয়াজ নকল করার প্রতিযোগিতায় নেমে পড়লো। তারপর কে যেন রণসঙ্গীত ধরলো, রেনামোদের অত্যন্ত প্রিয়। প্রায় দুশো লোক যোগ দিলো কোরাসে। এক সময় তা-ও স্তিমিত হয়ে এলো, একজন অফিসারের হাতে লঞ্চারটা ধরিয়ে দিয়ে রানার সাথে করমর্দনের জন্যে এগিয়ে এলো জেনারেল বাওনা।

'সহস্র অভিনন্দন, মেজর রানা!' রানার পিঠ চাপড়ে দিলো সে। 'আপনি আমাদের যে উপকার করেছেন তার কথা চিরকাল মনে রাখবে রেনামোরা আপনি আমাদের অস্তিত্ব রক্ষায় সাহায্য করেছেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ।'

'শুনে খুশি হলাম, কমাণ্ডার বাওনা,' ঠাণ্ডা সুরে বললো রানা। 'কিন্তু শুধু মুখে বললে চলবে না, কাজেও কিছুটা দেখান।'

'ও, হ্যাঁ, ভুলেই গিয়েছিলাম–মাফ করবেন,' বিনয় ও ভদ্রতা দেখাতে কসুর করলো না জেনারেল বাওনা। 'আপনার সাথে দেখা করার জন্যে ব্যাকুল হয়ে আছে একজন।'

রানার নিঃশ্বাস মাঝপথে থেমে গেল, মোচড় দিয়ে উঠলো বুকের ভেতরটা। 'কোথায় সে?'

'আমার বাংকারে, মেজর,' বললো জেনারেল বাওনা, গাছপালার ভেতর সযত্নে লুকানো বাংকারের প্রবেশপথটা হাত তুলে দেখিয়ে দিলো সে।

উত্তেজিত সৈনিকদের ভিড় ঠেলে ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে এলো রানা, বাংকারের মুখে পৌঁছে মাথা নিচু করে ভেতরে ঢুকলো, তারপর আর ধৈর্য ধরতে পারলো না, প্রতি লাফে তিনটে করে ধাপ টপকে নেমে এলো নিচে।

রেডিও রুমে রয়েছে মনিকা, দেয়াল ঘেঁষে ফেলা লম্বা একটা বেঞ্চে বসে আছে, দু'পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে দু'জন মহিলা গেরিলা। দেখামাত্র তার নামটা রানার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো। ধীরে ধীরে পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ালো মনিকা, অপলক তাকিয়ে আছে ওর দিকে, অবিশ্বাসে সাদা হয়ে আছে চেহারা। তার মুখ আর চোয়ালের হাড় প্রায় স্বচ্ছ চামড়া ভেদ করে বেরিয়ে আসতে চাইছে যেন। চোখ দুটো বিশাল, মধ্যরাতের মতো গাঢ়। এগিয়ে আসছে রানা, মনিকার কব্জির ওপর চোখ পড়লো, ফুলে লাল হয়ে আছে মাংস–সাথে সাথে সীমাহীন আনন্দের সমান হয়ে উঠলো রাগের মাত্রা। এক ঝটকায় তাকে নিজের বুকে টেনে নিলো রানা, অসম্ভব রোগা আর ভঙ্গুর লাগলো শরীরটা, যেন সময়ের আগে বেড়ে ওঠা ছোট্ট একটা মেয়ে। এক মুহূর্ত নড়লো না মনিকা, তারপরই প্রবল আবেগে রানার গলাটা জড়িয়ে ধরলো দু'হাতে, বুকের সাথে সজোরে পিষে ফেলতে চাইলো ওকে। তার শক্তি অনুভব করে বিস্মিত হলো রানা। মনিকার ঘাড়ের গভীরে গাল ঘষার সময় টের পেলো থরথর করে কাঁপছে শরীরটা।

পরস্পরকে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো ওরা, অনেকক্ষণ কোনো কথা বললো না বা নড়লো না। তারপর রানা অনুভব করলো, ওর শার্টের সামনের দিকটা ভিজে যাচ্ছে।

'কেঁদো না, লক্ষ্মীটি।' দু'হাতের তালুতে ধরে মনিকার মুখটা তুললো রানা, আঙুল দিয়ে চোখের জল মুছে দিলো।

'আমি আনন্দে কাঁদছি,' চোখের জলে ভাসতে ভাসতে বললো মনিকা, হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে আছে চেহারা। 'তুমি ফিরে এসেছো, আর কিছু চাই না আমি। এরপর যাই ঘটুক না কেন, আমার কোনো দুঃখ নেই।'

মনিকার হাত দুটো ধরে নিজের মুখের সামনে তুললো রানা, ফুলে ওঠা কব্জিতে আলতোভাবে চুমো খেলো।

'এখন আর ওরা আমার ওপর অত্যাচার করতে পারবে না,' বললো মনিকা, পরম বিশ্বাসে রানার কাঁধে মাথা রাখলো সে। মহিলা গেরিলা দু'জনের দিকে তাকালো রানা। চোখ গরম করে বললো, 'বেরিয়ে যাও তোমরা।'

কথা না বলে মাথা নিচু করলো দুই তরুণী, কিন্তু বেঞ্চ ছেড়ে উঠলো না। পিস্তলের বাঁটে হাত দিলো রানা, বললো, 'মরতে চাও নাকি?'

একযোগে লাফিয়ে উঠলো তরুণীরা, পড়িমরি করে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে। মনিকার দিকে ফিরলো রানা. এই প্রথম চুমো খেলো তার ঠোঁটে। চুমোটা দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী হলো, তারপর এক সময় মনিকা ফিসফিস করলো, 'ওরা যখন হ্যাণ্ডকাফ খুলে হাত-মুখ ধোয়ার সুযোগ দিলো তখনই বুঝলাম তুমি ফিরে আসছো।'

'বাস্টার্ড! অসহায় একটা মেয়ের ওপর অত্যাচার করার শাস্তি ওকে পেতেই হবে। তোমাকে আমি কথা দিচ্ছি···।'

'না, রানা। মাথা গরম করো না। আবার আমরা এক হতে পেরেছি, এটাই আসল কথা। এরইমধ্যে সব ভুলে গেছি আমি।'

আর মাত্র কয়েক মিনিট একা থাকার সুযোগ হলো ওদের, ঝড়ের বেগে রেডিও রুমে ঢুকলো জেনারেল বাওনা, সাথে একদল অফিসার, এখনো তারা সবাই হাসছে। রানা আর মনিকাকে পথ দেখিয়ে নিজের প্রাইভেট অফিসে নিয়ে এলো সে। তার সবিনয় ও অতিথিপরায়ণ ভাব-ভঙ্গিতে ওরা যে মুগ্ধ হচ্ছে না, এটা যেন খেয়ালই করলো না। ডেস্কের সামনে শান্তভাবে বসলো ওরা, পরস্পরের হাত ধরে আছে, মিষ্টি কথার উত্তরে চুপ করে থাকলো।

'আপনাদের জন্যে সুন্দর একটা কোয়ার্টারের ব্যবস্থা করেছি,' ওদেরকে বললো জেনারেল বাওনা। 'সত্যি কথাটাই বলি, আমার একজন সিনিয়র অফিসারকে সরিয়ে দিয়ে তার ডাগআউট আপনাদের বরাদ্দ করেছি। আশা করি, ওখানে আরামের সাথে থাকতে পারবেন আপনারা।'

'থাকার প্রশ্ন উঠছে কেন?' জিজ্ঞেস করলো রানা, তিক্ত কণ্ঠস্বর। 'মনিকাকে নিয়ে সীমান্তের দিকে রওনা হতে চাই আমি, যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব। আমার ইচ্ছে, কাল ভোরেই।'

অমায়িক হাসি ফুটলো জেনারেল বাওনার মুখে। 'এ আপনার ভারি অন্যায়, মেজর রানা!' তার গলায় অভিমান। 'আপনি আমার এতো বড় উপকার করলেন, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগটুকুও কি দেবেন না? এখুনি যাই যাই করলে চলবে কেন বলুন তো! এখন থেকে আপনারা আমার পরম আত্মীয় ও মেহমান। মুক্তির কথা যদি বলেন, অবশ্যই আপনারা তা অর্জন করেছেন। তবে, যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে আপনাদের বিদায় জানাতে ক'টা দিন দেরি হবে, এই যা। ফ্রেলিমোদের বিশাল একটা বাহিনী এদিকে রওনা হয়েছে কিনা।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাথা ঝাঁকালো রানা। 'ঠিক আছে, মেনে নিলাম। একটা বা দুটো দিন নাহয় থাকলাম। তবে, আমার বান্ধবীর জন্যে নতুন কাপড়চোপড় দরকার।'

'ওরা ভারতীয় আর বাংলাদেশী,' নিচু গলায় বলা হলেও, কথাটা শুনতে পেলো রানা। কান খাড়া করলো ও।

'অবশ্যই, মেজর রানা। আপনাকে বললাম না, আপনারা আমার পরম আত্মীয়?' কিন্তু জেনারেল বাওনার কথায় কান নেই রানার।

দু'জন অফিসার নিজেদের মধ্যে চাপা স্বরে কথা বলছে। 'ওরা একটা ফার্মে শ্রমিকের কাজ নিয়ে এসেছিল। গরু-ছাগলের যত্ন নেয়া থেকে শুরু করে গাছ কাটা, হাতির পিঠে কাঠ তোলা, ঘাড়ে করে পানি বওয়া, সব কাজই করছিল।'

'কিন্তু ভারতীয় বা বাংলাদেশীরা মোজাম্বিকে কেন মরতে আসবে?' প্রথম অফিসার জানতে চাইলো।

দ্বিতীয় অফিসার বললো, 'ওরা মোজাম্বিকে আসেনি, এসেছিল জিম্বাবুইয়ে। জিম্বাবুইয়ের নিয়োগ কর্তা ওদের সাথে বেঈমানী করে। কিভাবে শুনবে?' সহাস্যে ব্যাখ্যা করলো সে, 'সরকার রেনামোদের সাথে লড়াই করার জন্যে বিদেশী সৈনিক ভাড়া করবে শুনে নিয়োগ কর্তা সরকারকে প্রস্তাব দেয় তার হাতে অদক্ষ শ্রমিক আছে, সংখ্যায় পাঁচশোর কিছু বেশি। সরকারের তরফ থেকে তাকে পরামর্শ দেয়া হয়, সে যেন ফ্রেলিমো উপ-পরিচালকের সাথে যোগাযোগ করে। উপ-পরিচালক তার প্রস্তাবটা লুফে নেয়, ভারতীয় ও বাংলাদেশী শ্রমিকদের ফার্মে কাজ করার মিথ্যে লোভ দেখিয়ে পাঠিয়ে দেয় মোজাম্বিকে। ওখানে ওদেরকে ট্রেনিং দেয়ার ব্যবস্থা হচ্ছিলো।'

'তাহলে মারা গেল কিভাবে?' জানতে চাইলো প্রথম অফিসার। 'আমরা, রেনামোরা, তো কোনো হামলা করিনি।'

'শ্রমিকরা আসল ব্যাপার বুঝতে পেরে ট্রেনিং ক্যাম্প ছেড়ে পালাতে চেষ্টা করে, সবাই একসাথে,' বললো দ্বিতীয় অফিসার। 'জঙ্গলে লুকিয়ে পড়ে তারা। ধরা সম্ভব নয় বুঝতে পেরে খেপে যায় ফ্রেলিমোরা, হিন্দ গানশিপ পাঠিয়ে কামান দাগে। একজনও নাকি বাঁচেনি।'

মাথাটা যেন ঘুরে উঠলো রানার। ইতিমধ্যে ওদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে ম্যাপের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে জেনারেল বাওনা, কয়েকজন অফিসারের সাথে যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করছে। আলাপরত অফিসারদের দিকে এক পা এগোলো ও, জানতে চাইলো, 'কোত্থেকে পেলেন খবরটা? কতোটুকু সত্যি?'

'একশো ভাগ সত্যি, মেজর,' বললো দ্বিতীয় অফিসার। 'আজ ভোরে আমাদের ইন্টেলিজেন্স রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। রাতের মধ্যে ম্যাসাকারের ছবিও পেয়ে যাবো বলে আশা করছি।'

'কতোজন ছিলো ওরা?'

'বেশিরভাগই বাংলাদেশী, সব মিলিয়ে প্রায় সাড়ে পাঁচশো লোক।'

দিশেহারা বোধ করলো রানা। 'একজনও বাঁচেনি?' হিন্দ গানশিপের আক্রমণ থেকে বাঁচার কৌশল জানা না থাকলে বাঁচেই বা কি করে, ভাবলো ও।

'না।'

'কিন্তু তা কি করে সম্ভব? সবাই মারা যায় কিভাবে? অন্তত কিছু লোক নিশ্চয়ই শুধু আহত হয়েছে।'

'বেশিরভাগ লোকই আহত হয়েছিল,' দ্বিতীয় অফিসাব ব্যাখ্যা করলো। 'ফ্রেলিমো গেরিলারা পরে ট্রুপস পাঠায়, আহতদের এক জায়গায় জড়ো করে ব্রাশ ফায়ার করে। আমাদের ইন্টেলিজেন্স রিপোর্টে বলা হয়েছে, এমনকি তারপরও যারা বেঁচে ছিলো তাদেরকে বেয়নেট চার্জ করে মারা হয়েছে।'

রানা টলছে দেখে খপ্ করে ওকে ধরে ফেললো মনিকা। 'প্লিজ, রানা!' ওকে জড়িয়ে ধরে দরজার দিকে এগোলো সে, হঠাৎ খেয়াল হতে পিছন থেকে জেনারেল বাওনা একজন অফিসারকে নির্দেশ দিলো।

'আমার মেহমানদের পথ দেখাও, ওদের কোয়ার্টারে পৌঁছে দিয়ে এসো। ওখানে যারা আছে তাদের বলবে যখন যা দরকার সব যেন চাওয়ামাত্র দেয়া হয়।'

ছয়

মনিকার সাথে আবার মিলিত হতে পারার আনন্দটুকু নিঃশেষে মুছে গেছে রানার মন থেকে। ওদের জন্যে নির্ধারিত কোয়ার্টারে ঢুকেই প্রথমে একটা রেডিও চাইলো ও। ওর চেহারার দিকে তাকাতে ভয় লাগলো মনিকাব, শোকে যেন পাথর হয়ে গেছে মানুষটা।

কোয়ার্টারটা বেশ সাজানো-গোছানো, সংলগ্ন বাথরুমও আছে। আলাদা বাবুর্চি দেয়া হয়েছে ওদেরকে। ফাই-ফরমাশ খাটার জন্যে রয়েছে দু'জন গেরিলা—একজন তরুণী, একটা যুবক। রেডিওর কথা শুনে ইতস্তত করলো যুবকটি, রানা বললো, 'জেনারেল বাওনাকে আমার কথা গিয়ে বলো।'

আধ ঘন্টা পর দুই ব্যাণ্ডের একটা ট্র্যানজিসটর নিয়ে ফিরে এলো যুবকটি।

ইতিমধ্যে বাবুর্চির সাথে কথা বলে বাথরুমে গিয়ে ঢুকেছে মনিকা, তরুণীর কাছ থেকে পাওয়া নতুন কিছু কাপড়চোপড় নিয়ে। বিছানার ওপর বসে রেডিওটা অন করলো রানা, নব ঘুরিয়ে বিবিসি ধরার চেষ্টা করলো। কিছুক্ষণ পর খবর পড়া হলো বিবিসি থেকে, কিন্তু মোজাম্বিকের কোনো খবর নেই অগত্যা রেডিও হারারে ধরলো রানা।

আধঘন্টা পর শুরু হলো খবর, ইংরেজীতে। প্রথম খবর, বিভিন্ন রণাঙ্গনে রেনামোরা পিছু হটছে, বিপুল ক্ষতি স্বীকার করে। এরপর রাজনৈতিক খবর, কোন্ কোন্ দেশ রেনামোদের তৎপরতা সম্পর্কে নিন্দা জানিয়েছে। স্টিংগার ছিনতাইয়ের কোনো খবর নেই। একেবারে শেষের দিকে বলা হলো, 'ফ্রেলিমোদের একটা ট্রেনিং ক্যাম্পে রেনামো গেরিলারা ব্যর্থ হামলা চালিয়েছিল, ফেরার পথে একটা প্রাইভেট ফার্মের বিপুল সংখ্যক অদক্ষ শ্রমিকের ওপর বিনা উস্কানিতে নির্মমভাবে গুলি চালায় তারা, বেয়োনেট চার্জ করে। শ্রমিকদের বেশিরভাগই বাংলাদেশী বলে জানা গেছে, অল্প কিছু ভারতীয়ও ছিলো। আশঙ্কা করা হচ্ছে তারা সবাই নিহত হয়েছে।'

কাদের আক্রমণে বোঝা গেল না, তবে জানা গেল নিহত হবার খবরটা মিথ্যে নয়। মনটা ভয়ানক খারাপ হয়ে গেল রানার। সর্বস্ব বিক্রি করে, স্বজনদের মায়া ছেড়ে, সুদূর বিদেশে কঠোর পরিশ্রমের বিনিময়ে অল্প কিছু টাকা রোজগারের উদ্দেশ্যে অভিশপ্ত দেশটা থেকে নিরীহ একদল আদমসন্তান এলো, আর এই হলো তাদের পরিণতি! অসৎ আদম-ব্যবসায়ীদের ওপর আক্রোশে অন্ধ হয়ে গেল রানা,

হাতের কাছে এই মুহূর্তে তাদের কাউকে পেলে গলা টিপে খুন করতো। অস্থিরভাবে পায়চারি করছে ও, নিজেকে কোনোভাবে শান্ত করতে পারছে না। একটা চেয়ারে বসে ওর দিকে তাকিয়ে আছে মনিকা, মুখে কথা নেই, চোখ দুটো ছলছল করছে। সে-ও রানার শোকে কাতর।

কারা দায়ী? রেনামোরা নাকি ফ্রেলিমোরা? এই তথ্যটা যেভাবেই হোক উদ্ধার করতে হবে ওকে।

গোটা পরিস্থিতি অদ্ভুতভাবে বদলে যাচ্ছে, উপলব্ধি করলো রানা। রেনামোদের সাথে বিরোধে জড়িয়ে পড়েছে ও, তাদের হাতে বন্দী। শেষ পর্যন্ত কপালে কি আছে জানা নেই, জেনারেল বাওনা সহজে ওদেরকে মুক্তি দেবে বলেও বিশ্বাস করে না ও। এই যখন অবস্থা, তখন ফ্রেলিমোদেরকেও শত্রু মনে করার কারণ সৃষ্টি হচ্ছে। সত্যি যদি ওরা নিরীহ বাংলাদেশীদের খুন করে থাকে, রানার ব্যক্তিগত কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় প্রতিশোধ নেয়া। দেশকে, দেশের মানুষকে ভালোবেসেই বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সে নাম লিখিয়েছিল ও, স্বজাতির ওপর কোনো রকম অবিচার করা হলে প্রতিশোধ অবশ্যই নিতে হবে ওকে, তা না হলে দেশপ্রেমিক বলে দাবি করার থাকেটা কি?

'আগে আমরা এই রাহুর কবল থেকে মুক্ত হই, তারপর কি করা যায় ভাবা যাবে,' বললো মনিকা, সে যেন রানার চিন্তা-ভাবনা ধরতে পারছে। পায়চারি থামিয়ে তার দিকে তাকালো রানা, যেন চিনতে পারছে না। চেয়ার ছেড়ে রানার সামনে এসে দাঁড়ালো মনিকা, ওর দু'কাঁধে হাত রাখলো। 'প্লিজ, রানা। আমি তোমার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি। কিন্তু অস্থির হয়ো না, প্লিজ। মাথাটা ঠাণ্ডা রাখো। আমরা একটা বিপদের মধ্যে রয়েছি, তাই না? প্রথমে এখান থেকে ছাড়া পাই, তারপর···।'

'দুঃখিত, মনিকা,' বিড়বিড় করে বললো রানা। 'তোমার কথা মনেই ছিলো না আমার। তুমি দেখছি গোসল করেছো!'

'চলো, তুমিও গোসল করবে। খাওয়ার পর বিশ্রাম দরকার তোমার। এসো,' রানাকে বাথরুমের দিকে টেনে নিয়ে চললো মনিকা। 'তোমার কাপড় বাথরুমেই রাখা আছে।'

বাথরুম থেকে বেরুলো রানা, ওদের বাবুর্চি জানালো, 'ডিনার রেডি, মেমসাহেব।'

দুই প্রস্থ পরিচ্ছেদ দেয়া হয়েছে রানাকে, রেনামোদের ইউনিফর্ম ও সিভিল ড্রেস। সাদা শার্ট আর জিনসের প্যান্ট পরেছে রানা।

ঘরে আসবাব বলতে দুটো চেয়ার আর একটা টেবিল। একধারে কাঠের তক্তা দিয়ে মাচা মতো তৈরি করা হয়েছে, মশারি দিয়ে ঢাকা, ওটাই ওদের বিছানা।

টেবিলে বসে নিঃশব্দে খেলো ওরা। বাবুর্চির রান্নার হাতটা ভালো, রেঁধেছেও অনেক রকম। প্রচণ্ড খিদে নিয়েও বেশি কিছু খেতে পারলো না রানা, ও খাচ্ছে না দেখে মনিকাও প্রায় অভুক্ত থাকলো।

খাওয়া শেষ হয়েছে, এই সময় একজন গেরিলা ঢুকলো ভেতরে, হাতে কাঠের একটা বাক্স। বাক্সের ভেতর ছ'টা বিয়ারের ক্যান দেখলো রানা। বিয়ারের

সাথে একটা চিরকুট পাঠিয়েছে জেনারেল বাওনা, আগামী কাল রাতে অফিসার্স মেসে ডিনারের দাওয়াত দিয়েছে ওদেরকে।

মশারির ভেতর জড়াজড়ি করে শুয়ে থাকলো ওরা। কারো মুখে কথা নেই। রানাকে ঘুম পাড়াবার জন্যে মাথার চুলে বিলি কেটে দিলো মনিকা। চোখ বুজে পড়ে থাকলো রানা। মাঝে মধ্যে ওর ওপর ঝুঁকে আলতোভাবে চুমো খেলো মনিকা, তাতে যৌনাবেদনের ছিটেফোঁটাও থাকলো না, থাকলো সহানভূতি ও সান্ত্বনা। তবু একসময় উত্তেজিত হয়ে উঠলো রানা, জৈবিক তাড়না অস্থির করে তুললো ওকে। কিন্তু তা মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে। হঠাৎ করে অসহায়, নিরস্ত্র মানুষগুলোকে প্রাণভয়ে ছুটাছুটি করতে দেখলো ও, গাছপালার আড়ালে লুকিয়ে পড়ার চেষ্টা করছে। মাথার ওপর যমদূতের মতো চলে এলো হিন্দ গানশিপ। কামানের গোলায় ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে পাঁচশো বাঙালী।

তারপর একসময় ঘুমিয়ে পড়লো রানা। রাতটা কাটলো দুঃস্বপ্ন দেখে।

সকালে ঘুম ভাঙলো রানার, দেখলো মনিকা ওর জন্যে নাস্তা নিয়ে অপেক্ষা করছে টেবিলে।

নিজেকে অপরাধী লাগলো ওর, মনিকার দিকে সরাসরি তাকাতে পরলো না। পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা জন্মেছে ওদের, অথচ এক বিছানায় শুয়েও মনিকার চাহিদাকে গ্রাহ্য করেনি ও। বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে টেবিলে বসলো ও, ম্লানকণ্ঠে বললো, 'দুঃখিত। রাতে আমি তোমার সাথে কথা বলিনি।'

রানার হাতে হাত রেখে মৃদু চাপ দিলো মনিকা। 'আমার কথা তোমাকে ভাবতে হবে না। রাতে কিছু খাওনি তুমি, প্লেটে যেন কিছু পড়ে না থাকে। এখন তোমার শক্তি দরকার, দুর্বল হয়ে পড়লে বিপদের সময় কি হবে?'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে একমত হলো রানা। প্লেট উপচে পড়ছে, এক এক করে সবই খেলো ও–চারটে ডিম, মাখন লাগানো চার স্লাইস রুটি, ভেজিটেবল সুপ, পনির, দুটো আপেল। সবশেষে গরম কফি।

নাস্তার পর আবার রেডিও অন করলো রানা। প্রায় সারাটা দিনই বিভিন্ন স্টেশন থেকে খবর সংগ্রহ করার চেষ্টা করলো। হারারে রেডিওর খবর সমর্থন করেছে মোজাম্বিক সরকার, সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে বলেছে, পাঁচশো বিদেশী শ্রমিককে নির্মমভাবে হত্যা করেছে রেনামোরা। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার রেডিও খবরটাকে ডাহা মিথ্যে বলে প্রচার করলো। তাদের বক্তব্যের সাথে রেনামো অফিসারদের বক্তব্য সম্পূর্ণ মিলে গেল–ট্রেনিং ক্যাম্প থেকে পালিয়ে যাওয়ায় খেপে গিয়ে পাঁচশো অদক্ষ শ্রমিককে ফ্রেলিমো পিশাচরা খুন করেছে।

এক সময় রানার হাত থেকে রেডিওটা নিয়ে নিলো মনিকা। 'ভুলে থাকতে বলতাম না, যদি তোমার কিছু করার থাকতো,' বললো সে। 'শুধু শুধু নিজেকে এভাবে কষ্ট দেয়ার মানে হয় না, রানা।'

'ইচ্ছে ও চেষ্টা থাকলে করার অনেক কিছুই আছে, মনিকা,' গম্ভীর স্বরে বললো রানা।

'করবে বৈকি, আগে সুযোগ আসুক।' রানার পাশে বসলো মনিকা, জড়িয়ে ধরলো দু'হাতে। 'আমাকে তুমি ভুল বুঝো না, প্লিজ। তোমার এই কষ্ট দেখে

আমার গর্ব হচ্ছে, বিশ্বাস করো। যার ভেতর দেশপ্রেম নেই সে আবার মানুষ নাকি! কিন্তু আমি চাই, আগে এই বিপদ থেকে বাঁচো।'
দুপুরে খাওয়াদাওয়া সেরে বিছানায় উঠলো ওরা।

অফিসার্স মেসে পরিবেশটা উৎসবমুখর হয়ে উঠলো। প্রথমেই জেনারেল বাওনা ঘোষণা করলো, মেজর মাসুদ রানা ও তার বান্ধবী মিস মনিকার সম্মানে এই ডিনারের আয়োজন করা হয়েছে। রানা ও মনিকাকে খুশি করার জন্যে খুবই ব্যস্ত দেখা গেল তাকে।

বড় একটা গোল টেবিলের চারধারে বসলো সবাই। বিশাল গামলায় পরিবেশন করা হলো গো-মাংস। ভুট্টার রুটি রাখা হলো তামার থালায়। সাথে আছে প্রচুর বিয়ার। ডিনার শুরুর আগে সবাই কষে ধূমপান করছে আর বিয়ার খাচ্ছে। এরইমধ্যে বেসামাল হয়ে পড়েছে অফিসারদের কেউ কেউ। বাংকারটা বড় হলেও, ধোঁয়া আর পুরুষালি ঘামের গন্ধে দম আটকে আসার অবস্থা হলো মনিকার।

জেনারেল বাওনা বিয়ার ছুঁলো না। অফিসারদের চেঁচামেচি শুনেও না শোনার ভান করলো সে। মনিকা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলেও, বাওনা তাকে তার রাজনৈতিক বক্তব্য না শুনিয়ে ছাড়লো না।

অফিসারদের খাওয়ার ভঙ্গি দেখে গা ঘিন ঘিন করে উঠলো তার, প্রচণ্ড খিদে থাকা সত্ত্বেও মুখে প্রায় কিছুই দিতে পারলো না। একই জায়গা থেকে রুটি নিয়ে গোল পাকাচ্ছে সবাই, পাকানো রুটি গামলায় ডোবাচ্ছে, ঝোলে ভালো করে ভিজিয়ে নিয়ে মুখে পুরছে অর্ধেকটা, বাকি অর্ধেকটা আবার ডোবাচ্ছে ঝোলে। চর্বিবহুল আঠালো ঝোল তাদের ঠোঁট ও চিবুক বেয়ে নিচের দিকে গড়াচ্ছে, কিন্তু সেদিকে কারো খেয়াল নেই। খাবার চিবানোর সময় বাক-সংযমের ধার ধারছে না কেউ, ফলে খাদ্যকণাগুলো মুখ থেকে ছড়িয়ে পড়ছে টেবিলের ওপর, গামলায় ও হাতে ধরা রুটিতে।

হাত গুটিয়ে বসে থাকলো মনিকা, লক্ষ্য করলো রানাও সিদ্ধান্ত নিয়েছে অভুক্ত থাকার। অগত্যা জেনারেল বাওনার কথা শুনে সময়টা কাটাবার সিদ্ধান্ত নিলো সে।

'গোটা দেশটাকে আমরা তিনটে ওঅর জোন-এ ভাগ করেছি,' ব্যাখ্যা করলো কিরিকিটি বাওনা। 'উত্তরের কমাণ্ডার জেনারেল আকাপাকা হস আলভিস, তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন নিয়াসা ও কাবো ডেগাডো প্রদেশ। দক্ষিণে রয়েছেন জেনারেল ডিপপো ডিপ, আর আমি নিয়ন্ত্রণ করছি মধ্য প্রদেশ। আমরা তিনজন দখল করে রেখেছি গোটা মোজাম্বিকের শতকরা প্রায় পঞ্চাশ ভাগ। বাকি চল্লিশ ভাগকে আমরা ডেস্ট্রাকশন জোন হিসেবে চিহ্নিত করেছি, অবলম্বন করেছি পোড়ামাটি নীতি, ফ্রেলিমোরা যাতে নিজেদের প্রয়োজনে চাষাবাদ করতে না পারে।'

'তাহলে আমেরিকায় বসে আমরা যে অত্যাচারের খবর পাই, তা সত্যি?' জিজ্ঞেস করলো মনিকা। 'ডেস্ট্রাকশন জোনে আপনার সৈন্যরা নিরীহ লোকজনকে পুড়িয়ে মারছে, তাদের বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে।'

'না, মিস মনিকা। আমরা বরং ডেস্ট্রাকশন জোন থেকে অনেক সিভিলিয়ানকে নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরিয়ে এনেছি। সিভিলিয়ানদের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে ফ্রেলিমোরা।'

'ফ্রেলিমোরা মোজাম্বিক শাসন করছে, তারা কেন নিজেদের লোকজনকে এভাবে পুড়িয়ে মারবে?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইলো মনিকা।

'বিশ্বাস না হওয়াই স্বাভাবিক,' বললো জেনারেল বাওনা। 'কিন্তু কমিউনিস্টদের চিন্তাধারা বড় অদ্ভুত, খাতে বয়, মিস মনিকা। আপনি বললেন শাসন করছে, কিন্তু বাস্তব সত্য হলো শাসন করার যোগ্যতা তাদের নেই। শহরের বাইরে লোকজনকে তারা নিরাপত্তা বা খাবার, দুটোর কোনোটাই দিতে পারছে না–স্বাস্থ্য সেবা, শিক্ষা, পরিবহন সুবিধে বা যোগাযোগ ব্যবস্থার কথা নাহয় বাদই দিলাম। খেতে দেয়ার চেয়ে মানুষকে মেরে ফেলা অনেক সহজ। আর ঠিক সেটাই তারা করছে, করে নাম দিচ্ছে রেনামোদের। প্রমাণও দিতে পারি–দেরিতে হলেও, বিবিসি খবরটা প্রচার করেছে আজ সকালে। ভারতীয় ও বাংলাদেশী শ্রমিকদের ফ্রেলিমোরাই পাইকারীভাবে খুন করেছে। অথচ দেখুন, ওরা দায়ী করছে রেনামোদের।'

'কিন্তু ফ্রেলিমো মোজাম্বিকের নির্বাচিত সরকার···।'

হেসে উঠলো জেনারেল বাওনা। 'আফ্রিকায় নির্বাচিত সরকার বলে কিছু নেই, মিস মনিকা।'

কিছুক্ষণ গুম মেরে থাকলো মনিকা, তারপর বললো, 'আচ্ছা, বলুন তো, এই যুদ্ধে ফ্রেলিমোরা যদি হেরে যায়, রেনামোরা যদি জেতে, আপনারা যদি নতুন সরকার গঠন করেন, তখন কি আপনি গণতন্ত্রের চর্চা করবেন, ব্যবস্থা করবেন অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের?'

'এতো বছর ধরে, এতো পরিশ্রম করে সরকার গঠন করবো, একদল গ্রাম্য চাষার হাতে ক্ষমতা তুলে দেয়ার জন্যে? না, মিস মনিকা, না। একবার ক্ষমতা পেলে তা নিরাপদ হাতে ধরে রাখা হবে।' জেনারেল বাওনা তার পেশীবহুল হাত দুটো উঁচু করে দেখালো।

'তারমানে অন্যেরা যতোটুকু খারাপ আপনিও তাদের চেয়ে কম খারাপ নন।' রাগে মুখের চেহারা লালচে হয়ে উঠলো মনিকার। এই লোক তাকে মাটির তলায় একটা খুপরির ভেতর দিনের পর দিন আটকে রেখেছিল, হাতের হ্যাণ্ডকাফ খুলতে রাজি হয়নি, একটা অসহায় মেয়েকে যতো রকমভাবে সম্ভব অপমান করেছে।

'আফ্রিকায় ভালো লোক বা মন্দ লোক বলে কিছু নেই,' বললো জেনারেল বাওনা। 'আছে শুধু বিজয়ী ও বিজিত। আমি বিজয়ীদের একজন হতে চাই, মিস মনিকা।'

এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে বাংকারে ঢুকলো একজন সিগন্যাল অফিসার, জেনারেল বাওনার কানে কানে কি যেন বললো সে। তাকে নিয়ে অফিসার্স মেস থেকে বেরিয়ে গেল জেনারেল, অতিথিদের কাছে ক্ষমা না চেয়েই। তাকে চলে যেতে দেখে রানার দিকে ঝুঁকলো মনিকা, ফিসফিস করে বললো, 'লোকটা আমাকে আতঙ্কের মধ্যে রেখেছে। দেখলেই ভয় লাগে। আবার ফিরে আসার

আগে আমরা চলে গেলে পারি না?'

মনিকাকে নিয়ে দরজার দিকে এগোচ্ছে রানা, পিছন থেকে কুকুর-বিড়ালের ডাক ছাড়লো অফিসাররা। ওদেরকে বাধা দেয়া হলো দরজার বাইরে। একজন অফিসার রানার পথ আগলে দাঁড়ালো, বললো, 'আপনি ম্যাসাকারের ফটো দেখতে চেয়েছিলেন, মনে আছে, মেজর?'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকালো রানা।

রানার হাতে একটা এনভেলাপ ধরিয়ে দিলো অফিসার। 'দেখে এখুনি আমাকে ফেরত দিতে হবে,' বললো সে। 'একটা করে কপি, আমাদের রেকর্ড হিসেবে থাকবে।'

অফিসার্স মেসে ফিরে এসে আলোর নিচে দাঁড়ালো রানা, এনভেলাপ খুলে একটা ফটো বের করলো। বাকিগুলো দেখার দরকার হলো না, হত্যাযজ্ঞটা যে ফ্রেলিমোরা ঘটিয়েছে প্রথম ছবিটাতেই তার প্রমাণ পাওয়া গেল। নিহত লোকগুলো যে ভারতীয় ও বাংলাদেশী তাতেও কোনো সন্দেহ নেই।

'একজন কিউবান ফটো-সাংবাদিক তুলেছে এগুলো,' জানালো অফিসার। 'আমরা তার কাছ থেকে কিনে নিয়েছি। দেখুন না, ফটোর সাথে তারিখও আছে।'

'ধন্যবাদ,' বলে এনভেলাপ ও ফটো ফেরত দিলো রানা। মনিকাকে নিয়ে আবার বেরিয়ে এলো বাইরে। নিজেদের আস্তানার দিকে যাচ্ছে ওরা, অন্ধকার ফুঁড়ে ওদের সামনে বেরিয়ে এলো জেনারেল বাওনা।

'আপনারা এখুনি বিদায় নিচ্ছেন নাকি?' জিজ্ঞেস করলো সে, তারপর বললো, 'আপনাদের দু'জনের জন্যেই খারাপ খবর রয়েছে আমার কাছে।'

'আপনার উদ্দেশ্য ভালো নয়,' ঠাণ্ডা গলায় বললো রানা। 'আমি জানতাম, আপনি কথা রাখবেন না।'

'পরিস্থিতি আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে,' শান্তভাবে বললো জেনারেল। 'আমি নাচার। সার্জেন্ট মাবাসা এইমাত্র রেডিও মেসেজ পাঠিয়েছে। আজ সন্ধ্যায় সে ফিরবে বলে আশা করছিলাম আমি। ফিরলে সীমান্ত পর্যন্ত আপনাদেরকে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব দিতাম তাকে। কিন্তু...।'

'ঠিক আছে, বলুন, আসলে কি চান আপনি?' প্রায় খেঁকিয়ে উঠলো রানা। 'নতুন কি অজুহাত দাঁড় করাবেন?'

অপমানটা গায়ে মাখলো না কিরিকিটি বাওনা। 'আমাদের পশ্চিমে বিপুল সৈন্য সমাবেশ করা হয়েছে। হিন্দ গানশিপের সাহায্যে ফ্রেলিমো ও নিয়মিত জিম্বাবুই বাহিনী একযোগে বড় ধরনের আক্রমণ শুরু করবে বলে মনে হচ্ছে। আমরা সম্ভবত এরইমধ্যে জিম্বাবুই সীমান্ত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। আমাদের দখল করা এলাকাগুলোয় যে-কোনো মুহূর্তে শত্রুরা ঢুকে পড়বে। সার্জেন্ট মাবাসা তার কিছু লোককে হারিয়েছে, তারপরও চেষ্টা করছে ফিরে আসার। আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি, এখন যদি যেতে দেয়া হয়, আপনারা সীমান্তে পৌঁছুনোর আগেই ফ্রেলিমোদের হাতে ধরা পড়বেন। একবার ভেবে দেখেছেন, মিস মনিকাকে হাতে পেলে কি করবে ওরা?'

'আসলে কি চান, বলবেন?' আবার জিজ্ঞেস করলো রানা। 'আপনার কোনো

মতলব আছে। কি সেটা?'

'আমার ওপর আপনার বিশ্বাসের বহর দেখে খুশি হতে পারছি না,' বললো জেনারেল, যদিও হাসছে। 'কি জানেন, মেজর রানা, যতো তাড়াতাড়ি হিন্দ গানশিপগুলো ধ্বংস করা যাবে ততো তাড়াতাড়ি ব্যর্থ করে দেয়া সম্ভব হবে ফ্রেলিমোদের আক্রমণ। তারপর আর দেরি কিসের, আপনারাও সীমান্তের দিকে চলে যেতে পারবেন।'

'আমি শুনছি,' বললো রানা।

'আপনি আর ক্যাপটেন নেবুবি, শুধু এই দু'জনই স্টিংগার সম্পর্কে জানেন। স্টিংগার পেয়েছি, কিন্তু ওগুলো ছুঁড়বে কে? আমি চাই, বাছাই করা একদল লোককে আপনি ট্রেনিং দিন।'

'শুধু এই, নাকি আরো কিছু আছে? কিছু লোককে মিসাইল ছোঁড়া শিখিয়ে দিলে আমাদেরকে ছেড়ে দেবেন?'

'দেবো।'

'কি করে বুঝবো আবার আপনি গোল পোস্ট সরাবেন না?'

'আপনি আমাকে অপমান করছেন, মেজর।'

'যতোটা করতে চাই তার ধারেকাছেও যেতে পারছি না।'

'তাহলে সে-কথাই রইলো। আপনি আমার লোকদের ট্রেনিং দেবেন, বিনিময়ে আপনাদেরকে আমি প্রথম সুযোগেই সীমান্ত পর্যন্ত নিরাপদে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করবো।'

'কাল সকাল থেকে শুরু করবো আমি,' বললো রানা। 'ভালো হয় যদি মাবাসা আর তার লোকজনকে পাই। ওদেরকে আমি ভালো করে চিনি, ওরা আমার ভাষা বোঝে। মাবাসার সাথে বিখানিকেও চাই আমি।' বিখানিকে শিক্ষানবিশ ড্রাইভার হিসিবে ট্রেনিং দিয়েছে রানা।

'কি রকম সময় নেবেন?' জানতে চাইলো জেনারেল বাওনা। 'বুঝতেই পারছেন, এখন প্রতিটি ঘন্টাই ভাইটাল।'

'মাবাসার লোকদের পেলে এক হপ্তার মধ্যে ট্রেনিং শেষ করা সম্ভব,' বললো রানা।

'অতো সময় আপনি পাবেন না।'

'তার আগেই, যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব, স্টিংগার ছোঁড়ার ব্যবস্থা করবো আমি,' রানার গলায় ঝাঁঝ। 'প্রয়োজনের চেয়ে এক মিনিটও বেশি থাকার ইচ্ছে আমার নেই। এবার আমরা বিদায় নেবো।' মনিকার হাত ধরে ঘুরলো ও।

'রানা!' ফিসফিস করলো মনিকা। 'কেন যেন আমার মনে হচ্ছে, এই ফাঁদ থেকে কোনোদিনই আমরা বেরুতে পারবো না...।' রানা ওর বাহুতে চাপ দিয়ে থামিয়ে দিলো।

'ওপরে তাকাও,' নরম সুরে বললো ও। আকাশের দিকে মুখ তুললো মনিকা।

'তারা?' জিজ্ঞেস করলো মনিকা। 'তুমি আমাকে তারা দেখতে বলছো?'

'হ্যাঁ।' আকাশ জুড়ে তারার মেলা বসেছে, কালো মখমলের ওপর ছড়িয়ে

থাকা মুক্তোর মতো। 'আত্মাকে শান্ত করে ওগুলো।'

বড় করে নিঃশ্বাস ফেললো মনিকা। 'হ্যাঁ, ঠিক বলেছো। আজ আমরা বাঁচি এসো, ভালোবাসি, কাল কি হবে পরে দেখা যাবে।'

মশারির ভেতর নিরাপদ বোধ করলো মনিকা, জৈবিক তাড়না মাথাচাড়া দিয়ে ওঠায় সমস্ত ভয় ও দুশ্চিন্তা আপাতত মুখ লুকালো। এক সময় মনিকা রানার কানে কানে বললো, 'এভাবে আমরা যদি দশ হাজার বারও ভালোবাসি, তোমাকে পাওয়ার এই যে আমার আকাঙ্ক্ষা ও আকুতি তাতে একটুও মরচে ধরবে না।' তারপর ঘুমিয়ে পড়লো সে।

হঠাৎ ঘুম ভাঙলো তার গায়ে লেগে থাকা রানার পেশী হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে ওঠায়। সাথে সাথে তার ঠোঁটে একটা আঙুল চেপে ধরলো রানা, যাতে কোনো শব্দ না করে। অনড় শুয়ে থাকলো মনিকা, এমনকি নিঃশ্বাস ফেলারও সাহস পাচ্ছে না তারপর শব্দটা শুনতে পেলো সে। বাংকারের মুখে আঁচড়ানোর আওয়াজ, জালের পর্দা একপাশে সরিয়ে ভেতরে একটা পশু ঢুকলো।

বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ড লাফাতে শুরু করলো, মাটির মেঝে পেরিয়ে জানোয়ারটা ওদের বিছানার দিকে চলে আসছে। মনিকার ইচ্ছে হলো গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে। জানোয়ারটা কোনো শব্দই করছে না, অথচ শরীরটা ছোটো নয়। হঠাৎ তার গন্ধ পেলো রানা, মাংসভুক কোনো হিংস্র পশুর গায়ের গন্ধ।

মনিকার পাশ থেকে হঠাৎ নড়ে উঠলো রানা, যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল ওর শরীরে। মশারির বাইরে বেরিয়ে গেল ও, আবছা অন্ধকারের ভেতর ধস্তাধস্তির শব্দ হলো, আহত পশুর মতো গুঙিয়ে উঠলো কে যেন। আতঙ্কে দিশেহারা বোধ করছে মনিকা, রানার পিঠে ওঠার চেষ্টা করলো আত্মরক্ষার জন্যে।

'আজ তোমাকে ধরেছি, ব্যাটা শয়তান,' ভারি গলায় বললো রানা। 'ভেবেছো বারবার আমাকে চমকে দেবে?'

'আপনি, বস্, চিরতরুণ-চিতাবাঘের মতো শক্তিশালী!' খিকখিক করে হাসলো পেনডুলা, রানার মুঠো থেকে নিজের ঘাড়টা ছাড়াবার জন্যে শরীরটা মোচড়াচ্ছে।

'কোথায় ছিলে তুমি, পেনডুলা?' তিরস্কারের সুরে জানতে চাইলো রানা। 'এতো দেরি হলো কেন, রাস্তায় বুঝি সুন্দরী কোনো মেয়ের খপ্পরে পড়েছিলে?'

খিক খিক করে আবার হাসলো পেনডুলা, নারী সংক্রান্ত যে-কোনো অভিযোগ শুনতে ভালো লাগে তার। 'বাজপাখির আস্তানা খুঁজে পেয়েছি আমি, বস্,' গর্বের সাথে বললো সে। 'ঠিক যেভাবে খুঁজে বের করি মৌমাছিরা কোথায় রেখে এসেছে তাদের মৌচাক। ওগুলো আকাশে হারিয়ে যাবার আগে লক্ষ্য করেছি সূর্য কোথায় ছিলো, তারপর আমি অনুসরণ করে পেয়ে যাই গোপন আস্তানা।'

পেনডুলাকে আদর করে মশারির ভেতর টেনে নিলো রানা, ছোট্ট একটা ঝাঁকি দিয়ে বললো, 'ব্যাখ্যা করো।'

কোমরের নেংটি খুলে গিয়েছিল, সেটা কুঁচি দিয়ে বাঁধলো পেনডুলা। খুক খুক করে বার কয়েক কাশলো, যেন আত্মমর্যাদা বাড়াবার চেষ্টা করছে। 'ওদিকে একটা গোল পাহাড় আছে, দেখতে ঠিক যেন একটা টাক মাথা,' শুরু করলো সে।

'পাহাড়টার একদিকে রয়েছে রেললাইন, আরেক ধারে রাস্তা।'

একটা কনুইয়ে ভর দিয়ে কাত হয়ে রয়েছে রানা, অপর হাতটা পড়ে রয়েছে মনিকার কোমরে। রানার আরো কাছে সরে এলো মেয়েটা, অন্ধকারে কান খাড়া করে পেনডুলার বাঁশীর মতো মিষ্টি ও সুরেলা কথাগুলো শুনছে।

'ওখানে দুশমনরা সংখ্যায় ভারি, পাহাড়ের চারধারে বড় আকারের বন্দুকগুলো গর্তের ভেতর লুকানো।' কল্পনার চোখে দেখতে পেলো রানা, পাহাড়ের মাথায় ওটা একটা গ্যারিসন। আউটার ডিফেন্স লাইনের সামনে গানশিপগুলো বালির বস্তার আড়ালে লুকিয়ে রাখা হয়েছে, মাটির কয়েক ফুট নিচে।

'বাজপাখির আস্তানার ভেতর অনেক গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, সবুজ কাপড় পরা সাদা চামড়ার লোকজন বারবার বাজপাখির ভেতর ঢুকে কি যেন দেখছে।' মোবাইল ওঅর্কশপ, ফুয়েল ট্যাংকার, ভাড়াটে সৈনিক ও টেকনিশিয়ানদের বর্ণনা দিলো পেনডুলা।

'পেনডুলা, তুমি কি পাহাড়ের কাছাকাছি লাইনে রেলগাড়ি দেখেছো?' জানতে চাইলো রানা।

'দেখেছি,' জবাব দিলো পেনডুলা। 'বগিগুলোয় শুধু বিয়ার রয়েছে–বাজপাখি ওড়াবার সময় ওদের গলা বোধহয় শুকিয়ে যায়।' রানার সাথে একবার হারারেতে বেড়াতে গিয়েছিল পেনডুলা, বেশ কয়েক বছর আগে। ওখানে একটা ট্যাংকারকে বিয়ার আনলোড করতে দেখে সে। সেই থেকে তার ধারণা হয়েছে ট্যাংকার মাত্রই বিয়ার বহন করে। তার ভুলটা ভেঙে দিতে চেষ্টা করেছে রানা, কিন্তু পারেনি। ট্যাংকারে যে গ্যাসোলিন থাকতে পারে, এটা সে বিশ্বাস করবে না।

অন্ধকারে হাসলো রানা। বড় আকারের ট্যাংকারে করে ফুয়েল আনা হচ্ছে হারারে থেকে, তারপর ছোটো ট্যাংকারে ভরে পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে সড়কপথে গ্যারিসনে। তারমানে, বোঝা যাচ্ছে, হিন্দ গানশিপের আস্তানাতেই মজুদ রাখা হয়েছে ফুয়েল। বেশ বড় ধরনের একটা ঝুঁকি নিচ্ছে ফ্রেলিমোরা। তথ্যটা মনে গেঁথে রাখলো রানা।

আরো প্রায় এক ঘন্টা মশারির ভেতর থাকলো পেনডুলা, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সমস্ত তথ্য তার কাছ থেকে জেনে নিলো রানা। পেনডুলা নিশ্চিত, আস্তানায় মোট এগারোটা হিন্দ গানশিপ আছে। হিসাবটা মিলে গেল, বাকি একটা হিন্দকে স্টিংগারের সাহায্যে ভূপাতিত করেছে রানা, হারকিউলিস থেকে। পেনডুলা জানালো, আসলে মাত্র নয়টা গানশিপ আকাশে উড়ছে। ছোটো একটা পাহাড়ের মাথায় নিজেকে লুকিয়ে রেখে ভোরবেলা ওগুলোকে আকাশে উড়তে দেখেছে সে। প্রতিটি হিন্দ সারাদিনে কয়েকবার ফুয়েল নিতে আসে, শেষবার ফেরে সন্ধ্যার দিকে। রানা জানে, মাত্র বিশ পর্যন্ত গুনতে পারে পেনডুলা, তার বেশি হলে 'অনেক' বা 'অসংখ্য' বলে চালিয়ে দেয়।

রানা ধারণা করলো, দুটো হিন্দ অচল হয়ে পড়েছে, সম্ভবত স্পেয়ার পার্টস না আসা পর্যন্ত উড়তে পারবে না। তবে রেনামোদের বারোটা বাজাবার জন্যে নয়টাই যথেষ্ট।

'হুকুম করুন, বস্,' বললো পেনডুলা। 'আর কি করার আছে আমার?'

চুপচাপ চিন্তা করলো রানা। পেনডুলাকে নিজের লোক বলে শাঙ্গানিদের দলে ভিড়িয়ে দিতে পারে ও। কিন্তু ওর মন বলছে, পেনডুলাকে কিরিকিটি বাওনার দৃষ্টি থেকে লুকিয়ে রাখলে ভবিষ্যতে লাভ হতে পারে। 'তুমি আমার তুরুপ, পেনডুলা,' ইংরেজীতে বললো রানা, তারপর সোয়াহিলি ভাষায় জানালো, 'আমি চাই সবার চোখের আড়ালে থাকো তুমি। কেউ যেন তোমাকে দেখতে না পায়। আমি আর নেবুবি ছাড়া।'

'শুনলাম, বস্।'

'আজকের মতো, রোজ রাতে আমার সাথে দেখা করবে। তোমার জন্যে খাবার রাখবো আমি, বলবো কি করতে হবে। আপাতত চোখ খোলা রাখো, কি দেখছো সব জানাও আমাকে।'

এমন নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল পেনডুলা, বাংকারের মুখের কাছে পর্দাটা একবার শুধু একটু খসখস করে উঠলো।

'ওর কিছু হবে না তো?' উদ্বেগে কেঁপে গেল মনিকার গলা। 'আমার খুব ভয় লাগছে। লোকটাকে আমার এতো ভালো লাগে!'

'আমাদের মধ্যে একা ও-ই হয়তো শেষ পর্যন্ত বাঁচবে,' সস্নেহে হাসলো রানা।

'আমার আর ঘুম আসবে না,' আদুরে বিড়ালের মতো রানার গায়ে সেঁটে এলো মনিকা। 'পেনডুলা আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে দেয়ায় আমি খুশি। সত্যি কথা বলতে কি, ওর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।'

'কি ব্যাপার, কেন বলো তো?'

রানার কানের কাছে ফিসফিস করলো মনিকা, 'আহা, যেন জানো না!'

সাত

খুব ভোরে নেবুবির ঘুম ভাঙালো রানা। 'ওঠো, অনেক কাজ পড়ে আছে।' বুটের ফিতে বাঁধছে নেবুবি, পরিস্থিতিটা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করলো ও।

'তারমানে কান-কাটা বাওনা পদোন্নতি দিয়ে আমাদেরকে ইন্স্ট্রাকটর বানিয়েছে,' চাপা গলায় হেসে উঠলো নেবুবি। 'অথচ স্টিংগারগুলো সম্পর্কে শুধু ওই ম্যানুয়্যাল দেখে যা কিছু শিখেছি।'

'এবার হাতে-কলমে শিখতে হবে,' বললো রানা। 'তারপর শাঙ্গানিদের ট্রেনিং দেবো আমরা। তার আগে আমাদের ছাড়বে না বাওনা।'

'তারপরও কি ছাড়বে?' জিজ্ঞেস করলো নেবুবি, আড়চোখে তাকালো রানার দিকে।

'চলো, বিখানি আর তার লোকজনকে এক জায়গায় জড়ো করি,' প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে বললো রানা। 'প্রতিটি দলে দু'জন করে লোক থাকবে—একজনের

দায়িত্বে থাকবে লঞ্চার, অপর লোকটা অতিরিক্ত মিসাইল বহন করবে। দ্বিতীয় লোকটাকে দায়িত্ব গ্রহণের যোগ্য হতে হবে, লিডার যদি ধরাশায়ী হয়।' মোমবাতি জ্বেলে নোটবুক বের করলো রানা।

বাঘের ছাপ মারা প্যান্টের ভেতর শার্ট গুঁজলো নেবুবি। 'মাবাসা কখন পৌঁছুবে বলে আশা করছেন আপনি?' জানতে চাইলো সে।

'আজ কোনো এক সময়, আদৌ যদি পৌঁছায়,' বললো রানা।

'রেনামোদের মধ্যে একমাত্র সেই একটু ভালো,' মন্তব্য করলো নেবুবি।

'বিখানিও খারাপ নয়,' বললো রানা, সেকশন লিডার হিসেবে তাদের নাম তালিকার মাথায় লিখলো রানা। 'ত্রিশজন লোক দরকার আমার, নাম বলো।'

ভোরের আলো ফোটার পর লোকগুলোকে প্যারেড করালো রানা। এরা সবাই গ্র্যাণ্ড রীফ অপারেশনে রানার সাথে ছিলো। বিখানির সাথে রয়েছে আঠারো জন লোক, তাকে পদোন্নতি দিয়ে পুরোপুরি সার্জেন্ট বানালো রানা। আনন্দে রানাকে স্যালুট করলো বিখানি, গর্বের হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো কালো চেহারা। 'সার্জেন্ট,' এই প্রথম বিখানিকে সার্জেন্ট বলে সম্বোধন করলো রানা। 'ওদিকে ওই পাহাড়টা দেখতে পাচ্ছো?' গাছপালার ফাঁক দিয়ে কেনোরকমে, অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে দূরবর্তী পাহাড়টা। 'তোমার লোকজনদের নিয়ে ছোটো, পাহাড়টাকে একবার চক্কর দিয়ে দু'ঘন্টার মধ্যে ফিরে আসো এখানে। প্রত্যেকের সাথে অস্ত্র ও ফুল ফিল্ড-প্যাক থাকবে।'

দলটা ছুটলো, তাদের দিকে চোখ রেখে রানা বললো, 'আজ সন্ধের মধ্যে মাবাসা যদি না ফেরে, অন্য লোকদের রিক্রুট করবো আমরা।'

'এখন কি করবো?' জানতে চাইলো নেবুবি।

'শিখবো,' বললো রানা। 'বের করো ম্যানুয়্যাল।'

ডাগআউটে ওদের সাথে যোগ দিলো মনিকা। অনেকগুলো ম্যানুয়্যাল, লাল প্লাস্টিক মোড়কে মোড়া। নিজেদের কাজে লাগবে, শুধু সে-ধরনের তথ্যগুলো বাছাই করলো রানা, টেকনিক্যাল ডাটা নিয়ে মাথা ঘামালো না। মনিকার সাহায্য পাওয়ায় দু'ঘন্টার মধ্যে কাজটা শেষ করা গেল।

'চলো এবার,' সিধে হলো রানা, 'একটা ট্রেনিং গ্রাউণ্ড খুঁজে বের করি।'

নদীর কিনারা ধরে উজানের দিকে কয়েকশো মিটার এগিয়ে থামলো ওরা। ফাঁকা জায়গাটার মাথার কাছে নিচু একটা পাহাড় রয়েছে, লেকচার থিয়েটার হিসেবে কাজ দেবে। আশপাশে রয়েছে আকাশ ছোঁয়া অনেকগুলো মেহগনি গাছ, হিন্দ হামলা চালালে মাথা গোঁজার ঠাঁই পাওয়া যাবে। বিখানি তার লোকজনকে নিয়ে ফিরলে বিশ্রামের জন্যে সময় দিলো না রানা, মাঠ থেকে কাঁটাঝোপ আর ঘাস কেটে ফেলার নির্দেশ দিলো। আরো একটা কাজ চাপলো তাদের ঘাড়ে। মাঠের দু'ধারে লম্বা আকৃতির ট্রেঞ্চ খুঁড়তে হবে। শিক্ষানবিশদের ক্লাস চলার সময় হামলা হলে ওখানে লুকাবে সবাই।

'এবার ট্রেনার সেটটা বাক্স থেকে বের করো তোমরা,' নেবুবি ও মনিকাকে বললো রানা। 'সাথে একটা লঞ্চারও বের করো।'

কাঠের একটা বাক্স খোলা হলো। প্রতিটি বাক্সে ছোটো একটা চার্জার সেট

রয়েছে, প্রয়োজনীয় কানেকশন ও ট্র্যান্সফর্মার সহ। ওটার সাহায্যে ব্যাটারি পাওয়ার প্যাক-এ চার্জ দেয়া হলো, হেডকোয়ার্টারের কমিউনিকেশন সেন্টারে নিয়ে গিয়ে। দুশো বিশ ভোল্টের পনেরো কিলোওয়াট জেনারেটরটা ওখানেই রাখা হয়েছে। সবগুলো মিসাইল লঞ্চারের পাওয়ার প্যাক চার্জ করতে চব্বিশ ঘন্টা সময় লাগবে।

একটা ব্যাটারি প্যাক-এ চার্জ দেয়ার পর, ট্রেনার সেটটা বের করা হলো, সদ্য তৈরি টেবিলের ওপর রাখা হলো একটা লঞ্চার। পাথুরে থিয়েটারের ওপর, গাছের তলায় ফেলা হয়েছে টেবিলটা। রানার টিক চিহ্ন দেয়া তথ্যগুলো পড়ছে মনিকা, রানা ও নেবুবি তার নির্দেশ মতো ইকুইপমেন্টগুলো এক এক করে খুলে আবার জায়গামতো লাগালো, বারবার–যতোক্ষণ না খুলতে ও লাগাতে অভ্যস্ত হয়ে উঠলো।

'আই.এফ.এফ. দরকার নেই আমাদের,' বললো রানা। আই.এফ.এফ. মানে হলো আইডেনটিফিকেশন ফ্রেণ্ড অ্যাণ্ড ফো। 'এদিকের আকাশে পাখি ছাড়া আর যা কিছু ওড়ে সবই শত্রু।'

আই.এফ.এফ. ছাড়া মিসাইলের অ্যাটাক সিকোয়েন্স খুবই সহজ-সরল। এইমিং সাইটে খুদে একটা স্ক্রীন রয়েছে, ওটাতেই ধরা পড়ে টার্গেট। পিস্তল গ্রিপের ওপরে রয়েছে সেফটি-ডিভাইস, ডান হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে রিলিজ করতে হয়। পিস্তল গ্রিপের উল্টোদিকে আরেকটা বোতাম আছে, সেটায় চাপ দিলে নেভিগেশন্যাল জাইরো সচল হয়, বেরিয়ে আসে এক ধরনের গ্যাস, ইনফ্রা-রেড সীকারস অ্যাকটিভ হলে ওগুলোকে ঠাণ্ডা রাখে ওই গ্যাস। সাইটে টার্গেট এলেই, টার্গেটের ইনফ্রা-রেড রেডিয়েশন মিসাইলের মাথায় বসানো ডিটেকটর সেলে ধরা পড়ে। রেডিয়েশনের মাত্রা যতো বাড়ে ততোই জোরালো হয়ে ওঠে মিসাইল থেকে বেরুনো তীব্র আওয়াজ। এবার মিসাইল ছোঁড়ার জন্যে অপারেটর পিস্তল গ্রিপের ট্রিগারে চাপ দেবে, ফলে চালু হয়ে যাবে ইলেকট্রিক ইজেক্টর মটর। টিউব থেকে বেরিয়ে খানিকটা ওপরে উঠবে মিসাইল, অপারেটরের কাছ থেকে আট মিটারের মতো। এতে করে রকেট বিস্ফোরিত হবার সময় অপারেটর আহত হবে না। এরপর সলিড ফুয়েল রকেট মটর সচল হবে, এগজস্ট গ্যাসের বিস্ফোরণে খুলে যাবে টেইল-ফিন, মিসাইল ছুটবে শব্দের চেয়ে চার গুণ দ্রুতবেগে। সবশেষে খুলে যাবে ফিউজ শার্ট-আউট, সেই সাথে আর্মড্ হবে মিসাইল, ছুটবে টার্গেট লক্ষ্য করে। তবে এরপর আর অপারেটর ওটাকে গাইড করবে না, গাইড করবে মিসাইলের নিজস্ব নেভিগেশন্যাল সিস্টেম।

লঞ্চারের আরএমপি-তে অ্যাটাক ক্যাসেট ঢোকানো আছে। আরএমপি মানে হলো রিপ্রোগ্রামেবল মাইক্রো প্রসেসর। এই সিস্টেমে সুইচগুলো আপনাআপনি 'টু কালার' মোড পজিশনে চলে আসে, ইনফ্রা-রেড উৎস থেকে একশো মিটার দূরে থাকতে। এই পর্যায়ে মিসাইলটা টার্গেট এঞ্জিনের এগজস্ট থেকে বেরিয়ে আসা ইনফ্রা-রেড র‍্যাডিয়েশন বাদ দিয়ে অনুসরণ করে দুর্বল আলট্রা-ভায়োলেট প্রবাহ। এরপর টার্গেটের ওপর আঘাত হানে হাই-এক্সপ্লোসিভ ওঅরহেড।

'সাধারণ একজন শাঙ্গানিও শিখতে পারবে কিভাবে এটা ফায়ার করতে হয়,'

বললো নেবুবি। 'পানির মতো সহজ।'

'তুমি কি বলো?' মনিকার দিকে ফিরে জানতে চাইলো রানা।

'দু'এক হপ্তা নয়, দু'একদিন লাগবে ট্রেনিং শেষ করতে,' ম্যানুয়্যাল থেকে মুখ তুলে বললো মনিকা।

ট্রেনার সেট সংযোজিত হলো। ট্রেনিং মনিটরে ঢোকানো হলো একটা মাইক্রো ক্যাসেট। লঞ্চার স্ক্রীনে ফুটে উঠলো একটা হিন্দের আকৃতি, ওটাকে যে-কোনা ফ্লাইট প্যাটার্নে রূপান্তরিত করতে পারবে ইনস্ট্রাকটর-ইচ্ছেমতো তুলতে বা নামাতে পারবে, স্থিরভাবে দাঁড় করাতে পারবে। 'আরো একজন পুরুষমানুষ দরকার আমাদের,' বললো রানা। 'শাঙ্গানি শিক্ষানবিশের প্রতিনিধিত্ব করবে।'

'আমি রয়েছি কি করতে?' ভুরু কুঁচকে বললো মনিকা। 'মেয়ে বলে তুচ্ছ মনে করো না। দাও, লঞ্চারটা দাও।'

অ্যাম্ফিথিয়েটারের মাঝখানে দাঁড়ালো মনিকা, কাঁধের ওপর লঞ্চার নিয়ে, তাকিয়ে আছে সাইটিং স্ক্রীনে। ভারি ও বিদঘুটে আকৃতির ইকুইপমেন্টটা তাকে যেন বামনে পরিণত করেছে। 'রেডি?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'পুল!' বললো মনিকা, চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে স্ক্রীনে; ঠোঁটে নিঃশব্দ হাসি নিয়ে পরস্পরের দিকে তাকালো রানা ও নেবুবি।

'ইনকামিং,' চিৎকার করলো রানা। 'টুয়েলভ ও' ক্লক হাই। লক অ্যাণ্ড লোড।'

ভৌতিক হিন্দটাকে সরাসরি আক্রমণে পাঠালো ও, একশো পঞ্চাশ নট গতিতে।

'লক অ্যাণ্ড লোডেড,' নিশ্চিত করলো মনিকা; রানা ও নেবুবি তাদের স্ক্রীনে দেখলো তার মিসাইল লঞ্চার সাবলীল ভঙ্গিতে ঘুরে গেল ছুটে আসা হিন্দের দিকে।

'অ্যাকটিউয়েটর অন,' শান্তভাবে বললো মনিকা। এক সেকেণ্ড পর ফুঁপিয়ে ওঠার মতো শব্দ করলো লঞ্চার, যেন মনিকার হাতের ভেতর গোঙাচ্ছে, তারপর একটানা একটা শব্দ বেরুতে শুরু করলো, যেন একটা মশা কানের কাছে শব্দ করছে।

'টার্গেট অ্যাকোয়ার্ড,' বিড়বিড় করলো মনিকা। হিন্দ এখনো ছ'শো মিটার দূরে, তবে তীরবেগে ছুটে আসছে, সাইটে প্রতি মুহূর্তে বড় হচ্ছে আকারে।

'ফায়ার,' চিৎকার করলো মনিকা। লাল আলো মিটমিট করতে দেখলো ওরা, তারপরই জ্বলে উঠলো সবুজ আলো। অর্থাৎ কাল্পনিক মিসাইলের রকেট মটর চালু হয়েছে। প্রায় একই সময়ে স্ক্রীন থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল হিন্দের আকৃতি।

'টার্গেট ডেস্ট্রয়েড! টার্গেট ডেস্ট্রয়েড!'

এরপর জমাট বাঁধলো নিস্তব্ধতা। নার্ভাস ভঙ্গিতে বার দুয়েক কেশে গলাটা পরিষ্কার করলো নেবুবি।

'ঝড়ে বক তো পড়েই,' বললো রানা। 'আরেকবার চেষ্টা করবে নাকি?'

'পুল!' চিৎকার করলো মনিকা, স্ক্রীনের দিকে মনোযোগ।

সবই আগের মতো ঘটলো, এবং তীক্ষ্ণ কণ্ঠে মনিকা জানালো, 'টার্গেট

ডেস্ট্রয়েড!'

বিড়বিড় করলো নেবুবি, 'দু'বার লক্ষ্য ভেদ···উঁহুঁ, ঝড়ে বক নয়, বস্,' গম্ভীর হলো সে।

টেবিলের ওপর লণ্ঠনটা নামিয়ে রাখলো মনিকা, মাথার ক্যাপটা অ্যাডজাস্ট করলো, তারপর কোমরে হাত দিয়ে তাকালো রানার দিকে। হাসছে।

'তুমি যেন বলেছিলে,' অনুযোগ করলো রানা, 'গুলি চালাতে জানো না!'

'ম্যানুয়েল রিভেরার মেয়ে গুলি চালাতে জানে না, এ-ও কি সম্ভব?'

'কিন্তু শিকারের ঘোর বিরোধী তুমি···।'

'অবশ্যই,' বললো মনিকা। 'জ্যান্ত কোনো প্রাণীকে লক্ষ্য করে জীবনে একটা গুলিও ছুঁড়িনি। তবে ক্লে পিজিয়নের জন্যে আমি ছিলাম আজরাইল। পাপা আমাকে শিখিয়েছিল।'

'তুমি যখন পুল বললে তখনই আমার বুঝতে পারা উচিত ছিলো,' ম্লানকণ্ঠে বললো রানা।

'তোমাদের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি,' বললো মনিকা, 'নিউ ইয়র্ক সিটির শূটিং প্রতিযোগিতায় রানার্স আপ হয়েছিলাম আমি।'

'ঠিক আছে, মিস নিউ ইয়র্ক,' তিক্ত কণ্ঠে বললো রানা, 'এইমাত্র তোমাকে ইনস্ট্রাকটরের পদে নিয়োগ করা হলো। এখন থেকে ইকুইপমেন্টগুলোর দায়িত্ব তোমার ঘাড়ে চাপলো। আমি আর নেবুবি শাঙ্গানিদের ক্লাস নেবো, ওদেরকে হাতে-কলমে শেখাবার দায়িত্ব তোমার।'

এই সময় থিয়েটারে হাজির হলো জেনারেল বাওনা। 'আমি সাবধান করতে এসেছি,' বললো সে। 'ফ্রেলিমোরা আক্রমণ শুরু করেছে। দক্ষিণ ও পশ্চিম থেকে এদিকে আসছে তারা। পাহাড় আর নদীর কাছ থেকে আরো দুর্গম এলাকায় হটিয়ে দিতে চায় আমাদেরকে। রেনামোদের সমতল এলাকায় পেলে হিন্দ গানারদের খুব সুবিধে হয়।'

'ভয়ে একেবারে কুঁকড়ে গেছেন মনে হচ্ছে?' বিদ্রুপ করলো রানা।

'আমরা পিছু হটছি,' বললো জেনারেল বাওনা, তার চোখ দুটো পলকের জন্যে জ্বলে উঠলো। 'স্টিংগার ছোঁড়ার মতো অপারেটর তৈরি না হওয়া পর্যন্ত আর কিছু করার নেই আমাদের। চারদিকের সমস্ত ঘাঁটি থেকে রেডিও মেসেজ আসছে, হিন্দ গানশিপের আক্রমণে আমার লোকজন টিকতে পারছে না। ওদেরকে আমি কবে নাগাদ স্টিংগার পাঠাতে পারবো?'

'দু'দিন পর।'

'দু'দিন? সময়টা কমিয়ে আনা যায় না?' সে যে ধৈর্য ধরতে পারছে না, বোঝাবার জন্যে হাতের স্টিকটা দিয়ে তালুর ওপর বারবার বাড়ি মারলো কিরিকিটি বাওনা। 'অন্তত একটা দলকে তাড়াতাড়ি ট্রেনিং দেয়া যায় না?'

'আপনি আসলে বোকার মতো কথা বলছেন, জেনারেল বাওনা,' বললো রানা। 'স্টিংগারের ওপর এতোটা ভরসা করা কি উচিত হচ্ছে আপনার?'

'কি বলতে চান?'

'হিন্দগুলো এখানে কারা অপারেট করছে জানেন? আফগানিস্তানে ওরাই

ওগুলো অপারেট করেছিল। স্টিংগারের বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা কিভাবে নিতে হয় জানা আছে ওদের। এখন পর্যন্ত ওরা সতর্ক নয়, কিন্তু যে-ই আকাশে একটা স্টিংগার দেখা যাবে, সাথে সাথে পাল্টে যাবে পরিস্থিতি। আপনি হয়তো একটাকে ফেলতে পারবেন, কিন্তু বাকিগুলো আপনার জন্যে তৈরি হয়ে থাকবে।'

চিন্তিতভাবে রানার দিকে তাকিয়ে থাকলো কিরিকিটি বাওনা। 'আপনার পরামর্শ কি?'

'আপনার যা কিছু আছে, সমস্ত শক্তি দিয়ে আঘাত হানুন।'

'কোথায়? কখন?'

'যেখানে ওরা কোনো হামলা আশঙ্কা করছে না। আ ফুল স্কেল সারপ্রাইজ অ্যাটাক। ওগুলোর আস্তানায়।'

'ওগুলোর আস্তানায়?' চোহারায় অস্বস্তি ফুটে উঠলো, মাথা নাড়লো জেনারেল বাওনা। 'আমাদের জানা নেই রাতে কোথায় ওগুলোকে রাখা হয়।'

'আমরা জানি,' বললো রানা। 'অন্তত আমি আস্তানাটা চিনি। মাবাসা ও বিখানিকে ট্রেনিং দেবো আমি, ম্যাপ এঁকে দেখিয়ে দেবো আস্তানাটা। ওদের ওপর আমার বিশ্বাস আছে, ওরা পারবে। মাত্র দুটো দিন সময় দিন। দু'দিন পর রওনা হবে ওরা।'

কয়েক সেকেণ্ড চিন্তা করলো কিরিকিটি বাওনা, হাত দুটো পিছনে, পরস্পরের সাথে শক্তভাবে জড়িয়ে আছে। আকাশের দিকে তাকালো সে, যেন আশঙ্কা করছে যে-কোনো মুহূর্তে হানা দেবে হিন্দ গানশিপ। 'ঠিক আছে, দু'দিন।'

'আমার শর্ত হলো, ওদের ট্রেনিং শেষ হবে, ওরা রওনা হবে হামলা করার জন্যে, একই সময়ে কোনো অজুহাত না তুলে আমাদেরকে চলে যেতে দেবেন আপনি।'

'আমাদের এই ঘাঁটি আর জিম্বাবুই সীমান্তের মাঝখানে ফ্রেলিমো কলাম রয়েছে,' রানাকে মনে করিয়ে দিলো জেনারেল বাওনা।

'আমরা ঝুঁকি নেবো,' বললো রানা। 'আপনি কথা দিন।'

'ঠিক আছে, মেজর। কথা দিলাম।'

'ভেরি গুড। এবার বলুন, মাবাসাকে কখন আশা করছেন?'

'এরইমধ্যে আমাদের লাইনে পৌঁছে গেছে তারা। আর এক কি দেড় ঘন্টার মধ্যে মাবাসা পৌঁছুবে বলে আশা করছি। তবে ওরা খুব ক্লান্ত হয়ে আছে। একটানা প্রায় চব্বিশ ঘন্টা যুদ্ধ করতে হয়েছে ওদেরকে।'

'এটা যুদ্ধই, পিকনিক নয়,' কঠিন দেখালো রানাকে। 'পৌঁছুবার সাথে সাথে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন ওদের।'

অবশেষে পৌঁছুলো ওরা, দশ রাউণ্ড লড়াই শেষ করে আড়ষ্ট হেভিওয়েট বক্সারের মতো টলতে টলতে। বাঘের ছাপ মারা ক্যামোফ্লেজ ড্রেসে রণক্ষেত্রের ধুলোবালি লেগে আছে, ক্লান্তিতে ঝুলে পড়া মুখ ঘামে ভেজা।

অ্যাম্ফিথিয়েটারের মেঝেতে ঢলে পড়লো লোকগুলো, যে যেখানে পড়লো সেখানেই ঘুমিয়ে গেল, একা শুধু সার্জেন্ট মাবাসা রানার পাশে বসে নিচু গলায় ব্যাখ্যা করলো গ্র্যাণ্ড রীফ থেকে কিভাবে পিছু হটেছে দলটা, কিভাবে হোণ্ডি

উপত্যকার গহ্বরে পৌঁছে ইউনিমগ ট্রাকগুলো লুকিয়ে রাখে, তারপর পায়ে হেঁটে সীমান্ত পেরিয়ে ঢুকে পড়ে মোজাম্বিকে।

'জঙ্গলে গিজগিজ করছে ফ্রেলিমো, আকাশে পাহারা দিচ্ছে হিন্দ,' আস্তিন দিয়ে মুখের ঘাম মুছলো মাবাসা। 'আপনি বিশ্বাস করবেন না, হেসে উড়িয়ে দেবেন, কিন্তু কথাটা সত্যি—ফ্রেলিমোদের বাজপাখিগুলো শাঙ্গানি ভাষায় কথা বলতে পারে। আকাশ থেকে ওরা বলছে, আমি নিজের কানে শুনেছি, ওদের কাছে জাদুর লাঠি আছে, যার সাহায্যে আমাদের বুলেট আর রকেটগুলোকে ওরা গলিয়ে ছাতু করে দিতে পারে।'

গম্ভীর মুখে মাথা ঝাঁকালো রানা। হিন্দের গানাররা নিশ্চই রেনামোদের ভয় দেখাবার জন্যে অ্যামপ্লিফায়ার ব্যবহার করছে। এই কৌশল আফগানিস্তানেও ব্যবহার করা হয়েছে।

'আমাদের পুরো লাইন বরাবর রেনামোরা কামানের গোলায় ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে, নয়তো দৌড়াচ্ছে। বাজপাখির বিরুদ্ধে লড়া সম্ভব নয়।'

'সম্ভব,' মাবাসার শার্টের সামনেটা চেপে ধরলো রানা। 'এসো, কিভাবে লড়তে হবে তোমাকে শিখিয়ে দিই। তোমার লোকদের ঘুম ভাঙাও। ঘুমোবার অনেক সময় পাওয়া যাবে, তার আগে যাও ফ্রেলিমোদের আকাশ থেকে নিশ্চিহ্ন করে এসো।'

রানা ও নেবুবি লোকগুলোকে চেনে, তাদের নাম জানে, কার কি বৈশিষ্ট্য তা-ও বোঝে। মাবাসা ও বিখানির নেতৃত্বে তাদেরকে দুটো দলে ভাগ করলো রানা। দলনেতাদের সাহায্যে শুরু হলো বাছাই পর্ব। যাদের শেখার আগ্রহ আছে, বুদ্ধিমান, তারাই টিকলো স্টিংগার ট্রেনিং পাবার জন্যে। বিশজনের একটা শিক্ষানবিশ দল তৈরি করতে তিন ঘন্টা লাগলো ওদের। ঠিক হলো, বাকি সবাই প্রচলিত অস্ত্র নিয়ে আক্রমণে অংশগ্রহণ করবে। ইতিমধ্যে হিন্দ গানশিপের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার কৌশল সবাই তারা শিখে নিয়েছে।

মিসাইল ছোঁড়ার ট্রেনিং দেয়ার জন্যে একটা দলের দায়িত্ব নিলো রানা, অপরটার নেবুবি। ঘন্টার পর ঘন্টা স্টিংগারের অ্যাকশন দেখানো হলো তাদেরকে। শেখানো হলো লঞ্চার কিভাবে লোড করতে হয়, কিভাবে লক করতে হয়, কিভাবে লক্ষ্যস্থির করতে হয়। শেষ বিকেলের দিকে পাঁচজনের একটা দলকে মনিকার কাছে পাঠানো হলো ট্রেনিং ইকুইপমেন্টের সাহায্যে নকল আক্রমণে অংশগ্রহণের জন্যে। পাঁচজনের মধ্যে মাবাসা ও বিখানিও থাকলো।

মাবাসা পরপর তিনবার লক্ষ্যভেদ করলো, সাথে সাথে মনিকার সহকারী ও অনুবাদক হিসেবে নির্বাচন করা হলো তাকে। সন্ধের আগে বাকি চারজনও পরপর তিনবার লক্ষ্যভেদ করতে সমর্থ হলো, তাদেরকে হামলায় অংশগ্রহণের উপযুক্ত বলে ঘোষণা করলো মনিকা।

ক্লান্ত পায়ে নিজেদের বাংকারে ফিরে এলো রানা ও মনিকা। বাবুর্চি ও আর্দালিদের বিদায় করে দিয়ে খেতে বসলো ওরা, অন্ধকার থেকে হামাগুড়ি দিয়ে ভেতরে ঢুকলো পেনডুলা। তাকে খেতে দিলো মনিকা।

খাওয়া শেষ হতে রানা বললো, 'চলো, কাজ আছে।'

অন্ধকার অ্যাম্ফিথিয়েটারে ওদের জন্যে অপেক্ষা করছিল নেবুবি। হিন্দ গানশিপের আস্তানা দেখে এসেছে পেনডুলা, রানার নির্দেশে তাকে একটা মডেল তৈরি করতে হবে। মডেল তৈরির উপকরণ আগেই যোগাড় করে রেখেছে নেবুবি। প্যারাফিন ল্যাম্পের আলোয় কাজ শুরু করলো ওরা। কাদা দিয়ে পাহাড় বানালো পেনডুলা, গাছগুলোর প্রতিনিধিত্ব করলো শুকনো ঘাসের ডগা, সরু কাঠি ব্যবহার করা হলো রাস্তা বোঝাবার জন্যে, সরু করে কাগজ কেটে তৈরি করা হলো রেলপথ। রানা জানে, লেখাপড়া না জানলে কি হবে, প্রখর স্মরণশক্তির অধিকারী পেনডুলা, একবার একটা জিনিস দেখলে ভোলে না। মনিকার আরো একটা গুণের কথা প্রকাশ হয়ে পড়লো, কাদা দিয়ে অবিকল হিন্দ হেলিকপ্টার তৈরি করলো সে। পেনডুলার সাহায্য নিয়ে পাহাড়ের মাথায় সেগুলো বসানো হলো। এক গাদা নুড়ি পাথর কুড়িয়ে আনলো নেবুবি, প্রতিটি পাথর প্রতিনিধিত্ব করবে রেনামো সৈনিকদের।

মাঝরাতের অনেক পরে মশারির ভেতর ঢুকলো ওরা। এতোই ক্লান্ত যে সহজে ঘুম এলো না। রানাকে নিজের ছেলেবেলার কথা শোনালো মনিকা, বাবা-মা'র বনিবনা না হওয়ায় কি রকম মানসিক নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে তাকে। 'বারো বছর বয়েসেই বুঝে ফেলি আমাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। পাপা আর মামির ত্রুটি-বিচ্যুতি এতো বেশি চোখে বাজতো যে প্রতিটি কাজে ষোলো আনা নিখুঁত হবার একটা জেদ চেপে গিয়েছিল আমার। সেজন্যে খুব কম মানুষকেই আমি সহ্য করতে পারি।' রানার কোলের ভেতর সরে এলো মনিকা। 'জানি না আমাকে তুমি সামলাবে কিভাবে! আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি কি, জানো? যাকেই অতিরিক্ত ভালোবাসি, সেই আমার জীবন থেকে দূরে সরে যায়। পাপার কথাই ধরো। পাপাকে কতোটা ভালোবাসি এটা সবে উপলব্ধি করতে শুরু করেছি, অমনি আমার জীবন থেকে হারিয়ে গেল।' রানাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো সে। 'আমার ভয় হয়, রানা। তোমাকে আমি এতো ভালোবাসি, এতো ভালোবাসি, শেষ পর্যন্ত না তুমিও আমার জীবন থেকে হারিয়ে যাও!'

রানার মনেও হারাবার ভয়। মনিকাকে সত্যি ভালোবাসে ও, কিন্তু কিছুতেই যেন বিশ্বাস হতে চায় না পরস্পরকে নিয়ে জীবনে সুখী হবে ওরা। এই রণক্ষেত্র ও ফাঁদ থেকে যদি প্রাণে বাঁচে ওরা, তবু কি সুখী হবার কোনো আশা নেই? কেন যেন মনে হলো রানার, বিচ্ছেদের করুণ সুর ঠিকই ওদেরকে শুনতে হবে, দু'দিন আগে বা পরে। এর আগেও দু'একবার কোনো মেয়েকে নিয়ে ঘর বাঁধার কথা যে ভাবেনি রানা তা নয়, কিন্তু কোনোটাই সফল হয়নি। সেজন্যে নিজেকেই দায়ী করে রানা। আজও নিজেকে ভালো করে চিনতে পারলো না ও। বাঁধনে মায়া আছে, আছে অদ্ভুত সুখ ও তৃপ্তি, কিন্তু দায়িত্বও কম নয়—সম্ভবত এই দায়িত্বটাকে ভয় করে ও। এ-ও এক ধরনের পলায়নী মনোবৃত্তির পরিচয়, উপলব্ধি করে ও। কিন্তু আজ, মনিকাকে ভালোবাসার পর মনে হচ্ছে, দায়িত্ব নিতে রাজি আছে সে, জীবনে একটা স্থিতি আনার জন্যে মায়ার বাঁধনে জড়াবে নিজেকে। কিন্তু সেই সুখ ও তৃপ্তি কি ওর কপালে আছে?

শেষ রাতের দিকে ঘুমালো ওরা। মাত্র কয়েক ঘন্টা ঘুম হলো, তবু জাগার পর তাজা ও ঝরঝরে লাগলো শরীর। অ্যাম্ফিথিয়েটারে বাকি রেনামোদের ট্রেনিং দেয়ার কাজ শুরু হলো ভোর বেলা। দুপুরের দিকে বাকি সবগুলো লোককে হাতে কলমে মিসাইল ছোঁড়া শিখিয়ে দিলো মনিকা। আধ ঘন্টা খাওয়া ও বিশ্রাম, তারপর শুরু হলো প্ল্যান তৈরি। মডেলটার চারপাশে সবাইকে জড়ো হতে বললো রানা। গোটা এলাকা চিনিয়ে দেয়া হলো সবাইকে। কিভাবে আক্রমণ করা হবে ব্যাখ্যা করা হলো। তারপর কে কি বুঝেছে পরীক্ষা করার জন্যে প্রত্যেককে ডাকা হলো, মডেল দেখিয়ে আক্রমণটা ব্যাখ্যা করতে বলা হলো।

ট্রেনিঙের ধরন ও রানার ক্লান্তিহীন ধৈর্য লক্ষ্য করে শাঙ্গানিরা এতোই মুগ্ধ হলো যে কেউ কেউ ওকে 'বাবা' বলে সম্বোধন করলো, শুনে লালচে হয়ে উঠলো রানার চেহারা। সার্জেন্ট মাবাসা ব্যাখ্যা করলো, আফ্রিকায় বাবা মানে ঠিক পিতা নয়, সঠিক প্রতিশব্দ হতে পারে গুরু। সে নিজেও রানাকে 'মহান শিক্ষক', 'সর্দার' ইত্যাদি বলে সম্বোধন করলো, তারপর ছোটোখাটো একটা ভাষণ দিয়ে ফেললো সে। তার ভাষণের সারমর্ম হলো, শাঙ্গানিরা চায় তাদের সাথে আক্রমণে রানাও যেন অংশগ্রহণ করে, তা না হলে নিজেদের অসহায় লাগবে।

সবিনয়ে তাদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলো রানা, বললো, 'তোমরা পুরুষমানুষ, পুরুষমানুষ নিজেকে কখনো অসহায় মনে করে না। আমার পথ আরেক দিকে চলে গেছে, কাজেই আমাকে তোমরা পাবে না। যা কিছু শেখাবার সব আমি তোমাদের শিখিয়েছি, বিশ্বাস করি বাজপাখিগুলোকে পুড়িয়ে দিয়ে বিজয়ী হয়ে ফিরবে তোমরা। তোমাদের প্রতি আমার ভালোবাসা রইলো।'

বিষণ্ণ হয়ে উঠলো পরিবেশ, নিচু স্বরে ফিসফাস করলো শাঙ্গানিরা। ঘুরে দাঁড়ালো রানা, এতোক্ষণে দেখলো কখন যেন নদীর কিনারায় একটা গাছের তলায় এসে দাঁড়িয়েছে জেনারেল কিরিকিটি বাওনা। তার সাথে দশ-বারোজন অফিসার রয়েছে, তারা সবাই তার দেহরক্ষী, প্রত্যেকের পরনে মেরুন রঙের বেরেট।

অফিসারদের পিছনে রেখে এগিয়ে এলো জেনারেল। 'দেখতে পাচ্ছি আপনার প্রস্তুতি শেষ হয়েছে, মেজর রানা,' বললো সে।

'হ্যাঁ, ট্রেনিং শেষ হয়েছে,' বললো রানা। 'যে-কোনো মুহূর্তে, আপনি অর্ডার দিলেই, রওনা হতে পারে ওরা।'

'আপনি কি দয়া করে আরেকবার ব্যাখ্যা করবেন প্ল্যানটা, আমার বোঝার সুবিধের জন্যে?'

মাবাসার দিকে আঙুল তুললো রানা। 'হামলার প্ল্যানটা ব্যাখ্যা করো,' নির্দেশ দিলো ও।

হেলিকপ্টার ঘাঁটির মডেলের সামনে দাঁড়ালো জেনারেল বাওনা, হাত দুটো পিছনে, শক্ত করে ধরে আছে স্টিকটা। আক্রমণ ব্যাখ্যা করছে মাবাসা, তাকে থামিয়ে দিয়ে তীক্ষ্ণকণ্ঠে নানা প্রশ্ন করছে রানাকে সে। 'আপনি দেখছি মাত্র অর্ধেক মিসাইল ব্যবহার করছেন, কারণ কি?'

'রেইডিং কলামকে ফ্রেলিমো লাইন পেরিয়ে যেতে হবে, কারো চোখে ধরা না

পড়ে। মিসাইলগুলো আকারে বিরাট, খুব ভারিও। সবগুলো বইতে হলে আরো লোক লাগবে, তারমানে দলটা বড় হয়ে যাবে–তাতে ফ্রেলিমোদের চোখে ধরা পড়ার আশঙ্কা আরো বাড়বে।'

মাথা ঝাঁকালো জেনারেল বাওনা।

তারপর রানা বললো, 'আক্রমণটা সফল হবেই, এ নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারে না। যদি ওরা ব্যর্থ হয়…।'

'হ্যাঁ, ব্যর্থ হলেও আমাদের হাতে স্টিংগার থাকবে। ধন্যবাদ, মেজর। নাও, আবার শুরু করো।'

ধীরে ধীরে, কয়েক স্তরে ভাগ করে প্ল্যানটা ব্যাখ্যা করলো মাবাসা। রঙ মাখানো নুড়ি পাথর দেখিয়ে বললো, এগুলো মিসাইল টিম। মিসাইল টিম কিভাবে পজিশন নেবে তা-ও দেখালো সে। হিন্দের ঘাঁটি থেকে পাঁচশো মিটার দূরে গা ঢাকা দিয়ে থাকবে তারা।

লাল ফ্লেয়ার ছুঁড়ে সংকেত দেয়া হবে। সংকেত পেয়ে অ্যাসল্ট টিম দক্ষিণ দিক থেকে আক্রমণ শুরু করবে, আঘাত হানবে রেললাইনের ওপর যদি কোনো ফুয়েল ট্যাংকার থাকে। একই সাথে ঘাঁটিতে মর্টার ছুঁড়বে ওরা। তারপর দক্ষিণ পেরিমিটারে হানা দেবে। 'গোলাগুলি শুরু হওয়ামাত্র হিন্দগুলো আকাশে উঠবে,' ব্যাখ্যা করলো মাবাসা। 'আকাশ-পথে পালাবার চেষ্টা করবে ওগুলো। তবে মাটি ছেড়ে আকাশে ওঠার পর কিছুটা সময় দেবে ওরা, কিছুক্ষণ স্থির ভেসে থাকবে শূন্যে, ঠিক ওই সময় ওগুলোকে শিকার করবো আমরা।'

প্ল্যানটা নিয়ে আরো অনেকক্ষণ আলোচনা করলো জেনারেল বাওনা, তারপর সন্তুষ্ট হয়ে মাথা ঝাঁকালো সে। জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি তাহলে হামলা করার জন্যে কখন রওনা হতে চান, মেজর রানা?'

'আমি নই, ওরা,' কঠিন সুরে বললো রানা। 'আক্রমণের নেতৃত্ব দেবে মাবাসা। সন্ধের দু'ঘন্টা আগে রওনা হবে ওরা, রাতে ফ্রেলিমো লাইন পেরুবে। কাল সারাদিন ওরা গা ঢাকা দিয়ে অপেক্ষা করবে। হানা দেবে রাতে।'

'ভেরি ওয়েল,' সায় দিলো জেনারেল বাওনা। 'এখন আমি গেরিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবো।'

ভাষণে কিরিকিটি বাওনা বললো, এই যুদ্ধে ফ্রেলিমোরা জিতে গেলে যোদ্ধা হিসেবে শুধু রেনামোদের নয়, আত্মীয়-স্বজন হবার অপরাধে যোদ্ধাদের মা-বাপ-ভাই-বোনকেও জ্যান্ত কবর দেবে তারা। কাজেই আত্মাহুতি দিয়ে হলেও হিন্দ হেলিকপ্টারের ঘাঁটি ধ্বংস করে দিয়ে আসতে হবে তাদের। রেনামোদের রণসঙ্গীত গেয়ে ভাষণ শেষ করলো সে।

রানাকে বললো, 'মেজর রানা, আপনার সাথে একান্তে আলাপ আছে। আমার সাথে আসুন, প্লিজ।'

মনিকা ও নেবুবিকে কয়েকটা কাজ বুঝিয়ে দিয়ে জেনারেল বাওনার সাথে রওনা হলো রানা। খেয়াল করলো না যে জেনারেলের দেহরক্ষীরা ওদের পিছু পিছু আসছে না। অ্যাম্ফিথিয়েটারের মুখে দাঁড়িয়ে আছে তারা, চেহারা থমথম করছে।

কমাণ্ড বাংকারে পৌঁছুলো ওরা, রানাকে পথ দেখিয়ে আণ্ডারগ্রাউণ্ড অফিসে

নিয়ে এলো জেনারেল। একজন আর্দালি চা পরিবেশন করলো। 'কি বলবেন, জেনারেল?' মগে চুমুক দিয়ে জানতে চাইলো রানা।

রানার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে কিরিকিটি বাওনা, সামনের ওয়াল-ম্যাপটা দেখছে। ম্যাপের গায়ে রঙিন পিন আটকে ফ্রেলিমোদের আক্রমণ দেখানো হয়েছে। রানার প্রশ্নের জবাব দিলো না সে। রানাও সাথে সাথে আর কিছু বললো না।

রেডিও রুম থেকে একজন সিগন্যাল অফিসার এলো, কিরিকিটি বাওনার হাতে একটা মেসেজ ধরিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল সে। মেসেজটা পড়ার সময় বিড়বিড় করে কাকে যেন অভিশাপ দিলো জেনারেল, ম্যাপের রঙিন কয়েকটা পিন খুলে অন্য জায়গায় বসালো। দ্রুত এগিয়ে আসছে ফ্রেলিমোরা।

'ওদেরকে আমরা ঠেকাতে পারছি না,' রানাকে বললো জেনারেল বাওনা, এখনো ওর দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে সে।

বাংকারে আরেকজন অফিসার ঢুকলো, পরনে মেরুন রঙের বেরেট। লোকটা জেনারেলের দেহরক্ষীদের একজন। ফিসফিস করে কি যেন বললো সে জেনারেলকে। রানা শুধু একটা মাত্র শব্দ অস্পষ্টভাবে শুনতে পেলো—আমেরিকান।

ঠোঁট দুটো সামান্য ফাঁক করে মৃদু হাসলো কিরিকিটি বাওনা, তারপর হাত নেড়ে বিদায় করে দিলো অফিসারকে। লোকটা বাংকার থেকে বেরিয়ে যেতে রানার দিকে ফিরলো সে। 'এতে কাজ হবে না,' বিড়বিড় করে বললো, তাকিয়ে আছে রানার দিকে।

'কিসে কাজ হবে না?'

'আপনার প্ল্যানে।'

'যুদ্ধে নিশ্চিতভাবে কিছুই বলা যায় না,' স্বীকার করলো রানা। 'তবে, আমার বিশ্বাস, হামলাটা সফল হবে। শতকরা সত্তর ভাগ সম্ভাবনা হিন্দগুলো ধ্বংস করে দিয়ে ফিরে আসবে ওরা।'

'সফল হবার সম্ভাবনা শতকরা নব্বুই ভাগ হতে পারতো, আপনি যদি নেতৃত্ব দিতেন,' বললো জেনারেল। 'আপনার ওপর আমার আস্থা আছে।'

'ধন্যবাদ। কিন্তু কি হতে পারতো তা নিয়ে কথা বলে কি লাভ! আমি তো থাকছিই না। আজই আমরা রওনা হবো।'

'না, মেজর। আপনাকে যেতে দিতে পারলে খুশিই হতাম, কিন্তু তা সম্ভব নয়। আক্রমণে আপনি থাকছেন, আপনিই নেতৃত্ব দিচ্ছেন।'

এক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকলো রানা। তারপর বললো, 'আপনি আমাকে কথা দিয়েছেন।'

'কথা দিয়েছি?' ঠোঁট টিপে হাসলো কিরিকিটি বাওনা। 'কথা দিয়েছি তো কি হয়েছে? জানেন না, যুদ্ধে অন্যায় বলে কিছু নেই? কথা দিই, কথা ভাঙি, তো কি হলো? প্রয়োজনে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবো না?'

লাফ দিয়ে চেয়ার ছাড়লো রানা, রাগে লাল হয়ে উঠেছে চেহারা। 'আমি যাচ্ছি,' বললো ও, প্রচণ্ড রাগের মধ্যেও গলার আওয়াজ শান্ত রাখতে পারলো। 'আমার লোকদের নিয়ে এই মুহূর্তে রওনা হবো। থামাতে হলে আমাকে আপনার

খুন করতে হবে।'

কাটা কানটা স্পর্শ করলো জেনারেল বাওনা, আবার ঠোঁট টিপে হাসলো। 'আপনার উত্তেজনা আমাকে স্পর্শ করছে না, মেজর রানা। আমার স্বভাবই হলো, যা বলি তাই করি। আক্রমণে আপনি নেতৃত্ব দেবেন, এর কোনো বিকল্প নেই। কি বললেন? আপনাকে খুন করতে হবে? না, আমি তা মনে করি না। আপনি স্বেচ্ছায় রাজি হবেন, মেজর রানা।'

'দেখা যাক,' বলে চেয়ারটায় লাথি মারলো রানা,' ডিগবাজি খেতে খেতে দেয়ালে গিয়ে বাড়ি খেলো সেটা। দরজার কাছে এসে মাথা নিচু করলো, বেরিয়ে এলো বাইরে।

'আপনি এখুনি আবার ফিরে আসবেন, মেজর রানা,' পিছন থেকে সহাস্যে বললো জেনারেল বাওনা।

রোদে বেরিয়ে এসে হন হন করে আম্ফিথিয়েটারের দিকে এগোলো রানা। কাছাকাছি এসে বুঝতে পারলো, কিছু একটা ঘটেছে। ঢালের ওপর আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বসে আছে শাঙ্গানিরা, যেন মনে হলো রানা ওদেরকে শেষবার দেখার পর কেউ একচুল নড়েনি। মাবাসার চেহারা হয়েছে পাথুরে মূর্তির মতো, চোখে-মুখে কোনো ভাব নেই।

অ্যাম্ফিথিয়েটারের মাঝখানে টেবিলটা, সেটার ওপর হাত-পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে রয়েছে নেবুবি। তার ইউনিফর্মে ধুলো লেগে রয়েছে, মাথার ক্যাপটা পড়ে রয়েছে টেবিলের নিচে। মাথাটা ধীরে ধীরে নাড়ছে সে, যেন আচ্ছন্ন বোধ করছে। নাক দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে।

'কি হয়েছে?' ছুটে কাছে চলে এলো রানা। কয়েক সেকেণ্ড চেষ্টা করার পর চোখ দুটো পুরোপুরি মেলতে পারলো নেবুবি, দৃষ্টি ফিরে পাবার জন্যে অপেক্ষা করছে বলে মনে হলো। প্রচণ্ড মারধর করা হয়েছে তাকে। ঠোঁট দুটো ফুলে বেঢপ আকৃতি পেয়েছে, মুখের ভেতর রক্ত, লাল হয়ে আছে সব ক'টা দাঁত, ছিঁড়ে গেছে নাকের একটা ফুটো। আলুর মতো ফুলে আছে কপালটাও। 'নেবুবি, একি অবস্থা হয়েছে তোমার?' নিঃশ্বাস ফেলতে কষ্ট হচ্ছে রানার। নেবুবির কাঁধ খামচে ধরলো ও। 'কে?'

'আমি সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি, বস্,' বললো নেবুবি, তারপরই ফুঁপিয়ে উঠলো সে। 'বিশ্বাস করুন···।'

'শান্ত হও, নেবুবি। কি হয়েছে বলো আমাকে।'

ছোট্ট করে উচ্চারণ করলো নেবুবি। 'মেমসাহেব!'

বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো রানার। 'মনিকা!' নেবুবিকে ছেড়ে সিধে হলো ও, উদ্‌ভ্রান্তের মতো তাকালো চারদিকে। 'কোথায় সে, নেবুবি?' বুকের ভেতরটা হাহাকার করে উঠলো রানার। 'কি ঘটেছে?'

'ওরা তাকে নিয়ে গেছে,' বললো নেবুবি। 'বাওনার দেহরক্ষীরা। আমি ওদেরকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করি···।'

কোমরের বেল্ট থেকে পিস্তলটা রানার হাতে চলে এলো। 'কোথায় সে, নেবুবি?'

টেবিলের ওপর উঠে বসলো নেবুবি। 'জানি না, বস্।' আস্তিন দিয়ে ঠোঁটের রক্ত মুছলো সে। 'আমার জ্ঞান ছিলো না, কোন্ দিকে নিয়ে গেছে দেখিনি···।'

'বাওনা, বেজন্মা কুকুর, আজ তোকে মরতে হবে!' চরকির মতো আধপাক ঘুরলো রানা, কমাণ্ড বাংকারে ফিরে যাবার জন্যে তৈরি।

'স্যার, চিন্তা করুন!' পিছন থেকে আবেদন জানালো নেবুবি। ছুটতে গিয়েও নিজেকে সামলে রাখলো রানা। 'ঈশ্বরের দোহাই, বিপদের সময় মাথা গরম করবেন না। চিন্তা করুন, স্যার।'

ধীরে ধীরে নেবুবির দিকে ফিরলো রানা। তার মুখে কি যেন খুঁজলো ও।

'ম্যানুয়্যাল, স্যার!' টেবিল থেকে ধীরে ধীরে নামলো নেবুবি, এখনো তার মুখ থেকে রক্ত বেরুচ্ছে। 'ওগুলো পুড়িয়ে ফেলুন!'

'পুড়িয়ে ফেলবো!' বিড়বিড় করলো রানা, উপলব্ধি করলো প্রচণ্ড রাগে থরথর করে কাঁপছে শরীর। মাথাটা ঠাণ্ডা করা দরকার। 'ওগুলো আমাদের বীমা, নেবুবি! শুধু আমরা জানি!'

ব্যথায় কুঁচকে থাকা চেহারা হঠাৎ নিভাঁজ হয়ে উঠলো, ফিসফিস করে বললো নেবুবি, 'ক্যাসেটগুলোও, স্যার।'

'হ্যাঁ, ক্যাসেটগুলো। দাও আমাকে!'

দ্রুত হাতে অ্যাটাক ক্যাসেটগুলো কেসে ভরলো নেবুবি। মাবাসার সামনে এসে দাঁড়ালো রানা, তার বেল্ট থেকে তুলে নিলো একটা ফসফরাস গ্রেনেড।

ক্যাসেট ভরা কেস-এর ভেতর ফসফরাস গ্রেনেড ও পিস্তলের ল্যানিয়ার্ড-এর সাহায্যে একটা ডিভাইস তৈরি করলো রানা। পিস্তল ল্যানিয়ার্ড-এর হুকটা গ্রেনেডের পিনে আটকালো, গ্রেনেডটা রাখলো কেস-এর ভেতর। কেস-এর ঢাকনির ওপর বেয়োনেটের ডগা দিয়ে একটা গর্ত তৈরি করলো, ল্যানিয়ার্ড-এর মুক্ত প্রান্তটা বেরিয়ে থাকলো গর্তের বাইরে। কেস বন্ধ করলো রানা, ল্যানিয়ার্ডটা জড়িয়ে নিলো কব্জির সাথে। 'বাওনা চেষ্টা করে দেখুক নিতে পারে কিনা,' কর্কশসুরে বিড়বিড় করলো ও। কেসটা যদি ওর হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়, বা যদি ফেলে দেয় ও, সাথে সাথে টান পড়বে গ্রেনেডের পিনে। শুধু যে কেসের ভেতর ক্যাসেটগুলো ধ্বংস হবে তা নয়, আশপাশে যারা থাকবে তারাও কেউ বাঁচবে না।

ইতিমধ্যে ম্যানুয়্যালগুলোয় আগুন ধরিয়ে দিয়েছে নেবুবি। তাকে নির্দেশ দিলো রানা, 'সব পুড়ে ছাই না হওয়া পর্যন্ত এখান থেকে নড়বে না।' ক্যাসেট ভরা কেসটা বুকের সাথে চেপে ধরে কমাণ্ড বাংকারের উদ্দেশে রওনা হলো ও।

আট

'বলিনি, আবার আপনাকে ফিরে আসতে হবে?' রানাকে দেখে মুচকি হাসলো জেনারেল কিরিকিটি বাওনা। পরমুহূর্তে রানার হাতে কেসটা দেখে ভুরু কুঁচকালো

সে, হাসিটা ধীরে ধীরে মুছে গেল চেহারা থেকে। কেসের ঢাকনিতে ফুটো, ফুটো থেকে বেরিয়ে আছে ল্যানিয়ার্ড, সবই লক্ষ্য করলো।

কেসটা তুলে কিরিকিটি বাওনার মুখের সামনে নাড়লো রানা। 'এর ভেতর হিন্দ স্কোয়াড্রনের প্রাণ রয়েছে, বাওনা,' বললো ও। 'ক্যাসেট ছাড়া স্টিংগারগুলো মূল্যহীন, আপনার কোনো কাজেই লাগবে না।'

চট করে দরজার দিকে তাকালো জেনারেল বাওনা।

'ও-সব ভুলে যান,' বললো রানা। 'কেসের ভেতর একটা গ্রেনেড রয়েছে। ফসফরাস গ্রেনেড। ল্যানিয়ার্ডটা ফায়ারিং-পিনের সাথে আটকানো। এটা যদি আমি ফেলে দিই বা কেউ যদি আমার হাত থেকে কেড়ে নেয়, কি ঘটবে বলুন তো? গ্রেনেড ফাটলে কি ঘটে আপনার জানা আছে।'

ডেস্কের দু'দিক থেকে পরস্পরের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকলো ওরা।

তারপর নিস্তব্ধতা ভাঙলো জেনারেল বাওনা। 'তারমানে চালমাত, মেজর রানা?' আবার হাসি ফুটলো তার চেহারায়, আগের চেয়ে ঠাণ্ডা ও ভীতিকর লাগলো।

'মনিকা কোথায়?' কঠিন সুরে জানতে চাইলো রানা।

গলা চড়িয়ে একজন আর্দালিকে ডাকলো জেনারেল। 'মেয়েটাকে নিয়ে এসো এখানে!'

দু'জনেই আড়ষ্ট ও সতর্ক হয়ে আছে, তাকিয়ে আছে পরস্পরের চোখের দিকে।

'ক্যাসেটের কথা মনে রাখা উচিত ছিলো আমার,' ঘরোয়া আলাপের সুরে বললো জেনারেল। 'সত্যি, আপনার প্রশংসা করতে হয়। খুব দেখিয়েছেন। গুড। ভেরি গুড। বুঝতে পারছেন তো, কেন আমি চাই আপনি নেতৃত্ব দিন?'

'আপনার আরো জানা দরকার,' বললো রানা, 'ইনস্ট্রাকশন ম্যানুয়্যালগুলোও আমি পুড়িয়ে ফেলেছি। আমরা মাত্র তিনজন-আমি, নেবুবি ও মনিকা-স্টিংগার সম্পর্কে জানি।'

'কেন, শাঙ্গানিরা তাহলে কিসের ট্রেনিং পেলো? মাবাসা, বিখানি?' চ্যালেঞ্জের সুরে জিজ্ঞেস করলো কিরিকিটি বাওনা।

নিঃশব্দে হাসলো রানা। 'কোনো লাভ নেই, বাওনা। ওরা শুধু মিসাইল ছুঁড়তে জানে, কিন্তু মাইক্রো প্রসেসর কিভাবে প্রোগ্রাম করতে হয় সে-সম্পর্কে কোনো ধারণা রাখে না। আমাদেরকে আপনার দরকার, কান-কাটা জেনারেল। আমরা না থাকলে হিন্দ গানশিপ অনবরত আসতে থাকবে, পড়ে পড়ে মার খাওয়া ছাড়া আপনার কিছু করার থাকবে না। কাজেই আমার সাথে লাগতে আসবেন না। আপনার অস্তিত্ব আমার হাতের মুঠোয়।'

পায়ের আওয়াজ পেলো রানা। রেডিও রুম থেকে কারা যেন পাশের রুমে চলে এলো। দরজার দিকে তাকালো ও। মনিকাকে দেখা গেল, পিছন থেকে কেউ ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঢোকালো তাকে।

আবার তার হাতে হ্যাণ্ডকাফ পরানো হয়েছে। মাথায় ক্যাপটা নেই, মুখ আর

ঘাড় ঢাকা পড়ে আছে এলোমেলো চুলে। তার দু'পাশে দু'জন গার্ড এসে দাঁড়ালো।

'রানা!' ওকে দেখেই ছুটে আসতে চেষ্টা করলো মনিকা। গার্ড দু'জন ধরে রাখলো তাকে। ধস্তাধস্তি শুরু করলো মনিকা। হ্যাঁচকা টান দিয়ে দেয়ালের গায়ে ফেলা হলো তাকে, চেপে ধরে রাখা হলো।

'আপনার কুত্তাগুলোকে বলুন ওকে যেন ছেড়ে দেয়,' হিসহিস করলো রানা। কুত্তা বলায় প্রচণ্ড রাগের সাথে রানার দিকে তাকালো গার্ড দু'জন।

কিরিকিটি বাওনা নির্দেশ দিলো, 'মেয়েটাকে চেয়ারে বসাও।'

জোর করে টেনে আনা হলো মনিকাকে, খালি একটা চেয়ারে বসানো হলো। আবার নির্দেশ দিলো জেনারেল বাওনা, চেয়ারের হাতলের সাথে হ্যাণ্ডকাফ আটকে দেয়া হলো।

'আপনার অত্যন্ত প্রিয় একটা জিনিস আমার হাতে রয়েছে, আর আমার একটা অত্যন্ত দরকারী জিনিস আপনার হাতে রয়েছে,' বললো জেনারেল বাওনা। 'আমরা কি একটা চুক্তিতে আসতে পারি না, মেজর রানা?'

'আমাদের যেতে দিন,' সাথে সাথে বললো রানা। 'সীমান্তে পৌঁছে ক্যাসেটগুলো হস্তান্তর করবো।'

মাথা নাড়লো কিরিকিটি বাওনা। 'আপনার প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য নয়। আমার পাল্টা প্রস্তাবটা শুনুন। হিন্দ ঘাঁটি আক্রমণে আপনি নেতৃত্ব দেবেন। অপারেশন পুরোপুরি সফল হবার পর মাবাসা আপনাকে সীমান্তে পৌঁছে দেবে।'

গ্রেনেড ভরা কেসটা মাথার কাছাকাছি তুলে দেখালো রানা।

জবাবে হাসলো কিরিকিটি বাওনা। বেল্টে আটকানো খাপ থেকে একটা ছুরি বের করলো সে। ব্লেডটা পাঁচ ইঞ্চি লম্বা, হাতলটা আইভরির। হাসতে হাসতেই চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালো সে, হাত বাড়িয়ে মনিকার খুলি থেকে এক গোছা চুল কেটে নিলো। কাটা চুলগুলো ছড়িয়ে পড়লো মেঝেতে। 'কি রকম ধার, বুঝতে পারছেন?' নরমসুরে জিজ্ঞেস করলো সে।

'মনিকা খুন হলে গ্রেনেডটা আমি ফাটিয়ে দেবো,' হুমকি দিলো রানা, উত্তেজনায় কর্কশ শোনালো ওর গলা। 'ও না থাকলে দর কষার কিছু থাকবে না আপনার।'

'দর কষার জন্যে আরেকটা জিনিস আছে আমার,' উত্তর দিলো কিরিকিটি বাওনা, দরজায় দাঁড়ানো গার্ডের উদ্দেশ্যে মাথা ঝাঁকালো সে।

বাংকারের ভেতর একজনকে নিয়ে এলো ওরা, আগে তাকে কখনো দেখেনি রানা। ভৌতিক একটা কাঠামো, ঘাড়ের ওপর ওটা মাথা নয়, যেন শুধুই খুলি। ঠোঁটগুলো কুঁকড়ে গেছে, অদৃশ্য হয়েছে মুখের ভেতর, ফলে বাইরে বেরিয়ে আছে বড় বড় দাঁত। ভালো করে তাকাতে রানা দেখলো, খুলির ওপর যেগুলোকে চুল বলে মনে হচ্ছিলো সেগুলো আসলে চকচকে ঘা।

বাওনার নির্দেশে ভৌতিক কাঠামোর গা থেকে ছেঁড়া কম্বলটা টেনে নিলো গার্ড। শুধু ওই কম্বলটাই অক্রু রক্ষা করছিল। পরোপুরি উলঙ্গ হয়ে পড়লো কঙ্কালটা। এতোক্ষণে বুঝতে পারলো রানা, একটা মেয়েমানুষের দিকে তাকিয়ে

রয়েছে ও।

মেয়েলোকটা রানাকে একটা হরর ফিল্মের কথা মনে করিয়ে দিলো। মানুষ বলে মনে হয় না–লোলচর্মসর্বস্ব কয়েকটা হাড়। পাঁজরে ঝুলে আছে শুকনো স্তন, তলপেটটা ভেতর দিকে এতো বেশি ডেবে আছে যে নিচের দিকটায় হাড় ছাড়া আর কিছু আছে বলে মনে হলো না। তার হাতে বা পায়ে কোনো মাংস নেই, শরীরের তুলনায় অনেক বড় লাগলো হাঁটু, ও কনুই।

রানা ও মনিকা, দু'জনেই তার দিকে তাকিয়ে আছে। আতঙ্কে কথা বলতে পারলো না।

'ওর তলপেটটা ভালো করে দেখুন। কি ওগুলো?' সহাস্যে জিজ্ঞেস করলো জেনারেল বাওনা।

চামড়ার নিচে থেকে উঁচু হয়ে আছে ওগুলো। কালো, পাকা আঙুরের মতো, শক্ত ও চকচকে। দু'চারটে নয়, অনেকগুলো, আর ঘন হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে নিচের দিকে।

মর্মবিদারক দৃশ্যটার দিকে তাকিয়ে আছে ওরা, হঠাৎ কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে ছুরি ধরা হাতটা লম্বা করলো কিরিকিটি বাওনা, ব্লেডের ডগা দিয়ে মনিকার হাতের উল্টোপিঠে খোঁচা মারলো। আঁতকে উঠে হাতটা সরিয়ে নেয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করলো মনিকা। চেয়ারের হাতলের সাথে আটকে আছে হ্যাণ্ডকাফ। খোঁচা লাগা চামড়া থেকে রক্ত বেরিয়ে আসছে, কড়ে আঙুলের ওপর দিয়ে গড়িয়ে মেঝেতে পড়ছে ফোঁটায় ফোঁটায়, সেদিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকলো মনিকা।

'ইউ বাস্টার্ড!' দাঁতে দাঁত চাপলো রানা। 'ওকে খোঁচা মারলেন কেন?'

'ভয় পাবার মতো এখনো কিছু ঘটেনি,' মৃদু হেসে ওদেরকে আশ্বস্ত করলো জেনারেল বাওনা। 'সামান্য একটু খোঁচাই তো!' ধীরে ধীরে, অত্যন্ত সতর্কতার সাথে, কালো মেয়েলোকটার কঙ্কালের দিকে হাত বাড়ালো সে, ছুরির ডগাটা তাক করলো ভেতর দিকে ডেবে থাকা তলপেটের দিকে। 'শরীরের এই অস্বাভাবিক ক্ষয় ও অতি পরিচিত অঙ্গ-বিকৃতি, বলুন তো, কিসের লক্ষণ?' রানার দিকে মুখ তুলে হাসলো সে। 'মেয়েলোকটা ভুগছে···আমরা আফ্রিকায় যেটাকে বলি, স্লিম সিকনেসে।'

'এইডস!' ফিসফিস করলো মনিকা, গলা শুনে মনে হলো কেঁদে ফেলবে সে।

নিজের অজান্তেই এক পা পিছিয়ে গেলো রানা।

'ঠিক ধরেছেন, মিস মনিকা,' সায় দিলো জেনারেল বাওনা। 'এইডস ইন ইটস টার্মিনাল স্টেজ।'

ঢোক গিললো রানা। মনিকার ফুঁপিয়ে ওঠার শব্দ শুনেও তাকাতে পারলো না।

ছুরির ডগা দিয়ে তলপেটে উঁচু হয়ে থাকা একটা ক্ষতে খোঁচা দিলো কিরিকিটি বাওনা। খুলে গেল ক্ষতটা, কোনো প্রতিক্রিয়া নেই কঙ্কালের। ক্ষতটা থেকে পুঁজ আর বিবর্ণ রক্ত বেরিয়ে এলো।

'রক্ত,' ফিসফিস করলো কিরিকিটি বাওনা, ছুরির ডগায় পুঁজ আর রক্ত মাখালো সে। 'গরম রক্ত, গিজগিজ করছে ভাইরাস।' রানাকে দেখাবার জন্যে

ছুরির ডগাটা ওর মুখের সামনে দোলালো সে। ডগা থেকে রক্ত ঝরছে, আরো এক পা পিছু হটলো রানা।

অপর হাতে মনিকার কব্জি ধরলো জেনারেল বাওনা। 'মিস মনিকার রক্তের সাথে তুলনা করুন। তার রক্ত সুস্থ, নীরোগ একটা মানুষের রক্ত। সুন্দরীর তাজা, ভাইরাসমুক্ত রক্ত।'

মনিকার হাতের উল্টোপিঠে ক্ষতটা টকটকে লাল হয়ে আছে, এখনো অল্প অল্প রক্ত বেরুচ্ছে।

'রক্তের সাথে রক্ত,' আবার ফিসফিস করলো কিরিকিটি বাওনা। 'ভালো রক্তের সাথে খারাপ রক্ত।' রক্তমাখা ছুরির ডগাটা মনিকার কব্জির কাছাকাছি আনলো সে, আতঙ্কে গুঙিয়ে উঠলো মনিকা, হাতটা সরিয়ে নেয়ার জন্যে মোচড়াতে শুরু করলো, বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে ছুরির দিকে।

'রক্তের সাথে রক্ত,' বললো বাওনা, 'মেশাবো। মেশাবো কি?' চোখে প্রশ্ন নিয়ে রানার দিকে তাকালো সে।

বোবা হয়ে গেছে রানা, গলা থেকে কোনো আওয়াজ বেরুলো না। নিঃশব্দে শুধু মাথা নাড়লো, চোখের দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে ছুরির ওপর।

'মেশাবো কি, মেজর?' আবার জিজ্ঞেস করলো কিরিকিটি বাওনা। 'ব্যাপারটা এখন আপনার ওপর নির্ভর করছে,' ক্ষতের আরো কাছাকাছি আনলো ছুরির ডগা।

রানার ঠোঁট কাঁপছে।

'আর এক ইঞ্চি, মেজর রানা,' বললো বাওনা, পরমুহূর্তে তীক্ষ্ণকণ্ঠে চিৎকার করলো মনিকা। আতঙ্কে পাগল হয়ে যাচ্ছে সে।

মনিকা হঠাৎ চিৎকার করলেও কিরিকিটি বাওনা চমকালো না। মনিকার মুখের দিকে তাকালোই না সে। তাকিয়ে আছে ছুরির দিকে। ছুরি ধরা হাতটা স্থির, একটুও কাঁপলো না। 'এতো সময় নিচ্ছেন কেন, মেজর রানা? বলুন, কি করবো?'

রানার মুখে কথা নেই।

ছুরির পাতটা মনিকার কব্জিতে ঠেকালো বাওনা, ক্ষত থেকে এক ইঞ্চি দূরে চামড়ায় মেখে গেল দূষিত রক্ত। এরপর ছুরির ডগাটা ক্ষতের দিকে নিয়ে এলো সে, এক চুল এক চুল করে।

'কথা বলুন, মেজর রানা। হ্যাঁ বা না কিছু একটা বলুন,' খোলা ক্ষতের দিকে এগোচ্ছে ছুরির ডগা।

'স্টপ ইট!' রুদ্ধশ্বাসে বললো রানা। 'স্টপ ইট!'

ছুরির ডগাটা তুলে নিলো কিরিকিটি বাওনা, চোখে কৌতূহল ও প্রশ্ন, রানার দিকে তাকালো। 'এর মানে কি আমরা একটা চুক্তিতে পৌঁছেছি?'

'ইয়েস,' বললো রানা, দরদর করে ঘামছে ও। 'ইয়েস, ইউ বাস্টার্ড!'

রক্তমাখা ছুরিটা বাংকারের এক কোণে ছুঁড়ে দিলো জেনারেল বাওনা। ডেস্কের দেরাজ খুলে অ্যান্টিসেপটিক ডেটলের একটা শিশি বের করলো সে। ডেটল দিয়ে নিজের রুমালটা ভেজালো, ভিজে রুমাল দিয়ে মনিকার হাত থেকে দূষিত রক্ত মুছে দিলো।

মনিকার শরীর নেতিয়ে পড়েছে চেয়ারে, হাঁপাচ্ছে সে, কাঁপছে থরথর করে।

'ওর হ্যাণ্ডকাফ খুলে দিন,' বেসুরো গলায় বললো রানা।

মাথা নাড়লো জেনারেল। 'চুক্তিটা পাকা হবার আগে নয়।'

'ঠিক আছে,' বললো রানা। 'আমার প্রথম শর্ত, মনিকা আমার সাথে যাবে। ছুঁচোর সাথে কোনো গর্তের ভেতর থাকবে না ও।'

কিরিকিটি বাওনা শর্তটা বিবেচনা করার ভান করলো, তারপর বললো, 'বেশ। কিন্তু আমার পাল্টা শর্ত হলো, আপনি যদি কোনোভাবে আমাকে হতাশ করেন, সাথে সাথে মাবাসা মিস মনিকাকে খুন করবে।'

'মাবাসাকে ডেকে পাঠান,' বললো রানা। এখনো ওর কপালের ঘাম শুকায়নি, এখনো কর্কশ আর বেসুরো শোনাচ্ছে গলার আওয়াজ। 'তাকে আপনি কি নির্দেশ দেন শুনতে চাই আমি।'

নির্লিপ্ত, ঠাণ্ডা চেহারা মাবাসার, শিরদাঁড়া খাড়া করে দাঁড়িয়ে থাকলো সে। পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করার পর জেনারেল তাকে বললো, 'আক্রমণটা যদি ব্যর্থ হয়, হিন্দ ঘাঁটিতে তোমরা পৌঁছুনোর আগেই যদি ফ্রেলিমোরা তোমাদের বাধা দেয়, কিংবা যদি কোনো হিন্দ গানশিপ পালিয়ে যায়...।'

বাধা দিলো রানা, 'না, থামুন! শতকরা একশো ভাগ সাফল্য আপনি আশা করতে পারেন না। সব মিলিয়ে আমি যদি ছ'টা হিন্দ ধ্বংস করতে পারি তাহলে ধরে নিতে হবে আমার মিশন সফল হয়েছে।'

ভুরু কুঁচকে মাথা নাড়লো কিরিকিটি বাওনা। 'ছ'টা ধ্বংস হলে আরো ছ'টা থেকে যাবে, তারমানে আমাদের অস্তিত্ব এখনকার মতোই হুমকির মুখে থাকবে। না, আপনি বড়জোর একজোড়া হিন্দকে পালিয়ে যেতে দেবেন। যদি দুটোর বেশি হিন্দ পালিয়ে যায় বা সচল থাকে, ধরে নেয়া হবে আপনি ব্যর্থ হয়েছেন, তার মূল্যও আপনাকে দিতে হবে,' মাবাসার দিকে ফিরলো সে। 'তুমি, সার্জেন্ট মাবাসা, মেজরের সমস্ত নির্দেশ মেনে চলবে। কিন্তু তিনি যদি ব্যর্থ হন, যদি দুটোর বেশি হিন্দ পালায়, নিজের হাতে নেতৃত্ব তুলে নেবে তুমি। লিডার হওয়ার পর তোমার প্রথম কাজ হবে মেজর রানা ও মিস মনিকাকে গুলি করে মারা। ওদের কালো চাকরটাকেও বাদ দেবে না। গুলি করবে কোনো রকম সময় নষ্ট না করে।'

নির্দেশ শুনে মাথা ঝাঁকালো সার্জেন্ট মাবাসা। চোখ দুটো ঢুলুঢুলু হয়ে আছে তার, যেন ঘুম পেয়েছে। ভুলেও রানার দিকে তাকালো না সে। রানা উপলব্ধি করলো, লোকটার সাথে তার সম্পর্ক যতো ভালোই হোক, ব্যর্থ হলে ওকে ঠিকই গুলি করবে সে, চোখের পাতা একটুও কাঁপবে না। কারণটাও বুঝতে পারলো। কিরিকিটি বাওনা একজন শাঙ্গানি, শাঙ্গানিদের সর্দার–আদিবাসীদের ঐতিহ্য অনুসারে সর্দারের নির্দেশ অমান্য করা মহা পাপ। গলা চড়ালো রানা, 'ঠিক আছে, বাওনা–কার কি পজিশন বুঝতে পারছি আমরা। এবার মনিকাকে আমার কাছে আসতে দাও।'

দেহরক্ষীরা মনিকার হ্যাণ্ডকাফ খুলে দিলো, তাকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করলো জেনারেল বাওনা, বললো, 'এই কষ্টটুকু দিতে হলো বলে সত্যি আমি

দুঃখিত, মিস মনিকা। আশা করি আপনি বুঝবেন, আমার কোনো উপায় ছিলো না।'

মনিকা টলছে। কয়েক পা এগিয়ে রানাকে আঁকড়ে ধরলো সে।

বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে রানা ও মনিকাকে স্যালুট করলো কিরিকিটি বাওনা। 'আপনাদের সাফল্য কামনা করি আমি, মেজর রানা,' বললো সে। 'যাই ঘটুক না কেন, আমাদের আর দেখা হচ্ছে না।'

উত্তর দেয়ার প্রয়োজন বোধ করলো না রানা। এক হাতে ক্যাসেট ভরা কেস, অপর হাতটা মনিকার কাঁধের ওপর, ধীর পায়ে দরজার দিকে এগোলো ও।

***

শ্বাপদ সংকুল-৩

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯২

এক

হাতে প্রায় দু'ঘন্টা দিনের আলো নিয়ে রওনা হলো ওরা। বেঢপ আকৃতির একটা মিছিল, মিসাইল-লঞ্চার ও ব্যাক-আপ মিসাইলগুলো বিদঘুটে বোঝা হয়ে চেপে থাকলো ঘাড়ে; অসম্ভব ভারি তো বটেই, বোঝার অস্বাভাবিক দৈর্ঘ্যও আড়ষ্ট করে তুললো ওদেরকে, পথ ক্রমশ সরু হয়ে এলে দু'পাশের ঘন ঝোপে বার বার আটকে গেল, বিপদ বা হুমকি দেখা দিলে দ্রুত কোনো ব্যবস্থা নিতে পারবে না।

এক লাইনে এগোচ্ছে ওরা, সবাইকে কাছাকাছি থাকার নির্দেশ দিয়েছে মাসুদ রানা। রেনামো সেনাবাহিনীর ফ্রন্ট-লাইন এখনো কয়েক মাইল সামনে, পদযাত্রার শুরুতে গুরুতর কোনো বিপদের ভয় নেই, তবু মিছিলের সামনে ও পিছনে অ্যাসল্ট ট্রুপসের সতর্ক পাহারা রেখেছে রানা, আকস্মিক অ্যামবুশের মধ্যে পড়লে মিসাইল বাহকরা যাতে আত্মরক্ষার সুযোগ পায়। নিশ্চিত হবার জন্যে মিছিলের মাথার দিকে নেবুবিকে পাঠালো ও, নিজে থাকলো মাঝখানে, কোথাও বিপদ দেখা দিলে তাড়াতাড়ি পৌঁছুতে পারবে, আবার মনিকার কাছাকাছিও থাকা হলো।

'পেনডুলা কোথায়?' রানাকে জিজ্ঞেস করলো মনিকা। 'লুকিয়ে ছিলো ও, ওকে কিছু না জানিয়ে এভাবে রওনা হওয়া কি উচিত হয়েছে? চিন্তা হচ্ছে আমার।'

'পেনডুলার জন্যে তোমার চিন্তা না করলেও চলবে,' মৃদু হেসে বললো রানা। 'জানানো হোক বা না হোক, আমাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করবে ও। দেখো, হয়তো পাশের ঝোপ থেকে নজর রাখছে আমাদের ওপর।'

রানার কথাই সত্যি হলো, মিছিলের ওপর অন্ধকার নামতেই রানার পাশে ভোজবাজির মতো উদয় হলো ছোট্ট একটা ছায়ামূর্তি। 'আমি আপনাকে দেখতে পাচ্ছি, বস্,' বাঁশীর মতো আওয়াজ করলো পেনডুলা।

'আমিও তোমাকে দেখতে পাচ্ছি, বন্ধু,' তার নরম চুলে হাত বুলিয়ে দিলো রানা। 'তোমার আসার অপেক্ষায় ছিলাম। ফ্রেলিমো লাইনের ভেতর দিয়ে যেতে হবে, একটা পথ খুঁজে দাও। আমরা বাজপাখির আস্তানায় যাবো।'

আত্মমর্যাদা বাড়াবার জন্যে খুক খুক করে কাশলো পেনডুলা। 'আমার পিছু নিন, বস্,' বললো সে।

রানার নির্দেশে নতুন একটা ঝাঁকের আকৃতি পেলো দলটা। এদিকেই এগিয়ে আসছে ফ্রেলিমো গেরিলারা, তাদের পিছনে পৌঁছুতে হবে ওদেরকে।

যুদ্ধটা হচ্ছে ওদের সামনে। ফ্রেলিমো ও জিম্বাবুইয়ান সৈন্যরা সংখ্যায় ছ'হাজার, তিন হাজারেরও কম রেনামো সৈন্যের বাধা পেরিয়ে এগিয়ে আসছে তারা, রণক্ষেত্রের বিস্তৃতি দশ হাজার বর্গমাইলের মতো। ওদের সামনে যুদ্ধ হচ্ছে এখানে সেখানে বিচ্ছিন্নভাবে, বাকি এলাকা দুর্গম বা পরিত্যক্ত। পেনডুলা ও নেবুবিকে পাঠালো রানা বড় একটা ফাঁক খুঁজে বের করার জন্যে, যেটার ভেতর দিয়ে গলে রণক্ষেত্রের পিছনে পৌঁছুতে পারবে দলটা। বাকি সবাই নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে ওদের দু'জনকে অনুসরণ করলো, সতর্ক পাহারায় থাকলো শাঙ্গানি অ্যাসল্ট টিম।

সারারাত হাঁটার মধ্যে থাকলো ওরা, দিক পরিবর্তনের বা ঘুরপথ ধরার প্রয়োজন দেখা দিলে মিছিলের মাথায় ফিরে এলো নেবুবি। খানিক পর পর দূর থেকে ভেসে এলো মর্টার ও হেভি মেশিনগানের আওয়াজ, বোঝা গেল রেনামো ডিফেন্স-এর সামনে পড়ে গেছে ফ্রেলিমো গেরিলারা। অন্ধকার বনভূমির মাথার ওপর ফ্লেয়ার জ্বলে উঠতেও দেখলো ওরা। তবে হেলিকপ্টার রোটরের কোনো আওয়াজ পেলো না। রানা অনুমান করলো, ফ্রেলিমোরা শুধু দিনের বেলা হিন্দ গানশিপ ব্যবহার করছে, কারণ রাতের অন্ধকারে কে শত্রু কে মিত্র বোঝার কোনো উপায় নেই।

ভোর হবার এক ঘন্টা আগে রানার খোঁজে মিছিলের মাঝখানে চলে এলো নেবুবি। 'আলো ফোটার একঘন্টার মধ্যেও আমরা আমাদের প্রথম অবজেকটিভে পৌঁছুতে পারবো না। ঘুরপথ ধরে আসতে হয়েছে, তেমন এগোতে পারিনি। এখন কি করতে বলেন আপনি? দিনের আলোয় হিন্দ দেখে ফেলতে পারে। আমরা কি ঝুঁকিটা নেবো?'

জবাব দেয়ার আগে আকাশের দিকে তাকালো রানা। ভোরের প্রথম আভাস, ম্লান হয়ে যাচ্ছে তারাগুলো। 'মাথার ওপর ডালপালা কম। এতো লোক, এতো ইকুইপমেন্ট লুকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। না, আমরা থামবো না। থামবো লুকোবার জায়গায় পৌঁছে। পেনডুলাকে আরো জোরে হাঁটতে বলো।'

'কিন্তু হিন্দ?'

'মূল যুদ্ধটাকে অনেক পিছনে ফেলে এসেছি আমরা,' বললো রানা। 'হিন্দগুলো এখন সেদিকেই যাবে, কাজেই ঝুঁকিটা নিতে পারি। তবে জোরে হাঁটো।'

ভোরের আলো যতো বাড়লো, ততোই শুকিয়ে গেল রেনামোদের মুখ, ঘন ঘন মুখ তুলে তাকালো আকাশে। দ্রুত এগোচ্ছে ওরা, প্রায় ছুটছে। সারাটা রাত বিশ্রাম পায়নি কেউ, তবু ভারি বোঝা নিয়ে শাঙ্গানিরা এখনো তাগড়া ঘোড়ার মতো টগবগিয়ে এগোচ্ছে, এতোটুকু ক্লান্ত হয়নি। ভোরের আলোয় যখন গাছের মগডাল দেখা যাচ্ছে, তখনই প্রথম টার্বোর আওয়াজ পেলো রানা, দূর থেকে ভেসে আসছে, সরে যাচ্ছে পুব দিকে। দিনের প্রথম অভিযানে বেরিয়েছে হিন্দ গানশিপ। মিছিলের মাথা ও লেজ থেকে চিৎকার করলো অ্যাসল্ট টিমের সদস্যরা, সতর্ক করে দিলো সবাইকে। পথ থেকে চোখের পলকে সরে গেল পোর্টাররা, খুঁজে নিলো সবচেয়ে কাছের আড়ালটা। সেকশন লিডাররা কুঁজো

হলো, ফ্রেলিমোদের পতাকা বের করে মাথার ওপর নাড়ার জন্যে তৈরি। রানাই ওগুলো সরবরাহ করেছে, হিন্দের গানার ওদেরকে দেখতে পেয়ে শেল ছুঁড়তে এলে ব্যবহার করা হবে।

দু'মাইল দূর দিয়ে চলে গেল একজোড়া হিন্দ, কাছাকাছি এলো না। কয়েক মিনিট পর গাটলিং-ক্যাননের গোলা ও অ্যাসল্ট রকেট বিস্ফোরিত হলো, শব্দগুলোকে আলাদাভাবে চিনতে পারলো ওরা। ওদের অনেক পিছনে রেনামোদের একটা ঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছে।

এরপর ওদের হাঁটার গতি আরো বেড়ে গেল। এক ঘন্টা পর মিছিলের লেজটা প্রায় খাড়া ঢাল বেয়ে নেমে এলো একটা খাদে। খাদের তলায় শুকনো একটা নদী, দু'পাশে পাথুরে গুহা—এই গুহার ভেতরই ইউনিমগ ট্রাকগুলোকে লুকিয়ে রেখেছিল রেনামোরা।

গুহায় ঢুকে হাঁফ ছাড়লো সবাই, যে-যার বোঝা নামিয়ে রেখে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লো। 'আগুন জ্বালা নিষেধ,' নির্দেশ দিলো রানা। 'কেউ সিগারেট খাবে না।'

ভুট্টার ঠাণ্ডা কেক ও শুকনো মাছ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লো রেনামোরা। গুহার পিছনে মনিকার জন্যে নিরিবিলি একটা জায়গা পেলো রানা, পাথরের উঁচু স্তূপ আড়াল করে রেখেছে। মেঝেতে একটা কম্বল বিছালো ও। বসলো মনিকা, পা লম্বা করে দিয়ে একটার ওপর অপরটা তুলে দিলো, স্বাদহীন খাবার মুখে নিয়ে ধীরে ধীরে চিবাচ্ছে। অর্ধেকটাও খাওয়া হয়নি, কাত হয়ে একদিকে ঢলে পড়লো সে, মাথাটা মেঝেতে ঠেকার আগেই ঘুমিয়ে পড়েছে। তার গলা পর্যন্ত চাদর দিয়ে ঢেকে দিলো রানা, তারপর দাঁড়ালো।

ছোট্ট, পোর্টেবল টু-ওয়ে রেডিওর অ্যান্টেনা লম্বা করলো মাবাসা। আওয়াজ কমালো, কান পেতে যুদ্ধের খবর শুনছে। রেনামো ফিল্ড কমাণ্ডাররা জেনারেল কিরিকিটি বাওনার হেডকোয়ার্টারে রিপোর্ট পাঠাচ্ছে। রানাকে দেখে গম্ভীর হলো মাবাসা, বললো, 'খারাপ খবর। কাল দুপুরের মধ্যে নদীর কিনারায় পৌঁছে যাবে ফ্রেলিমোরা। জেনারেল বাওনা যদি পিছু না হটেন, খড়কুটোর মতো ভেসে যাবে তাঁর হেডকোয়ার্টার···।' ওদের কল সাইন শুনতে পেয়ে চুপ করে গেল সে।

'লোহার মুগুর,' শাঙ্গানি ভাষায় ডাকা হলো মাবাসাকে। 'এখানে আমি রণহুংকার।'

হ্যাণ্ডমাইকটা মুখের সামনে তুলে মাবাসা বললো, 'রণহুংকার, এখানে আমি লোহার মুগুর। কালো বাতাস।' কালো বাতাস একটা কোড, মানে হলো ওদের প্রথম গন্তব্যে ওরা নিরাপদেই পৌঁচেছে।

মাবাসা ওকে জানালো, এরপর আবার যোগাযোগ হবে কাল সকালে, ততোক্ষণে ওদের ভাগ্যে যা ঘটার ঘটে যাবে, ভালো হোক বা মন্দ হোক।

মাবাসাকে পিছনে রেখে গুহার মুখে এসে দাঁড়ালো রানা। নেবুবির নেতৃত্বে পাঁচজন লোক নদীর বালিময় শুকনো তলা কাঁটাঝোপের ঝাঁটা দিয়ে ঝাড়ু দিচ্ছে, মুছে ফেলছে ওদের পায়ের চিহ্ন। খানিক পর ঢাল বেয়ে গুহামুখে উঠে এলো নেবুবি। রানা জানতে চাইলো, 'পাহারা?'

'পাহাড়ের দু'মাথায়,' হাত তুলে ওদের মাথার ওপর চূড়াগুলো দেখালো

নেবুবি। 'খাদে নামার সবগুলো পথ কাভার দেয়া হচ্ছে।'

'গুড,' নেবুবিকে নিয়ে গুহার ভেতর ঢুকলো রানা। 'এসো, স্টিংগারগুলো তৈরি করি।'

লঞ্চারগুলো জোড়া লাগাতে প্রায় এক ঘন্টা লেগে গেল। দ্রুত হাতে ব্যাটারি-প্যাকে সংযোগ দিলো ওরা, মাইক্রো কমপিউটারের কনসোলে ক্যাসেট ঢোকালো। প্রতিটি লঞ্চার পুরোপুরি আর্মড হলো, প্রোগ্রাম করা হলো 'টু কালার' অ্যাটাক সিকোয়েন্স-এ, টার্গেট হিন্দ গানশিপ। হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলিয়ে রানা বললো, 'কিছুক্ষণ ঘুমানো যায়।' বললো বটে, তবে দু'জনের কেউই নড়লো না। তার বদলে, যেন পরস্পরের সম্মতি নিয়ে, গুহার সামনের দিকে সরে এলো ওরা, সবার কাছ থেকে দূরে, নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকলো নদীর শুকনো তলার দিকে। সকালের রোদ লেগে নদীর বালি মিহি তুষারকণার মতো চিকচিক করছে।

পুরানো দিনের স্মৃতি রোমন্থন করলো ওরা, বারবার ফিরে এলো যুদ্ধ প্রসঙ্গ। জিম্বাবুইয়ের স্বাধীনতা যুদ্ধে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়েছে ওরা, পরস্পরকে কাভার দিয়েছে, একজনের বিপদে অপরজন ঝুঁকি নিয়েছে মৃত্যুর। রানাকে 'বস্' বলে সম্বোধন করলেও, নেবুবি আসলে ওর বন্ধুর মতো। জিম্বাবুই স্বাধীন হবার পর কনসেশন ভাড়া করলো রানা, শিকারের শখ মেটানো ও গা ঢাকা দেয়ার একটা জায়গা সংরক্ষিত রাখাই ছিলো লক্ষ্য, সেনাবাহিনী থেকে নাম কাটিয়ে ওর কনসেশনে যোগ দিলো নেবুবি, কারণ রানাকে ভালোবাসে সে।

'তোমাকে আমি একটা কঠিন দায়িত্ব দিতে চাই,' হঠাৎ অতীত থেকে বাস্তবে ফিরে এসে বললো রানা, থমথম করছে চেহারা। 'তোমার ওপর আমার আস্থা আছে, জানি তুমি আমাকে হতাশ করবে না।'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকালো নেবুবি। কোনো প্রশ্ন করলো না।

রানার গলা নরম হয়ে এলো, প্রায় ফিসফিস করে কথা বলছে, 'হেলিকপ্টার ঘাঁটিতে কঠিন যুদ্ধ হবে। যুদ্ধে আমি মারা যেতে পারি, শত্রুদের হাতে ধরা পড়তে পারে মনিকা। কিন্তু আমি চাই না ফ্রেলিমোরা ওকে ধরুক। এ-ব্যাপারেই তোমার সাহায্য দরকার আমার, তখন যদি আমি উপস্থিত না থাকি।'

চেহারা ম্লান হয়ে গেল নেবুবির, যেন বুঝে ফেলেছে রানা কি বলতে চায়। 'এ-ধরনের আশঙ্কা সম্পর্কে আমি চিন্তা করতে চাই না।'

'উপকারটা করবে তুমি?' জিজ্ঞেস করলো রানা। 'পরিষ্কার উত্তর পেতে হবে আমাকে।'

'আপনার কোনো নির্দেশ আমি কখনো অমান্য করিনি,' বিড়বিড় করে বললো নেবুবি।

'কি করতে হবে তুমি জানো,' বললো রানা। 'কথা দাও।'

এক সেকেণ্ড পর নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকালো নেবুবি, তারপর বললো, 'কথা দিলাম।'

'কাজটা যদি করতেই হয়, মনিকাকে টের পেতে দিয়ো না, কোনো কথা

বলো না, হঠাৎ সারবে।'

'মনিকা মেমসাব জানবে না কি ঘটতে যাচ্ছে,' প্রতিশ্রুতি দিলো নেবুবি। 'বা কি ঘটলো। ইট উইল বি কুইক।'

'ধন্যবাদ,' বলে নেবুবির কাঁধ চাপড়ে দিলো রানা। 'এবার আমরা খানিক বিশ্রাম নিতে পারি।'

এখনো ঘুমিয়ে আছে মনিকা, এতো নিঃশব্দে নিঃশ্বাস ফেলছে যে ভয় পেয়ে গেল রানা, মুখটা তার নাকের সামনে নামিয়ে নিঃশ্বাসের স্পর্শ নিলো, তারপর কপালে চুমো খেলো আলতোভাবে। ঘুমের মধ্যে বিড়বিড় করে কি যেন বললো মনিকা, ওর নাগাল পাবার জন্যে হাতড়ালো, আলিঙ্গনের মধ্যে রানাকে পেয়ে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেললো।

কাঁধে মৃদু চাপড় দিয়ে রানার ঘুম ভাঙালো নেবুবি। 'সময় হয়েছে।'

মনিকার বাহুবন্ধন থেকে সাবধানে নিজেকে মুক্ত করলো রানা।

গুহামুখে ওর জন্যে অপেক্ষা করছিল ওরা। পেনডুলা ও মাবাসার সাথে সেকশন লিডাররা রয়েছে। চুপিসারে দ্রুত এগোবার জন্যে হালকা অস্ত্র নিয়েছে সবাই। 'চারটে বাজে,' বললো নেবুবি। নদীর শুকনো বুক থেকে সরে গেছে রোদ, ঢালের গায়ে লম্বা ছায়া পড়েছে গাছপালার। 'আবার দেখা হবে,' বিড়বিড় করলো নেবুবি। প্যাক-এর স্ট্র্যাপ লাগাচ্ছে রানা, একবার শুধু মাথা ঝাঁকালো।

ভূতের মতো নাচতে নাচতে এগোলো পেনডুলা, গুহা থেকে বেরিয়ে তার পিছু নিলো দলটা, ঢুকে পড়লো জঙ্গলে, ছুটন্ত একটা ঝাঁকের আকৃতি, যাচ্ছে দক্ষিণ দিকে।

দু'বার হিন্দের শব্দ পেলো ওরা, ভেসে এলো অনেকটা দূর থেকে। মাত্র একবারই গাছের আড়ালে গা ঢাকা দিতে হলো ওদেরকে, একটা হিন্দ মাথার ওপর চলে আসায়। চোখে বিনকিউলার তুলে চার হাজার ফুট ওপর দিয়ে তীরবেগে ওটাকে ছুটে যেতে দেখলো রানা, ফুয়েল নেয়ার জন্যে আস্তানায় ফিরে যাচ্ছে, মিসাইল র‍্যাক খালি।

পেনডুলা ওদেরকে যেদিকে নিয়ে যাচ্ছে ঠিক সেদিকেই চলে গেল হিন্দটা। চোখ থেকে বিনকিউলার না নামিয়ে ওটার দিকে তাকিয়ে থাকলো রানা, লক্ষ্য রাখলো কোথায় নামে। 'পাঁচ মাইল সামনে,' আন্দাজ করলো ও, আড়চোখে তাকালো পেনডুলার দিকে—ওর মুখ থেকে প্রশংসা শোনার জন্যে আগ্রহের সাথে অপেক্ষা করছে।

'ধন্যবাদ, পেনডুলা।'

'ঠিক যেন একটা মৌমাছি, মৌচাকে ফিরে যাচ্ছে।'

'শকুনের চোখ তোমার, সবই দেখতে পাও।'

আনন্দে মাটিতে গড়াগড়ি খেলো পেনডুলা।

আধঘন্টা পর হামাগুড়ি দিয়ে ছোটো একটা পাথুরে পাহাড়ের চূড়া পেরুলো ওরা, আকাশের গায়ে ওদেরকে যাতে দেখা না যায়, খানিকটা নেমে এসে থামলো ঢালের গায়ে। চোখে বিনকিউলার তুললো রানা, ক্যাপটা তেরছাভাবে পরলো মাথায়, লেন্স আড়াল করার জন্যে। লেন্সে রোদ লাগলে শত্রুপক্ষ ওদের

উপস্থিতি জেনে ফেলবে।

রেললাইনটা সাথে সাথে ধরা পড়লো চোখে, দু'মাইল দূরেও নয়। বিকেলের রোদে জোড়া লাইন চকচক করছে। লাইন ধরে আরো মাইলখানেক এগোলো রানার দৃষ্টি, স্থির হলো একজোড়া রেলওয়ে ট্যাংকারের ওপর। ঝোপ ও গাছপালার আড়ালে আংশিক ঢাকা পড়ে আছে ওগুলো। কয়েক মিনিট পর জঙ্গল থেকে ধুলোর মেঘ মাথাচাড়া দিলো, মেঠো পথ ধরে বেরিয়ে এলো একটা ফুয়েল ট্যাংকার, থামলো রেলওয়ে ট্যাংকারের পাশে। ওভার-অল পরা কর্মীরা দুই ট্যাঙ্কারের মধ্যে হোস পাইপের সংযোগ দিলো।

ফুয়েল ট্যাংকারে তেল ভরা হচ্ছে, এই সময় অকস্মাৎ নাটকীয়ভাবে রেল স্টেশনের সামনের পাহাড়ের ঢাল থেকে আকাশে উঠে এলো একটা হিন্দ গানশিপ। দিনের আলো ফুরোবার আগে আরেকবার রণক্ষেত্র থেকে ঘুরে আসতে চায়।

ঠিক কোন দিকটায় খুঁজতে হবে জানার পর বালির বস্তা দিয়ে সযত্নে আড়াল করা গান এমপ্লেসমেন্টগুলো আবিষ্কার করা সহজ হয়ে গেল রানার জন্যে। মোট ছ'টা গুনলো ও, সব ক'টা পাহাড়টার ঢালে। 'ছ'টা,' পেনডুলাকে বললো ও।

'আটটা,' রানার ভুল ধরলো পেনডুলা, লুকানো এমপ্লেসমেন্ট দুটো হাত তুলে দেখিয়ে দিলো ওকে। 'আরো তিনটে আছে পাহাড়ের উল্টো-দিকে, এখান থেকে আপনি দেখতে পাবেন না।'

মডেল দেখে আক্রমণের প্ল্যান করা হয়েছে, এলাকাটা চাক্ষুষ করার পর সংশোধনের দরকার পড়লো। নোট বুক বের করে দূরত্ব, উচ্চতা ইত্যাদির নতুন হিসাব টুকতে হলো। এক এক করে সব ক'জন সেকশন লিডারকে ডেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলো রানা—যার যার দল এসে পৌঁছুনো মাত্র সবাই তারা নির্দিষ্ট পজিশনে চলে যাবে।

পেনডুলাকে বিদায় করে দিলো রানা, বললো, 'নেবুবির কাছে ফিরে যাও। অন্ধকার নামলেই, ওদেরকে নিয়ে চলে আসবে এখানে।'

পেনডুলা চলে যাবার পর দিনের বাকি সময়টুকু উত্তর থেকে হিন্দগুলোর ফিরে আসা দেখলো রানা। পেনডুলা বলেছিল, দুটো হিন্দ উড়ছে না, কিন্তু এগারোটাকে ফিরে আসতে দেখলো ও। মেইন্টেন্যান্স ক্রুদের দক্ষতাই প্রমাণ করে, এরইমধ্যে অচল দুটো হিন্দ মেরামত করে নিয়েছে তারা।

আস্তানায় নামার আগে প্রতিটি হিন্দ পাহাড়ের ওপর শূন্যে কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে স্থির থাকলো। এ-ধরনের বৈশিষ্ট্যগুলো বিশেষভাবে লক্ষ্য করার জন্যে সেকশন লিডারকে নির্দেশ দিলো রানা। কোন্ হিন্দ কোথায় নামছে তা-ও খেয়াল রাখতে হবে।

সূর্য অস্ত গেল। অন্ধকার গাঢ় হবার জন্যে অপেক্ষায় থাকলো ওরা। আর কিছু আলোচনার নেই, রানা ও মাবাসা চুপচাপ কাছাকাছি বসে আছে। এরকম প্রতীক্ষা আগেও বহুবার করেছে রানা, কিন্তু উত্তেজনা দমন বা নিয়ন্ত্রণ করা আজও ওর পক্ষে সম্ভব হয়নি। রোমাঞ্চকর অনুভূতি আসলে একটা নেশা, উপভোগ করার জন্যে ব্যাকুল হয়ে থাকে আত্মা।

'যুদ্ধে আমরা জিতবো,' শান্তভাবে বললো মাবাসা। 'আমরা পুরুষ-মানুষের মতো লড়বো।'

মাথা ঝাঁকালো রানা। 'হ্যাঁ, লড়াইটা জিততে হবে আমাকে। যদি হারি, তুমি আমাকে খুন করার চেষ্টা করবে। সেটাও একটা যুদ্ধ হবে, তাই না? পুরুষমানুষের মতোই লড়বো আমরা–তুমি আর আমি।'

'দেখা যাবে,' গম্ভীরসুরে বললো মাবাসা, পশ্চিম আকাশের লালিমা লেগেছে তার চোখে।

সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হবার সাথে সাথে সামনের পাহাড়টা প্রথমে অস্পষ্ট, তারপর একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর সন্ধ্যা-তারা ফুটলো আকাশে, পাহাড়ের ঠিক মাথার ওপর, নিশ্চলক, যেন জানিয়ে দিচ্ছে আস্তানাটা ঠিক কোথায়।

অন্ধকার গাঢ় হবার এক ঘন্টার মধ্যে ওদের পিছনের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এলো রেইডিং পার্টি। মিছিলের মাথায় রয়েছে নেবুবি, পাশে মনিকা, ওদেরকে পথ দেখাচ্ছে পেনডুলা। ওদের সাথে মাত্র দু'একটা কথা বললো রানা, যার যার ইউনিটের সাথে যোগ দেয়ার নির্দেশ দিলো ট্রুপারদের। মিসাইল টিমের দায়িত্ব বুঝে নিলো সেকশন লিডাররা, বাক্স থেকে বের করে জোড়া লাগানো হলো স্টিংগার লঞ্চার। স্পেয়ার মিসাইলগুলোও আরেকবার চেক করা হলো।

প্রতিটি টিম ও টিমের ইকুইপমেন্ট পরীক্ষা করলো ওরা–রানা, নেবুবি ও মনিকা। সবশেষে সেকশন লিডারদের এক জায়গায় জড়ো করলো রানা, কাকে কি নির্দেশ দেয়া হয়েছে সব পুনরাবৃত্তি করতে বলা হলো। সন্তুষ্ট হবার পর যার যার অ্যাটাক পজিশনে চলে যাবার নির্দেশ দিলো ও। ঢালু বেয়ে নামতে হবে ওদেরকে, প্রথম টিম নেমে যাবার পর পাঁচ মিনিট বিরতি দিয়ে নামবে দ্বিতীয় টিম।

মিসাইল টিমের নেতৃত্ব দিচ্ছে মাবাসা, হেলিকপ্টার ঘাঁটির পুব পেরিমিটার আক্রমণ করবে তার টিম। পজিশনে পৌঁছুবার জন্যে সবচেয়ে বেশি হাঁটতে হবে ওদেরকে, তাই আগে রওনা হবার সুযোগ পেলো।

পশ্চিম পেরিমিটার আক্রমণ করবে নেবুবির মিসাইল টিম। রওনা হবার আগে রানার সাথে নিঃশব্দে করমর্দন করলো সে, কোনো শুভেচ্ছা বিনিময় হলো না, কারণ এ-ব্যাপারে কুসংস্কার আছে নেবুবির–তার ধারণা, মঙ্গলকামনা উচ্চারণ করতে নেই, মনে মনে আওড়াতে হয়। শুভেচ্ছার বদলে রানাকে সে বললো; 'আমার পাওনা টাকা যে দিলেন না, বস্? ম্যানুয়েল রিভেরা যে লাখ লাখ ডলার দান করে গেলেন, তার ভাগ তো আমিও পাবো, তাই না? তার ওপর আছে বেতন। কিছুই তো পেলাম না!'

'বলো তো চেক লিখে দিই,' মুচকি হেসে জবাব দিলো রানা, ক্যামোফ্লেজ ক্রীম মেখে ভূত সেজেছে ও। শব্দ না করে নেবুবিও হাসলো, কপালে হাত ঠেকিয়ে স্যালুট করলো রানাকে, তারপর তফাতে সরে গেল, রানা যাতে মনিকার সাথে একা কথা বলতে পারে।

'তোমাকে ছেড়ে যেতে মন চাইছে না,' অস্ফুটে বললো মনিকা।

শক্ত করে তাকে জড়িয়ে ধরলো রানা। 'সব সময় নেবুবির কাছাকাছি

থাকবে,' কোমল সুরে বললেও, শোনালো আদেশের মতো।

'আমি তোমাকে ফেরত চাই। কথা দাও।'

অভয় দিয়ে হাসলো রানা।

'বলো নিরাপদে আমার কাছে ফিরে আসবে তুমি?'

'আসবো।'

'প্রতিজ্ঞা করো।'

'কথা দিলাম,' বললো রানা, নিজেকে ওর আলিঙ্গন থেকে ছাড়িয়ে নিলো মনিকা, নেবুবির পিছু নিয়ে হারিয়ে গেল অন্ধকারে। তার গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকলো রানা, অনুভব করলো হাত দুটো সামান্য কাঁপছে। ওগুলো পকেটে ভরে মুঠো পাকালো ও। মন থেকে মনিকাকে সরাবার জন্যে ভাবলো, 'সাথে নেবুবি রয়েছে, ওকে দেখবে সে।'

ওর জন্যে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছিল অ্যাসল্ট টিম, জঙ্গলের কিনারায়। চব্বিশজন লোক, কামানের খোরাক, ভাবলো রানা। স্টিংগার ট্রেনিঙের বাছাই পর্বে টেকেনি তারা। হেলিকপ্টার ঘাঁটির পেরিমিটার থেকে পাঁচশো মিটার দূরে, নিরাপদ পজিশন থেকে আক্রমণ চালাবে মিসাইল ক্রুরা, কিন্তু অ্যাসল্ট টিমকে সরাসরি এগিয়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে শত্রুর ওপর, ফ্রেলিমোদের সামনে নিজেদেরকে সহজ টার্গেট হিসেবে তুলে ধরতে হবে—তবেই হিন্দ গানশিপগুলো উঠবে আকাশে। তখন ওগুলোকে ভূপাতিত করার সুযোগ পাবে মিসাইল ক্রুরা। হেলিকপ্টার ঘাঁটির চারধারে যতো রকম বাধা ও বিপদ আছে, সবগুলোর সামনে পড়তে হবে অ্যাসল্ট টিমকে। তাদের কাজটা শুধু বিপজ্জনকই নয়, গুরুত্বপূর্ণও বটে, সেইজন্যে আর কাউকে দায়িত্ব না দিয়ে নিজেই নেতৃত্ব দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রানা।

'এসো, পেনডুলা,' শান্তস্বরে বললো ও। সত্যিকার বিপদের মুহূর্তে, তা আহত কোনো হিংস্র প্রাণীকে ধাওয়া করার সময়ই হোক বা শত্রু ঘাঁটিতে হানা দেয়ার সময়, পেনডুলার স্ব-নির্বাচিত জায়গা হলো রানার ডান বা বাম পাশ। কোনো অবস্থাতেই সেখান থেকে তাকে সরানো যাবে না।

শুভেচ্ছার প্রতীক হিসেবে শাঙ্গানি সার্জেন্ট মাবাসা রানাকে তার নিজের রাইফেলটা ব্যবহার করতে দিয়েছে, একেএম অ্যাসল্ট রাইফেল। ঢাল বেয়ে নেমে আসছে ওরা, অন্ধকারে পথ দেখাচ্ছে পেনডুলা, রেল স্টেশন ও হেলিকপ্টার ঘাঁটির মাঝখানে পৌঁছুনোর জন্যে ঘুর পথে এগোচ্ছে। শাখা লাইনের ওপর দাঁড়ানো রেলওয়ে ট্যাংকারগুলোর যতোটা সম্ভব কাছাকাছি পৌঁছুতে চায় ওরা।

তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই, সারাটা রাত হাতে রয়েছে ওদের। চুপিসারে, সতর্কতার সাথে ধীরে ধীরে এগোলো ওরা।

রাত দুটোর দিকে থামলো রানা, সিদ্ধান্ত নিলো এখান থেকেই আক্রমণ করবে। সরু কাস্তের মতো চাঁদ উঠেছে আকাশে। নির্দিষ্ট ব্যবধানে ছড়িয়ে পড়লো টিমের সদস্যরা, রানার নির্দেশ পাবার অপেক্ষায় আছে।

ক্রল করে সবার কাছেই একবার করে এলো রানা, তাদের ৬০ এম এম

এম/ফোর কমাণ্ডো মর্টার সাইটে নিজে চোখ রেখে দেখলো, শুধু হাতের স্পর্শ দিয়ে পরখ করলো তাদের ইকুইপমেন্ট, প্রশ্ন করে নিশ্চিত হলো সবাই তাদের অবজেকটিভ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা রাখে, ফিরে আসার আগে উৎসাহ দিলো প্রত্যেককে, কাঁধে হাত রেখে চাপ দিলো মৃদু। যা করার সবই করা হয়েছে, এবার অপেক্ষার পালা।

ভোর তখনো হয়নি, চারদিকে গাঢ় অন্ধকার, হঠাৎ পাহাড়ী নিস্তব্ধতাকে চুরমার করে দিয়ে ভীতিকর একটা আওয়াজ হলো। সাথে সাথে চিনতে পারলো রানা, প্রচণ্ড শক্তিশালী টার্বো এঞ্জিনের শব্দ, মানুষ-খেকো নেকড়ের মতো গর্জন করছে। একে একে স্টার্ট নিলো সবগুলো এঞ্জিন। হিন্দ স্কোয়াড্রন প্রস্তুতি নিচ্ছে, ভোরের আলো ফোটা মাত্র বেরিয়ে পড়বে দিনের প্রথম অভিযানে।

হাতঘড়ির আলোকিত ডায়ালে চোখ রাখলো রানা। পাঁচটা বাজতে এগারো মিনিট বাকি। সময় প্রায় হয়ে এসেছে। একেএম রাইফেলের ম্যাগাজিন বদল করলো ও, দেখতে পেয়ে প্রত্যাশায় উন্মুখ হয়ে নড়ে উঠলো পেনডুলা। ভোরের প্রথম বাতাস কোমল স্পর্শ রাখলো রানার মুখে, প্রেমিকার আলতো চুমোর মতো। পুব দিকে মুখ ঘুরিয়ে হাতটা উঁচু করলো ও, ছড়িয়ে থাকা আঙুলগুলো কোনোরকমে দেখতে পেলো। ভোরের এই সময়টাকে 'শিং বেলা' বলে ম্যাটাবেলরা, রাখাল যখন তার গবাদি পশুর শিং আকাশের গায়ে প্রথম দেখতে পায়।

আর দশ মিনিট, ভাবলো রানা। দশ মিনিট পর গুলি করার মতো আলো পাওয়া যাবে। শেষ দশটা মিনিট পেরুতে সময় লাগে অনন্তকাল।

এক এক করে প্রতিটি এঞ্জিনের আওয়াজ ধীরে ধীরে কমে এলো। গ্রাউণ্ড ক্রুরা গোলা ও ফুয়েল ভরছে। ফ্লাইং ক্রুরা সম্ভবত আগেই উঠে পড়েছে হেলিকপ্টারে।

আরও কিছুটা উজ্জ্বল হলো ভোরের আলো। পাহাড়চূড়ার কর্কশ কিনারা দেখতে পেলো রানা। আরো সামনে আকাশের গায়ে নকশা তৈরি করেছে একজোড়া মাসাসা গাছের ডালপালা, ভোরের বাতাস পেয়ে দোল খাচ্ছে।

'শূট!' চাপা কণ্ঠে নির্দেশ দিলো রানা। ওর পাশে দাঁড়ানো ট্রুপার সামনে ঝুঁকলো, দু'হাতে ধরা মর্টারটা ফেলে দিলো মর্টার টিউবের মুখে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে কোমল ফুস্‌স্‌ আওয়াজ করে পাহাড়চূড়ার পাঁচশো ফুট ওপরে উঠে গেল সিগন্যাল বোমা। বিস্ফোরণের সাথে সাথে লাল আলোয় ভেসে গেল চারদিক।

দুই

নেবুবির পিছু পিছু ঢাল বেয়ে নেমে এলো মনিকা, হাত বাড়ালেই ছুঁতে পারবে তাকে। নেবুবির কাঁধে একটা মিসাইল লঞ্চার রয়েছে। মনিকার পিছনে টিমের

দু'নম্বর সদস্য ঝুঁকে আছে সামনের দিকে, স্পেয়ার রকেট টিউব বহন করছে সে।

চারদিকে গেলাকার ও মসৃণ নুড়ি পাথর, খুব সাবধানে পা ফেলে নামতে হলো ওদেরকে। ঢাল থেকে নিচে নামার আগেই ঘেমে গেল মনিকা। গাছপালার ভেতর দিয়ে হেলিকপ্টার ঘাঁটির পেরিমিটার লক্ষ্য করে এগোলো ওদের টিম। একটা সময় ছিলো, এ-ধরনের পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে আড়ষ্ট বোধ করতো মনিকা। মাত্র কয়েক হপ্তায় কতো বদলে গেছে সে। কখনো ভেবেছিল কি, প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর এতো কাছাকাছি থাকতে হবে তাকে? পাহাড়চূড়ার ওপর ঝুলে থাকা ধ্রুবতারা দেখে পথ চিনে নেবে বা নেবুবি নামে এক সরলপ্রাণ আফ্রিকান যুবকের সংকেত পেয়ে সাড়া দেবে সাথে সাথে? ভেবেছিল কি, দু'দল গেরিলাদের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হবে তাকে? কিংবা প্রেমে পড়তে হবে বাংলাদেশী এক যুবকের?

মাসুদ রানা! নামটা মনে মনে বারবার আওড়ালো মনিকা, যেন মন্ত্র পড়ছে। রানাকে আমি ভালোবাসি, এতো ভালো জীবনে কাউকে বাসিনি! চিন্তায় বাধা পড়লো, থামার সংকেত দিয়েছে নেবুবি।

চারপাশে ঘন জঙ্গল। এটাই ওদের অ্যাটাক পজিশন। স্টিংগার মিসাইল ফায়ার করার জন্যে প্রস্তুতি নিলো নেবুবি, তাকে সাহায্য করলো মনিকা। কাজ শেষ হতে মাটির কাছাকাছি নেমে আসা একটা ডালের ওপর পা ঝুলিয়ে বসলো।

মনিকাকে রেখে শিকারী নেকড়ের মতো অন্ধকারে হারিয়ে গেল নেবুবি, সঙ্গ দেয়ার জন্যে রেখে গেল দু'নম্বর শাঙ্গানি লোডারকে। নেবুবিকে চলে যেতে দেখে মন খারাপ হলো মনিকার, তবে আতঙ্কবোধ করলো না। এই ক'দিনে তার সাহস অনেক বেড়েছে।

কিছুক্ষণ পর আবার নিঃশব্দে ফিরে এলো নেবুবি। 'বাকি সব সেকশন পজিশনে রয়েছে,' মনিকার পাশে, ডালের ওপর বসে ফিসফিস করলো সে। 'তবে ভোর হতে এখনো দেরি আছে, ঘুমোবার চেষ্টা করুন।'

'আসবে না,' বললো মনিকা, এতো নিচু গলায় যে শোনার জন্যে তার দিকে ঝুঁকতে হলো নেবুবিকে। 'এসো, বরং গল্প করি। তুমি আমাকে মাসুদ রানার গল্প শোনাও। ওর সম্পর্কে সব কথা জানতে চাই আমি।'

'আমার আদর্শপুরুষ তিনি,' বিড়বিড় করে বললো নেবুবি। 'আমি তাঁকে হিরো বলে জানি। বস্ আমাকে বন্ধু বলে মনে করেন, কিন্তু আসলে আমি ওঁর ভক্ত। একজন ভক্ত তার গুরুর শুধু প্রশংসাই করতে পারে।'

'প্রশংসা বা নিন্দা শোনার আগ্রহ নেই আমার, আমি ওর সম্পর্কে তথ্য পেতে চাই,' বললো মনিকা। 'বউ-বাচ্চা ফেলে, দেশ ছেড়ে, এখানে কি করছে ও? যেন মনে হয় আফ্রিকার গহীন জঙ্গলে পালিয়ে এসেছে। আসলেও কি তাই?'

'বিশ্বাস করুন, বস্ সম্পর্কে প্রায় কোনো তথ্যই আমার জানা নেই। পালিয়ে আসার কথা বললেন, জানেন, আমারও কিন্তু এই সন্দেহটা হয়। এরকম মাঝে মধ্যেই, দু'চার বছর পর পর, আমাদের কাছে চলে আসেন তিনি। যখন শুধু শিকার করতে আসেন, বুঝতে পারি। কিন্তু কখনো কখনো মনে হয়,

শিকার করতে আসেননি, যেন পালিয়েই এসেছেন। তারপর হুট করে একদিন চলে যান। মেমসাব, একটা কথা বলবো, কিছু মনে করবেন না তো?'

'বলো, কিছুই মনে করবো না।'

'বস্ বিয়ে করেননি।'

'তুমি ঠিক জানো?' নিজের অজান্তেই মনিকার গলা চড়ে গেল, আগ্রহের আতিশয্যে। তারপর ভুরু কোঁচকালো সে। 'বিয়ে করেনি, এ-কথা শুনে আমার মনে করার কি আছে, নেবুবি?'

এক সেকেণ্ড চুপ করে থাকলো নেবুবি, তারপর বললো, 'একটু চিন্তা করুন। এমন সুদর্শন, এমন গুণী মানুষ, সারা দুনিয়া চষে বেড়ান, সুন্দরী মেয়েরা কি কম চেষ্টা করেছে?'

'ঠিক। তোমার কি ধারণা? তাদের ব্যর্থ হওয়ার পিছনে কারণটা কি?'

'আমার মনে হয় দায়িত্ব নিতে ভয় পান বস্।'

'ভয় পায়? কেন?'

'ভবঘুরে না? খেয়ালি না? বিয়ে মানেই তো বাঁধন। বস্ এতো বেশি স্বাধীনচেতা যে কোনো বাঁধনে জড়াতে চান না বলেই মনে হয় আমার।'

'তুমি খুব বুদ্ধিমান, নেবুবি। অনেক গভীর পর্যন্ত দেখতে পাও।'

মনিকা হতাশ হয়নি লক্ষ্য করে বিস্মিত হলো নেবুবি, তবে কিছু বললো না।

'ব্যাপারটা আমিও খানিকটা আঁচ করতে পেরেছি, নেবুবি,' খানিক পর মৃদুকণ্ঠে বললো মনিকা। 'এ-ধরনের চরিত্রের কথা গল্প-উপন্যাসে পড়েছি, ওর সাথে পরিচয়ের আগে ধারণা করতে পারিনি বাস্তবেও এমন মানুষ থাকতে পারে।'

'আমি চাই না আপনি আঘাত পান, তাই কথাটা বললাম···।'

অন্ধকারে হাসলো মনিকা। বললো, 'ধন্যবাদ, নেবুবি। একজন বন্ধুই তার বন্ধুর জন্যে ভাবে। তোমাকে বন্ধু হিসেবে পেয়ে আমি কৃতজ্ঞ। তবে আঘাতের কথা যেটা বললে, আমি এমন কিছু কখনোই করবো না যাতে নিজেকে আঘাত পেতে হয়, বা ওকে আঘাত দিতে হয়।' খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বললো সে, 'আমি কখনোই চাইবো না রানা তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্যটুকু হারিয়ে ফেলুক। ওই বৈশিষ্ট্যগুলোর জন্যেই ওকে আমার এতো ভালো লাগে। আমি চাইবো চিরকাল ওকে আমার ভালো লাগুক।'

কথাগুলোর অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে চেষ্টা করলো নেবুবি। মর্ম উদ্ধার করলো সে, মনিকা মেম তার বসকে এখনকার রোমাঞ্চকর জীবন থেকে সরিয়ে নিতে চান না, তাতে যদি নিজেকে বঞ্চিত করতে হয় তাও তিনি করবেন। শ্রদ্ধায় ও বিস্ময়ে মাথাটা নত হয়ে এলো তার। মনিকা মেম পরিষ্কারই বলে দিলেন, ভালোবাসা আছে, কিন্তু কোনো দাবি নেই।

এরপর আর কোনো কথা হলো না। পাশাপাশি বসে থাকলো ওরা। অনেকক্ষণ পর মুখের সামনে হাত তুলে আঙুলগুলো ছড়িয়ে দিলো নেবুবি, অস্পষ্টভাবে দেখতে পেলো পাঁচটা আঙুল। 'শিং বেলা,' বললো সে। 'আর দেরি

নেই।' কথাটা শেষ হওয়ামাত্র পাহাড়চূড়ার ওপর জ্বলে উঠলো লাল ফ্লেয়ার।

ভোরের আকাশে সিগন্যাল ফ্লেয়ার বিস্ফোরিত হবার সাথে সাথে শুরু হয়ে গেল যুদ্ধ। আরপিজি সেভেন রকেট-লঞ্চার গর্জে উঠলো, কিন্তু রকেটটা বিস্ফোরিত হলো রেললাইনের ওপর দাঁড়ানো প্রথম ফুয়েল ট্যাংকাব থেকে বিশ ফুট পিছনে। রানা দেখলো, মাটি থেকে শূন্যে লাফিয়ে উঠলো চোখ-ধাঁধানো হলুদ শিখা, শিখার মাঝখানে ঘন ঘন ডিগবাজি খাচ্ছে ফ্রেলিমোদের একজন সেন্ট্রি। দ্বিতীয় রকেটটা ছুটে গেল ছ'ফুট ওপর দিয়ে, ট্যাংকারটাকে ছাড়িয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল সামনের বনভূমিতে, গাছপালার আড়ালে বিস্ফোরণটা দেখা গেল না।

গানারদের তিরস্কার করলো রানা, আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে ছুটছে, বুঝতে পারছে গুরুত্বপূর্ণ প্রথম গুলিটা নিজে না ছুঁড়ে ভুল করেছে ও।

রেলওয়ে ট্যাংকারের চারপাশে ছুটোছুটি করছে ফ্রেলিমোরা, চিৎকার করছে। হেলিকপ্টার ঘাঁটির পেরিমিটার থেকে একটা ১২.৭ এমএম পাল্টা আক্রমণ শুরু করলো, কমলা রঙের ট্রেসার ছুঁড়ে দিলো আকাশে।

আরপিজি সেভেন লোড করার সময় আড়ষ্ট ভঙ্গিতে হাতড়াচ্ছে গানার, আধো অন্ধকারে নার্ভাস হয়ে পড়েছে সে। লঞ্চারটা তার কাঁধ থেকে ছিনিয়ে নিলো রানা, অভ্যস্ত হাতে দ্রুত সরালো মিসাইলের প্রোটেকটিং নোজ ক্যাপ, সেফটি-পিন আলগা করলো, এক ঝটকায় কাঁধে তুলে নিলো অস্ত্রটা, ভাঁজ করা একটা হাঁটু গাড়লো মাটিতে, লক্ষ্যস্থির করলো রেলওয়ে ট্যাংকারের ওপর।

দূরত্ব তিনশো মিটার। রেঞ্জ তিনশো মিটারের বেশি হলে আরপিজি সেভেন রকেটের সাফল্য সম্পর্কে কোনো নিশ্চয়তা দেয়া সম্ভব নয়, নির্ভর করে গানারের ব্যক্তিগত দক্ষতা, বাতাসের মতিগতি ইত্যাদির ওপর। ফায়ার করলো রানা।

রেলওয়ে ট্যাংকারের একটা পাশ বিস্ফোরিত হলো, আকাশের গায়ে পাঁচিলের মতো খাড়া হলো অগ্নিশিখা। পাশে দাঁড়ানো গানারের দিকে মারমুখো হয়ে তাকালো রানা, ব্যস্ত হাতে প্যাক থেকে আরেকটা মিসাইল বের করলো সে।

জ্বলন্ত ফুয়েল পাহাড়ের দক্ষিণ ঢালটাকে দিনের মতো আলোকিত করে তুলেছে। খোলা জায়গায় রয়েছে রানা, মাটিতে হাঁটু গেড়ে, ১২.৭ এমএম-এর গানার রানার ওপর লক্ষ্যস্থির করলো।

রানার চারপাশের মাটি ধুলোর মেঘে পরিণত হলো, চিৎকার দিয়ে ওর পাশে শুয়ে পড়লো গানার। 'ব্যাটা উজবুক করে কি!' একাই লঞ্চারটা লোড করলো ও, ১২.৭ এমএম গানারের চোখকে ফাঁকি দেয়ার কোনো চেষ্টা করলো না।

লঞ্চারটা আবার কাঁধে তুলে নিলো রানা, লক্ষ্যস্থির করলো দ্বিতীয় রেলওয়ে ট্যাংকারের ওপর। কমলা রঙের চোখ-ধাঁধানো আলোয় আলোকিত হয়ে রয়েছে ওটা। গুলি করতে যাবে ও, হলুদ ধুলোর একটা ঘন মেঘে ঢাকা পড়ে গেল টার্গেট, সেই সাথে কামানের এক ঝাঁক গোলা ওর মাথার এতো কাছ দিয়ে ছুটে

গেল যে ভোঁ ভোঁ শুরু করলো কান।

গুলি করতে তিন সেকেণ্ড দেরি করলো রানা। ধুলোর পর্দা না সরা পর্যন্ত অপেক্ষা করলো। এবারও লক্ষ্যভেদ করলো ও, বিস্ফোরিত হলো.. দ্বিতীয় ট্যাংকার, বিস্ফোরণের ধাক্কায় রেললাইন থেকে ছিটকে মাটিতে কাত হলো সেটা। জ্বলন্ত ফুয়েল পাহাড়ের ঢাল বেয়ে গড়িয়ে নেমে যাচ্ছে, যেন খুদে একটা ভিসুভিয়াস লাভা উদ্গিরণ করছে।

লঞ্চারটা গানারের বুকে ছুঁড়ে মারলো রানা। 'ফায়ার করতে না পারলে এটা দিয়ে ওদের মাথায় বাড়ি মারো, হাঁদারাম!'

অবশ্য মর্টার কর্মীরা রীতিমতো ভালো করছে। ভোরের আকাশ চিরে একের পর এক ছুটে গেল বোমাগুলো, বৃষ্টির ফোঁটার মতো পড়ছে পাহাড়-চূড়ার ঘাঁটিতে। নির্লিপ্ত, পেশাদারি দৃষ্টিতে ফলাফলটা লক্ষ্য করলো রানা। 'দারুণ,' বিড়বিড় করলো ও। তবে প্রতিটি মর্টারের জন্যে মাত্র ত্রিশটা করে বোমা বয়ে আনতে পেরেছে ওরা, কারণ একেকটার ওজন প্রায় দুই কেজি করে। একটু পরই শেষ হয়ে যাবে ওগুলো। বোমার বিরতিহীন বিস্ফোরণে ফ্রেলিমো গানাররা দিশেহারা হয়ে পড়েছে, বোমা শেষ হবার আগেই পেরিমিটারে হামলা চালাতে হবে। একেএম রাইফেলটা বাগিয়ে ধরলো রানা, সেফটি-ক্যাচ অফ করলো, চিৎকার করলো, 'গো! গো! গো!'

একযোগে সিধে হলো শাঙ্গানিরা, ঢাল বেয়ে তীব্রবেগে নেমে যাচ্ছে। সংখ্যায় মাত্র বিশজন তারা, আগুনের উজ্জ্বল শিখায় আলোকিত। পাহাড়ের ওপরদিকের ঢাল বেয়ে ফ্রেলিমো গানাররা একনাগাড়ে গুলি করছে, শাঙ্গানিদের মাথার ওপর দিয়ে ঝাঁক বেঁধে ছুটে গেল বুলেট।

ফ্রেলিমোদের একজন গানার ছুটন্ত রেনামো লাইনের মাথায় রানাকে দেখতে পেয়ে লক্ষ্যস্থির করলো, কিন্তু রানা দীর্ঘ লাফে এতো দ্রুত নামছে যে বুলেটগুলো ওর পিছনে চলে গেল। একেবারে গা ছুঁয়ে গেল, দুবার কাপড়ে টান অনুভব করলো রানা। ছোটার গতি আরো বাড়িয়ে দিলো ও, ওর পাশ থেকে খিক খিক করে হেসে উঠলো পেনডুলা, খর্বকায় লোকটা কিভাবে যে ওর সাথে তাল মিলিয়ে ছুটছে তা একমাত্র আল্লাই বলতে পারে।

'এতো হাসির কি হলো, মাথামোটা গর্দভ?' খেঁকিয়ে উঠলো রানা, দু'জন একসাথে ঢাল থেকে নেমে এলো সমতলভূমিতে, জ্বলন্ত রেলওয়ে ট্যাংকারের পাশে। ঘন কালো ধোঁয়ার পর্দা আড়াল করে রেখেছে ওদেরকে, ফ্রেলিমো গানাররা দেখতে পাচ্ছে না। এই সুযোগে শাঙ্গানিদেরকে হেলিকপ্টার ঘাঁটির পেরিমিটারের দিকে পথ দেখালো রানা, এখনো তারা দৌড়াচ্ছে।

শেষ দুশো মিটার ধোঁয়ার আড়াল পাওয়া গেল।

রানার সামনে, ধোঁয়ার ভেতর থেকে হোঁচট খেতে খেতে বেরিয়ে এলো একজন ফ্রেলিমো সেন্ট্রি। ছেঁড়া-ফাড়া ডেনিম পরে আছে সে, পায়ে টেনিস শু। অস্ত্রটা খুইয়েছে, একটা চোখ নেই—সম্ভবত স্প্লিন্টার লেগেছে। কোটর থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে এসেছে মণি, গালের সাথে ঝুলছে, বিশাল একটা লিচুর মতো। মাথাটা ঘন ঘন ঝাঁকাচ্ছে সে, অপটিক নার্ভের সাথে ঝুলে থাকা চোখ

দোল খাচ্ছে। ছোটার গতি না কমিয়ে কোমরের কাছ থেকে গুলি করলো রানা, লাশটাকে লাফ দিয়ে টপকালো। মনে মনে বললো, 'বাঙালী হত্যার প্রথম প্রতিশোধ!'

ধোঁয়ার আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো ওরা, আগের মতোই ছুটছে। ঘাড় ফিরিয়ে নিজের দলটার ওপর চোখ বুলালো রানা, অবাক বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করলো এখনো আহত হয়নি কেউ। বিশজন শাঙ্গানি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে, ছোটার পথে প্রতিটি আড়াল ব্যবহার করছে তারা, বেশিরভাগ সময় ধোঁয়া, আগুনের শিখা, পাথর ও গাছ ওদেরকে ঢেকে রাখছে। ফ্রেলিমো গানাররা সময় পাচ্ছে না লক্ষ্যস্থির করার।

অকস্মাৎ, মাত্র পাঁচ হাত সামনে, একটা খুঁটির ওপর টিনের পাতে আঁকা খুলিটা দেখতে পেলো রানা। ব্যাপারটা কি বুঝতে পারার আগেই মাইনফিল্ডে ঢুকে পড়লো দলটা। এই মাইনফিল্ডই পাহারা দিচ্ছে হেলিকপ্টার ঘাঁটিটাকে।

দু'সেকেণ্ড পর রানার ডান পাশের শাঙ্গানি একটা মাইনে পা দিলো। কোমর থেকে শরীরের নিচের অংশ ধুলো ও আগুনের ঝলকে ঢাকা পড়ে গেল, বিস্ফোরণের শব্দে তালা লেগে গেল কানে, হাঁটুর কাছ থেকে দুটো পা-ই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে শাঙ্গানির।

'থেমো না!' চিৎকার করলো রানা। 'প্রায় পৌঁছে গেছি আমরা!' হিংস্র একটা পশুর মতো রানার সমগ্র অস্তিত্বে যেন থাবলা মারছে আতঙ্ক, সমস্ত শক্তি শুষে নিয়ে প্রাণহীন জড়পিণ্ডে পরিণত করে দিতে চাইছে ওকে। নিঃশ্বাস ফেলতে কষ্ট হলো রানার। শরীরটা ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবার ভয়টা মৃত্যুভয়কেও হার মানায়। পায়ের নিচে ইস্পাতের ক্যাপসুল পোঁতা রয়েছে, ঠিক কোথায় জানা নেই, পায়ের চাপ লাগলেই বিস্ফোরিত হবে।

লাফিয়ে রানার সামনে চলে এলো, যেন মানুষরূপী একটা ফেরেশতা, রানাকে বাধ্য করলো ছোটার গতি কমাতে। 'আমার পিছু পিছু আসুন, বস্!' সোয়াহিলি ভাষায় বাঁশীর মতো আওয়াজ করলো পেনডুলা। ওর প্রতি লোকটার ভক্তি ও ভালবাসা দেখে হতভম্ব হয়ে গেল রানা। 'পা ফেলুন ঠিক যেখানে আমি পা ফেলছি।' তার নির্দেশ পালন করলো রানা, এখন আর ছুটছে না, পা ফেলছে যেন একটা বামুন।

এভাবে মাইনফিল্ডের শেষ পঞ্চাশ কদম রানাকে পথ দেখিয়ে পার করে আনলো পেনডুলা। অন্যের জন্যে এমন ভয়ংকর ঝুঁকি নিতে আগে কখনো কাউকে দেখেনি রানা। মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসার এ এক বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত, অভিভূত না হয়ে পারা যায় না। মাইন ফিল্ডের শেষ সীমায় ওরা পৌঁছবার আগে আরো দু'জন শাঙ্গানি ধরাশায়ী হলো, কোমরের নিচ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল তাদের শরীর। তাদেরকে নিজেদের রক্ত ও থেঁতলানো মাংসের ভেতর ফেলে রেখে এলো ওরা, লাফ দিয়ে তারের নিচু বেড়াটা টপকালো।

আতঙ্কিত ও নার্ভাস হলেও, পেনডুলার প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ এমন প্রবল হয়ে দেখা দিলো রানার মনে, কখন যেন ভিজে উঠেছে চোখ দুটো। তাকে একটা

খেলনার মতো কোলে তুলে নিয়ে আদর করতে ইচ্ছে হলো ওর। তার বদলে বললো, 'তুমি এতো হালকা যে কোনো মাইনে পা দিলেও ফাটতো না সেটা!' বিপদ না হওয়ায় এবং রানার রসিকতা শুনে আনন্দে এক পাক নাচলো পেনডুলা, পরমুহূর্তে আবার রানার পাশে চলে এলো সে, একযোগে ছুটলো ওদের সামনে নাক বরাবর উঁচু হয়ে থাকা বালির বস্তা দিয়ে তৈরি ১২.৭ এমএম মেশিনগান এমপ্লেসমেন্টের দিকে।

কোমরের কাছ থেকে থেমে থেমে গুলি করলো রানা, বালির বস্তাগুলোর ওপর ফ্রেলিমো গানারের কালো মাথাটা দেখতে পাচ্ছে।

রানাকেও দেখতে পেলো গানার, ভারি মেশিনগানের ব্যারেলটা ওর দিকে ঘোরালো সে।

ডাইভ দিলো রানা, গড়িয়ে দিলো শরীর, বালির বস্তায় লেগে থেমে গেল। এতো কাছে, হাত উঁচু করলে ছুঁতে পারবে মেশিনগানের মাজল্।

বেল্ট থেকে ফ্র্যাগমেন্টেশন গ্রেনেড বের করলো রানা, পিন খুললো, বস্তার মাথায় হাত তুলে মুঠো আলগা করলো, যেন লেটারবক্সে চিঠি ফেলছে। পর্তুগীজ ভাষায় আর্তনাদ করে উঠলো গানার। 'প্রতিশোধ,' ক্ষীণ হেসে বিড়বিড় করলো রানা।

বিস্ফোরিত হলো গ্রেনেড। বস্তাগুলোর ফাঁক দিয়ে ঠিক যেন জিভ বের করলো আগুন আর সাদা ধোঁয়া। লাফ দিয়ে বস্তাগুলোর মাথায় উঠলো রানা, গড়িয়ে ভেতরে নামলো। ভেতরে দু'জন লোককে দেখলো ও, মেঝেতে হাত-পা ছুঁড়ছে, খিঁচুনি উঠে গেছে শরীরে, যে-কোনো মুহূর্তে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবে। পাঁচ-ছয়জন ফ্রেলিমো বিপদ টের পেয়ে আগেই বস্তাগুলোর মাথা টপকে বেরিয়ে গেছে, প্রাণ হাতে করে ছুটছে তারা। মেঝেতে পড়ে থাকা লোক দু'জনকে পেনডুলার হাতে ছেড়ে দিলো রানা, পরিত্যক্ত মেশিনগানের ব্যারেল ঘোরালো ছুটন্ত ফ্রেলিমোদের দিকে।

সব ক'টাকে ফেলে দিলো রানা, তারপর পেনডুলার হাত থেকে স্পেয়ার অ্যামুনিশন বেল্ট নিয়ে রিলোড করলো মেশিনগান, আক্রমণ শুরু করলো ওর মাথার ওপর পাহাড়ের ঢালে ছড়িয়ে পড়া ফ্রেলিমো গেরিলাদের ওপর।

রানার মনে হলো, এখনো অর্ধেকের বেশি শাঙ্গানি বেঁচে আছে। মুখে রণহুংকার, ফ্রেলিমোদের প্রতিটি বাধা তছনছ করে দিয়ে সামনে বাড়ছে তারা। আক্রমণের তীব্রতায় টিকতে না পেরে পজিশন ছেড়ে পালাতে শুরু করেছে ফ্রেলিমোরা।

রেঞ্জের মধ্যে আর কোনো শত্রু নেই দেখে মেশিনগান ফেলে বস্তাগুলো টপকালো রানা, শাঙ্গানিদের সাথে ছুটলো ঘাঁটির আরো ভেতর দিকে। হেলিকপ্টারের সার্ভিস সেন্টারটা কাছেই কোথাও থাকার কথা।

ছুটছে রানা, এই সময় ওর সামনে থেকে কুৎসিত ও দানবীয় একটা আকৃতি উদয় হলো আকাশে। চকচকে রোটরের ওপর ভর করে উঁচু হচ্ছে হিন্দ গানশিপ, টার্বো থেকে কান ফাটানো আওয়াজ বেরিয়ে আসছে। মাত্র এক সেকেণ্ড, তারপরই বিদ্যুৎ খেলে গেল রানার শরীরে। পেনডুলাকে ছোঁ দিয়ে

তুলে নিলো ও, সে যেন ছোট্ট একটা বিড়ালছানা, এক পা পিছিয়ে এসে ঘুরেই লাফ দিলো বস্তাগুলোর মাথা লক্ষ্য করে। মেশিনগানের পাশে হামাগুড়ি দিয়ে থাকলো রানা, শরীরের নিচে চেপে রেখেছে পেনডুলাকে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না, হিন্দের গানার দেখে ফেলেছে ওদেরকে।

বাতাসে শিস কেটে ছুটে এলো কামানের গোলা। বিস্ফোরিত হলো বালির বস্তা। ধুলো আর ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে গেল সব।

তিন

'নেবুবি!' আর্তনাদ করে উঠলো মনিকা। 'রানাকে ওরা মেরে ফেলেছে!' নেবুবিকে আঁকড়ে ধরলো সে, গা ঝাড়া দিয়ে নিজেকে মুক্ত করলো নেবুবি। নিরাপদ পজিশন থেকে যুদ্ধটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ওরা। বালির বস্তা দিয়ে ঘেরা ছোট্ট জায়গাটায় রানাকে লাফ দিয়ে পড়তে দেখেছে মনিকা, পরমুহূর্তে সেটা কামানের গোলায় ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।

মাটিতে একটা হাঁটু গেড়ে কাঁধে লঞ্চার তুললো নেবুবি, সাইট স্ক্রীনে গভীর মনোযোগ।

'জলদি!' রুদ্ধশ্বাসে তাগাদা দিলো মনিকা। 'জলদি মিসাইল ছোঁড়ো–ওহ্ নেবুবি!'

লম্বা টিউব থেকে লাফ দিলো মিসাইল, রকেট মটর জ্বলে উঠতেই গরম বাতাস ও ধুলোর কণা আঘাত করলো মনিকার মুখে। চোখ সরু করলো সে, দম আটকে রাখলো, ছুটন্ত মিসাইলের দিকে তাকিয়ে আছে। মিসাইলের লেজ থেকে আগুন বেরুচ্ছে, পিছনে রেখে যাচ্ছে ধোঁয়া, উঠে যাচ্ছে পাহাড় চূড়ার যেখানে প্রায় অন্ধকার আকাশের গায়ে ঝুলে রয়েছে হিন্দ গানশিপ।

মৃদু ঝাঁকি খেয়ে মিসাইলের গতিপথ সামান্য বদলে গেল, টার্গেট এখন আল্টা-ভায়োলেট। নাকটা সামান্য উঁচু হলো মাত্র, আর্মারড এগজস্ট পোর্ট লক্ষ্য নয় এখন, রোটর গিয়ারবক্সের নিচে টার্বো ইনটেক-এ আঘাত হানবে।

মিসাইলের আঘাতে শূন্যে ডিগবাজি খেলো হিন্দ, রোটরটা পাথুরে ঢালের গায়ে বাড়ি খেলো, শ্লথভঙ্গিতে ড্রপ খেতে খেতে নামছে, এয়ার ইনটেক থেকে বেরিয়ে আসছে লকলকে আগুনের শিখা। একটা পাথরে লেগে চুরমার হলো মেইন রোটর, ভোরের আকাশে ছিটকে পড়লো টুকরোগুলো।

বস্তাগুলোর মাথায় আবার রানাকে দেখতে পেয়ে আনন্দে কেঁদে ফেললো মনিকা। বানরের বাচ্চার মতো রানার বুকে সেঁটে রয়েছে পেনডুলা, তাকে নামিয়ে দিয়ে ছুটলো রানা, তার সাথে পাশাপাশি ছুটলো পেনডুলাও।

'রিলোড!' চেঁচিয়ে উঠলো নেবুবি। চোখের জলে ভাসতে ভাসতে স্পেয়ার মিসাইল টিউবটা পাশ থেকে তুলে নিলো মনিকা, লঞ্চারে ফিট করতে সাহায্য করলো নেবুবিকে।

রিলোড শেষ হতেই আবার হেলিকপ্টার ঘাঁটির দিকে তাকালো সে। অদৃশ্য হয়ে গেছে রানা, তবে পাহাড়চূড়ার ওপর আরো তিনটে হিন্দ গানশিপ উঠে এসেছে, আগুনের আভায় আলোকিত। কামান দাগছে গানাররা, কেউ কেউ ঘাঁটির চারপাশে টার্গেট খুঁজছে–রেনামো আক্রমণ-কারীরা ওখানে ফ্রেলিমোদের সাথে হাতাহাতি করছে। হেরেই গেছে ফ্রেলিমোরা, বেশিরভাগই পালিয়ে গেছে জঙ্গলে।

ঘায়েল হলো আরেকটা হিন্দ, পাহাড়চূড়ার কিনারায় আছাড় খেলো সেটা। তৃতীয় একটা হিন্দ মাতালের মতো টলছে, আঘাত গুরুতর, বনভূমির মাথায় বাড়ি খেয়ে কাত হলো, কয়েকটা বিশাল গাছকে সাথে নিয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

যতো দ্রুত পড়লো ওগুলো, বাকিগুলো ততোই দ্রুত উঠে এলো আকাশে, অনবরত গর্জন করছে কামান, রেনামোদের ওপর বিরতিহীন গোলা ছুঁড়ছে। লাফ দিয়ে সিধে হলো নেবুবি, একটা গানশিপকে পালিয়ে যেতে দেখছে ও। শিঁরদাড়া বাঁকা করলো ও, প্রায় ধনুকের আকৃতি পেলো পিঠ, মিসাইলটাকে তাক করলো প্রায় খাড়াভাবে, যেন মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়া একটা পাখিকে ফেলতে চাইছে।

হিন্দটা এক হাজার ফুট ওপরে, আরো উঁচুতে উঠে যাচ্ছে, স্টিংগারের অনুকূল রেঞ্জের বাইরে নিরাপদ বলেই মনে হলো। তবু সাইট স্ক্রীনে চোখ রেখে মিসাইলটা ছুঁড়লো নেবুবি।

ছুটলো মিসাইল, অনায়াসে পেরিয়ে গেল দূরত্বটা। বিশাল হিন্দ ঝাঁকি খেলো, এক মুহূর্ত স্থির হয়ে থাকলো শূন্যে, তারপরই উল্টে গেল। উপত্যকার ওপর পিঠ দিয়ে পড়লো সেটা।

লঞ্চার রিলোড করছে ওরা, আকাশে উঠে এলো আরেকটা হিন্দ। গানার যেন জানে কোত্থেকে স্টিংগার মিসাইল ছোঁড়া হচ্ছে। সরাসরি ওদের দিকে ধেয়ে এলো সেটা, কামানের মাজল্ ঘুরে গেল নেবুবি ও মনিকার দিকে।

শেল ছুটে আসছে দেখে মনিকাকে লক্ষ্য করে ডাইভ দিলো নেবুবি, দুটো বোল্ডারের মাঝখানে পড়লো দু'জন, নেবুবির নিচে মনিকা। শরীরের নিচে মাটি থরথর করে কাঁপতে শুরু করলো, শেলগুলো পড়লো বোল্ডারের গায়ে, ওদের পাশে পাথুরে মাটিতে। পরমুহূর্তে ওদের মাথার ওপর দিয়ে ছুটে গেল হিন্দটা, গানার হয় ওদেরকে দেখতে পায়নি নয়তো ধরে নিয়েছে বেঁচে নেই।

নেবুবির চাপে শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে মনিকার। ধুলোর মেঘে ঢাকা পড়ে রয়েছে ওরা। মনিকার চোখে-মুখে সেঁটে রয়েছে চুল। 'নেবুবি, দম আটকে যাচ্ছে, ওঠো!'

কিন্তু নেবুবি উঠলো না। আবার চিৎকার করলো মনিকা, 'কি হলো, ওঠো!' তারপরই অনুভব করলো সে, তার একটা হাত ভিজে ভিজে লাগছে। বুকের ওপর চড়ে থাকা নেবুবিকে ধরে সজোরে ঝাঁকালো সে। 'নেবুবি!' আতংকে কান্না পেলো তার।

পাথরের মতো ভারি নেবুবির শরীর, দু'হাত দিয়ে ধরে কোনো রকমে তাকে বুক থেকে সরালো মনিকা। [illegible] হয়েছে, রোটরের আওয়াজ শুনে ঘাড

ফেরাতেই দেখলো আবার ফিরে আসছে হিন্দটা।

নেবুবির পাশ থেকে মিসাইল লঞ্চারটা তুলে নিয়ে কাঁধে রাখলো মনিকা, সাইট স্ক্রীনে চোখ। শেল ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগিয়ে আসছে গানশিপ, মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে সেটার দিকে লক্ষ্য স্থির করলো সে। 'ফায়ার!' বিড়বিড় করে বললো, চেপে ধরলো পিস্তল গ্রিপ।

চোখ সরু করে মিসাইলের ছুটে যাওয়াটা দেখলো মনিকা। মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে সে, চারপাশে বিস্ফোরিত হচ্ছে পাথুরে মাটি। হিন্দের নাকে বসানো কামানটা বিরতিহীন আগুন ঝরাচ্ছে। মাথার ওপর চলে এসেছে সেটা, মিসাইলটা আঘাত করেছে কিনা জানে না মনিকা। তারপর হঠাৎ মাথার ওপর ওটা জ্বলন্ত একটা অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হলো। উড়ে গেল আগুনের যেন একটা চাদর। পিছনে পাহাড়ের প্রাচীর, ঢালের ওপর আছাড় খেলো আগুনের গোলাটা। আকাশের চারদিকে চোখ বুলালো মনিকা। আর কোনো হিন্দ নেই। সব ক'টা ধ্বংস হয়েছে, ভাবলো সে। জঙ্গল থেকে বেরিয়ে শাঙ্গানি মিসাইল ক্রুরা ঢাল বেয়ে পাহাড়ে উঠছে, রানার আক্রমণে সাহায্য করার জন্যে। মনিকা দেখলো, ফ্রেলিমো গেরিলারা তাদের হাতের অস্ত্র ফেলে দিচ্ছে, বাংকার থেকে বেরিয়ে আসছে মাথার ওপর হাত তুলে।

তার পায়ের কাছে গুঙিয়ে উঠলো নেবুবি। চমকে উঠে সেদিকে ফিরলো মনিকা। হাতের লঞ্চারটা ফেলে দিলো সে, মাটিতে হাঁটু গেড়ে নেবুবির পাশে নিচু হলো। 'আমি ভেবেছিলাম তুমি বেঁচে নেই,' ফিসফিস করলো সে। তারপর লক্ষ্য করলো, কামানের একটা শেল নেবুবির ওপরের দিকটা ক্ষতবিক্ষত করে দিয়ে গেছে। ক্ষতগুলো বীভৎস। ডান হাতটা কাঁধ থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, পড়ে রয়েছে মাথার পিছনে, ওটা যেন কোনোদিনই তার শরীরের অংশ ছিলো না।

'মরো না, নেবুবি!' ফোঁপাচ্ছে মনিকা। 'মরো না, ভাই আমার!' নেবুবির রক্তে মাখামাখি হয়ে গেল তার পা ও হাত। কপাল থেকে চুল সরাতে গেল সে, চটচটে রক্তে লাল হয়ে উঠলো মুখ। নেবুবির রক্তাক্ত মুখটা দু'হাতে ধরলো সে, ঝুঁকে চুমো খেলো, রাঙা হয়ে উঠলো ঠোঁট। 'ফাইট, প্লীজ ফাইট! এক্ষুণি ফিরে আসবে রানা। আমি তোমাকে সাহায্য করবো!' কান্না থামাবার চেষ্টায় ঠোঁট ফুলে উঠলো তার। 'মরো না, নেবুবি! প্লীজ, ভাই!'

গোলাগুলি বন্ধ হবার সাথে সাথে লাফ দিয়ে প্যারাপেট টপকালো রানা, পেনডুলাকে পাশে নিয়ে ছুটলো সামনে, ওকে অনুসরণ করলো শাঙ্গানিরা। একটা ডাগআউট থেকে বেরিয়ে এলো তিনজন ফ্রেলিমো, কোমরের কাছ থেকে গুলি করলো একজন শাঙ্গানি, ঝাঁক ঝাঁক বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে গেল তিনটে শরীর। আউটার ডিফেন্স পেরিয়ে হিন্দের আস্তানায় পৌঁছুলো রানা, দেখলো ওঅর্কশপ আর ফুয়েল ডাম্প বালির বস্তা দিয়ে আড়াল করা হয়েছে, ক্যামোফ্লেজ নেট দিয়ে ঢাকা। আস্তানার কাছাকাছি, পেরিমেটারের ঠিক বাইরে ভূপাতিত হয়েছে একটা হিন্দ, দাউ দাউ করে জ্বলছে এখনো, আস্তানাটাকে ঢেকে দিচ্ছে

কালো ধোঁয়া।

চারদিকে বিশৃঙ্খল অবস্থা, উদ্দেশ্যহীন ছুটোছুটি করছে লোকজন, আতংকে বিকৃত হয়ে আছে চেহারা, গাঢ় রঙের ওভারঅল পরা নিরস্ত্র টেকনিশিয়ান সবাই। একটা বাংকারের ভেতর তিন-চারজন শ্বেতাঙ্গকে দেখে একটা ভুল ধারণা ভেঙে গেল রানার। ফ্রেলিমোদেরকে শুধু হিন্দ গানশিপ দেয়নি রাশিয়ানরা, পাইলট ও টেকনিশিয়ান দিয়েও সাহায্য করেছে। ওর ধারণা ছিলো, পাইলট ও টেকনিশিয়ানরা রাশিয়ান হবে না, অন্য কোথাও থেকে ভাড়া করে আনা হয়েছে। 'এদেরকে গ্রেফতার করো,' শাঙ্গানিদের নির্দেশ দিলো ও। 'কাউকে মারধর করবে না। ওদের সাথে আমাদের কোনো শত্রুতা নেই।' হঠাৎ সামনে চোখ পড়তে একাধারে বিস্মিত ও পুলকিত হলো রানা।

বালির বস্তা দিয়ে তৈরি পাঁচিলের মাথা থেকে উঁকি দিচ্ছে একটা হিন্দ গানশিপ। সেদিকে ছুটলো রানা। ছুটলো, আর ঠিক তখুনি হিন্দটার রোটর স্টার্ট নিলো।

কয়েকজন রাশিয়ান গ্রাউণ্ড ক্রু মেশিনটার চারপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। রানাকে দেখে হাঁ হয়ে গেল তারা। তাদের দিকে একেএম রাইফেল তুললো ও, সভয়ে পিছিয়ে গেল সবাই। কয়েকজন শাঙ্গানিকে ডাকলো রানা, রাশিয়ানদের বন্দী করে নিয়ে গেল তারা। হেলিকপ্টারের বোর্ডিং স্টেপ-এ পা রাখলো ও।

বন্দী হলো পাইলটও। লোকটার কাছ থেকে হিন্দ চালাবার কলা-কৌশল শিখে নেয়ার ইচ্ছে রানার, আগেই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেছে, এই হিন্দ নিয়েই কেটে পড়বে ওরা চারজন-ও, মনিকা, পেনডুলা আর নেবুবি। জেনারেল কিরিকিটি বাওনার দেয়া শর্ত পূরণ করেছে ওরা, যুদ্ধে জিতেছে, ধ্বংস করে দিয়েছে একটা বাদে বাকি সব ক'টা গানশিপ। এবার ওদের বিদায় নেয়ার পালা।

পেনডুলাকে নিয়ে সার্জেন্ট মাবাসার খোঁজে এদিক ওদিক ঘুরছে রানা। রেনামো গেরিলারা ফ্রেলিমোদের বন্দী করে নিয়ে যাচ্ছে। আরেকদল লুটপাটে ব্যস্ত। হঠাৎ রানার কাছ থেকে রাইফেলটা চেয়ে বসলো পেনডুলা, 'বস্, দিন ওটা আমাকে,' বন্দী ফ্রেলিমোদের দিকে তাকিয়ে আছে সে। 'ব্যাটাদের গুলি করে মারি।'

পরিচয়ের পর এ-পর্যন্ত একবারই পেনডুলাকে গুলি করতে দেখেছে রানা, পেনডুলা শখ করায় তার হাতে ৫৭৭-টা তুলে দিয়েছিল ও। গুলি সে করেছিল ঠিকই, তবে মাটি থেকে শূন্যে উঠে গিয়েছিল শরীরটা, ছিটকে পড়েছিল দশ ফুট দূরে। 'মাথামোটা গর্দভ! বন্দীদের ওপর বীরত্ব ফলাতে চাও! ভারি অন্যায়।'

সার্জেন্ট মাবাসাকে পাওয়া গেল। সহাস্যে এগিয়ে এসে রানাকে স্যালুট করলো সে। 'কংগ্রাচুলেশনস্, স্যার!'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে রানা বললো, 'আমি আশঙ্কা করছি ফ্রেলিমোরা পাল্টা আঘাত হানবে-এক ঘন্টার মধ্যে। তার আগেই কেটে পড়তে হবে তোমাদের। তোমার লোকেরা যা নেয়ার নিয়ে নিক, তারপর স্টোররুমগুলো গ্রেনেড মেরে উড়িয়ে দাও, ফুয়েলের ড্রামে আগুন দাও।'

মাথা নাড়লো মাবাসা। 'দুঃখিত, স্যার। ফ্রেলিমোদের পাল্টা হামলা ঠেকাবার জন্যে তিনটে কোম্পানীকে পাঠিয়েছেন জেনারেল কিরিকিটি বাওনা। নির্দেশ দিয়েছেন, তিনি না পৌঁছুনো পর্যন্ত এই ঘাঁটি দখল করে রাখতে হবে আপনাকে।'

মাবাসার দিকে তাকিয়ে থাকলো রানা। 'পাগল হলে নাকি! নদীর তীর এখান থেকে দু'দিনের পথ! কিভাবে পৌঁছুবে সে!'

নিঃশব্দে হাসলো মাবাসা। 'এক ঘন্টার মধ্যে পৌঁছুবেন তিনি, মেজর। পাঁচটা কোম্পানী নিয়ে আমাদের পিছু পিছু এসেছেন, কখনোই এক ঘন্টার বেশি পিছিয়ে ছিলেন না।'

'কিভাবে জানলে তুমি?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

পাশে দাঁড়ানো ট্রুপারের পিঠের বোঝায় হাত চাপড়ালো মাবাসা। বললো, 'দশ মিনিট আগে জেনারেলের সাথে কথা হয়েছে আমার, শেষ বাজপাখিটাকে আকাশ থেকে ফেলে দেয়ার পরপরই।'

'এ-কথা তুমি আমাকে আগে জানাওনি কেন?' কঠিন সুরে প্রশ্ন করলো রানা।

'জেনারেল জানাতে নিষেধ করেছিলেন। এখন অবশ্য জানাতে বলেছেন, সেই সাথে আপনাকে অভিনন্দনও জানিয়েছেন–বাজগুলোকে ধ্বংস করায়। বলেছেন, আপনি তার আপন ভাইয়ের মতো। এখানে পৌঁছে আপনাকে তিনি পুরস্কৃত করবেন।'

'ঠিক আছে,' নির্দেশ বদল করলো রানা। 'আস্তানায় যদি থাকতে হয়, পেরিমিটার ডিফেন্সে লোক মোতায়েন করো, ১২.৭-এমএম মেশিনগান ব্যবহার করবো আমরা...।'

একজন ট্রুপারকে ছুটে আসতে দেখে থেমে গেল রানা।

'স্যার! স্যার!' হাঁপাচ্ছে লোকটা।

তার চেহারা দেখেই রানা বুঝতে পারলো, দুঃসংবাদ শুনতে হবে। 'মেমসাহেবের কিছু হয়েছে?' জিজ্ঞেস করলো ও।

মাথা নাড়লো শাঙ্গানি ট্রুপার। 'মেমসাব নিরাপদেই আছেন। তিনিই তো আমাকে আপনার কাছে পাঠালেন। ম্যাটাবেলটা, স্যার, নেবুবি! শেল লেগেছে তাকে।'

'কি অবস্থা? খুব খারাপ?' আগেই ছুটতে শুরু করলো রানা।

পিছন থেকে লোকটা বললো, 'অবস্থা খারাপ, মারা যাচ্ছে।'

কোথায় যেতে হবে জানে রানা। নেবুবির পজিশন ও-ই ঠিক করে দিয়েছিল, কয়েকটা অ্যাকেইশা গাছের নিচে।

রানাকে দেখে মুখ তুললো মনিকা, কেঁদে ফেললো। 'ওহ্, রানা, থ্যাঙ্ক গড!' ইতিমধ্যে দু'জন শাঙ্গানির সাহায্য নিয়ে সমতল মাটিতে তুলে এনেছে নেবুবিকে।

আলকাতরার মতো চকচক করছে নেবুবির চেহারা। তার কপালে হাত রাখলো রানা, বরফের মতো ঠাণ্ডা। পালস খুঁজলো ও, অত্যন্ত ক্ষীণ। তবু বিরাট

স্বস্তিবোধ করলো ও।

'প্রচুর রক্ত গেছে,' ফিসফিস করলো মনিকা। 'বেঁধে দিয়েছি, এখন আর বেরুচ্ছে না।'

'দেখতে দাও আমাকে,' বিড়বিড় করলো রানা।

'ড্রেসিং সরিয়ো না,' তাড়াতাড়ি সাবধান করলো মনিকা। 'বীভৎস। কামানের শেলটা লেগেছে সরাসরি কাঁধে। ওখানে শুধু হাড়ের গুঁড়ো আর থেঁতলানো মাংস দেখতে পাবে। হাতটা শুধু চামড়ার সাথে ঝুলছে।'

'পেনডুলাকে নিয়ে যাও,' মনিকাকে থামিয়ে দিয়ে বললো রানা। 'ফার্স্ট এইড পোস্টটা খুঁজে বের করো। প্লাজমা আর একটা ড্রিপ সেট চাই আমি। অ্যান্টিসেপটিক আর পেইন-কিলারও দরকার···।'

মনিকা ও পেনডুলা ছুটলো।

ওরা না ফেরা পর্যন্ত করার কিছু নেই রানার। বোতলের পানিতে রুমাল ভিজিয়ে নেবুবির মুখ থেকে রক্ত মুছলো ও। নেবুবির চোখের পাতা কেঁপে উঠলো। তারপর চোখ মেললো সে। রানা বুঝলো, জ্ঞান ফিরে পেয়েছে সে।

'আমি এসে গেছি, নেবুবি। আর ভয় নেই। কথা বলো না।'

চোখ বুজলো নেবুবি। একটু পর আবার তাকালো। এবার চোখ দুটো নিচের দিকে ফেরাবার চেষ্টা করলো সে, এতো বেশি দুর্বল যে মাথা ঘোরাতে পারছে না। প্রথম প্রতিক্রিয়া, জখমের বিস্তৃতিটা দেখতে চায়। 'রক্তটা কি ফুসফুস থেকে বেরুচ্ছে?' অস্ফুটে জানতে চাইলো সে। 'আমার কি দুটো পা-ই গেছে? হাত দুটোও কি?'

'ডান হাত আর কাঁধ,' বললো রানা। '১২.৭ এমএম কামান তোমাকে আঁচড়ে দিয়েছে। কিছু না, সামান্য একটু ক্ষত। তুমি ভালো হয়ে উঠবে, বন্ধু–লিখিত দিতে পারি। তুমি জানো আমি মিথ্যে বলি না।'

ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটলো নেবুবির ঠোঁটের কোণে, একটা চোখ টিপে কৌতুক করারও চেষ্টা করলো সে। জানে, মিথ্যে কথাই বলছে রানা। বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠলো রানার। এ-যাত্রা বাঁচবে না নেবুবি।

লাল ক্রস চিহ্ন দেখে মেডিকেল ডাগআউটটা চিনতে পারলো মনিকা। ভেতরে দু'জন শাঙ্গানি রেনামো রয়েছে, দামি কিছু পাবার আশায় ওষুধের বাক্স ভাঙছে, তছনছ করছে জিনিস-পত্র। চোখ গরম করে ধমক দিতেই পালিয়ে গেল তারা। একটা বাক্সে প্লাজমা ভরা বারোটা প্লাস্টিক ব্যাগ পেলো সে, একেবারে নিচের শেলফে পাওয়া গেল ড্রিপ সেট। ড্রেসিং ও ব্যাণ্ডেজের কোনো অভাব নেই। অয়েন্টমেন্টের অনেকগুলো টিউব পাওয়া গেল, গায়ে ফ্রেঞ্চ ও আরবী লেখা। দুটোই এক-আধটু জানে সে, আয়োডিন লেখা টিউবগুলো নিলো। আর নিলো পেইন-কিলার ট্যাবলেট। সবশেষে এক-জোড়া ফিল্ড প্যাক নিলো মনিকা, পেনডুলার পিছু পিছু বেরিয়ে এলো মেডিকেল ডাগআউট থেকে।

ফিরে আসছে ওরা, কিন্তু ফেরা হলো না। মাঝপথে এমন একজনের সাথে দেখা হয়ে গেল, প্রায় ভূত দেখার মতো চমকে উঠলো মনিকা। এই লোককে

যমের মতো ভয় করে সে।

'মিস মনিকা,' তাকে ডাকলো জেনারেল কিরিকিটি বাওনা। 'কী সৌভাগ্য আমার! দেখা হয়ে ভালোই হলো, আপনার সাহায্য দরকার আমার।' জেনারেলের সাথে তার আধ ডজন অফিসার রয়েছে।

অপ্রত্যাশিত সাক্ষাতের ধাক্কাটা দ্রুত সামলে নিলো মনিকা। 'আমি অত্যন্ত ব্যস্ত,' বেসুরো গলায় বললো সে, জেনারেলকে পাশ কাটাবার চেষ্টা করলো। 'নেবুবি মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে, আমাকে তার কাছে ফিরে যেতে হবে।'

'অন্য কারো চেয়ে আমার প্রয়োজনটা বেশি জরুরি,' একটা হাত বাড়ালো জেনারেল বাওনা।

'পথ ছাড়ুন,' রেগে উঠে বললো মনিকা। 'এগুলো নেবুবির দরকার, তা না হলে মারা যাবে ও।'

'দিন ওগুলো, আমার লোককে দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি,' বললো জেনারেল। 'আপনি আমার সাথে আসুন, প্লীজ। নাকি কোলে করে তুলে নিয়ে যেতে হবে? সেটা আপনার জন্যে সম্মানজনক হবে কি?'

তখনো প্রতিবাদ করছে মনিকা, তার হাত থেকে জিনিসগুলো তুলে নিলো একজন রেনামো অফিসার। হাল ছাড়তে বাধ্য হলো সে, পেনডুলাকে বললো, 'অফিসারের সাথে যাও। রানাকে বলবে, এখুনি আসছি আমি,' মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল পেনডুলা।

মনিকাকে নিয়ে হেলিকপ্টারগুলোর আস্তানার দিকে এগোলো জেনারেল বাওনা। পথে অনেক লাশ পড়ে রয়েছে, কোনো কোনোটা পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে। মাংস ও চামড়া পোড়ার গন্ধে ভারি হয়ে আছে বাতাস। 'মেজর রানার অ্যাটাক এতোটা সফল হবে, কল্পনাও করিনি,' চারপাশে তাকিয়ে বললো জেনারেল, সারা মুখে তৃপ্তির হাসি। 'উনি এমনকি অক্ষত অবস্থায় একটা হিন্দ গানশিপও দখল করেছেন। বন্দী করেছেন রাশিয়ান গ্রাউণ্ড আর এয়ার ক্রুদের।'

'আমি কিন্তু বেশি দেরি করতে পারবো না। তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।'

'লোকটার কপালে যদি মৃত্যু থাকে, আপনি সেটা ঠেকাতে পারবেন না, মিস মনিকা। আপনাকে আমার দরকার রাশিয়ান পাইলটদের সাথে কথা বলার জন্যে।'

'কিন্তু আমি তো রুশ ভাষা জানি না!'

'পাইলট লোকটা ইটালিয়ান ভাষা জানে, বারবার শুধু ইটালিয়ানো ইটালিয়ানো করছিল।' মনিকার হাত ধরলো জেনারেল বাওনা, বালির বস্তা দিয়ে আড়াল করা বাংকারের মুখে পৌঁছুলো, তারপর ধাপ বেয়ে নামতে শুরু করলো নিচে।

নিচে নেমে চারদিকে তাকালো মনিকা। একটা এঞ্জিনিয়ারিং ওঅর্কশপে এসেছে ওরা। দেয়াল ঘেঁষে লম্বা ওঅর্ক-বেঞ্চ, সেগুলোর একটায় মেটাল লেদ ও ড্রিল প্রেস বসানো। দেয়ালে আরো ওপরে অনেকগুলো র‍্যাক, একটা র‍্যাকে প্রচুর যন্ত্রপাতি দেখলো মনিকা, ইলেকট্রিক ও গ্যাস ওয়েল্ডিং সেট চিনতে পারলো। তাদের বাড়ির সেলার-এ পাপার একটা ওঅর্কশপ ছিলো, বাপ-বেটি

একসাথে অনেকগুলো সন্ধ্যা কাটিয়েছে সেখানে।

সব মিলিয়ে সাতজন রাশিয়ান বন্দী। পাতালপুরীর এক কোনায় জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে তারা। রেনামো গেরিলারা তাদের দিকে সতর্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, হাতের রাইফেল তাদের দিকে তাক করা। মনিকাকে নিয়ে তাদের সামনে চলে এলো জেনারেল বাওনা। 'আপনাদের মধ্যে ইটালিয়ান জানেন কে?' জানতে চাইলো মনিকা।

'আমি জানি,' লম্বা এক লোক সামনে বাড়লো। ওভারঅল পরে আছে, নীল চোখে রাজ্যের ভয়।

'কিভাবে, কোত্থেকে শিখলেন?'

'আমার স্ত্রী ইটালির মেয়ে। মস্কোর লুমুম্বা ইউনিভার্সিটিতে ডক্টরেট করছিল, তখন ওর সাথে আমার পরিচয় হয়।'

'জেনারেল বাওনার বক্তব্য অনুবাদ করবো আমি,' বললো মনিকা। 'তার আগে আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি, লোকটা সাংঘাতিক, দয়ামায়া বলে কিছু নেই। আমি তার বন্ধু নই। আপনাদের রক্ষা করার ক্ষমতাও আমার নেই।'

'ধন্যবাদ, সিনোরা। তবে রক্ষা করার দরকার নেই। আমরা জেনেভা চুক্তির আওতায় যুদ্ধবন্দী। নির্দিষ্ট কিছু অধিকার দিতেই হবে।'

'কি বলছে ও?' জানতে চাইলো কিরিকিটি বাওনা।

'বলছেন, ওঁরা যুদ্ধবন্দী–জেনেভা কনভেনশন ওঁদেরকে রক্ষা করবে।'

'ওকে বলুন, জেনেভা এখান থেকে অনেক দূরে। এটা আফ্রিকা, এবং সুইটজারল্যাণ্ডের কোনো চুক্তিতে আমি সই করিনি। এখানে আমিই তার ভাগ্য নির্ধারণ করবো। ওকে বলুন, আমি চাই আমার কমাণ্ডে হেলিকপ্টার গানশিপটা চালাবে সে, আর গ্রাউণ্ড ক্রুরা মেশিনটাকে ফ্লাইং কণ্ডিশনে রাখবে।'

জেনারেলের নির্দেশ অনুবাদ করছে মনিকা, লক্ষ্য করলো শক্ত হয়ে উঠলো পাইলটের চোয়াল, কঠিন দৃষ্টি ফুটলো নীল চোখে। মাথাটা সামান্য একটু ঘুরিয়ে নিজের লোকদের সাথে কথা বললো সে। সবাই তারা বিড়বিড় করে কি যেন বললো, ঘন ঘন মাথা নাড়ছে। 'কালো বাঁদরটাকে বলুন,' ঘৃণাভরে বললো পাইলট, 'আমরা কোনো চাপের মুখে নতি স্বীকার করবো না। যুদ্ধবন্দী হিসেবে প্রাপ্য অধিকার আমাদেরকে দিতেই হবে। রেনামোদের পক্ষ নিয়ে লড়তে বা হেলিকপ্টার চালাতে রাজি নই আমরা। সেটা হবে দেশ ও জাতির সাথে বেঈমানী।' ভাবে-ভঙ্গিতেই বোঝা গেল প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করেছে সে। মনিকাকে আর কষ্ট করতে হলো না।

'ব্যাটাকে বলুন,' খেঁকিয়ে উঠলো জেনারেল কিরিকিটি বাওনা, 'তর্ক করার সময় নেই আমার। আর মাত্র একবার জিজ্ঞেস করবো আমি, রাজি না হলে অন্য পথ ধরবো–সেটা অবশ্যই ওদের জন্যে সুখের হবে না।'

'সিনোর,' পাইলটকে বললো মনিকা, 'এই লোক ভয়ংকর, অত্যন্ত বিপজ্জনক, তাকে আমি বীভৎস সব কাণ্ড করতে দেখেছি। আমাকেও তার অত্যাচারের শিকার হতে হয়েছে।'

'আমি একজন রাশিয়ান অফিসার এবং যুদ্ধবন্দী,' শিরদাঁড়া খাড়া করে,

সগর্বে বললো পাইলট। 'আমি আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য বুঝি।'

মনিকা ভাষান্তর করছে, মুচকি হাসলো জেনারেল বাওনা। 'আরেক-জন সাহসী লোক,' বিড় বিড় করলো সে। 'আমাদের জানতে হবে, ঠিক কতোখানি সাহসী।'

স্টাফ অফিসারদের দিকে না ফিরে শাঙ্গানি ভাষায় শান্তস্বরে নির্দেশ দিলো জেনারেল বাওনা। অফিসাররা প্রায় ছুটে গিয়ে নিয়ে এলো অক্সিঅ্যাসিটিলিন গ্যাস সিলিণ্ডারটা। স্থির দৃষ্টিতে রাশিয়ান অফিসারের দিকে তাকিয়ে আছে বাওনা, নিঃশব্দে হাসছে। পাইলটও ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে আছে।

হাসতে হাসতেই ঘুরলো জেনারেল। ওঅর্ক-বেঞ্চের সামনে এসে দাঁড়ালো সে, সাজিয়ে রাখা যন্ত্রপাতিগুলো নাড়াচাড়া করলো। মৃদু শব্দ করলো, সন্তুষ্টিসূচক, তারপর বেঞ্চ থেকে সরু একটা লোহার রড তুলে নিলো, আঙুলের চেয়ে কম মোটা নয়। রডটার দুই প্রান্ত চেরা, সম্ভবত হিন্দ হেলিকপ্টারের কন্ট্রোল লিঙ্ক হবে। 'এটা হলেই চলবে,' বললো সে, বেঞ্চ থেকে তুলে নিলো অ্যাসবেসটস দিয়ে তৈরি ওয়েল্ডিং গ্লাভ। গ্লাভটা ডান হাতে পরলো সে, তারপর মনোযোগ দিলো গ্যাস ওয়েল্ডিং সেটটার ওপর। নাড়াচাড়া করার ভঙ্গি দেখেই মনিকা বুঝতে পারলো, জিনিসটা কিভাবে ব্যবহার করতে হয় জানা আছে বাওনার। ওয়েল্ডিং টর্চটা জ্বাললো সে, অক্সিজেনের মাত্রা অ্যাডজাস্ট করলো। উজ্জ্বল নীল হয়ে উঠলো আগুনের শিখা, গরম ও নিষ্কম্প। গ্লাভ পরা হাতে এবার রডটা তুলে নিলো সে, নীল শিখার ভেতর ঢোকালো ডগাটা।

রাশিয়ানরা তার দিকে তাকিয়ে আছে, চেহারায় অস্বস্তি ও বিমূঢ় ভাব। এমনকি পাইলটের চোখেও অনিশ্চিত একটা ভাব লক্ষ্য করলো মনিকা, তার ঠোঁটের ওপরে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে শুরু করেছে।

'লোকটা পশু,' ইটালিয়ান ভাষায় ফিসফিস করলো মনিকা। 'আমার কথা বিশ্বাস করুন, এমন কোনো জঘন্য কাজ নেই যা তার দ্বারা সম্ভব নয়। প্লীজ, সিনর, এ আমি দেখতে চাই না।'

তার আবেদন প্রত্যাখ্যান করে মাথা নাড়লো পাইলট, তাকিয়ে আছে নীল আগুনে লাল হয়ে ওঠা রডটার দিকে। 'কোনো হুমকি আমাকে নত করতে পারবে না,' বললো সে, তবে গলাটা সামান্য কেঁপে গেল।

মুচকি হাসি লেগে রয়েছে জেনারেল বাওনার ঠোঁটে, ওয়েল্ডিং টর্চটা নেভালো সে, পাইলটের সামনে চলে এসে টকটকে লাল রডটা তার নাকের সামনে নাড়লো। 'আবার অনুরোধ করছি,' বললো সে। 'ওকে জিজ্ঞেস করুন, হেলিকপ্টারটা চালাবে কিনা?'

'অসম্ভব!' গলা কেঁপে গেলেও, উত্তরটা সিদ্ধান্তসূচক, তারপর সে ঘৃণাভরে বললো, 'আমার ওপর কোনো অত্যাচার করা হলে কালো বাঁদরটাকে চরম মূল্য দিতে হবে।'

পাইলটের চোখের দিকে রডটা বাড়ালো জেনারেল বাওনা। 'দেবো নাকি ঢুকিয়ে?' সহাস্যে জিজ্ঞেস করলো সে।

'ওকে বলুন, সিনোরা,' পাইলট ফিসফিস করলো, 'অন্ধ পাইলট

হেলিকপ্টার চালাতে পারে না।'

'খুবই সত্যি কথা,' মনিকা থামতে বললো জেনারেল, পাইলটকে ছেড়ে বন্দী রাশিয়ানদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো সে, প্রত্যেকের চোখে রড ঢোকাবার ভঙ্গি করলো, মনোযোগের সাথে লক্ষ্য করলো কার কি প্রতিক্রিয়া হয়। মোটাসোটা, তেল-কালিতে মলিন ওভারঅল পরা মেকা-নিকের প্রতিক্রিয়া সন্তুষ্ট করলো তাকে। রডটা এগিয়ে আসছে দেখে কুঁকড়ে গেল লোকটা, আতঙ্কে নীল হয়ে গেল চেহারা, পিছু হটতে শুরু করলো, পিঠটা ঠেকে গেল দেয়ালে। ফোলা গাল বেয়ে ঘামের ধারা গড়াতে শুরু করেছে। ইঁদুরের মতো চিঁ চিঁ করে রুশ ভাষায় কি যেন বললো সে। জবাবে কঠিন সুরে ধমক দিলো পাইলট।

'একটু আঁচ নাও, বাছা, দেখো কেমন লাগে,' বলে মেকানিকের নাকের কাছে রডের ডগা ধরলো জেনারেল বাওনা। মেকানিকের মাথার পিছনটা দেয়ালের সাথে ঘষা খেতে লাগলো, কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে চোখের মণি, অনুসরণ করছে রডের ডগাটা।

রডটা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে, এখন আর আগের মতো অতোটা লাল নয়। ভুরু কুঁচকে ডগাটা পরীক্ষা করলো জেনারেল বাওনা, তারপর ফিরে এলো ওঅর্ক-বেঞ্চে। ওয়েল্ডিং টর্চ জ্বেলে আবার সেটা গরম করলো সে। ওদিকে বালির বস্তার ওপর নেতিয়ে পড়লো মেকানিক লোকটা, ঘামে তার ওভারঅল ভিজে গেছে। তার সাথে নরম সুরে কথা বললো পাইলট, যেন সাহস যোগাবার চেষ্টা করছে। মেকানিক সিধে হয়ে দাঁড়ালো। ওদের দু'জনের কথাবার্তা আগ্রহের সাথে শুনলো জেনারেল, তার ঠোঁটে হাসি লেগে রয়েছে।

হাসিটা দেখে হঠাৎ আতংকের সাথে উপলব্ধি করলো মনিকা, জেনারেল বাওনা তার শিকার হিসেবে মেকানিক লোকটাকেই বেছে নিয়েছে। রাশিয়ানদের মধ্যে এই লোকটাই সবচেয়ে নার্ভাস আর ভীতু, তার প্রতি পাইলটের সহানুভূতিও কম নয়। 'প্লীজ,' ফিসফিস করলো সে, পাইলটের দিকে তাকিয়ে আছে। 'আপনার বন্ধু ভয়ংকর বিপদে পড়তে যাচ্ছে। তাকে বাঁচাতে হলে এই পশুর নির্দেশ আপনাকে মানতে হবে।'

মনিকার দিকে তাকালো পাইলট, তার মুখের ভাব দেখে মনে হলো আগের সেই দৃঢ়তা আর নেই।

'প্লীজ, ফর মাই সেক। এখন যা ঘটবে তা আমি দেখতে পারবো না।' কিন্তু হতাশার সাথে লক্ষ্য করলো মনিকা, পাইলটের চেহারা বদলে গেল, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাবটা ফিরে এলো আবার। মাথা নাড়লো সে। জেনারেল বাওনাও তা দেখতে পেলো।

রডের লাল ডগায় চোখ রেখে পর্তুগীজ ভাষায় নির্দেশ দিলো জেনারেল। লাফ দিয়ে সামনে বাড়লো দু'জন রেনামো, মেকানিকের হাত দুটো শক্ত করে ধরে ফেললো। আহত পশুর মতো প্রতিবাদ জানালো লোকটা, ধস্তাধস্তি করলো। টেনে-হিঁচড়ে আনা হলো তাকে, ওঅর্ক-বেঞ্চের ওপর উপুড় করে শোয়ানো হলো, একজন রেনামো লাফ দিয়ে উঠে বসলো তার শোল্ডার ব্লেডের ওপর। মেকানিক মোচড় খেলো, পা ছুঁড়লো, কিন্তু বৃথাই। তার হাত ও পা ওঅর্ক-

বেঞ্চের সাথে রশি দিয়ে বেঁধে ফেললো রেনামোরা।

রুশ ভাষায় চিৎকার করলো পাইলট, রাগে কাঁপতে কাঁপতে সামনে এগোলো। একজন রেনামো অফিসার তার পেটে পিস্তল চেপে ধরলো, বাধ্য করলো দেয়ালের কাছে ফিরে যেতে।

'আমি আবার অনুরোধ করছি,' বললো জেনারেল বাওনা। 'আমার কথামতো কাজ করবে?'

পাইলটের চিৎকার শুনে বুঝতে কারো অসুবিধে হলো না গালিগালাজ করছে সে।

নিজের লোকদের দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকালো জেনারেল বাওনা। খাপ থেকে একজন ট্রেঞ্চ নাইফ বের করলো, এক পোচে কেটে ফেললো মেকানিকের কোমরে জড়ানো ফিতেটা, তারপর ওভারঅল ধরে গায়ের জোরে টান দিলো, ফড় ফড় করে ছিঁড়ে গেল কাপড়টা, হাঁটুর পিছন পর্যন্ত। ওভারঅলের নিচে নীল আণ্ডারপ্যান্ট পরে আছে মেকানিক। টেনে সেটাকে যতোটা সম্ভব নিচে নামানো হলো।

আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে মেকানিকের নগ্ন নিতম্বের দিকে তাকিয়ে থাকলো মনিকা। গোল, অত্যন্ত ফর্সা ও চর্বিবহুল। দুই উরুর সন্ধিস্থলে কালো লোম।

উন্মাদের মতো চিৎকার করছে পাইলট, আর মিনমিন করছে মনিকা। 'প্লীজ, জেনারেল বাওনা! প্লীজ, আমাকে যেতে দিন। এ আমি সহ্য করতে পারবো না!' চেষ্টা করলো মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে চোখে হাত চাপা দেয়, কিন্তু বীভৎস ও রোমহর্ষক যে ঘটনাটা ঘটছে তা যেন জাদু করেছে তাকে, চোখে হাত চাপা দিলেও আঙুলের ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে থাকতে বাধ্য করলো তাকে।

পাইলট ও মনিকার কথা যেন শুনতেই পায়নি জেনারেল বাওনা, কথা বললো মেকানিকের পিঠে বসা অফিসারের সাথে। অফিসার এবার মেকানিকের দুই নিতম্বে হাত রেখে সজোরে চাপ দিয়ে ফাঁক করলো মাঝখানটা। মনিকার প্রতিবাদ ও অনুরোধ গলার ভেতরই নিস্তেজ হয়ে পড়লো।

নিতম্বের মাঝখানে কালচে লাল মাংস কুঁচকে আছে। সেদিকে লাল রডটা বাড়ালো জেনারেল বাওনা। মানুষের সবচেয়ে স্পর্শকাতর মাংসে আগুনের আঁচ অনুভব করলো মেকানিক, এমন প্রচণ্ডভাবে মোচড় খেতে শুরু করলো শরীরটা যে তাকে স্থির রাখার জন্যে আরো দু'জন রেনামো অফিসার গলদঘর্ম হয়ে গেল।

'ইয়েস?' রুশ পাইলটের দিকে তাকালো জেনারেল বাওনা। পাইলটের চেহারা দাঁড়িয়েছে ঠিক যেন একটা বদ্ধ উন্মাদ। তার মুখের পেশী জ্যান্ত পোকার মতো নড়াচড়া করছে, বিকৃত অবয়বে চোখ দুটো ক্রোধ ও ঘৃণার উৎস, নিজের ভাষায় অনর্গল গালিগালাজ করে চলেছে সে।

'বাধ্য হয়ে কাজটা করতে হচ্ছে,' বললো বাওনা, রডের লাল ডগাটা সামনে বাড়ালো।

রডের ডগা স্পর্শকাতর মাংস ছোঁয়ামাত্র আর্তনাদ করে উঠলো মেকানিক, তার তীক্ষ্ণ গগনবিদারি চিৎকার মনিকার কানে যেন গরম সীসা ঢেলে দিলো।

ফুঁপিয়ে উঠলো সে।

রডের চারপাশে ধোঁয়া উঠছে, চর্বি ফোটার আওয়াজ হলো, মাংস পোড়ার গন্ধে ভারি হয়ে উঠলো বাতাস। রডটা নিতম্বের আরো ভেতরে ঢোকাবার জন্য কব্জিটা মোচড়াচ্ছে জেনারেল বাওনা, মাংস ও চর্বি পুড়িয়ে একটু একটু করে ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে সেটা। মেকানিকের চিৎকার এখন একটানা আর্তনাদ; কানে হাত চাপা দিয়ে মুখ ঘোরালো মনিকা, ছুটে চলে গেল বাংকারের এক কোণে, মুখটা চেপে ধরলো বস্তার কর্কশ দেয়ালে।

ধোঁয়ায় তার নাক গলা ও ফুসফুস ভরে উঠলো–পোড়া মাংসের দুর্গন্ধময় অশ্লীল ধোঁয়া, পুড়ে কয়লা হয়ে ওঠা চর্বির বিষাক্ত ধোঁয়া, মনিকার জিভে যেন লেপ্টে গেল, জ্যান্ত প্রাণীর মতো আড়মোড়া ভাঙলো পেটের ভেতর নাড়িভুঁড়ি, উঠে এলো গলায়। বমির ভাবটা দমন করার ব্যর্থ চেষ্টা করলো সে, তীরের মতো বেরিয়ে এসে ছড়িয়ে পড়লো দু'পায়ের মাঝখানে মেঝেতে।

তার পিছনে ক্রমশ স্তিমিত হয়ে এলো চিৎকারটা, এখন শুধু গোঙাচ্ছে মেকানিক। তার সঙ্গীরা অবশ্য এখনো চিৎকার করছে, কে কি বলছে বোঝা যাচ্ছে না।

আরেকবার বমি করলো মনিকা, হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে ঠোঁট মুছে কপালটা বালির বস্তার গায়ে ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো। থরথর করে কাঁপছে সে, ঘাম আর চোখের জল মোটা ধারা হয়ে নেমে আসছে গাল বেয়ে।

এক সময় সমস্ত আওয়াজ থেমে গেল, মাঝে-মধ্যে শুধু মেকানিকের গোঙানির আওয়াজ পাওয়া গেল। না তাকিয়েও মনিকা বুঝতে পারলো, লোকটা মারা যাচ্ছে।

'মিস মনিকা,' জেনারেল বাওনা বললো, তার কণ্ঠস্বর শান্ত। 'প্লীজ, নিজেকে সামলান, আমাদের হাতে আরো কাজ রয়েছে।'

'আপনি একটা জানোয়ার!' বিস্ফোরিত হলো মনিকা। 'আপনাকে আমি ঘৃণা করি। ওহ্ গড, হাউ আই হেট ইউ!'

'আপনার অনুভূতি সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই,' বললো কিরিকিটি বাওনা। 'দয়া করে পাইলটকে বলবেন কি যে আমি তার সহযোগিতা পাবার জন্যে অপেক্ষা করছি?'

মেকানিকের গোঙানি হঠাৎ বেড়ে গেল, কি ঘটছে দেখার জন্যে ঘুরলো মনিকা। দেখলো, রেনামো অফিসাররা তাকে ছেড়ে দিয়েছে, খুলে দিয়েছে হাত-পায়ের বাঁধন, বেঞ্চ থেকে মেঝেতে পড়ে গেছে শরীরটা। জেনারেল বাওনা লোহার রডটা বের করার কোনো চেষ্টা করেনি। দুর্ভাগা লোকটা একটা হাত পিছনে এনে রডটা ধরেছে, দুর্বলভাবে চেষ্টা করছে রডটা বের করার। উত্তপ্ত রড তার নাড়িভুঁড়ি ভেদ করে গভীরে ঢুকে গেছে, ঠাণ্ডা হবার পর শক্তভাবে আটকে গেছে মাংস ও চর্বির সাথে। যতোবার সেটায় টান পড়লো, পুঁজের মতো হলদেটে তরল পদার্থ বেরিয়ে এলো বীভৎস ক্ষতটা থেকে।

'পাইলটের সাথে কথা বলুন,' নির্দেশ দিলো জেনারেল বাওনা।

জ্যান্ত লাশ থেকে চোখ সরালো মনিকা, পাইলটকে বললো, 'ঈশ্বরের

দোহাই আপনি রাজি হোন!'

চিৎকার করলো পাইলট, 'আমি আমার কর্তব্য...!'

'চুলোয় যাক আপনার কর্তব্য!' পাল্টা চিৎকার করলো মনিকা। 'এভাবে সবাই আপনারা ওর হাতে মারা পড়বেন!' মেকানিকের দিকে না তাকিয়ে একটা হাত লম্বা করে দেখালো সে। 'আপনাদের প্রত্যেকের এই অবস্থা হবে!' পাইলটের পাশে দাঁড়ানো রাশিয়ানদের বললো সে। আতঙ্কে নীল হয়ে গেছে সবার চেহারা, উদ্‌ভ্রান্ত দেখাচ্ছে। 'ওর দিকে তাকান! চান আপনাদেরও এই অবস্থা হোক?'

ওর ভাষা তারা কেউ বুঝলো না, তবে কি বলতে চাইছে বুঝতে অসুবিধে হলো না কারো। সবাই তারা পাইলটের দিকে তাকালো।

একটা ঢোক গিলে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলো পাইলট। হেসে উঠলো জেনারেল বাওনা, পরমুহূর্তে কর্কশস্বরে একজন অফিসারকে নির্দেশ দিলো সে, 'আরেকজনকে বেঞ্চের ওপর শোয়াও!'

পাইলটের পাশের লোকটাকেই ধরা হলো। টেনে-হিঁচড়ে বেঞ্চের কাছে আনা হলো তাকে। সেদিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকলো পাইলট, তারপর মাথা নিচু করলো। এক সেকেণ্ড পর অসহায়ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালো সে, মনিকার দিকে তাকিয়ে বললো, 'ওকে ছেড়ে দিতে বলুন। তার নির্দেশ মেনে নেবো আমরা।'

'ধন্যবাদ, মিস মনিকা,' মিষ্টি করে হাসলো জেনারেল বাওনা। 'এবার আপনি মেজর রানার কাছে ফিরে যেতে পারেন।'

'আপনি পাইলটের সাথে কথা বলবেন কিভাবে?' চেহরায় অনিশ্চিত ভাব নিয়ে জানতে চাইলো মনিকা।

'আমি এখন গ্রীক ভাষায় কথা বললেও বুঝবে ও,' সহাস্যে রসিকতা করলো জেনারেল। মনিকার দিকে পিছন ফিরলো সে। 'মেজর রানাকে আমার অভিনন্দন জানাবেন, বলবেন তার সময়মতো একবার যেন দেখা করেন আমার সাথে, বিদায়ের সময়টায় ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানাবো।' আবার মনিকার দিকে ফিরলো সে, বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে মাথা নত করে বাউ করলো। 'আশা করি আমাদের কথা মনে রাখবেন আপনি–আফ্রিকায় আমরা যারা আপনার বন্ধু–শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সাথে।'

বলার মতো কিছু খুঁজে পেলো না মনিকা, দরজার দিকে ঘুরে টলতে টলতে এগোলো সে, বেরিয়ে এলো বাংকার থেকে। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নামার সময় চারদিকের নারকীয় দৃশ্য তাকে একটুও বিচলিত করলো না, অন্য সময় হলে অসুস্থ হয়ে পড়তো। ঢালের নিচে নেমে এসে কয়েক সেকেণ্ডের জন্য থামলো মনিকা, নিজেকে নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করলো। বড় করে কয়েকবার শ্বাস টানার পর ফোঁপানোর ঝোঁকটা কমলো। আঙুল দিয়ে চুল আঁচড়ালো সে। কপাল ঢাকা পট্টিটা নতুন করে বাঁধলো। শার্টের কোণ দিয়ে মুখ থেকে পানি ও ঘাম মুছলো।

নেবুবির কম্বল ঢাকা শরীরের পাশে এখনো অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে রয়েছে রানা,

মনিকাকে আসতে দেখে ধমকের সুরে জানতে চাইলো, 'এতো দেরি করলে কেন?'

'জেনারেল বাওনা...পরে শুনো। নেবুবি কেমন আছে?'

'পুরো এক লিটার প্লাজমা দিয়েছি ওকে...তোমার কি হয়েছে বলো তো?'

'জেনারেল বাওনা আমাকে আটকে রেখেছিল একটা কাজে। পরে শুনো। নেবুবির...।'

'ওর পালস আগের চেয়ে ভালো। ও তো আসলে একটা লড়াকু ষাঁড়। এসো, তোমার সাহায্য লাগবে, ক্ষতটা ড্রেস করি।'

'ওর কি জ্ঞান আছে?'

'এই আছে এই নেই।'

ফিল্ড ড্রেসিঙের নিচে জখমটা এতোই মারাত্মক, নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে ভয় পেলো ওরা, নেবুবি যদি শুনে ফেলে ওদের কথা। আয়োডিন পেস্ট দিয়ে পুরো ক্ষতটা লেপে দিলো রানা, তারপর নতুন করে প্রেশার প্যাড ও পরিষ্কার সাদা ব্যাণ্ডেজ দিয়ে জড়ালো।

দু'জন ধরাধরি করে পাশ ফেরাতে হলো নেবুবিকে, ব্যাণ্ডেজটা পিঠে জড়ালো। প্রায় বিচ্ছিন্ন হাতটা জায়গামতো বসিয়ে ধরে রাখলো মনিকা, শক্তভাবে স্ট্র্যাপ দিয়ে সেটাকে বাঁধলো রানা। কাজ শেষ হবার পর দেখা গেল নেবুবির সম্পূর্ণ ঊর্ধ্বাঙ্গ ব্যাণ্ডেজে ঢাকা পড়ে গেছে, বেরিয়ে আছে শুধু বাম হাতটা। 'আবার পালস পাচ্ছি,' হাতঘড়ি থেকে চোখ তুললো রানা। 'আরো এক লিটার প্লাজমা দেবো ওকে।'

হেলিকপ্টার ঘাঁটির পিছনে, উঁচু একটা পাহাড়ের ওদিক থেকে হঠাৎ মেশিনগান ও মর্টারের আওয়াজ ভেসে এলো। মুখ তুলে তাকালো মনিকা। 'কি ব্যাপার?'

'ফ্রেলিমো কাউন্টার-অ্যাটাক,' বললো রানা, এখনো ড্রিপ সেট নিয়ে ব্যস্ত ও। 'তবে ওদিকে জেনারেল বাওনার গেরিলারা আছে। হিন্দগুলো হারিয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছে ফ্রেলিমোরা, বিশেষ সুবিধে করতে পারবে না। ওদেরকে ঠেকিয়ে রাখবে রেনামোরা।'

'রানা, বাওনা হঠাৎ করে কোত্থেকে এলো বলো তো? আমি ভেবেছিলাম...।'

'হ্যাঁ, আমিও ভেবেছিলাম নদীর ধারে রয়ে গেছে সে। আসলে আমাদের পিছু নিয়েছিল,' কাজ শেষ করে মনিকার পাশে সিধে হলো রানা। 'কি ঘটলো ওখানে?'

'কিছু না,' জোর করে হাসলো মনিকা।

'আমাকে লুকিয়ো না,' নরম সুরে বললো রানা, মনিকার কাঁধে হাত রাখলো।

নিজেকে সামলাতে পারলো না মনিকা, ফুঁপিয়ে উঠলো। 'বাওনা,' ফিসফিস করলো সে, 'একটা পশু। সে আমাকে দেখতে বাধ্য করলো...,' থেমে গেল মনিকা।

'খারাপ কিছু?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

মাথা ঝাঁকালো মনিকা। 'একজন রাশিয়ানকে খুন করেছে সে, এমন অশ্লীলভাবে···।'

মনিকা বলতে পারছে না দেখে রানা তাকে সান্ত্বনা দিলো, 'ঠিক আছে, ভুলে যাও সব।'

'রাশিয়ান পাইলটকে হিন্দ চালাতে রাজি করিয়েছে সে।'

'তার যা খুশি করুক সে। আমাদেরকে চলে যেতে বাধা না দিলেই হলো।' উল্লাস ধ্বনি শুনে ঘাড় ফেরালো রানা, দেখলো পাঁচ-সাতজন রেনামো গেরিলা ঢাল বেয়ে ছুটে আসছে এদিকে, তাদের মধ্যে শাঙ্গানি সার্জেন্ট মাবাসাও রয়েছে। প্রত্যেকের মাথায় ও কাঁধে লুট করা মালপত্র।

সুদর্শন মাবাসা রানার সামনে এসে এক গাল হাসলো। 'কি একটা যুদ্ধ! কী সাংঘাতিক বিজয়!'

'তোমার বুকে সিংহের সাহস,' বললো রানা। 'দুঃখ এই যে লড়াইটা ঠিক জায়গায় লড়ছো না তুমি।'

মাবাসার হাসি ম্লান হয়ে গেল। 'আপনি বলার পর দক্ষিণ আফ্রিকা সম্পর্কে ভাবছি আমি, মেজর। কিন্তু···।'

'এখানে তো নিজেদের মধ্যে মারামারি করছো তোমরা,' বললো রানা। 'ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্যে সত্যিকার লড়াই হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকায়। ওখানে সাদারা কালোদের ওপর নির্মম অত্যাচার চালাচ্ছে। ওখানকার কালোরা তোমার মতো সাহসী যোদ্ধা পেলে···।'

'আপনার কথা বুঝি, কিন্তু আমার কি করা উচিত ঠিক বুঝতে পারছি না···।'

'সেটা তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার,' বললো রানা। 'শোনো, যুদ্ধে আমরা জিতেছি। এবার তোমার দায়িত্ব, আমাদেরকে সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া। ক্যাপটেন নেবুবি আহত হয়েছে।'

নেবুবির দিকে এতোক্ষণে তাকালো মাবাসা। 'খুব খারাপ?'

'ফার্স্ট-এইড পোস্টে একটা ফাইবার গ্লাস স্ট্রেচার আছে,' বললো মনিকা। 'আমরা নেবুবিকে বয়ে নিয়ে যেতে পারবো।'

'সীমান্ত দু'দিনের পথ,' বিড় বিড় করলো মাবাসা, তার গলায় সন্দেহ, 'যেতে হবে ফ্রেলিমো এলাকার ভেতর দিয়ে।'

'লেজ গুটিয়ে পালাচ্ছে ফ্রেলিমোরা,' বললো রানা, সুরটা কঠিন। 'তোমার লোকদের বলো স্ট্রেচারটা নিয়ে আসুক।'

'জেনারেল বাওনা আপনাকে ডেকেছেন। হিন্দে চড়ে হেডকোয়ার্টারে ফিরে যাচ্ছেন তিনি, যাবার আগে আপনার সাথে কথা বলতে চান।'

'ঠিক আছে, তবে ফিরে এসে যেন দেখি স্ট্রেচারটা আনা হয়েছে,' বলে হাতঘড়ি দেখলো রানা। 'এক ঘন্টার মধ্যে রওনা হবো আমরা।'

'ইয়েস, বস্,' সহাস্যে রাজি হলো মাবাসা। 'আমরা ইতিমধ্যে তৈরি হয়ে নিচ্ছি।'

মনিকার দিকে ফিরলো রানা। 'বাওনাকে বলে দেখি, নেবুবিকে হেলিকপ্টারে করে পাঠানো যায় কিনা। আমি না ফেরা পর্যন্ত ওর পাশে থাকো। পালস রেটটা দেখবে। মেডিক প্যাকে অ্যাডরেনালিন ও সিরিঞ্জ থাকলো, তবে অবস্থা একেবারে খারাপ না হলে ব্যবহার করো না।'

'প্লীজ, তাড়াতাড়ি ফিরে এসো, রানা!' ফিসফিস করলো মনিকা। 'আমি সাহস পাই শুধু তুমি কাছে থাকলে।'

'তোমার সাথে পেনডুলা থাকছে।'

পাহাড়ে চড়ার সময় ভারবাহী একদল রেনামো পোর্টারকে দেখলো রানা। বহনযোগ্য সমস্ত কিছু সাথে করে নিয়ে যাচ্ছে জেনারেল বাওনা। পোর্টারদের মাথায় হেলিকপ্টারের স্পেয়ার পার্টস ভরা কাঠের বাক্স ও ফুয়েল ক্যানও রয়েছে। মালপত্র নিয়ে নিচে নামছে তারা, বনভূমির ভেতর দিয়ে চলে যাবে নদীর দিকে। রানা অন্যমনস্ক, নিজেদের কথা ভাবছে। মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে নেবুবি, বাঁচার প্রায় কোনো আশাই নেই, তবু তাকে ফেলে যাবে না ও। চারদিকে শত্রু, দলে একজন আহত লোক থাকলে পিছিয়ে পড়বে ওরা, ধরা পড়ে যাবার সম্ভাবনা বাড়বে। দলে আহত লোক থাকা যেমন বিপজ্জনক, তেমনি বিপজ্জনক সুন্দরী একটা মেয়ে থাকা। মনিকা শুধু সুন্দরী নয়, শ্বেতাঙ্গিনী-আফ্রিকার কালোরা দু'চোখে দেখতে পারে না। শত্রুদের হাতে ধরা পড়লে তাকে ওরা ছিঁড়ে ফেলবে।

যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব সীমান্তে পৌঁছুনোর জন্যে অস্থির হয়ে আছে রানা। নেবুবির চিকিৎসা দরকার, দরকার মনিকাকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু যতোই অস্থির হোক ও, সীমান্তের দিকে ওদের রওনা হতে পারাটা নির্ভর করছে জেনারেল কিরিকিটি বাওনার মর্জির ওপর। সে কি তার কথা রাখবে? নির্বিঘ্নে যেতে দেবে ওদেরকে?

পাহাড়ের মাথায় উঠে এসে একজন রেনামো অফিসারকে জিজ্ঞেস করলো রানা, 'জেনারেল বাওনা কোথায়?'

হেলিকপ্টার ঘাঁটির কমাণ্ড বাংকারে বন্দী রাশিয়ানদের সাথে রয়েছে জেনারেল। ম্যাপ থেকে চোখ তুলে রানাকে দেখলো সে। উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো কালো চকচকে চেহারা। 'মেজর মাসুদ রানা, আমার শত সহস্র অভিনন্দন গ্রহণ করুন। আপনি সত্যি বীরপুরুষ। বিজয়টা সত্যি গর্ব করার মতো।'

'এবার আপনার ঋণ শোধ করার পালা।'

'আপনারা বিদায় নিতে চান,' বললো কিরিকিটি বাওনা। 'আমার ও আপনার মধ্যেকার সমস্ত দেনা-পাওনা মিটে গেছে। আপনারা মুক্ত, যখন খুশি চলে যেতে পারেন।'

'না,' বলে মাথা নাড়লো রানা। 'আমার হিসেবে, আরো কিছু পাওনা হয়েছে। ক্যাপটেন নেবুবি মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব হাসপাতালে পৌঁছে দিতে হবে তাকে। আমি চাই হিন্দে করে তাকে জিম্বাবুইয়ে নিয়ে যাওয়া হোক।'

'আপনি কৌতুক করছেন, বোঝাই যাচ্ছে,' হালকা সুরে হেসে উঠলো জেনারেল বাওনা। 'হিন্দ আমার মূল্যবান একটা সম্পদ, আন-প্রোডাকটিভ কোনো মিশনে ওটাকে আমি পাঠাতে পারি না। সমস্ত দেনা-পাওনা মিটে গেছে, মেজর, অতিরিক্ত কিছু চেয়ে পরিস্থিতিটাকে জটিল করবেন না, প্লীজ। কানে আমি কম শুনি, আপনি জানেন; কি শুনতে কি শুনবো, আমার মেজাজ বিগড়ে যাবে–রাগের মাথায় সিদ্ধান্তটা পাল্টাতে পারি, আপনাদেরকে নির্বিঘ্নে যেতে দিতে মনের সায় না-ও পেতে পারি।' হাসিমুখে হাতটা রানার দিকে বাড়িয়ে দিলো সে। 'আসুন, বরং বন্ধু হয়েই পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিই আমরা। সার্জেন্ট মাবাসা ও তার লোকজন আপনাদেরকে সঙ্গ দেবে। আপনি তো একাই একশো, আমার কোনো সাহায্য আপনার দরকার হবে বলে মনে হয় না।'

বাড়ানো হাতটা দেখেও না দেখার ভান করলো রানা। নিজের হাতটার দিকে একবার তাকিয়ে শরীরের পাশে ফিরিয়ে আনলো জেনারেল বাওনা। 'প্রার্থনা করি আপনারা যেন নিরাপদে সীমান্তে পৌঁছুতে পারেন, মেজর,' রানার দিকে পিছন ফিরলো সে, চোখ রাখলো ম্যাপে।

গোটা ব্যাপারটা অসম্পূর্ণ লাগলো রানার, ও যেন আশা করেনি বিদায় পর্বটা এতো সহজে সারা যাবে। ওর মনে হলো, আরো কিছু নিশ্চয়ই ঘটবে। কিন্তু জেনারেল বাওনা ম্যাপের দিকে চোখ রেখে অফিসারদের সাথে রণকৌশল নিয়ে অলোচনায় মগ্ন হয়ে পড়লো, রানার উপস্থিতি সম্পর্কে যেন কোনো ধারণাই নেই।

আরো এক মিনিট অপেক্ষা করার পর হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বাংকার থেকে বেরিয়ে গেল রানা। এক সেকেণ্ড পর দরজার দিকে ফিরলো জেনারেল বাওনা, ধীরে ধীরে বিদ্রূপাত্মক হাসি ফুটলো তার মুখে। যে প্রশ্নটা রানার মনে জেগেছে, ওই হাসিতে তার উত্তর রয়েছে, কিন্তু রানার তা দেখার সুযোগ হলো না।

চার

রানাকে দেখে স্বস্তিবোধ করলো মনিকা। 'এতোক্ষণে নড়াচড়া করছে নেবুবি,' বললো সে। 'জ্ঞান ফেরার সাথে সাথে তোমাকে খুঁজছিল। বারবার বলছিল একত্রিশ নম্বর পাহাড়, একত্রিশ নম্বর পাহাড়।'

ক্ষীণ হাসি ফুটলো রানার ঠোঁটে। 'ওখানেই প্রথম পরিচয় হয়েছিল আমাদের। এসো, স্ট্রেচারে তুলি ওকে।'

অত্যন্ত সাবধানে স্ট্রেচারে তোলা হলো তাকে। নেবুবির মাথার ওপর তারের একটা ফ্রেম তৈরি করলো রানা, ড্রিপ সেটটা ঝুলিয়ে দেয়া হলো। লুট করা মোটা একটা কম্বল দিয়ে ঢেকে দেয়া হলো শরীরটা।

'পেনডুলা,' সিধে হয়ে বললো রানা। 'পথ দেখিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে চলো আমাদের।' হাত-ইশারায় স্ট্রেচার বাহকদের রওনা হতে বললো ও।

সূর্য ওঠার পর দু'ঘন্টাও পেরোয়নি, কিন্তু মনে হলো এই অল্প সময়ের ভেতর গোটা একটা জীবন পার হয়ে গেছে। হাঁটতে হাঁটতে ঘাড় ফিরিয়ে হেলিকপ্টার ঘাঁটির দিকে একবার তাকালো রানা। এতো দূর থেকেও পাহাড়ের চূড়াটা দেখা গেল পরিষ্কার। চূড়া থেকে এখনো ধোঁয়া উঠছে।

দূর থেকে ভেসে আসা গোলাগুলির আওয়াজ খানিক আগেই থেমে গেছে। ফ্রেলিমোরা হিন্দ গানশিপের সাহায্য পায়নি, রণে ভঙ্গ দিয়ে ভেগেছে তারা। জেনারেল কিরিকিটি বাওনা তার বাহিনীকে পাঙ্গুয়ে নদীর কিনারায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবে এবার।

এখনো তাকিয়ে আছে রানা, হঠাৎ দখল করা হিন্দটাকে পাহাড়ের মাথায় উদয় হতে দেখলো। ধীরে ধীরে ঘুরে গেল হিন্দ, ওদের দিকে মুখ করলো, নাকটা তাক করলো সরাসরি ওদেরকে লক্ষ্য করে। এদিকেই এগিয়ে আসছে গানশিপ।

এঞ্জিনের আওয়াজ ক্রমশ বাড়ছে। এক সময় আশপাশের গাছের পাতা কাঁপতে শুরু করলো। হিন্দের নাকে গাটলিং-কামান বসানো রয়েছে, সেদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে রানা।

ফাঁকা জায়গায় রয়েছে ওরা, আড়াল পাবার কোনো উপায় নেই। হিন্দ গানশিপ আরো কাছে চলে এলো। আর্মার্ড গ্লাস বুদ্‌বুদের ভেতর জেনারেল বাওনার মুখ পরিষ্কার দেখতে পেলো রানা, ফ্লাইট এঞ্জিনিয়ারের সিটে বসে আছে, সামনে ১২.৭ এমএম কামানের কন্ট্রোল। কামানের ব্যারেলগুলোকে ধীরে ধীরে ঘুরে যেতে দেখছে রানা, সরাসরি ওদের দিকে তাক করা হলো। হিন্দ এখন ওদের মাথা থেকে মাত্র পঞ্চাশ ফুট ওপরে, এতো কাছে যে জেনারেল বাওনার কালো মুখের মাঝখানে সাদা দাঁতগুলো স্পষ্ট দেখা গেল।

দ্রুত চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিলো রানা, কোনো আড়াল নেই দেখে হাত বাড়িয়ে মনিকাকে নিজের কাছে টেনে আনলো ও, জড়িয়ে রাখলো গায়ের সাথে। মাথার ওপর থেকে ওদেরকে বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে স্যালুট করলো জেনারেল বাওনা, দ্রুত বাঁক ঘুরে উত্তর-পশ্চিম দিকে চলে গেল হিন্দ। সবাই ওরা সেদিকে বিহ্বলদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো, বিপজ্জনক মুহূর্তটা পেরিয়ে এসেও নড়াচড়ার শক্তি পেলো না। নিস্তব্ধতা ভাঙলো রানা, 'লেট'স গো!'

স্ট্রেচার-বেয়ারাররা আবার হালকা পায়ে ছুটলো, নরম সুরে প্রাচীন গানের কলি ভাঁজছে তারা—দূরের পথ পাড়ি দেয়ার সময় এই সুর যুগ যুগ ধরে ওদেরকে শক্তি যুগিয়ে আসছে।

দলের সামনে রয়েছে পেনডুলা, মাঝে মধ্যে ফিরে এসে রানার কাছে রিপোর্ট করছে সে। ছড়ানো-ছিটানো ফ্রেলিমো অ্যাসল্ট টিমের খবর আনলো সে, প্রাণ হাতে করে এখনো তারা পালাচ্ছে। বনভূমির ভেতর নিরাপদ আড়াল পেয়ে কোথাও কোথাও দু'একটা দল বিশ্রাম নিচ্ছে, তাদেরকে এড়াবার জন্যে ওদেরকে ঘুরপথ দেখালো পেনডুলা।

রাত নামার পর খাওয়াদাওয়া ও বিশ্রামের জন্য থামলো ওরা। নির্দিষ্ট সময়ে রেনামো হেডকোয়ার্টারের সাথে রেডিওর মাধ্যমে যোগাযোগ করলো

মাবাসা, ওদের পজিশন জানিয়ে দিলো। অপরপ্রান্ত রিপোর্টটা গ্রহণ করলো, কোনো মন্তব্য করলো না বা নতুন কোনো নির্দেশও দিলো না।

আবার জ্ঞান ফিরে পেলো নেবুবি, খসখসে গলায় অভিযোগ করলো, 'একটা সিংহ আমার কাঁধটা আঁচড়াচ্ছে।'

ড্রিপ সেটে এক অ্যাম্পুল মরফিন মেশালো রানা, ভারি আরাম বোধ করলো নেবুবি। খানিকটা মাংস চিবালো সে, তবে খিদের চেয়ে পিপাসা বেশি। তার মাথাটা উঁচু করে ধরে রাখলো রানা, ধীরে ধীরে চুমুক দিয়ে পুরো দু'মগ রাশিয়ান কফি খেলো সে। স্ট্রেচারের পাশে বসে থাকলো রানা ও মনিকা, অপেক্ষায় রয়েছে কখন চাঁদ উঠবে। 'আবার আমরা হোণ্ডি উপত্যকার ভেতর দিয়ে যাবো,' নেবুবিকে বললো রানা। 'সেন্ট মেরিতে একবার পৌঁছুতে পারলে তোমাকে নিয়ে আর কোনো চিন্তা নেই। ওখানকার ক্যাথলিক ফাদার নিজেই একজন ডাক্তার। আমার এক বন্ধু আছে দক্ষিণ আফ্রিকায়, সেনাবাহিনীতে চাকরি করেন। চামড়া সাদা হলেও, কালোদের প্রতি তার দরদ আছে। তোমার জন্যে উমতলীতে একটা জেট পাঠাতে বলবো তাঁকে। সেই জেটে চড়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় চলে যাবে তুমি, আধুনিক একটা হাসপাতাল বা ক্লিনিকে তোমার চিকিৎসা হবে।' সত্যি কথাই বলছে রানা, বব ফিদারহোপ ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধুই বটেন, তবে তাঁর আরো একটা পরিচয় আছে—ফ্রি-ল্যান্সার এসপিওনাজ এজেন্ট তিনি, নিজে শ্বেতাঙ্গ হলেও দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সরকারের ঘোর বিরোধী। কালোদের স্বাধিকার আন্দোলন সমর্থন করেন ভদ্রলোক, শ্বেতাঙ্গ সরকারের অত্যাচারের কাহিনী গোপনে পাচার করে দেন বাইরের দুনিয়ায়। কয়েক বছর আগে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর তরফ থেকে তাঁর সাথে যোগাযোগ করেছিল রানা, সেই থেকে বি. সি. আই.-এর বিশেষ এজেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন তিনি।

চাঁদ ওঠার পর আবার রওনা হলো ওরা। মাঝরাতে থামার নির্দেশ দিলো রানা। ঘাস কেটে এনে নেবুবির স্ট্রেচারের পাশে বিছানা তৈরি করলো ও, ওর বাহুর ওপর মাথা রেখে ঘুমোবার জন্যে চোখ বুজলো মনিকা। রানা তার কানের কাছে ফিসফিস করলো, 'কালরাতে, বুঝলে, শাওয়ারের পানিতে গোসল করতে পারবে তুমি, শুতে পারবে পরিষ্কার চাদরে।'

'কথা দিচ্ছো?'

'খোদার কসম।'

ভোর হতে একঘন্টা বাকি তখনো, ঘুম ভেঙে গেল রানার। মনিকার আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে প্রহরীদের ঘুম ভাঙাতে গেল ও। গায়ের কম্বল ফেলে দিয়ে দাঁড়ালো মাবাসা, পাশাপাশি হাঁটছে দু'জন। ক্যাম্পটা একচক্কর ঘুরে এসে কিনারার কাছে এক জায়গায় থামলো ওরা, রানাকে একটা রাশিয়ান সিগারেট সাধলো মাবাসা। মুঠোর ভেতর আড়াল করে ধূমপান করলো ওরা। 'দক্ষিণ আফ্রিকা সম্পর্কে অনেক কথাই বললেন আপনি আমাকে, সব কি সত্যি?' অপ্রত্যাশিতভাবে জানতে চাইলো মাবাসা।

'কি বলেছি বলো তো?'

'আসল যুদ্ধই নাকি হচ্ছে ওখানে?'

'হ্যাঁ, সত্যি। শুধু তাই নয়, তোমার মতো সাহসী যোদ্ধা ওদের দরকারও। যুদ্ধটা আরো খানিক যদি তীব্র করা যায়, কালোদের পক্ষে শতকরা আশিভাগ সফলতা এসে যাবে। ভোট দেয়ার অধিকার, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চাকরি পাবার অধিকার, নিষিদ্ধ এলাকাগুলোয় প্রবেশ করার অধিকার মেনে নিতে বাধ্য হবে শ্বেতাঙ্গরা। এরপর সশস্ত্র সংগ্রামের পাশাপাশি চলবে তুমুল গণ-আন্দোলন। শেষ পরিণতি, স্বাধীনতা। কিন্তু ট্রেনিং ও অভিজ্ঞতার অভাবে যুদ্ধটাকে তীব্র করতে পারছে না ওরা।'

'কিন্তু আমি তো শাঙ্গানি, দক্ষিণ আফ্রিকার লোক নই, আমাকে ওরা ভালোভাবে নাও মেনে নিতে পারে।'

'নেবে না কেন, তোমাকে যে দরকার ওদের। তাছাড়া, দক্ষিণ আফ্রিকায় তোমার মতো আরো অনেক শাঙ্গানি আছে।'

'ধরুন, চাকরি পাবার অধিকার আদায় হলো। আমিও কি একটা চাকরি পাবো, দক্ষিণ আফ্রিকান না হয়েও?'

'এমনিতে পাবে না। তবে তোমার যদি কাগজ-পত্র থাকে, তুমি যদি দক্ষিণ আফ্রিকার নাগরিকত্ব গ্রহণ করো, চাকরি পেতে কোনো অসুবিধে হবে না। তুমি যাতে কাগজ-পত্র পাও তার ব্যবস্থা করা সম্ভব। ওখানকার সরকারী মহলে আমার জানাশোনা লোক আছে।'

আড়মোড়া ভেঙে আকাশের দিকে তাকালো রানা। আকাশের গায়ে এখন গাছের ঝাঁকড়া মাথা দেখা যাচ্ছে। ভোর হতে আর বেশি দেরি নেই। সিগারেটটা নিভিয়ে ঘুরতে যাচ্ছে, হঠাৎ এমন সুরে কথা বললো মাবাসা, স্থির হয়ে গেল ও।

'খুব জরুরী একটা কথা বলবো আপনাকে,' ফিসফিস করলো সে।

মাবাসার দিকে ফিরলো রানা। 'বলো।'

'একসাথে অনেকটা পথ হেঁটেছি আমরা,' বিড়বিড় করলো মাবাসা।

'লম্বা ও কঠিন পথ,' সায় দিলো রানা। 'তবে সামনেই পথের শেষ। কাল এই সময়...' বাকিটা শেষ করার প্রয়োজনবোধ করলো না।

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থাকলো মাবাসা। তারপর বললো, 'আমি আপনাকে ওস্তাদ ও গুরু বলে সম্বোধন করতে চাই।'

'আমি সম্মানিত বোধ করছি,' বললো রানা। 'আমিও চাই তুমি আমাকে বন্ধু বলে জানো।'

অন্ধকারে মাথা ঝাঁকালো মাবাসা, 'আমরা কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়েছি।'

'সিংহের মতো,' আবার সায় দিলো রানা।

গলাটা গম্ভীর হলো মাবাসার, 'আমি আপনাকে জিম্বাবুই সীমান্ত পেরুতে দিতে পারি না।'

বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো রানার। 'কি কারণে?'

'জেনারেল বাওনার সেই আত্মীয়টির কথা মনে আছে আপনার?' জিজ্ঞেস

করলো মাবাসা।

'গ্রাণ্ড রীফে হানা দেয়ার সময় যে লোকটা আমাদেরকে সাহায্য করলো? বাওনার ভাগ্নে না কি যেন হয়?'

'হ্যাঁ। তার কথাই বলছি।'

'মনে আছে।'

'তার সাথে রেডিওতে কথা হয়েছে জেনারেল বাওনার। বাজপাখির আস্তানায়, আজ সকালে, আমরা বিজয়ী হবার পর। পাশের বাংকারে ছিলাম আমি। তাঁর সব কথাই শুনেছি।'

রানার শিরদাঁড়া শিরশির করছে। মাথার পিছনে চুল দাঁড়িয়ে গেল। 'কি বললো তাকে বাওনা?' জানতে চাইলো ও।

'তিনি তাকে নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ দিলেন, জিম্বাবুই সেনা-বাহিনীকে যেন জানানো হয় যে আপনার নেতৃত্বেই গ্রাণ্ড রীফে হামলা চালানো হয়, মিসাইলগুলো চুরি করা হয়েছে আপনারই প্ল্যান অনুসারে। ভাগ্নেকে তিনি আরো নির্দেশ দিয়েছেন–সে যেন জিম্বাবুই সেনাবাহিনীকে জানিয়ে দেয় আপনি হোণ্ডি উপত্যকা হয়ে সেন্ট মেরিতে যাচ্ছেন। তারমানে, ধরে নিতে পারেন, আপনার জন্যে ওখানে অপেক্ষা করবে ওরা।'

জেনারেল বাওনার ফাঁদটার তাৎপর্য উপলব্ধি করে কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে থাকলো রানা। গোটা ব্যাপারটাই তাহলে নির্মম প্রহসন। ওদেরকে মুক্ত করে দিয়েছে, কিন্তু ওরা যেখানে পৌঁছুবে সেখানে অপেক্ষা করিয়ে রেখেছে নিজের চেয়েও ভয়ংকর একদল হায়েনাকে।

জিম্বাবুইয়ের হাই কমাণ্ড কি রকম খেপে আছে কল্পনা করতে ভয় পেলো রানা। ওর সাথে জিম্বাবুইয়ান পাসপোর্ট রয়েছে, অর্থাৎ রাষ্ট্রদ্রোহী ও খুনী বলে বিচার করা হবে তার। জিম্বাবুই সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স অর্গানাই-জেশন-এর হাতে তুলে দেয়া হবে ওকে। ভরা হবে ইন্টারোগেশন সেল-এ। ওখান থেকে কোনোদিনই প্রাণ নিয়ে ফেরা হবে না রানার। হোক আহত, একই পরিণতি হবে নেবুবিরও।

মনিকা আমেরিকার নাগরিক হলেও, অফিশিয়ালি তার কোনো অস্তিত্ব নেই। তার নিখোঁজ হবার সংবাদ প্রচার করার পর কয়েক হপ্তা পেরিয়ে গেছে। তার ব্যাপারে মার্কিন দূতাবাসের উদ্বেগও অনেক কমে গেছে ইতিমধ্যে। ধরে নেয়া হয়েছে বাপ-বেটি দু'জনেই মারা গেছে। অর্থাৎ মনিকাও কোনো রকম প্রোটেকশন পাচ্ছে না।

ফাঁদটা সম্পূর্ণ নিশ্ছিদ্র, কোথাও কোনো ফাঁক নেই। রেনামো আর্মি রয়েছে ওদের পিছনে, দু'পাশে ফ্রেলিমো বাহিনী, সামনে জিম্বাবুই সিআইও। ওরা আটকা পড়ে গেছে যুদ্ধবিধ্বস্ত ও পরিত্যক্ত দুর্গম এলাকায়, বাকি রয়েছে শুধু বন্যপ্রাণীর মতো গুলি খেয়ে নিহত হওয়া অথবা গভীর বনভূমিতে না খেতে পেয়ে মারা যাওয়া।

'চিন্তা করো,' নিজেকে তাগাদা দিলো রানা। 'একটা উপায় খুঁজে বের করো। বাঁচতে হবে তোমাকে।'

হোণ্ডি উপত্যকা এড়িয়ে অন্য কোথাও দিয়ে সীমান্ত পেরোবার চেষ্টা করতে পারে ওরা, তবে সিআইও সম্ভবত গোটা দেশের সবখানে সতর্ক থাকার নির্দেশ পাঠিয়েছে। সব ক'টা রাস্তায় ব্যারিকেড দিয়ে রাখবে সেনাবাহিনীর লোকজন। উপযুক্ত কাগজ-পত্র না থাকলে কয়েক মাইলের বেশি এগোতে পারবে না ওরা। তাছাড়া; ওদের সাথে নেবুবি রয়েছে। নেবুবিকে নিয়ে কি করবে ওরা? পুলিশ ও সৈনিকরা স্ট্রেচারে শুয়ে থাকা একজন লোককে খুঁজছে, এই পরিস্থিতিতে কিভাবে ওরা নেবুবিকে নিয়ে যাবে?

'আমাদের যেতে হবে দক্ষিণ দিকে,' বললো মাবাসা। 'বাঁচার এই একটাই উপায়, বস্। দক্ষিণ, মানে দক্ষিণ আফ্রিকা।'

'আমরা?' মাবাসার দিকে তাকিয়ে থাকলো রানা। 'তুমি আমাদের সাথে যেতে চাইছো?'

'জেনারেল বাওনার কাছে ফিরে যাবার কোনো উপায় নেই আমার,' বললো মাবাসা। 'কারণ এইমাত্র তাঁর সাথে বেঈমানী করলাম আমি। আপনাকে বলে দিলাম সব। আপনাদের সাথে দক্ষিণ আফ্রিকাতেই যাবো।' একটু হাসলো, তারপর আবার বললো, 'আপনাদের সাথে যেরকম বারবার বিশ্বাসঘাতকতা করলো, একজন শাঙ্গানি যোদ্ধা সেটা কিছুতেই মেনে নিতে পারে না—এটা অতিশয় নীচতা।'

কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সরকার মনিকার না হলেও, নেবুবি ও রানার শত্রু। সীমান্ত প্রহরীরা ওদেরকে গ্রেফতার করবে। বাংলাদেশ দক্ষিণ আফ্রিকাকে স্বীকৃতি দেয়নি, অবৈধভাবে সে-দেশে প্রবেশ করলে ওদের বিচার করা হবে। কিন্তু এ-সব কথা মাবাসাকে এখন বলেই বা কিভাবে ও? মাত্র কয়েক ঘন্টা আগে রানাই না তাকে দক্ষিণ আফ্রিকায় যাবার জন্যে বলছিল।

কয়েক সেকেণ্ড পর অন্য একটা সমস্যার কথা বললো রানা, 'দক্ষিণ আফ্রিকার সীমান্ত এখান থেকে হাঁটাপথে তিনশো মাইল, মাবাসা। এই তিনশো মাইল পেরুতে হবে পরস্পর বিরোধী দুটো আর্মির মাঝখান দিয়ে—ফ্রেলিমো ও রেনামোদের দক্ষিণ ডিভিশন যুদ্ধ করছে ওদিকে। তাছাড়া, নেবুবিকে নিয়ে কি করবো আমরা?'

'আমরা ওকে বয়ে নিয়ে যাবো,' জবাব দিলো মাবাসা।

'তিনশো মাইল?'

'বয়ে নিয়ে যেতে না পারলে,' কাঁধ ঝাঁকালো মাবাসা, 'ফেলে রেখে যাবো। ও তো স্রেফ ম্যাটাবেল, ম্যাটাবেলকে আমরা পুরোপুরি মানুষ মনে করি না। তাছাড়া, লোকটা তো মরেই যাচ্ছে। শুধু শুধু একটা বোঝা বয়ে লাভ কি!'

অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে রাখলো রানা, ফণা তোলা রাগটাকে দমন করলো। শান্তস্বরে শুধু বললো, 'ওই বোঝাটা আমার খুব প্রিয়, মাবাসা। ঐ-ধরনের কথা আর মুখে এনো না।' সমস্যাটা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলো ও।

যেদিক থেকেই দেখলো রানা, একমাত্র মাবাসার পরামর্শটাই গ্রহণযোগ্য মনে হলো ওর কাছে। দক্ষিণ দিকে যাওয়া ছাড়া সত্যি কোনো উপায় নেই। উত্তর দিকে মালাবি, ঘিরে আছে কাবোরা বাসা-র পানি ও জেনারেল বাওনার

ডিভিশন। পূব দিকে ভারত মহাসাগর। পশ্চিমে জিম্বাবুই সিআইও। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকাতেই বা কিভাবে যায়ও?

বব ফিদারহোপের সাহায্য নেয়া যায় কিনা ভাবলো রানা। সীমান্ত রক্ষীবাহিনীতে আছেন তিনি, পদটাও মেজর জেনারেল, কিন্তু অল্প সময়ের নোটিসে কতোটুকু সাহায্য করতে পারবেন বলা মুশকিল।

তারপর রানা ভাবলো, বহু যুগ ধরে জিম্বাবুইয়ে অনেক ভারতীয় বসবাস করছে, নিজেকে তাদের একজন বলে পরিচয় দিতে পারবে ও, প্রমাণ হিসেবে দাখিল করতে পারবে জিম্বাবুইয়ান পাসপোর্ট। অবৈধভাবে সীমান্ত পার হবার কারণ হিসেবে বলবে মুগাবে সরকার ভারতীয়দের উৎখাত করছে। নিজেকে বাংলাদেশী বলে পরিচয় না দিলে দক্ষিণ আফ্রিকা কর্তৃপক্ষ সম্ভবত ওর ব্যাপারে নরম দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করবে। ও আর নেবুবি রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করবে। আশ্রয় যদি পাওয়া যায়, পরে এক সময় বেড়াতে যাবার নাম করে বিদেশে সরে পড়া কঠিন হবে না। বব ফিদারহোপের সাহায্য লাগবে সীমান্ত পেরিয়ে ভেতরে ঢোকার সময়, তা না হলে গুলি খেয়ে পৈতৃক প্রাণটা নির্ঘাত হারাতে হবে। দক্ষিণ আফ্রিকার সীমান্ত জিম্বাবুই বা মোজাম্বিকের মতো নয়, ওদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে একটা পিঁপড়ে পর্যন্ত গলতে পারে না।

'ঠিক আছে,' অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হলো রানা। 'দক্ষিণের পথই বাঁচার একমাত্র উপায়। চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে রেনামোদের দক্ষিণ ডিভিশন আর ফ্রেলিমোদের ফাঁক গলে বেরিয়ে যাওয়া যায় কিনা। রেললাইনটা পার হতে হবে, তাই না? কড়া পাহারা রয়েছে ওখানে। তারপর পেরুতে হবে লিমপোপো নদী। কিন্তু রেললাইন ও নদী পার হবার আগেই মারা যেতে পারি আমরা—না খেতে পেয়ে। দশ বছর ধরে গৃহযুদ্ধ চলছে, গোটা এলাকায় লোক বসতি বা চাষবাস বলে কিছু নেই, কোথায় পাবো খাবার?'

'ঘাস ও খরগোশ, তা-ও কি জুটবে না কপালে?' সকৌতুকে জিজ্ঞেস করলো মাবাসা।

রানা জানতে চাইলো, 'তোমার লোকজনরা কি করবে? তারাও কি তোমার সাথে দক্ষিণ আফ্রিকায় যেতে রাজি হবে?' আফ্রিকান নিগ্রোদের জন্যে দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবেশ কোনো সমস্যা নয়, রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে আশপাশের দেশগুলো থেকে বহু লোক প্রায় রোজই কিছু কিছু ঢুকছে। তাদেরকে বণ্ড সই করতে হয়, কথা দিতে হয় খনিতে শ্রমিক হিসেবে কাজ করবে।

'যেতে রাজি হবে না মানে? আমি ওদের লিডার, যা বলবো তাই শুনতে হবে—যে শুনবে না তাকে আমি গুলি করে মারবো!' এক নিমেষে হিংস্র হয়ে উঠলো মাবাসার চেহারা। 'ওদেরকে আমরা জেনারেল বাওনার কাছে ফিরে যেতে দিতেও পারি না।'

'পারি না,' বললো রানা। 'তোমার আরও একটা কাজ, নিয়মিত রেডিও মেসেজে বাওনাকে জানিয়ে দেবে আমি জিম্বাবুই সীমান্ত পার হয়েছি। চার কি পাঁচদিন বাওনাকে আমরা বোকা বানিয়ে রাখতে পারবো। আমরা যে দিক বদলে দক্ষিণ দিকে যাচ্ছি, একসময় টের পেয়ে যাবে সে। তবে ততোক্ষণে

আমরা তার নাগালের বাইরে চলে যাবো। তুমি বরং এখুনি তোমার লোকদের সাথে কথা বলো। দিক আমরা এখনই বদলাবো। তারা কিছু সন্দেহ করার আগে তোমারই জানানো উচিত।'

সেন্ট্রিদের ডেকে পাঠালো মাবাসা। ভোরের অস্পষ্ট আলোয় কালো লোকগুলোকে দানবের মতো লাগলো, লিডারের ডাক পেয়ে সদ্য ঘুম থেকে উঠে এসেছে। মাবাসাকে ঘিরে গোল হয়ে দাঁড়ালো তারা। উদাত্তকণ্ঠে, আবেগ মেশানো ভাষায় দক্ষিণ আফ্রিকায় কালোদের ওপর যে নির্যাতন চলছে তার বর্ণনা দিলো মাবাসা। তারপর বললো, কালোরা স্বাধীনতা পাবার জন্যে মরণপণ যুদ্ধ করছে ওখানে, তাদেরকে সাহায্য করা শাঙ্গানিদের পবিত্র দায়িত্ব। মাবাসা কথা বলছে, তার লোকদের ওপর তীক্ষ্ণ নজর বোলাচ্ছে রানা। ধীরে ধীরে ঢিল পড়লো ওর পেশীতে, কারণ কালোদের ওপর অত্যাচারের কথা শুনে উত্তেজিত হয়ে উঠছে শাঙ্গানিরা। মাবাসা যখন পবিত্র দায়িত্বের কথা বললো, শাঙ্গানিরা সমস্বরে সমর্থন করলো তাকে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সমাবেশ থেকে সরে এলো রানা, বুঝতে পেরেছে শাঙ্গানিরা মাবাসার সাথেই থাকবে।

মনিকা ও নেবুবির কাছে ফিরে এলো রানা। ভিজে কাপড় দিয়ে নেবুবির মুখটা মুছিয়ে দিচ্ছে মনিকা। 'ভালো আছে ও,' রানাকে বললো সে। 'রাতে ভালো ঘুম হয়েছে তো।' তারপর রানার চেহারা দেখে বিস্মিত হলো সে।

পরিস্থিতিটা ধীরে ধীরে ব্যাখ্যা করলো রানা।

চেহারা ম্লান হয়ে গেল মনিকার। 'এতো সহজে মুক্তি পাচ্ছি, আমার বিশ্বাসই হতে চাইছিল না,' বিড়বিড় করে বললো সে। 'মন বলছিল, কিছু একটা ঘটবে, জেনারেল বাওনা ছদ্মবেশী দেবদূত নয়।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে স্ট্রেচারের পাশে বসলো রানা, নেবুবির পালস দেখলো। ওর ছোঁয়া পেয়ে চোখ মেললো নেবুবি। ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলো, 'শাঙ্গানিদের আপনি বিশ্বাস করছেন, বস্?'

'আর উপায়ই বা কি, বলো? আমরা···।'

রানাকে বাধা দিলো নেবুবি। 'বস্, আপনাকে আমি নিজের চেয়েও বেশি ভালোবাসি। তার প্রমাণ অতীতে অনেকবার আপনি পেয়েছেন।'

'পেয়েছি।'

'আজ আরেকবার সেটা আমি প্রমাণ করতে চাই।'

'কোনো দরকার নেই।'

'আমি তো গেছিই, কেউ আমাকে বাঁচাতে পারবে না,' বিড়বিড় করে বললো নেবুবি। 'কাজেই আমি চাই না, আমার জন্যে আপনিও মারা পড়েন।'

'চুপ!' কঠিন সুরে ধমক দিলো রানা।

'আমাকে এখানে রেখে যান,' কাতরকণ্ঠে অনুনয় করলো নেবুবি। 'আপনার দোহাই লাগে, বস্।'

'নেবুবি!' রাগে কেঁপে উঠলো রানার গলা।

'আমি না থাকলে বাঁচার একটা আশা আছে আপনাদের,' অস্পষ্টকণ্ঠে বললো নেবুবি। 'এই স্ট্রেচার বয়ে নিয়ে যেতে হলে পিছিয়ে পড়বেন

আপনারা...।'

'আমাদের সাথে বিশজন তাগড়া শাঙ্গানি রয়েছে কি করতে?'

'সবাই মারা যাওয়ার চেয়ে দু'চারজন যদি ফাঁক গলে বেরিয়ে যেতে পারেন, সেটাই কি ভালো নয়, বস্? আমাকে রেখে যান, প্লীজ। নিজেকে বাঁচান, মনিকা মেমসাবকে বাঁচান। আপনি বেঁচে থাকলে আপনার স্মৃতিতে আমারও বেঁচে থাকা হবে, সেটাই আমার জীবনের পরম সার্থকতা বলে জানবো। আমি চাই না আমি আপনার বিপদ বা মৃত্যুর কারণ হই, নিজেকে তাহলে কোনো দিন ক্ষমা করতে পারবো না। প্লীজ, বস্!'

'নেবুবি, আমি কিন্তু সত্যি রেগে যাচ্ছি।' সিধে হলো রানা, মনিকাকে বললো, 'দশ মিনিটের মধ্যে রওনা হবো আমরা।'

সারাটা দিন সতর্কতার সাথে দক্ষিণ দিকে এগোলো ওরা। স্বস্তিকর ব্যাপার হলো হিন্দ গানশিপের খোঁজে আকাশের ওপর নজর রাখতে হচ্ছে না, তবু অভ্যেসবশত শাঙ্গানিরা মাঝেমধ্যেই মুখ তুলে দেখে নিলো আকাশটা। যতোই রেললাইনের কাছে চলে এলো ওরা, ততোই মন্থর হয়ে পড়লো হাঁটার গতি। বেশিরভাগ সময় ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে থাকার চেষ্টা করলো দলটা, যতোক্ষণ না পিছিয়ে এসে রিপোর্ট করলো পেনডুলা সামনের পথ নিষ্কণ্টক।

শেষ বিকেলে একটা ঝোপ বহুল নালার তলায় দলটাকে লুকিয়ে থাকতে বলে পেনডুলার সাথে একা সামনে বাড়লো রানা। দু'ঘন্টা পর ফিরে এলো, সূর্য ইতিমধ্যে দিগন্তরেখা ছুঁয়েছে। ফিরলো নিঃশব্দে ও অকস্মাৎ, মনিকার পাশে।

'তুমি আমাকে চমকে দিয়েছো,' হাঁপিয়ে উঠলো মনিকা। 'মানুষ নও, যেন একটা বিড়াল।'

'রেললাইন মাত্র এক মাইল সামনে। ফ্রেলিমো গার্ডরা এখনো কেমন যেন অস্থির হয়ে আছে। লাইনে প্রচুর মিলিটারী ট্রাফিক দেখলাম। চারদিকে সন্ত্রস্ত একটা ভাব, সেই সাথে কিসের যেন আয়োজনও চলছে। রেললাইন পার হওয়া আমাদের জন্যে অত্যন্ত কঠিন হবে। চাঁদ ওঠার পর আরেকবার দেখতে যাবো আমি।'

অপেক্ষা করছে ওরা, এই ফাঁকে এরিয়াল উঁচু করে জেনারেল বাওনার হেডকোয়ার্টারের সাথে যোগাযোগ করলো মাবাসা, নির্দিষ্ট সময়ে।

'পাখি তার নীড়ে ফিরেছে,' সাংকেতিক বাক্যটা আওড়ালো মাবাসা, অর্থ সীমান্ত পেরিয়ে জিম্বাবুইয়ে ঢুকে পড়েছে মাসুদ রানা। অপরপ্রান্ত থেকে কয়েক সেকেণ্ড কিছু বলা হলো না, মেসেজটা সম্ভবত ডি-কোড করার পর জেনারেল বাওনার কাছে পাঠানো হচ্ছে। তারপর রেডিও অপারেটর বললো, মাবাসার ওপর নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সে যেন তার দল নিয়ে নদীর কিনারায় প্রধান ঘাঁটিতে ফিরে আসে। 'ঠিক আছে,' বলে যোগাযোগ কেটে দিলো মাবাসা।

'ওরা আশা করবে অন্তত আরো দু'দিন পর ফিরে যাবো আমি।' রেডিওটা বাক্সে ভরার সময় নিঃশব্দে হাসলো মাবাসা। 'তারপর সন্দেহ করতে শুরু করবে।'

গাছপালার মাথার ওপর চাঁদ ওঠার পর পেনডুলাকে নিয়ে বনভূমির ভেতর

হারিয়ে গেল রানা, রেললাইনটা আরেকবার দেখবে। ওদের পজিশন থেকে এক মাইল দক্ষিণে সরু একটা নদীর ওপর দিয়ে চলে গেছে লাইনটা। নদীতে পানি কম হলেও, দু'পাশের পাড় ঘন ঝোপে ঢাকা, ওখানে গা ঢাকা দেয়া যাবে অনায়াসে। অনেক আগে ঝোপ-ঝাড় কেটে একশো ফুটের মতো পরিষ্কার করা হয়েছিল, আবার জন্মে কোমর সমান উঁচু হলেও পরে আর কাটা হয়নি।

'ফ্রেলিমোদের চোখকে ফাঁকি দেয়ার উপায় ফ্রেলিমোরাই করে রেখেছে,' বিড়বিড় করলো রানা। 'নদীর পাড়ে লুকিয়ে থাকবো আমরা।'

মেইন লাইন নদী পেরিয়েছে কালভার্ট-এর ওপর দিয়ে। একটা গার্ড পোস্ট দেখা গেল, কালভার্ট থেকে উজানের দিকে পঞ্চাশ গজ দূরে। চোখে বিনকিউলার তুললো রানা, পিঠে এ/কে রাইফেল ঝুলিয়ে একজন ফ্রেলিমো সেন্ট্রি কালভার্টের ওপর হেঁটে এলো। রেইলের ওপর হেলান দিয়ে একটা সিগারেট ধরালো লোকটা। কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে থাকার পর গার্ড পোস্টের দিকে ফিরে যাচ্ছে। তার হাঁটার ভঙ্গিটা কেমন যেন এলোমেলো লাগলো রানার চোখে। গার্ড পোস্টের কাছাকাছি পৌঁচেছে সে, এই সময় ভেতর থেকে ভেসে এলো নারীকণ্ঠের খিলখিল হাসি, এতোটা দূর থেকেও পরিষ্কার শুনতে পেলো রানা ও পেনডুলা।

'ওরা মৌজ-ফুর্তি করছে,' মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসি থামালো পেনডুলা। 'নিজেকে আমার বঞ্চিত লাগছে, বস্।'

'তুমিও মৌজ-ফুর্তি করার সুযোগ পাবে,' বললো রানা। 'বিয়ের পর।'

রেলওয়ে গার্ডরা নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে দেখে রেললাইন পার হওয়া ওদের জন্যে সহজ হবে বলেই আশা করলো রানা। ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর দিয়ে নিঃশব্দে পিছিয়ে এলো ওরা, ফিরে চললো দলের বাকি লোকদের কাছে।

তিন ঘন্টা হলো ক্যাম্প থেকে বেরিয়েছে ওরা, মাঝরাত হতে আর মাত্র কয়েক মিনিট বাকি। নালার মাথার কাছে এসে সংকেত দিলো রানা, বুলবুলি শিস। চায় না মাবাসার কোনো লোক চিনতে না পেরে গুলি করে বসুক। জবাবের জন্যে পুরো এক মিনিট অপেক্ষা করলো ও। কোনো সাড়া নেই দেখে আবার শিস দিলো। নিস্তব্ধতা আগের মতোই অটুট। ভয়ে অন্তরাত্মা খাঁচা ছাড়ার উপক্রম হলো রানার।

সরাসরি না গিয়ে, সতর্কতার সাথে নালাটাকে ঘুরে এলো ওরা। চাঁদের আলোয় অপ্রত্যাশিত পায়ের ছাপ আবিষ্কার করলো পেনডুলা। ছাপটার পাশে উবু হয়ে বসলো সে। উদ্বেগে বিকৃত হয়ে আছে চেহারা।

ফিসফিস করলো রানা। 'কে? কোন্ দিকে?'

'অনেক লোক। আমাদের লোক। শাঙ্গানিরা।' মাথা তুলে উত্তর দিকটা দেখালো পেনডুলা। 'ক্যাম্প ছেড়ে বেরিয়ে গেছে তারা।'

'বেরিয়ে গেছে?' রানা হতভম্ব। 'কেন? তবে কি···ওহ্ গড! নো!'

দ্রুত, নিঃশব্দে, ক্যাম্পের ভেতর ঢুকলো ও। যাবার আগে কয়েকজন সেন্ট্রিকে দাঁড় করিয়ে রেখে গিয়েছিল, নিজেদের জায়গায় কেউ তারা নেই। আতঙ্ক যেন একটা ভূমিধসের মতো পিষে ফেলতে চাইলো রানাকে, মনে হলো

দম বন্ধ হয়ে মারা যাবে। 'মনিকা!' ফিসফিস করলো ও, চেঁচিয়ে ওঠার ঝোঁকটাকে অনেক কষ্টে দমিয়ে রেখেছে। ইচ্ছে হলো ছুটে গিয়ে খোঁজ করে মনিকার, কিন্তু জানে সেটা হবে মারাত্মক বোকামি, সেই বোকামির খেসারত হিসেবে প্রাণটাও হারাতে হতে পারে। বার কয়েক বড় করে শ্বাস টানলো ও, মনের জোর খাটিয়ে আতঙ্ক দূর করার চেষ্টা করলো।

একেএম-টা পুরোপুরি অটোমেটিকে নিয়ে এলো রানা, ক্রল করে সামনে বাড়লো। নালার তলায় পাঁচজন শাঙ্গানিকে ঘুমোতে দেখে গিয়েছিল, একজনও নেই। তাদের অস্ত্র ও ব্যক্তিগত জিনিস-পত্রও গায়েব হয়ে গেছে। আরো খানিক সামনে এগিয়ে স্থির হলো রানা। চাঁদের আলোয় নেবুবির স্ট্রেচারটা দেখা যাচ্ছে। ওটার পাশে, যেমন দেখে গিয়েছিল, চাদরে মোড়া আকৃতিটা আগের মতোই রয়েছে–অর্থাৎ মনিকা। তবে, মনিকার ঠিক সামনে, আরও একটা শরীর হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে। কার ঠিক চিনতে পারা গেল না। চাঁদের আলোয় তার ভিজে মাথা চকচক করছে। 'রক্ত!'

সমস্ত সতর্কতা ঝেড়ে ফেলে মনিকার দিকে ছুটলো রানা, তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসলো, প্রায় ছোঁ দিয়ে দু'হাতে তুলে নিলো তাকে।

ভয়ে আঁতকে উঠলো মনিকা, তীক্ষ্ণ চিৎকার বেরিয়ে এলো গলা চিরে, ধস্তাধস্তি শুরু করলো। ফিসফিস করলো রানা। ওকে চিনতে পেরে শান্ত হলো মনিকা। 'রানা, তুমি!' হাঁপাচ্ছে সে। 'কি হয়েছে? তুমি অমন করলে কেন?'

'থ্যাঙ্ক গড!' কৃতজ্ঞতায়, আবেগে গলাটা কেঁপে গেল রানার। 'আমি ভেবেছিলাম…!' আস্তে করে মনিকাকে নামিয়ে দিলো চাদরের ওপর, হাত বাড়ালো স্ট্রেচারের দিকে। 'নেবুবি?' তার বুকে হাত রেখে মৃদু ঝাঁকি দিলো ও। 'কেমন আছো, নেবুবি?'

নড়ে উঠলো নেবুবি, বিড়বিড় করে কি বললো বোঝা গেল না। লাফ দিয়ে সিধে হলো রানা, ছুটলো। ওদিকে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে মাবাসা। প্রথমে তার ঘাড়টা ছুঁয়ে দেখলো ও। চামড়া ঠাণ্ডা নয়, গরম। পালসও অত্যন্ত জোরালো এবং নিয়মিত। 'মনিকা!' হাঁক ছাড়লো ও। 'টর্চটা নিয়ে এসো!'

টর্চের আলোয় মাবাসার মাথার জখমটা পরীক্ষা করলো রানা। আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে গেছে রক্ত পড়া, তবু একটা ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলো ও।

'কি ঘটেছে, রানা?' ব্যাকুলস্বরে জানতে চাইলো মনিকা। 'মরার মতো ঘুমিয়েছিলাম, কি ঘটেছে কিছুই জানি না…।'

'ঘুমিয়েছিলে বলেই এ-যাত্রা রক্ষা পেয়েছো,' মাবাসার খুলির ব্যাণ্ডেজটা পরীক্ষা করে বললো রানা। 'তা না হলে তোমার অবস্থাও এর মতো হতো।'

'কি ঘটেছে বলবে না আমাকে? বাকি সবাইকে দেখছি না যে?'

'নেই,' বললো রানা। 'পালিয়ে গেছে। এতো কষ্টকর হাঁটা বা গন্তব্য, দুটোর কোনোটাই তাদের পছন্দ হয়নি। মাবাসার মাথায় রাইফেলের বাড়ি মেরে চলে গেছে, থামবে জেনারেল বাওনার সামনে গিয়ে।'

রানার দিকে বিহ্বলদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো মনিকা। 'তুমি বলতে চাইছো দলে এখন আমরা মাত্র চারজন আছি? মাবাসা বাদে শাঙ্গানিরা সবাই কেটে

পড়েছে?'

'হ্যাঁ।' রানা থামতেই গুঙিয়ে উঠলো মাবাসা, হাত তুলে ছুঁতে চেষ্টা করলো মাথার ব্যাণ্ডেজটা। তাকে উঠে বসতে সাহায্য করলো রানা।

'রানা!' অস্থির হয়ে পড়েছে মনিকা, রানার বাহু ধরে টান দিলো। 'কি হবে এখন? কি করবো আমরা?' নেবুবির দিকে তাকালো একবার। 'নেবুবি···লোক কই স্ট্রেচার বইবে?'

কাঁধ ঝাঁকালো রানা। 'ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন। কিন্তু কোনোটারই উত্তর জানা নেই আমার–এখনো। আমি শুধু জানি; কাল এই সময়ের মধ্যে বন্ধুবর বাওনা জানতে পারবে আমরা কোথায় আছি, কোনদিকে যাচ্ছি।'

রানার দিকে বোকার মতো তাকিয়ে থাকলো মনিকা। 'তাহলে? কি হবে তাহলে?'

'কি হবে সত্যি জানি না। তবে করার কাজ বোধহয় একটাই আছে, যেদিকে যাচ্ছি সেদিকেই এগোনো।' মাবাসাকে সিধে হয়ে দাঁড়াতে সাহায্য করলো ও।

'কিন্তু এগোবে কিভাবে?' চাপা গলায় বললো মনিকা। 'দু'জনে তো স্ট্রেচারটা বইতে পারবে না!'

'ঠিক বলেছো। অন্য কোনো ব্যবস্থা করতে হবে।'

মনিকার সাহায্য নিয়ে স্ট্রেচার থেকে নেবুবিকে তুললো রানা; চাদরে শোয়ানো হলো তাকে। ফাইবার গ্লাস স্ট্রেচারটা খুলে কয়েক ভাগে আলাদা করলো ও, ওর কাজ শেষ হবার আগেই অন্ধকার থেকে নিঃশব্দে ফিরে এলো পেনডুলা, নিচু গলায় রিপোর্ট করলো ওকে।

মুখ না তুলেই মাবাসাকে বললো রানা, 'ওদের তুমি ভালোই ট্রেনিং দিয়েছো। ছড়িয়ে পড়েছে তোমার শাঙ্গানিরা, এগারো দিকে যাচ্ছে ওরা। যদি পিছু নেই, এক বা দু'জনকে হয়তো ধরতে পারবো, বাকিরা সুসংবাদ নিয়ে ঠিকই পৌঁছে যাবে বাওনার কাছে।'

শাঙ্গানিদের অভিশাপ দিলো মাবাসা। 'সিংহের পেটে যা, সাপের ছোবল খা!'

নেবুবি ও মনিকার দিকে একবার করে তাকিয়ে রানা বললো, 'স্ট্রেচারের নাইলন ফিতে দিয়ে আমি একটা স্লিং সীট তৈরি করছি।'

মনিকার চেহারায় সন্দেহ ফুটে উঠলো। 'সিধে হয়ে বসার শক্তি কি নেবুবির আছে? নড়াচড়ায় ক্ষতটা থেকে আবার রক্ত বেরুবে···,' রানার চোখ দেখে থেমে গেল সে।

'এরচেয়ে ভালো কোনো উপায় জানা আছে তোমার?' জিজ্ঞেস করলো ও, নিঃশব্দে মাথা নাড়লো মনিকা।

ভারি, সবুজ ক্যানভাসের দৈর্ঘ্য দ্বিগুণ করলো রানা; নিজের একেএম ও মাবাসার এ/কে-র রাইফেল স্লিং খুলে একটা লূপ তৈরি করলো। 'রওনা হবার পর প্রয়োজন মতো ছোটোবড় করে নিতে হবে,' বললো ও, তারপর মনিকার দিকে তাকালো। 'খুঁত খুঁজে বের করার চেয়ে দু'একটা জরুরী কাজ সারতে

পারো। শাঙ্গানিদের ফেলে যাওয়া জিনিসগুলো জড়ো করো এক জায়গায়। দেখতে হবে নেয়ার মতো কিছু আছে কিনা।'

অতিরিক্ত কোনো জিনিসই নিলো না রানা। 'আমি আর মাবাসা নেবুবিকে বইবো, এরপর যার যার কম্বল ও অস্ত্র ছাড়া আর কিছু নেয়ার উপায় থাকবে না। মেডিকেল প্যাক, অতিরিক্ত কম্বল, পানির বোতল, ভাগাভাগি করে নেবে মনিকা ও পেনডুলা। বাকি সব জিনিস ফেলে যেতে হবে।'

'টিনের খাবার?' জিজ্ঞেস করলো মনিকা।

'ভুলে যাও,' বলে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে যার যার বোঝা তুলে নেয়ার নির্দেশ দিলো রানা। ও জানে, কয়েক মাইল হাঁটার পর এক পাউণ্ডকে মনে হবে দশ পাউণ্ড। ও এমনকি মাবাসাকেও এ/কে রাইফেল রেখে যেতে রাজি করালো, পরিবর্তে রাশিয়ান পাইলটের কাছ থেকে পাওয়া পিস্তলটা দিলো তাকে। নিজের একেএম-এর জন্যে মাত্র দুটো স্পেয়ার অ্যামুনিশন ক্লিপ নিলো ও। দুটো করে গ্রেনেড থাকলো দু'জনের কাছে, একটা ফ্র্যাগমেন্টেশন, অপরটা ফসফরাস। বাতিল জিনিসগুলো নালার তলায়, নরম বালির নিচে চাপা দেয়া হলো। 'চলো, হাঁটি,' শান্তস্বরে বললো ও, হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলালো। তিনটে বাজতে আর মাত্র কয়েক মিনিট বাকি। ভোর হতে আর বেশি দেরি নেই, তার আগেই রেললাইন পার হতে হবে ওদের।

নেবুবির পাশে হাঁটু গেড়ে বসলো রানা, সতর্কতার সাথে ধীরে ধীরে বসালো তাকে, তারপর আহত হাতটা তার বুকের সাথে নতুন করে বাঁধলো। 'এবার খুব সাবধানে,' বিড়বিড় করলো ও, মাবাসার সাহায্য নিয়ে সাবধানে দাঁড় করালো নেবুবিকে। ব্যথা পেলেও চুপচাপ থাকলো নেবুবি, দু'জনের গায়ের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো।

পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে রানা ও মাবাসা। ওদের দু'পাশের দুই কাঁধে নাইলন স্লিংটা ঠিকমতো বসিয়ে নিলো ওরা, তারপর স্লিং সীটে বসালো নেবুবিকে। তার পা দুটো ঝুলে থাকলো, ভালো হাতটা দিয়ে ধরে আছে রানার কাঁধ। তার পিঠের ওপর রানা ও মাবাসার হাত এক হলো, সে যাতে হেলান দিতে পারে। 'রেডি?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

অস্ফুট স্বরে হুঁ বললো নেবুবি। এক চুল নড়লেই ব্যথা লাগছে তার, কিন্তু মুখ বুজে সহ্য করছে।

'এখুনি যদি তোমার অসহ্য লাগে,' চেহারায় হাসিখুশির একটা ভাব এনে বললো রানা, 'দু'ঘন্টা পর কি রকম লাগে শুনতে চাই!'

নালা ধরে রেললাইনের দিকে এগোলো ওরা। এগোবার গতি খুব ধীর, ভঙ্গিটা আড়ষ্ট। নিজেদের মাঝখানে নেবুবিকে যতোই আরাম দেয়ার চেষ্টা করুক ওরা, ভাঙাচোরা মাটিতে বারবার হোঁচট খেলো মাবাসা ও রানা, স্লিং সীটটা দোল খেলো, ওদের গায়ে ধাক্কা খেলো নেবুবি। কোনো শব্দ করলো না সে, তবে কানের কাছে তার নিঃশ্বাসের ফোঁস ফোঁস আওয়াজ শুনে রানা বুঝতে পারলো ব্যথায় প্রাণ বেরিয়ে যাবার জোগাড় হয়েছে বেচারির। মাঝে মধ্যে রানার বাহুর গভীরে ঢুকে গেল নেবুবির আঙুলগুলো।

নালা থেকে নদীর শুকনো তলায় চলে এলো ওরা। সামনে কালভার্ট, কালভার্টের ওপরে রেললাইন। ওদের কাছ থেকে একশো গজ সামনে রয়েছে পেনডুলা, চাঁদের আলোয় কোনোমতে দেখা যাচ্ছে তাকে। একবার ওদেরকে থামার সংকেত দিলো সে, তারপর আবার এগোতে বললো। ওদের পঞ্চাশ ফুট পিছনে রয়েছে মনিকা, শত্রুর চোখে ধরা পড়ে গেলে পিছু হটতে হবে ওদের, সময় থাকতে গা ঢাকা দেয়ার সুযোগ পাবে মনিকা।

নিজেদের মাঝখানে নেবুবিকে বইছে, রানা ও মাবাসার পক্ষে নিঃশব্দে এগোনো সম্ভব নয়। শুকনো নদীর তলায় একটা গর্তে একবার পা পড়লো, ছলাৎ করে শব্দ হলো, কাদায় ডেবে গেল পা। ওদের সামনে, কালভার্টের কাছে পৌঁছে গেছে পেনডুলা, অস্থির হাত নেড়ে তাড়াহুড়ো করার তাগিদ দিচ্ছে সে। হোঁচট খেতে খেতে এগোলো ওরা, খোলা জায়গায় বেরিয়ে এলো, আর ঠিক সেই সময়ে কালভার্টের ওপর কাঁকরে পা পড়ায় কর্কশ শব্দ হলো। তারপরই মানুষের গলা পেলো ওরা।

মাথা নিচু করে ছুটলো, ভঙ্গিটা হাস্যকর ও আড়ষ্ট। কালভার্টের নিচে পৌঁছুলো ওরা, অন্ধকার টানেলের একধারে নামালো নেবুবিকে। আড়ালে চলে এসেছে ওরা, কিন্তু মনিকা এখনো খোলা জায়গায় রয়েছে। একটা হাত বাড়িয়ে চাঁদের আলো থেকে অন্ধকারে টেনে নিলো তাকে রানা।

কালভার্টটা তেমন উঁচু নয়, সিধে হয়ে দাঁড়ানো যায় না। কংক্রিটের দেয়ালে হেলান দিয়ে থাকলো ওরা, ভিজে বালি ও কাদার ওপর দিয়ে ছুটে আসায় হাঁপিয়ে গেছে সবাই।

পায়ের ও হাসির শব্দ বাড়লো। আওয়াজ শুনে মনে হলো একজন লোক ও একটা মেয়ে। প্রায় সরাসরি ওদের মাথার ওপর এসে থামলো তারা। ফ্রেলিমো সৈনিকরা কি সাথে করে তাদের বউ বা প্রেমিকাদেরও নিয়ে এসেছে, নাকি মেয়েগুলো এসেছে রেললাইনের ধারে গজিয়ে ওঠা রিফিউজি ক্যাম্প থেকে?

হাস্য-রসাত্মক ঝগড়া-ঝাঁটি, খুনসুটি চলছে দু'জনের মধ্যে। সৈনিকটির গলা শুনে বোঝা গেল মদ খেয়েছে সে। আদর ও অনুনয়ে কাতর তার কণ্ঠস্বর। সামান্য ধস্তাধস্তির আওয়াজও পাওয়া গেল। প্রতিবাদ করছে মেয়েটি, তিরস্কার করছে, তার হাসিতেও তাচ্ছিল্যের সুর। অবশেষে বেপরোয়া হয়ে উঠলো ক্ষুধার্ত পুরুষ, চিৎকার করে বললো, 'টেন ডলার! টেন ডলার!' মুহূর্তে নরম হলো মেয়েটার গলা, মিষ্টি হেসে রাজি হলো সে।

আবার পায়ের আওয়াজ হলো। প্রায় আঁতকে উঠলো রানা। রেইল টপকে কালভার্ট থেকে ঢালে চলে এলো সৈনিক, মেয়েটাকেও আনলো। ঢাল বেয়ে নিচে নেমে আসছে তারা। তাদের সাথে গড়িয়ে নেমে এলো কয়েকটা নুড়ি পাথর।

'কোনো শব্দ নয়! কেউ নড়বে না!' ওদেরকে সতর্ক করে দিলো রানা। কালভার্টের মুখে একজোড়া ছায়ামূর্তি উদয় হলো, একই সময়ে রানার হাতে বেরিয়ে এলো ট্রেঞ্চ নাইফটা।

পরস্পরকে জড়িয়ে আছে ওরা, হাসির শব্দগুলো কোমল, এলোমেলো পায়ে

হোঁচট খেতে খেতে এদিকেই এগিয়ে আসছে, সঙ্গিনীকে ধরে প্রায় ঝুলে আছে পুরুষটা। ছোরা বাগিয়ে ধরে তৈরি হলো রানা, প্রয়োজনে ঝাঁপিয়ে পড়বে, তবে টানেলের মুখের কাছেই যথেষ্ট অন্ধকার পেয়ে তারা খুব বেশি ভেতরে ঢুকলো না, ওদের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়ে পড়লো, ঘুরলো পরস্পরের দিকে। চাপা স্বরে হাসছে মেয়েটা, ফিসফিস করছে সৈনিক। বাইরে চাঁদের আলো, সেই আলোর গায়ে জোড়া ছায়ামূর্তির গাঢ় কাঠামো স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

ফ্রেলিমো সেন্ট্রি ঠেলা দিয়ে মেয়েটাকে দেয়ালের গায়ে চেপে ধরলো, পাশে খাড়া করে রাখলো রাইফেলটা, কোমরের কাছটা হাতড়ে ট্রাউজারের চেইন খোলার চেষ্টা করছে। দেয়ালে হেলান দিলো মেয়েটা, কোমরের কাছে তুলে ফেললো স্কার্ট।

হাত বাড়ালে মনিকা ওদের ছুঁতে পারবে, যদিও নিজেদের নিয়ে এতোই ব্যস্ত তারা যে অন্য কারো উপস্থিতি সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সচেতন নয়। গোটা ব্যাপারটা একাধারে বিপজ্জনক ও বিব্রতকর, আবার এর মধ্যে উপভোগের উপাদানও রয়েছে। ভীষণ লজ্জা পেলো মনিকা, কিন্তু চোখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকাতে পারলো না, মিলনের দৃশ্যটা ওকে যেন সম্মোহিত করে ফেলেছে। শিৎকার ও অন্যান্য শব্দগুলো কানে যেন গরম সীসা ঢেলে দিলো, নিজেও উত্তেজিত হয়ে পড়লো মনিকা, জানেও না কখন আঁকড়ে ধরেছে রানাকে।

শুরু হতে না হতে শেষ হয়ে গেল ব্যাপারটা, মেয়েটার হাতে টাকা গুঁজে দিয়ে টানেল থেকে বেরিয়ে গেল ফ্রেলিমো সেন্ট্রি। তার পিছু নিলো মেয়েটা। 'ওয়ার্ল্ড রেকর্ড,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললো রানা। 'ওদের মতো আমরাও কি বন্ধু হতে পারি না?' জিজ্ঞেস করলো ও। 'তোমাকে ধমক দিয়েছিলাম বলে নিজের ওপর এখন আমার রাগ হচ্ছে।'

'সেটা আমার পাওনা ছিলো,' বললো মনিকা। 'অবশ্যই আমি তোমার বন্ধু হতে পারি, কিন্তু নির্লজ্জ হতে পারি না। ওদের মতো বন্ধু হতে চাইলে আমাকে চারদেয়ালের ভেতর নিয়ে যেতে হবে তোমার।'

'গা ঘেঁষে থাকো,' মনিকার দিকে পিছন ফিরে নেবুবির খোঁজে দেয়ালটা হাতড়ালো রানা। কালভার্টের বালিবহুল মেঝেতে বসে পড়েছে সে। তাকে দাঁড় করাতে যাবে ও, একটা হাত ঘষা খেলো কাঁধে। ভিজে গেছে ব্যাণ্ডেজ। মুখের হাসি উবে গেল রানার। ক্ষতটা থেকে আবার রক্ত বেরুচ্ছে। ধীরে ধীরে তাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করলো ও। রক্ত বন্ধ করার জন্যে এই মুহূর্তে কিছু করার উপায় নেই। 'কেমন লাগছে তোমার, নেবুবি?'

'চিন্তা করবেন না,' খসখসে, কাতর কণ্ঠে বললো নেবুবি, কোনো রকমে শুনতে পেলো রানা। পেনডুলার কাঁধে টোকা দিলো ও, নির্দেশটা বুঝতে পেরে টানেলের উল্টোদিকের মুখ দিয়ে চাঁদের আলোয় বেরিয়ে গেল সে, ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল। কয়েক মিনিট পর রাত-জাগা-পাখির শিস ভেসে এলো, সংকেতটার মানে হলো সামনে কোনো বিপদ নেই। মনিকাকে পাঠালো রানা, ফাঁকা জায়গাটা পেরিয়ে জঙ্গলে ঢোকার জন্যে পাঁচ মিনিট সময় দিলো তাকে।

তারপর রানা বললো, 'চলো এবার।' স্লিং সীটে বসানো হলো নেবুবিকে।

টানেলের মুখ থেকে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এলো ওরা। পরবর্তী একশো কদম পেরুতে ঘেমে নেয়ে উঠলো রানা, মনে হলো জীবনের দীর্ঘতম দূরত্ব পাড়ি দিচ্ছে মন্থরতম গতিতে। তবে কোনো বিপদ হলো না, অবশেষে পৌঁছে গেল বনভূমির কিনারায়। ওখানে ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে মনিকা।

"রেললাইন পেরিয়ে এসেছি!' তার চাপা স্বরে বিজয়ের উল্লাস।

'তা এসেছি,' তিক্তকণ্ঠে বললো রানা। 'প্রথম এক মাইল তেমন কষ্ট হলো না। আর মাত্র তিনশো মাইল পেরুতে হবে।'

শব্দ হয় হোক, হাঁটার গতি বাড়াবার চেষ্টা করলো রানা। পা ফেলার সাথে হাতঘড়ির সেকেণ্ডের কাঁটা মেলালো, হিসেব করে দেখলো ঘন্টায় ওরা দু'মাইলের মতো এগোচ্ছে। এখনো ওদের সামনে রয়েছে পেনডুলা, ওদের জন্যে নির্বাচন করছে সবচেয়ে সহজ পথ। সামনের বনভূমির আড়ালে থাকছে সারাক্ষণ, শুধু তার পাখির ডাক পথ চেনাচ্ছে ওদের। মাঝে মধ্যে থেমে আকাশটা জরিপ করলো রানা, তারা দেখে দিক নির্ণয় করলো।

ভোরের আলোয় ম্লান হয়ে এলো তারাগুলো। থামার নির্দেশ দিলো রানা। এই প্রথম পানি খাওয়ার অনুমতি পেলো সবাই। পানির বোতলগুলো রয়েছে মনিকার কাছে, দু'ঢোকের বেশি খেতে দিতে মানা আছে তার। এতোক্ষণে নেবুবির কাঁধের যত্ন নেয়ার সময় পেলো রানা। ব্যাণ্ডেজটা সম্পূর্ণ ভিজে গেছে রক্তে, নেবুবির চেহারা দেখে মায়া লাগলো রানার, ছাইয়ের মতো সাদাটে হয়ে গেছে। কোটরে ডেবে গেছে চোখ, শুকনো ঠোঁট ফেটে গেছে। ব্যথা ও রক্তশূন্যতা ভোগাচ্ছে তাকে।

ধীরে ধীরে ব্যাণ্ডেজটা খুললো রানা। চট করে দৃষ্টি বিনিময় হলো মনিকার সাথে। টিস্যুগুলো যেভাবে থেঁতলে গেছে, দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়লো ওরা। ক্ষতের গভীরে ফিল্ড ড্রেসিং এমন ভাবে ঢুকে আছে, ওটা যেন মাংসেরই একটা অংশ, খোলার চেষ্টা করলে মাংস ছিঁড়ে নিয়ে বেরিয়ে আসবে। তার ফল হবে মারাত্মক, হড়হড় করে রক্ত বেরুতে শুরু করলে বন্ধ করা কঠিন হয়ে উঠবে। নাকটা বাড়িয়ে ক্ষতের গন্ধ শুঁকলো রানা। ওর এই ভঙ্গি দেখে নিঃশব্দে হাসলো নেবুবি—হাসি তো নয়, যেন কংকালের চামড়াসর্বস্ব ঠোঁট কুঁচকে উঠলো একটু।

'ভুনা মাংস?'

'অভাব শুধু সামান্য একটু রসুন আর পেঁয়াজের।' রানাও হাসলো বটে, তবে ক্ষতটা থেকে পচনের গন্ধ ঠিকই পেয়েছে ও। ফিল্ড ড্রেসিঙের গায়ে আবার আয়োডিন পেস্ট লাগালো ও। নতুন করে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলো। বাতিল ব্যাণ্ডেজটা ফেলে দিলো না, পকেটে ভরে রাখলো। পানি পেলে ধুয়ে নেবে। 'থামার কোনো উপায় নেই আমাদের,' নেবুবিকে বললো ও। 'রেললাইন থেকে যতোটা সম্ভব দূরে সরে যেতে হবে। ধকলটা সহ্য হবে তোমার?'

মাথা ঝাঁকালো নেবুবি, তবে তার চোখে ভয়ের ছায়া ফুটে উঠতে দেখলো রানা। একটু নড়লেই ক্ষতটায় যেন আগুন জ্বলে ওঠে।

'আরেকটা অ্যান্টিবায়োটিক ইঞ্জেকশন দিচ্ছি,' বললো রানা। তারপর জিজ্ঞেস করলো, 'তার সাথে খানিকটা মরফিন দেবো কি?'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়লো নেবুবি। 'এখন নয়, খুব যখন ব্যথা করবে।' আবার হাসতে চেষ্টা করলো দেখে তার জন্যে দুঃখে বুকটা ফেটে যাবার উপক্রম করলো রানার। নেবুবির দিকে তাকানোর সাহস হলো না। বললো, 'তোমার শরীরের সেরা অংশটা দেখাও আমাদের।' নেবুবির ট্রাউজার কোমরের নিচে নামিয়ে আনলো ও। কালো নিতম্বে সিরিঞ্জের সুচ ঢোকালো। ইতিমধ্যে মুখটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে নিয়েছে মনিকা।

তাই দেখে নেবুবি বললো, 'তাকালে ক্ষতি নেই, মেমসাব। শুধু ছোঁবেন না।'

চোখ দুটো জ্বালা করে উঠলো রানার। অবধারিত মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে শুধু বোধহয় নেবুবিই পারে এরকম রসিকতা করতে।

'তুমি রানার মতোই মন্দলোক,' কৃত্রিম ঝাঁঝের সাথে বললো মনিকা। 'ভালগার, তোমরা দু'জনেই।'

নাইলনের স্লিং সীটে নেবুবিকে বসিয়ে আবার হাঁটা ধরলো ওরা। রোদ একটু চড়তেই নিচু পাহাড়গুলোর মাঝখানের ফাঁকে নাচতে শুরু করলো বাষ্প, মরীচিকার মতো দৃষ্টিবিভ্রমের কারণ সৃষ্টি করলো। ওদের মাথা ঘিরে ঝাঁক ঝাঁক মোপানি মাছি চক্কর দিচ্ছে, চোখে-মুখে বসে বিরক্ত করছে, ঢুকতে চাইছে নাক ও কানের ফুটোয়। রোদের সাথে বাড়লো তাপমাত্রা, তার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়লো পিপাসা। ঘামে ভেজা কাপড় শুকিয়ে গেল, লবণের সাদা দাগ ফুটে উঠলো শার্টে।

দুপুরে কয়েকটা আফ্রিকান টিক গাছের ছায়ায় থামলো ওরা। রোদ আরো চড়বে, জানে রানা। শুকনো ঘাসে শোয়ানো হলো নেবুবিকে, সাথে সাথে ঘুমিয়ে পড়লো সে। কিংবা হয়তো জ্ঞান হারালো।

স্লিং সীটের স্ট্র্যাপ মাঝেমধ্যেই এক কাঁধ থেকে আরেক কাঁধে নিয়েছে ওরা, ফলে রানা ও মাবাসার দু'কাঁধেরই চামড়া উঠে গেছে। নিজের ক্ষতটা পরীক্ষা করে মাবাসা তিক্তকণ্ঠে বললো, 'এর আগে পর্যন্ত ম্যাটা-বেলদের আমি ঘৃণা করতাম ওরা নোংরা, উকুনখেকো, সিফিলিসের রোগী বলে। ওগুলোর সাথে আরেকটা কারণ যোগ হলো।'

আয়োডিন পেস্ট-এর টিউবটা তার দিকে ছুঁড়ে দিলো রানা। 'ক্ষতটায় মলম লাগাও, তারপর টিউবটা ছিপির মতো করে মুখে ভরো,' পরামর্শ দিলো ও। বিড়বিড় করতে করতে সরে গেল মাবাসা, শোয়ার জন্যে একটা জায়গা দরকার তার।

ঘাস ঢাকা মাটি এক জায়গায় যথেষ্ট ডেবে আছে, চারপাশের ঝোপ আড়াল করে রেখেছে জায়গাটাকে, যেন রানা ও মনিকার জন্যে প্রকৃতির একটা উপহার, নেবুবি যেখানে শুয়ে আছে সেখান থেকে বেশি দূরেও নয়। কম্বল বিছিয়ে একটা আশ্রয় তৈরি করলো রানা। বসে পড়ে বললো, 'যদি বলো চারদেয়ালের চেয়ে কোনো অংশে কম এটা, তোমার সাথে আমি একমত হবো না।'

'আমি ক্লান্ত,' দ্রুত বললো মনিকা। চেহারায় আড়ষ্ট একটা ভাব ফুটে উঠলো।

'কতোটা ক্লান্ত?' মনিকার কানের পিছনে আঙুল দিয়ে সুড়সুড়ি দিলো রানা।

'ক্লান্ত,' রানার গায়ে হেলান দিলো মনিকা। 'তবে ততোটা ক্লান্ত নই।'

সূর্য ডুবছে, ধোঁয়াহীন আগুনে ওদের জন্যে ভুট্টার কেক তৈরি করলো রানা; এরিয়াল লম্বা করে রেনামো কমাণ্ড ফ্রিকোয়েন্সিতে রেডিওটা টিউন করলো মাবাসা। ওয়েভলেংথ-এ প্রচুর শব্দজট, সম্ভবত ফ্রেলিমো ট্র্যান্স-মিশন, তবে এক সময় নিজেদের কল সাইন শুনতে পেলো ওরা।

সাড়া দিলো মাবাসা, তারপর নিজেদের কাল্পনিক একটা অবস্থান জানালো—রেললাইন থেকে অনেক উত্তরে, নদীর কিনারায় ফেরার পথে। মেসেজ প্রাপ্তি স্বীকার করে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিলো রেনামো হেডকোয়ার্টার।

'এখনো গিলছে ওরা,' মন্তব্য করলো রানা। 'মনে হচ্ছে পলাতক শাঙ্গানিরা এখনো হেডকোয়ার্টারে পৌঁছোয়নি।'

খাওয়ার ফাঁকে ফিল্ড ম্যাপে চোখ বুলালো রানা, নিজেদের বর্তমান অবস্থান বের করলো। ম্যাপে দেখা গেল পাহাড়ী এলাকাটা আরো ত্রিশ মাইল বিস্তৃত। তারপর ঢালু, নেমে গেছে সমতল প্রান্তরে, ওদিকে দু'একটা গ্রাম ও কিছু খেত পাওয়া যাবে। আরো সামনে রয়েছে প্রকৃতির প্রথম বাধা, চওড়া একটা নদী। নদীটা পুব পশ্চিমে লম্বা, সরাসরি ওদের পথের ওপর। মাবাসাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলো রানা, 'রেনামোদের সাউদার্ন ডিভিশন পরিচালনা করছে জেনারেল ডিপপো ডিপ, তুমি জানো ঠিক কোথায় শুরু হয়েছে তার এলাকা, তার মেইন ফোর্স কোথায় জড়ো হয়েছে?'

'আমাদের মতোই, ফ্রেলিমোদের ধোঁকা দেয়ার জন্যে সারাক্ষণ মুভ করছে ওরা। কখনো এখানে,' ম্যাপের গায়ে আঙুল রাখলো সে, 'কখনো এদিকে, রিয়ো সেভ-এর কাছে,' কাঁ ঝাঁকালো সে। 'যেখানে যুদ্ধ সেখানেই রেনামো।'

'আর ফ্রেলিমোরা? তারা কোথায়?'

'তারা রেনামোদের তাড়া করে বেড়াচ্ছে। কিন্তু মুখোমুখি হলে লেজ গুটিয়ে পালায়।' এক সেকেণ্ড থেমে মাবাসা বললো, 'আমাদের জন্যে কার কি পরিচয় বা কে কোথায় আছে সেটা বড় কথা নয়। পথে যাদের সাথেই দেখা হোক, তারা আমাদের খুন করার চেষ্টা করবে।'

'গ্রেট ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট,' মাবাসাকে ধন্যবাদ জানালো রানা, ভাঁজ করে পকেটে রেখে দিলো ম্যাপটা।

বসতে না বসতে খাওয়াদাওয়ার পাট চুকে গেল, অল্প খাবার, কারুরই পেট ভরলো না। সিধে হলো রানা, বললো, 'এসো, মাবাসা, নেবুবিকে তুলি।'

ঢেকুর তুললো মাবাসা, শয়তানী হাসি ফুটলো তার মুখে। 'প্রভুভক্ত সন্দেহ নেই, কিন্তু আপনার ম্যাটাবেল কুকুর ওটা। একান্তই যদি সাথে রাখতে চান, বোঝাটা নিজে বহন করুন। যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে আমার, কান ধরেছি, আর নয়।'

হতাশ ভাবটা লুকোবার জন্যে চেহারা নির্লিপ্ত করে রাখলো রানা। 'শুধু শুধু

সময় নষ্ট করছো,' নরম সুরে বললো ও। 'ওঠো!'

আবার ঢেকুর তুললো মাবাসা, স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো, এখনো ঠোঁট মুড়ে হাসছে।

ধীরে ধীরে খাপে ভরা ট্রেঞ্চ নাইফটার দিকে হাত বাড়ালো রানা, একই ভঙ্গিতে মাবাসাও হাত বাড়ালো বেল্টে গোঁজা টোকারভ পিস্তলটার দিকে। পরস্পরের দিকে অপলক তাকিয়ে আছে।

'রানা, কি হলো?' ব্যাকুলস্বরে জানতে চাইলো মনিকা। 'এ-সব কি ঘটছে?' শাঙ্গানি ভাষায় কি কথাবার্তা হয়েছে বোঝেনি সে, তবে উত্তেজনার আঁচ পাচ্ছে।

'বলছে নেবুবিকে বইবে না,' জবাব দিলো রানা।

'তুমি একা তো ওকে বইতে পারবে না,' বললো মনিকা। 'মাবাসা নিশ্চয়ই তোমাকে সাহায্য করবে···।'

'–নয়তো ওকে আমি খুন করবো!' শাঙ্গানি ভাষায় বললো রানা, থামতেই গলা ছেড়ে হেসে উঠলো মাবাসা।

হাসতে হাসতেই দাঁড়ালো মাবাসা, কুকুরের মতো গা ঝাড়া দিলো সে, রানার দিকে পিছন ফিরলো, রেডিও প্যাক ও রানার একেএমটা তুলে নিলো, তুলে নিলো বেশিরভাগ পানির বোতল, রানার দিকে না ফিরেই বললো, 'এগুলো নিচ্ছি আমি।' এখনো হাসছে সে, যেন ভারি মজা লাগছে তার। 'ম্যাটাবেল আপনার মাথাব্যথা।' দক্ষিণ দিকে হাঁটা ধরলো সে।

ছোরার হাতল থেকে হাতটা নামিয়ে নিলো রানা; তাকালো নেবুবির দিকে। ঘাসের বিছানা থেকে শান্তভাবে তাকিয়ে আছে সে। তার উদ্দেশ্যে খেঁকিয়ে উঠলো রানা, 'কি বলতে চাও জানি–বলে দেখো, চড়িয়ে সব ক'টা দাঁত ফেলে দেবো!'

'বারে, আমি তো কিছুই বলিনি!' হাসার চেষ্টা করলো নেবুবি, কিন্তু হাসিটা হলো দুর্বল ও কাতর।

থমথম করছে রানার চেহারা, স্লিং সীট আর স্ট্র্যাপটা তুলে নিলো ও। 'মনিকা, একটু সাহায্য করবে?'

ধরাধরি করে নেবুবিকে দাঁড় করালো ওরা। নেবুবির দুই উরুর সন্ধি ও কোমরে নাইলন স্লিংটা জড়ালো রানা, প্যারাশুট হারনেস-এর মতো করে, বাকিটুকু লুপ তৈরি করে নিজের কাঁধে পরলো। একটা হাত দিয়ে নেবুবির কোমরটা জড়িয়ে রাখলো ও। 'আর মাত্র একটা নদী, পেরুতে হবে আর মাত্র একটা সাগর,' কর্কশ ও বেসুরো গলায় সিনডেবেল ভাষায় গান ধরলো, নেবুবির দিকে তাকিয়ে হাসলো। সামনে বাড়লো ওরা। যদিও নেবুবির পা মাটি স্পর্শ করছে, যতোটা সম্ভব নিজের ভার নিজেই বহন করার চেষ্টাও করছে সে, তবে রানার কাঁধে আটকানো স্ট্র্যাপটাই আসলে তাকে খাড়া থাকতে সাহায্য করছে। জোড়া লেগে আছে দুটো শরীর, হারনেসে জড়ানো।

একশো কদম হাঁটার পর পা ফেলার একটা ছন্দ তৈরি হলো, তবু এগোনোর গতি অত্যন্ত শ্লথ ও এলোমেলো, পা ফেলার ছন্দটা বজায় রাখতে পারছে না নেবুবি। অ্যান্টি-ট্র্যাকিং-এর কোনো ব্যবস্থা করা হয়নি, কারণ

সবচেয়ে সহজ ও নিশ্চিত পথ ধরে এগোতে হবে রানাকে। বন্যপ্রাণীদের তৈরি পথ ধরে এগোচ্ছে ওরা।

পানির বোতল ও মেডিকেল ব্যাগ নিয়ে ওদের পিছু পিছু আসছে মনিকা, কেউ নির্দেশ না দিলেও পাতাবহুল একটা ডাল দিয়ে পিছনের ছাপগুলো মুছে দিচ্ছে সে। এতে করে হয়তো সাধারণ কোনো লোকের চোখকে ফাঁকি দেয়া সম্ভব, কিন্তু ফ্রেলিমোদের কোনো ট্র্যাকারকে ফাঁকি দেয়া সম্ভব নয়।

হাতঘড়ির সেকেণ্ডের কাঁটার সাথে পা ফেলার সংখ্যা মিলিয়ে একটা হিসেব করলো রানা, ওদের হাঁটার গতি ঘন্টায় এক মাইলেরও কম। সারাদিনে আট মাইলের বেশি আশা করা যায় না। তিনশো মাইল পেরুতে কতোদিন লাগবে? তিনশোকে আট দিয়ে ভাগ করতে গিয়েও ক্ষান্ত হলো রানা। হতাশায় ছোটো হয়ে গেল মন।

পেনডুলা ও মাবাসা, দু'জনেই সামনের বনভূমিতে হারিয়ে গেছে। আবার হাতঘড়ি দেখলো রানা। মাত্র ত্রিশ মিনিট হলো হাঁটছে ওরা, এরইমধ্যে ক্লান্তিতে হাঁপিয়ে উঠেছে দু'জনেই। নেবুবির ওজন যেন প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে, কাঁধে কামড় বসাচ্ছে স্ট্র্যাপ। এখন আর ঠিকমতো পা তুলতে পারছে না নেবুবি, মাটিতে ঘষা খেতে খেতে এগোচ্ছে, উঁচু-নিচু পথে হোঁচট খাচ্ছে বারবার। 'বিশ্রাম এক ঘন্টা পর নয়, ত্রিশ মিনিট কমিয়ে আনলাম,' নেবুবিকে বললো ও। 'পাঁচ মিনিটের জন্যে থামি এসো।'

একটা গাছের নিচে বসানো হলো নেবুবিকে। গাছে হেলান দিয়ে চোখ বুজলো সে। নিঃশ্বাসের সাথে বুকের ভেতর ঘড়ঘড় আওয়াজ হচ্ছে, সারা মুখ ভিজে গেছে ঘামে। পাঁচ মিনিট নয়, দশ মিনিট পর রানা বললো, 'ওঠো হে যাযাবর, পথ আমাদের ডাকছে।'

নেবুবিকে আবার দাঁড় করানো দু'জনের জন্যেই নির্যাতন হয়ে উঠলো। রানা উপলব্ধি করলো, নেবুবিকে বেশিক্ষণ বিশ্রাম নিতে দিয়ে ভুল করেছে ও, ক্ষতটা আড়ষ্ট হয়ে ওঠার সময় পেয়ে গেছে।

পরবর্তী ত্রিশ মিনিট এতো দীর্ঘ মনে হলো যে রানা ধারণা করলো ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেছে। নিশ্চিত হবার জন্যে সেকেণ্ডের কাঁটা পরীক্ষা করতে হলো। অবশেষে আবার যখন বসানো হলো নেবুবিকে, কর্কশস্বরে বললো সে, 'দুঃখিত, বস্, ক্র্যাম্প-বাঁ পায়ে, হাঁটুর নিচে।'

নেবুবির সামনে উবু হয়ে বসলো রানা, তার হাঁটুর পিছন থেকে খানিকটা নিচে হাত দিয়ে শক্ত হয়ে ওঠা পেশী ডলতে শুরু করলো। মনিকার দিকে তাকালো ও, মৃদু কণ্ঠে বললো, 'মেডিক প্যাকে সল্ট ট্যাবলেট আছে, বাম পকেটে।'

নেবুবির মুখে ট্যাবলেট গুঁজে দিলো মনিকা, তারপর পানির বোতলটা উঁচু করে ধরলো। দু'ঢোক পানি খেয়ে বোতলটা ঠেলে দিলো নেবুবি।

'আরেকটু খাও,' কোমল সুরে যেন আদর করলো মনিকা, কিন্তু মাথা নাড়লো নেবুবি।

'নষ্ট করবেন না,' বিড়বিড় করলো সে।

'এখন কেমন লাগছে?' পায়ের পেশীতে দুটো চাপড় মারলো রানা।

'আরো ক'মাইল হাঁটা যাবে।'

'তাহলে ওঠো,' বললো রানা। 'আবার শুরু হবার আগে যতোটা পারা যায় এগোই।'

মনিকার বিস্ময় সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। সারাটা রাত ধরে কিভাবে হাঁটছে ওরা? আধ ঘন্টা পর মাত্র পাঁচ মিনিট বিশ্রাম নিচ্ছে, ক্লান্তি দূর হবার আগেই আবার সিধে হচ্ছে দু'জন, নিঃশব্দে পা ফেলছে, জোড়া লেগে আছে দুটো শরীর। এভাবে তিনশো মাইল হাঁটতে চায় ওরা? এ তো কোনো-মতেই সম্ভব নয়। রক্ত ও মাংস এই ধকল সইতে পারবে না। দু'জনেই ওরা মারা পড়বে। কতটা ভালবাসলে মানুষ আরেকজনের জন্যে এতোটা করে?

ভোর হবার খানিক আগে ছোট্ট কালো ছায়ার মতো ফিরে এলো পেনডুলা, রানার কানের কাছে মুখ নামিয়ে বিড়বিড় করলো। 'দুই কি তিন মাইল সামনে একটা ওয়াটারহোল পেয়েছে ও,' ওদেরকে বললো রানা। 'পৌঁছুতে পারবে বলে মনে হয়, নেবুবি?'

সূর্য ওঠার সাথে সাথে পরিবেশ যেন তন্দুরের মতো হয়ে উঠলো। জ্ঞান হারিয়ে নেবুবি যখন ঝুলে থাকলো রানার গায়ে, ওয়াটারহোল থেকে তখনো ওরা আধ মাইল দূরে। নেবুবিকে মাটিতে নামিয়ে পাশে বসলো রানা, এতো ক্লান্ত হয়ে পড়েছে যে কয়েক মুহূর্ত নড়ার বা কথা বলার শক্তি পেলো না। 'অন্তত অজ্ঞান হবার জায়গাটা ভালোই বেছেছো,' কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো ও। ঘন ঝোপ রয়েছে ওদের চারপাশে, দিনের বাকি সময় ছায়া পাওয়া যাবে।

ঘাস কেটে এনে নেবুবির জন্যে বিছানা তৈরি করা হলো। শোয়াবার পর জ্ঞান বোধহয় খানিকটা ফিরে এলো। কথা বললো, কিন্তু শব্দগুলো জড়িয়ে গেল মুখের ভেতর। কয়েকবার তাকালো, শূন্য দৃষ্টি, কিছু দেখতে পাচ্ছে বলে মনে হলো না। তাকে খাওয়ানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো মনিকা, মুখটা ঘুরিয়ে নিলো সে। তবে মাবাসা ও পেনডুলা ভরা বোতল নিয়ে ফিরে আসার পর ঢক ঢক করে প্রচুর পানি খেলো। তারপর আবার অচেতন হয়ে পড়লো সে। ঝোপের ভেতর জড়পিণ্ডের মতো পড়ে থাকলো বাকি সবাই, দিনের তাপ কমার অপেক্ষায় রয়েছে।

পরস্পরকে বাহুর ভেতর নিয়ে পড়ে আছে রানা ও মনিকা, রানার আলিঙ্গনের ভেতর ঘুমোনো অভ্যেস হয়ে গেছে মনিকার। দুপুরের খানিক পর ঘুম ভাঙলো তার। দেখলো মড়ার মতো ঘুমাচ্ছে রানা। ওর মুখের দিকে অপলক তাকিয়ে থাকলো সে। 'ওকে আমি ভালোবাসি, সাংঘাতিক ভালোবাসি!' বিড়বিড় করলো সে। দাড়ি গজিয়েছে রানার মুখে, মায়াভরা চেহারা, সহ্যগুণে তুলনাহীন ঠিক যেন একজন ঋষি বলে মনে হলো মনিকার। মাদাম তেরেসার গল্প শুনেছে সে, কোলকাতার আস্তাকুঁড়ে থেকে পচা-গলা কুষ্ঠরোগীকে বুকে তুলে নেন। কোনো তুলনা নয়, তবু নেবুবিকে যেভাবে বয়ে নিয়ে আসছে রানা, মাদাম তেরেসার কথাই প্রথমে মনে পড়লো ওর। তারপর সে ভাবলো, ঈশ্বর

তো একটা ধারণামাত্র, কিন্তু মানুষ বাস্তব, তার জীবন বাস্তব–এবং কখনো কখনো ঈশ্বরের মতোই মহান বলে মনে হয় মানুষকে। মানুষ ঈশ্বরের খানিকটা গুণ পেয়েছে বলেই কি তাঁর কাছাকাছি পৌঁছবার চেষ্টায় মাঝে মধ্যে সফল হয় সে?

তারপর রানা ও নেবুবির কথা ভাবলো মনিকা। ওদের যে সম্পর্ক, তা বোধহয় শুধু দু'জন পুরুষের মধ্যেই সম্ভব, যাতে কোনোদিনই ভাগ বসাতে পারবে না সে। ঈর্ষা হওয়ারই কথা, কিন্তু আশ্চর্য, মনিকা গর্ব বোধ করলো। তার মনে হলো, এই না হলে বন্ধুত্ব! ভাবলো, রানা যদি কোনো পুরুষকে ভালোবেসে এরকম নিরবচ্ছিন্নভাবে আত্মত্যাগ করতে পারে, তাহলে সে-ও ওর কাছ থেকে আশা করতে পারে স্থায়ী ভালোবাসা, কারণ ওদের সম্পর্কটা সম্পূর্ণ অন্য রকম হলেও, তা আরো অনেক ঘনিষ্ঠ ও মধুর।

নেবুবির গুঙিয়ে ওঠার আওয়াজ পেলো মনিকা। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রানার বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত করলো নিজেকে, দাঁড়ালো, হেঁটে চলে এলো নেবুবির পাশে।

নীলচে-সবুজ এক ঝাঁক মাছি বসেছে ব্যাণ্ডেজটার ওপর। হাত ঝাপটা দিয়ে তাড়ালো মনিকা। চোখ খুলে তার দিকে তাকালো নেবুবি। সম্পূর্ণ সজাগ সে, বুঝতে পেরে অভয় দিয়ে হাসলো মনিকা। 'পানি খাবে, নেবুবি?' জানতে চাইলো সে।

'না।' গলাটা এতো অস্পষ্ট, শোনার জন্যে তার ঠোঁটের কাছে কান নামাতে হলো মনিকাকে। 'মেমসাব, আপনি ওঁকে বাধ্য করুন।'

'কাকে? কি বাধ্য করবো?' মনিকা বিস্মিত।

'আপনার বন্ধুকে। নিজেকে মেরে ফেলছেন উনি। ওঁকে ছাড়া কেউ আপনারা বাঁচবেন না। এখানে আমাকে ফেলে রেখে যেতে বাধ্য করুন ওঁকে।'

নেবুবির কথা শেষ হয়নি, মাথা নাড়তে শুরু করলো মনিকা। 'না,' দৃঢ়কণ্ঠে বললো সে। 'ওকে রাজি করানো যাবে না। যদি রাজি হয়ও, আমি মানবো না। এই হাঁদা, জানোই তো, আমরা সবাই পার্টনার, সবার নিয়তি এক সুতোয় গেঁথে নিয়েছি।' নেবুবির বুকে হাত রাখলো সে। 'কি, পানি খাবে?'

মুষড়ে পড়লো নেবুবি, বুজে এলো চোখ দুটো, এতো দুর্বল যে কথা বলার শক্তি নেই। তার পাশে বসে মাছি তাড়াতে লাগলো মনিকা। বিকেলের দিকে রোদের তাপ কমে এলো, ঘুম থেকে জেগে দ্রুত চারদিকে চোখ বুলালো রানা। 'কেমন আছে ও?' জিজ্ঞেস করলো মনিকাকে। মনিকা মাথা নাড়তে নেবুবির পাশে এসে বসলো ও, বললো, 'কিন্তু আর তো দেরি করা চলে না। আবার ওকে হাঁটাতে হবে।'

'আরেকটু দেরি করো,' অনুরোধ করলো মনিকা, তারপর প্রসঙ্গ পাল্টে বললো, 'এখানে বসে কি ভাবছিলাম শুনবে, রানা?'

'কি ভাবছিলে?' মনিকার কাঁধে হাত রাখলো রানা।

'ভাবছিলাম ওয়াটারহোলটার কথা। কল্পনায় দেখতে পেলাম মগে করে পানি ঢালছি গায়ে, কাপড়চোপড় ধুচ্ছি, দুর্গন্ধমুক্ত হয়ে ফিরে আসছি তোমার

কাছে।'

'কেন, নেপোলিয়ানের কথা শোনোনি?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'নেপোলিয়ান?' মনিকা হতভম্ব। 'গোসল করার সাথে তাঁর কি সম্পর্ক?'

'যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফেরার সময় হলে প্রতিবারই একজন ঘোড়সওয়ারকে জোসেফিনের কাছে পাঠাতেন চিঠি দিয়ে, চিঠিতে লেখা থাকতো—আমি বাড়ি ফিরছি, গোসল করো না। তারমানে প্রেয়সীর গায়ের গন্ধটাও তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিলো। এই অবস্থায় তোমাকে তাঁর খুব ভালো লাগতো।'

'পাজি! অভদ্র!' রানার কাঁধে ঘুসি মারলো মনিকা। আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলো, হঠাৎ গুঙিয়ে উঠলো নেবুবি।

'ওহে,' বললো রানা। 'কি অবস্থা তোমার?'

'এবার ওটা দিতে পারেন,' বললো নেবুবি।

'মরফিন?' জিজ্ঞেস করলো রানা, জবাবে মাথা ঝাঁকালো নেবুবি। 'সামান্য একটু, ঠিক আছে?'

ইনজেকশন দেয়ার পর চুপচাপ শুয়ে থাকলো নেবুবি, মুখ থেকে ব্যথার রেখা ও ভাঁজগুলো ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল।

'এখন ভালো লাগছে?' জিজ্ঞেস করলো রানা। চোখ না খুলে সামান্য হাসলো নেবুবি। 'আরো কয়েক মিনিট বিশ্রাম নাও তুমি,' বললো ও। 'এই ফাঁকে আমরা রেডিওতে খবর পাঠাই।'

দাঁড়ালো রানা, হেঁটে এলো মাবাসার কাছে, এরইমধ্যে রেডিওর এরিয়াল লম্বা করেছে সে। 'লোহার মুগুর বলছি, রণহুংকারকে ডাকছি।'

'রণহুংকার বলছি,' জবাবটা এতো তাড়াতাড়ি এলো আর এতো জোরালো শোনালো যে রানা ও মাবাসা একযোগে পরস্পরের দিকে তাকালো।

কাল্পনিক একটা পজিশন বললো মাবাসা, যেন এখনো ওরা নদীর দিকে ফেরার পথে রয়েছে।

খানিকক্ষণ কোনো সাড়া পাওয়া গেল না, শুধু যান্ত্রিক শব্দজট শোনা গেল। তারপর স্পষ্ট, কঠিন সুর ভেসে এলো জেনারেল কিরিকিটি বাওনার। 'মেজর রানার সাথে কথা বলতে দাও আমাকে!'

'জেনারেল বাওনা,' ফিসফিস করলো মাবাসা, মাইক্রোফোনটা রানার দিকে বাড়িয়ে ধরলো। হাত দিয়ে সেটা ঠেলে দিলো রানা। উত্তেজনায় টান টান হয়ে উঠেছে পরিবেশ, সবাই ওরা অপেক্ষা করছে জেনারেল বাওনা এরপর কি বলে শোনার জন্যে।

নিস্তব্ধতা জমাট বাঁধছে। নেবুবির পাশ থেকে নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ালো মনিকা, রানার পাশে এসে বসলো, অভয় দেয়ার ভঙ্গিতে তার কাঁধে একটা হাত রাখলো রানা। দু'জনেই ওরা রেডিওর দিকে তাকিয়ে।

'পলাতক শাঙ্গানিরা,' ফিসফিস করলো মনিকা। 'বাওনা জেনে ফেলেছে!'

'চুপ!' সাবধান করলো রানা।

আরো কয়েক সেকেণ্ড পর অপেক্ষার অবসান ঘটলো। জেনারেল কিরিকিটি

বাওনা বললো, 'ঠিক আছে। বুঝতে পারছি, আপনি জবাব দিতে চান না। তবে আমি ধরে নিচ্ছি, মেজর, আমার কথা আপনি শুনছেন।'

সবার মনোযোগ রেডিওর দিকে, এই সময় ধীরে ধীরে চোখ খুললো নেবুবি। জেনারেল বাওনার প্রতিটি কথা শুনেছে সে। হতাশায় মাথা নাড়লো কয়েকবার। তারপর তার চেহারায় একটা থমথমে ভাব ফুটে উঠলো। ব্যথাটা নেই, কাজেই সুস্থ মস্তিষ্কে চিন্তা-ভাবনা করতে পারছে সে।

মাবাসা তার কম্বলের ওপর ব্যাগটা ফেলে রেখে গেছে, নেবুবির কাছ থেকে দশ কদম দূরেও নয়। ব্যাগের সাইড পকেট থেকে বেরিয়ে রয়েছে টোকারভ পিস্তলের বাঁট।

'আপনার জন্যে একটা ফাঁদ পেতেছিলাম আমি,' বলে চলেছে জেনারেল বাওনা। 'ফাঁদটাকে আপনি ফাঁকি দিতে পেরেছেন বলে আমি খুশি। কারণ,' সহাস্যে কথা বলছে সে, সুরে আক্রোশ বা হতাশার কোনো ছাপই নেই, 'জিম্বাবুই সীমান্তে আপনি ধরা পড়লে ব্যক্তিগত প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতাম আমি।'

অক্ষত কনুইটার ওপর ভর দিয়ে উঁচু হলো নেবুবি। ব্যথা নেই, তবে দুর্বল ও আচ্ছন্ন বোধ করছে সে। সমস্ত মনোযোগ টোকারভ পিস্তলের দিকে। ওটার কাছে যেভাবে হোক পৌঁছুতে হবে তাকে। প্রশ্ন হলো, মাবাসা ওটার চেম্বারে বুলেট রেখেছে কিনা। শরীরের একটা পাশ মাটিতে ঘষা খেলো, একটু একটু করে এগোলো সে। কোনো শব্দ করলো না, সবাই নিবিষ্টচিত্তে রেডিওর কথা শুনছে।

'আমি বলতে চাইছি, মেজর রানা, খেলাটা বন্ধ হয়নি-নাকি খেলার বদলে এটাকে ধাওয়া বলে আখ্যায়িত করবেন? আপনি খুব বড় শিকারী, চিরকাল হিংস্র প্রাণীদের ধাওয়া করে এসেছেন। এই ধাওয়াকে আপনি বলেন স্পোর্ট, বলেন ফেয়ার চেজ, তাই না?'

অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়ে এলো নেবুবি। এখনো কোনো ব্যথা অনুভব করছে না। সরীসৃপের ভঙ্গিতে এগোচ্ছে সে, কাত হয়ে, তবে এগোবার গতি আগের চেয়ে বেড়েছে। যে-কোনো মুহূর্তে ওদের কেউ ঘাড় ফেরালেই দেখতে পাবে তাকে।

অবশেষে ইকুইপমেন্টের স্তূপ নেবুবির নাগালের মধ্যে চলে এলো। পিস্তলের বাঁটটা ধরলো সে। ব্যাগের পকেট থেকে বের করার জন্যে টান দেবে, কিন্তু হাতে কোনো জোর পেলো না। আঙুল থেকে ফস্কে গেল পিস্তলের বাঁট, হাতটা মরা সাপের মতো পড়ে গেল কম্বলের ওপর, পাশেই পড়লো পিস্তলটা। পিস্তলের সেফটি-ক্যাচ এনগেজড দেখে স্বস্তিবোধ করলো সে, অ্যাকশন-ও কক করা হয়েছে। লোড করে রেখেছে মাবাসা, প্রয়োজনের মুহূর্তে যাতে ব্যবহার করতে পারে।

রেডিও থেকে ভেসে আসছে জেনারেল কিরিকিটি বাওনার ভারি গলা, 'পরিস্থিতি এখন উল্টো হয়ে গেছে, মেজর রানা। আপনি শিকার, আমি শিকারী। আমি জানি আপনি কোথায়, কিন্তু আপনি জানেন না আমি কোথায়। আপনি

যতোটুকু সম্ভব বলে ভাবছেন তারচেয়ে অনেক কাছে রয়েছি আমি। বলুন তো কোথায়, কতো কাছে? আন্দাজ করুন, মেজর। আর হ্যাঁ, বাঁচতে হলে আপনাকে পালাতে হবে। দৌড়ান, দৌড়ান–তা না হলে আমি কিন্তু ধরে ফেলবো। আর একবার যদি ধরা পড়েন, সব শেষ। কান কাটা বাওনা আপনার চামড়া তুলে লবণ মাখাবে। পালান, পালান!'

কম্বলে পড়ে থাকা পিস্তলের বাঁটটা আবার ধরলো নেবুবি। মনের সমস্ত জোর এক করে মুঠোর ভেতর ধরলো সেটা। সেফটি-ক্যাচের স্লাইডে বুড়ো আঙুলটা রাখলো। একটা আতঙ্ক তাকে গ্রাস করতে উদ্যত হলো। আঙুলগুলো অসাড় লাগছে, এতো দুর্বল যে স্লাইডটা ঠেলে সরাতে পারছে না।

'আমি কিন্তু ফেয়ার চেজ-এর প্রতিশ্রুতি দিতে পারছি না, মেজর,' বলে চলেছে কিরিকিটি বাওনা। 'আমি আমাদের নিজস্ব আফ্রিকান রীতিতে ধাওয়া করবো আপনাকে। তবে খেলাটা জমবে, এটুকু প্রতিশ্রুতি দিতে পারি।'

সমস্ত শক্তি এক করে স্লাইডে চাপ দিলো নেবুবি। সরছে ওটা।

'জুলু সময় আঠারোশো ঘন্টা। কাল ঠিক এই সময় আবার আমি ডাকবো আপনাকে। অর্থাৎ তখনো যদি আমাদের দেখা না হয়। তার আগে পর্যন্ত আকাশের ওপর নজর রাখুন, মেজর রানা। নজর রাখুন পিছন দিকে। কোন দিক থেকে আমি পৌঁছুবো আপনি তা জানেন না। তবে পৌঁছুবো যে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।'

যান্ত্রিক একটা শব্দ ভেসে এলো, নিজের মাইক্রোফোন বন্ধ করলো জেনারেল বাওনা, হাত বাড়িয়ে রেডিওটা বন্ধ করলো রানাও। কয়েক মুহূর্ত কেউ নড়লো না বা কথা বললো না। তারপর হঠাৎ ধাতব একটা ক্লিক শব্দে নিস্তব্ধতা চুরমার হয়ে গেল।

শব্দটা রানার অতি পরিচিত, সেফটি-ক্যাচ অফ করা হলো। বিদ্যুৎ খেলে গেল ওর শরীরে, এক ধাক্কায় মাটিতে ফেলে দিলো মনিকাকে, ঘুরলো শব্দের উৎস লক্ষ্য করে।

মুহূর্তের জন্যে পঙ্গু হয়ে থাকলো রানা, তারপর চিৎকার করলো, 'না! নেবুবি, ফর গডস সেক! না!' ছুটলো ও, শিকল ছেঁড়া কুকুরের মতো ক্ষিপ্রবেগে।

কাত হয়ে শুয়ে রয়েছে নেবুবি, রানার দিকে মুখ, কিন্তু ওর নাগালের অনেক বাইরে। মাঝখানের ফাঁকটুকু পেরিয়ে আসছে রানা, তবে মনে হলো মধুর ভেতর দিয়ে ছুটছে ও, আঠালো ও পিচ্ছিল, গতি মন্থর করে তুলছে। নেবুবিকে পিস্তলটা তুলতে দেখলো ও, চোখ রাঙিয়ে তাকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করলো। পরস্পরের চোখে তাকিয়ে আছে ওরা, কঠিন দৃষ্টির সাহায্যে দমন ও শাসন করার চেষ্টা করছে রানা, কিন্তু নেবুবির চোখে রাজ্যের বিষাদ, ভরাট হয়ে আছে গভীর শোকে, কিন্তু দৃষ্টি অবিচল।

নেবুবিকে মুখ খুলতে দেখলো রানা। মুখের ভেতর পিস্তলের ব্যারেল ঢোকালো সে। দাঁতের সাথে ঘর্ষা খেলো ব্যারেল, শব্দটা পরিষ্কার ভেসে এলো। মাজলের চারপাশে ঠোঁট মুড়লো সে, যেন বাচ্চা একটা ছেলে ললিপপ চুষছে।

মরিয়া হয়ে তার নাগাল পাবার চেষ্টা করলো রানা, চেষ্টা করলো পিস্তল ধরা হাতটা মুখের ভেতর থেকে বের করে আনতে। ওর হাতের আঙুল নেবুবির কব্জি ছুঁলো। গুলিও হলো ঠিক তখুনি।

শব্দটা ভোঁতা লাগলো কানে, খুলির ভেতরকার হাড় ও মাংস বাধা পেয়েছে।

উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েছে রানা, মনে হলো সময় যেন স্থির হয়ে আছে।

নেবুবির মাথা আকৃতি বদলালো, রানার চোখের সামনে ফুলে উঠলো ওটা, যেন রাবারের একটা মুখোশে গ্যাস ভরা হচ্ছে। তার চোখের পাতা অসম্ভব খুলে গেল, মুহূর্তের জন্যে কোটর ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে চাইলো চোখের মণি, তারপর গড়িয়ে ওপর দিকে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল খুলির ভেতর।

বিধ্বস্ত মাথাটা আবার আকৃতি বদলালো, বিস্তৃত হলো পিছন দিকে, টান পড়লো মুখের দু'পাশের চামড়ায়, সেই টানে চ্যাপ্টা হয়ে গেল নাক, মাথার পিছন দিকে গর্ত দিয়ে মগজসহ বেরিয়ে গেল বুলেটটা।

পিছনদিকে ঝাঁকি খেলো নেবুবি, ছিটকে গেল পিস্তল ধরা হাতটা, যেন স্যালুট করলো রানাকে। দ্রুত হাত বাড়ালো রানা, নেবুবির মাথা আবার মাটিতে পড়ার আগেই ধরে ফেললো ও।

দু'হাতে নেবুবিকে ধরে বুকের ওপর টেনে আনলো রানা। শরীরটা অসম্ভব ভারি লাগলো, জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে, কিন্তু শিথিল ও নরম, যেন কোনো হাড় নেই। মনে হলো রানার হাত থেকে উপচে পড়ে যাবে। শক্ত করে তাকে বুকের সাথে চেপে ধরলো রানা। অনুভব করলো নেবুবির পেশীগুলো ঝাঁকি খাচ্ছে, কাঁপছে। আড়ষ্টভঙ্গিতে পা ছুঁড়ছে নেবুবি।

'নেবুবি,' ফিসফিস করে বললো রানা, তার মাথার পিছনে হাত দিয়ে গর্তটা ঢাকার চেষ্টা করলো, যেন বেরিয়ে আসা মগজটুকু ভেতরে ঢুকিয়ে দিতে চায়। 'একি করলে!' তার মুখে মুখ ঘষলো ও, বুকে জড়িয়ে রেখেছে প্রিয় বন্ধুর মতো। 'আমি বেঁচে থাকলে তুমিও বাঁচতে,' বিড়বিড় করছে ও। 'যেভাবে হোক তোমাকে আমি পার করে নিয়ে যেতাম।' লাশই বলা চলে, তবু এখনো ঝাঁকি খাচ্ছে নেবুবি, শরীরটাকে বুকে জড়িয়ে ধীরে ধীরে ঝাঁকালো রানা, যেন জ্যান্ত কোনো মানুষের সাথে কথা বলছে ও, বোকামির জন্যে নরমসুরে তিরস্কার করছে, দুটো মুখ সেঁটে আছে পরস্পরের সাথে, রানার চোখ দুটো বন্ধ। 'এতোটা পথ একসাথে এলাম, হঠাৎ করে আমাকে ফাঁকি দেয়া তোমার উচিত হলো না।'

ওদের কাছে পৌঁছুলো মনিকা, রানার পাশে হাঁটু গেড়ে বসলো। রানার কাঁধের দিকে হাত বাড়ালো সে, মরিয়া হয়ে চেষ্টা করলো কিছু বলার; কিন্তু বলার মতো কিছু খুঁজে পেলো না। রানাকে স্পর্শ করার আগেই থেমে গেল হাতটা। তার উপস্থিতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অচেতন রানা, চারপাশে কি ঘটছে জানে না।

রানার শোকের মাত্রা এতোই প্রবল, মনিকার মনে হলো অন্য কারো তা দেখা উচিত নয়। এ রানার একান্তই ব্যক্তিগত শোক, ক্ষতির পরিমাণ এতো

বেশি যে ওর গোটা অস্তিত্ব হাহাকার করছে, চরিত্রের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেছে ও। অথচ রানার মুখ থেকে তবু চোখ ফেরাতে পারলো না মনিকা। রানার শোকের মাত্রা উপলব্ধি করে নিজের শোকটাকে প্রায় অনুভবই করলো না সে। নেবুবির সাথে বড় সুন্দর একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তার, সেরাপরায়ণ ভক্ত অথচ পরম বন্ধুও বটে, তার প্রতি অদ্ভুত একটা দুর্বলতা ও মায়া জন্মে গিয়েছিল মনিকার, তবু চোখের সামনে ভালোবাসার নিরাবরণ যে রূপটা দেখতে পাচ্ছে সে তার তুলনায় ওর মায়া বা দুর্বলতা কিছুই যেন নয়।

পিস্তলের ওই গুলিটা যেন রানার নিজেরই একটা অংশকে ছিঁড়ে নিয়ে গেছে। ওকে কাঁদতে দেখে একটুও বিস্মিত হলো না মনিকা।

নেবুবিকে এখনো বুকে জড়িয়ে আছে রানা, দু'চোখ বেয়ে জল গড়াচ্ছে। এমনকি মাবাসাও দৃশ্যটা সহ্য করতে পারলো না। দাঁড়ালো সে, ঝোপের আড়ালে সরে গেল। কিন্তু মনিকা নড়তে পারলো না। রানার পাশে হাঁটু গেড়ে থাকলো সে, দেখাদেখি তার চোখ ফেটেও পানি বেরিয়ে এলো। দু'জনেই ওরা নেবুবির জন্যে কাঁদছে।

গুলির শব্দটা ওদের এক মাইল পিছন থেকে শুনতে পেয়েছে পেনডুলা। কেউ পিছু নিয়ে আসছে কিনা পরীক্ষা করার জন্যে ওদের ফেলে আসা ছাপ ধরে আরো পিছিয়ে যাচ্ছিলো সে। তাড়াতাড়ি ফিরে এলো, ক্যাম্পের কিনারা থেকে উঁকি দিয়ে তাকাতেই বুঝতে পারলো কি ঘটেছে। শান্তভাবে এগিয়ে এলো সে, কুঁজো হয়ে বসলো রানার পিছনে। মনিকার মতো রানার শোক উপলব্ধি করে শ্রদ্ধায় মাথা নত করলো পেনডুলাও।

অবশেষে কথা বললো রানা, চোখ বুজেই। 'পেনডুলা,' মৃদুকণ্ঠে ডাকলো ও, যেন জানে ইতিমধ্যে ফিরে এসেছে সে।

'বস্!'

'যাও, কবরের জায়গা বেছে বের করো। সরঞ্জাম নেই, সময়ও নেই, মাটি খোঁড়া সম্ভব নয়। তবু নেবুবি একজন ম্যাটাবেল, বসার ভঙ্গিতে কবরে নামাতে হবে তাকে, পুবদিকে মুখ করিয়ে।'

'যাচ্ছি বস্,' মুহূর্তের মধ্যে বনভূমির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল পেনডুলা।

চোখ মেললো রানা, ধীরে ধীরে কম্বলের ওপর নামালো নেবুবিকে। হাত বাড়িয়ে তার চোখ দুটো বন্ধ করলো ও। নেবুবির সামনের ক'টা দাঁত ভেঙে গেছে, তাছাড়া মুখের বাকি অংশ অক্ষতই রয়েছে। চেহারাটা শান্ত, যেন ঘুমোচ্ছে। তাকে কাত করলো রানা, কম্বল দিয়ে মুড়ে ফেললো। রাইফেলের স্লিং ও নাইলনের স্ট্র্যাপ দিয়ে শরীরটাকে এমনভাবে বাঁধলো, বসার আকৃতি পেলো লাশ, হাঁটু জোড়া চিবুকে ঠেকে থাকলো। কাজটা শেষ হবার আগেই ফিরে এলো পেনডুলা।

'ভালো একটা জায়গা পেয়েছি, বস্,' রিপোর্ট করলো সে। মুখ না তুলেই মাথা ঝাঁকালো রানা।

নিস্তব্ধতা ভাঙলো মনিকা। 'আমাদের জন্যে প্রাণ দিলো নেবুবি,' শান্তস্বরে বললো সে। 'মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসাই শুধু এরকম মাত্রা ছাড়াতে

পারে।' বলার পর তার মনে হলো, না বললেই ভালো করতো, কারণ নেবুবির আত্মত্যাগকে মূল্যায়ন করতে পারে এমন শক্তিশালী ভাষার অস্তিত্ব নেই।

'ওর ঋণ কোনোদিনই আমি শোধ করতে পারিনি,' বললো রানা। 'শোধ করার আর সুযোগও পাবো না।'

কাজটা শেষ করলো ও, কম্বলে পুরোপুরি ঢাকা পড়ে আছে নেবুবি, বেরিয়ে আছে শুধু মাথাটা। নিজের ব্যাগের কাছে ফিরে এলো রানা, পরিষ্কার একটা শার্ট বের করলো। নেবুবির মাথাটা শার্ট দিয়ে জড়ালো ও, চুমো খেলো তার কপালে, দু'হাত দিয়ে ধরে বুকে তুলে নিলো আবার, সিধে হয়ে দাঁড়ালো। 'চলো,' বললো পেনডুলাকে।

কাঁটাঝোপের কাছাকাছি পরিত্যক্ত একটা অ্যান্ট-বিয়ার গর্তের কাছে ওদেরকে নিয়ে এলো পেনডুলা। মুখটা বড় করতে কয়েক মিনিট সময় লাগলো, তারপর ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়া হলো নেবুবিকে। পেনডুলা সাহায্য করলো রানাকে, দু'জনের চেষ্টায় বসার ভঙ্গিতে স্থির করা হলো নেবুবিকে, পুবদিকে মুখ করিয়ে। কবরটা ঢেকে দেয়ার আগে একটা গ্রেনেড বের করলো রানা, সরু একটা ডাল ভেঙে আনলো, ফাঁদ তৈরি করবে।

কাজটা শেষ করে সিধে হলো রানা, মনিকার দৃষ্টিতে প্রশ্ন লক্ষ্য করে বললো, 'কাফন চোরদের জন্যে।'

গর্তের ভেতর, নেবুবির চারপাশে, ছোটো ছোটো নুড়ি পাথর ফেলা হলো, লাশটা যাতে কাত না হয়। গর্তের মুখটা বন্ধ করা হলো বড় আকারের পাথর সাজিয়ে। কাজটা শেষ হতেই ওখানে আর এক মুহূর্তও দাঁড়ালো না রানা। নেবুবিকে আগেই বিদায় জানিয়েছে ও। পিছন দিকে একবারও না তাকিয়ে ক্যাম্পে ফিরে আসছে। কয়েক মুহূর্ত পর ওকে অনুসরণ করলো মনিকা।

পাঁচ

বাকি রাতটা হাঁটার মধ্যে থাকলো ওরা, কোথাও থামলো না। এতো দ্রুত পা ফেলছে রানা, শোক যেন ওর প্রতিদ্বন্দ্বী, প্রতিযোগিতায় জিততে হবে ওকে। ওর পাশে থাকতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠলো মনিকা, তবু কোনো অভিযোগ করলো না। সূর্য ওঠার সময় হলো, ইতিমধ্যে ওরা নেবুবির কবর থেকে প্রায় চল্লিশ মাইল দূরে সরে এসেছে। ওদের সামনে উর্বর, কাদাময় প্রান্তর।

লম্বা কয়েকটা গাছের ছায়ায় থামলো ওরা। পেনডুলাকে সাথে নিয়ে খাবার তৈরি করতে বসলো মনিকা। বিনকিউলার পিঠে ঝুলিয়ে লম্বা একটা গাছের মাথায় উঠলো রানা, পকেটে ফিল্ড ম্যাপ। তীক্ষ্ণ, কর্কশ শব্দে প্রতিবাদ জানিয়ে বাসা ছাড়লো একটা শকুন, গাছটাকে ঘিরে চক্কর দিলো বারবার। শকুনের বাসায় একজোড়া সাদা ডিম দেখতে পেলো রানা। শকুনের দিকে তাকিয়ে হাসলো ও, 'ডিম চুরি করতে আসিনি, বোকা কোথাকার!' নেবুবি বিদায় নেয়ার

পর এই প্রথম হাসি ফুটলো ওর ঠোঁটে।

বিনকিউলার চোখে তুলে খোলা প্রান্তরের ওপর চোখ বুলালো রানা। একবার তাকালেই বোঝা যায়, ফসল ফলাবার মাঠ ওগুলো, খানিক দূর পর পর উঁচু ভিটে ও জঙ্গল রয়েছে। ম্যাপে দেখা গ্রামগুলোরই অংশ ওগুলো। তবে খেতে বেশ কয়েকটা মরশুম লাঙল দেয়া হয়নি বা বীজ ফেলা হয়নি। খালি মাঠে বিস্তর আগাছা জন্মেছে, ঢাকা পড়ে আছে ঝোপ-ঝাড়ে। ছাদহীন গ্রামগুলোর ধ্বংসাবশেষও অস্পষ্টভাবে দেখতে পেলো রানা, কোনো কোনো দোচালার কাঠের ফ্রেম এখনো অটুট, শুধু বেড়াগুলো পুড়ে গেছে। মানুষজনের কোনো উপস্থিতি চোখে পড়লো না। খেতগুলোর মাঝখানে পায়ে চলা পথ, তা-ও ঢাকা পড়ে গেছে আগাছায়। গরু-ছাগল বা মুরগী, কিছুই চোখে পড়লো না। রেনামো বা ফ্রেলিমোদের কাজ, ভাবলো রানা, ধ্বংসযজ্ঞে কোনো খুঁত রাখেনি তারা।

পুবদিকে তাকালো রানা। ওদিকে নীলচে পাহাড়। ম্যাপ খুলে পাহাড়গুলোর অবস্থান দেখলো, বের করে ফেললো নিজেদের পজিশন। ডানদিকের উঁচু পর্বতশ্রেণীর নাম চিমানিমানি, ওগুলো মোজাম্বিক ও জিম্বাবুইয়ের মাঝখানে সীমান্ত রেখা হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। সবচেয়ে কাছের চূড়া প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার দূরে।

ম্যাপে বড় একটা গ্রাম দেখলো রানা, নাম ডমবি। ওর বাম দিকে, কয়েক মাইল সামনে থাকার কথা। ওটাও বোধহয় পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। বিশ্রাম বা খাবার পাওয়ার কোনো আশা না করাই ভালো। অথচ ব্যাগ প্রায় খালি হয়ে এসেছে, কাল দুপুরের পর থেকে উপোস থাকতে হবে ওদেরকে। যদি ডমবিতে লোকজন থাকেও, হয় সেটা রেনামোদের নয়তো ফ্রেলিমোদের ঘাঁটি হওয়ারই বেশি সম্ভাবনা। রানা সিদ্ধান্ত নিলো, লোকবসতি এড়িয়ে চলবে ওরা। এমনকি মাবাসাও বলতে পারবে না কোন্ এলাকা কাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। নির্দিষ্ট একটা জায়গা যে-পক্ষই দখল করুক, প্রতি ঘন্টায় না হলেও প্রতি দিনই তার সীমানা বদলে যাচ্ছে।

সরাসরি দক্ষিণ দিকে তাকালো রানা, ওই পথ ধরেই এগোবে ওরা। খোলা প্রান্তরে গাছপালা ছাড়া কিছুই মাথাচাড়া দিয়ে নেই। প্রান্তরটা ভারত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। উঁচু পাহাড় বা গভীর উপত্যকা বাধা হয়ে নেই, ওদের গতি মন্থর করার জন্যে আছে শুধু গভীর অরণ্য, জলাভূমি ও নদী। সবচেয়ে বড় নদী সাবি, পর্তুগীজদের দেয়া নাম রিয়ো সেভ। চওড়া ও গভীর, পার হতে হলে নৌকো বা ভেলা দরকার হবে।

শেষ নদী লিমপোপো, ওদের পথে সর্বশেষ বাধা। সেটা এখনো তিনশো কিলোমিটার দক্ষিণে। নদীটার তীরে তিনটে দেশের সীমান্ত এক হয়েছে—জিম্বাবুই, মোজাম্বিক ও দক্ষিণ আফ্রিকা। ওখানে একবার পৌঁছুতে পারলে নাগালের মধ্যে চলে আসবে বিখ্যাত ক্রুগার ন্যাশনাল পার্ক। অবশ্য ক্রুগার ন্যাশনাল পার্কে দক্ষিণ আফ্রিকার সামরিক বাহিনীর কড়া পাহারা আছে। রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থী হিসেবে ঢুকবে ওরা তিনজন—রানা, পেনডুলা ও মাবাসা। মনিকা আমেরিকান নাগরিক, ওদের প্রতি সহানুভূতিশীল ও সহযাত্রী,

নিরাপত্তাহীনতায় বিচলিত হয়ে ওদের সাথে রয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক আশ্রয় চাইলেই যে পাওয়া যাবে, ব্যাপারটা অতো সহজ না-ও হতে পারে। সেজন্যেই বব ফিদারহোপের সাহায্য দরকার পড়বে রানার।

পাখির ডাক শুনে বাস্তবে ফিরে এলো রানা। নিচে তাকিয়ে দেখলো গাছটার গোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে পেনডুলা, ওর কাছ থেকে ষাট ফুট নিচে। 'শুনুন,' সাংকেতিক ভাষায় বললো পেনডুলা। 'বিপদ!'

পালস রেট বেড়ে গেল রানার। শুধু সন্দেহবশত বিপদ-সংকেত দেয়ার লোক নয় পেনডুলা। কান খাড়া করলো ও। তবু আরো এক মিনিট অপেক্ষা করতে হলো ওকে, তারপর শুনতে পেলো শব্দটা। রানার শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি এতো ভালো যে শত্রুরাও প্রশংসা না করে পারে না, কিন্তু পেনডুলার তুলনায় অন্ধ ও বধিরই বলা চলে ওকে।

শব্দটা কানে ঢুকতেই চিনতে পারলো রানা, সাথে সাথে দাঁড়িয়ে গেল গায়ের রোম। এখনো অনেক দূরে, তবে চিনতে ভুল করেনি ও। ক্রমশ কাছে সরে আসছে।

চোখে বিনকিউলার তুলে তাকালো রানা। বনভূমির মাথা ছুঁয়ে বিশাল একটা পোকার মতো ছুটে আসছে হিন্দ গানশিপ। এখনো কয়েক মাইল দূরে, তবে ছুটে আসছে সরাসরি রানার গাছটাকে লক্ষ্য করেই।

ফ্লাইট এঞ্জিনিয়ারের সিটে বসে রয়েছে জেনারেল কিরিকিটি বাওনা। হাত বাড়িয়ে গাটলিং-ক্যাননের কন্ট্রোল লিভারটা ধরলো সে, ককিং প্লাঞ্জারে চাপ দিলো। রিমোট এইমিং স্ক্রীন আলোকিত হয়ে উঠলো। কন্ট্রোল লিভার ঘোরাচ্ছে সে, ওপরে তুলছে, নিচে নামাচ্ছে, বিশ্বস্ততার সাথে তাকে অনুকরণ করে চলেছে ব্যারেলগুলো. স্ক্রীনে ফুটে উঠছে টার্গেট। তর্জনী দিয়ে সামান্য একটু চাপ দিলেই হয় এখন, নির্বাচিত যে-কোনো টার্গেটে লাগবে কামানের শেল। উইপেন কনসোলে একাধিক সুইচ রয়েছে, যে-কোনো একটা বেছে নিতে পারে সে, ছুঁড়তে পারে রকেট অথবা মিসাইল। দখল করা হিন্দে বেশ কয়েক ঘন্টা কাটিয়েছে সে, মেশিনটার বৈশিষ্ট্য জানা হয়ে গেছে তার।

প্রথম দিকে কয়েকটা সমস্যা দেখা দেয়, এক এক করে সবগুলো সমাধান করেছে জেনারেল বাওনা। রাশিয়ান পাইলট ও গ্রাউণ্ড ক্রুরা তার নির্দেশ না বোঝার ভান করছিল। বহুমূল্য হিন্দটাকে বিকল করে দিতে পারে তারা, এই ভয়ে অস্থির ছিলো সে। রেনামো ইন্টেলিজেন্স-এর ডেপুটি ডিরেক্টরের মাধ্যমে লিসবনে জরুরী রেডিও মেসেজ পাঠায় বাওনা, লিসবন এয়ারফোর্সের একজন দক্ষ পাইলট ও দু'জন এরোনটিক্যাল এঞ্জিনিয়ারকে নাইরোবিতে পাঠাতে হবে। নাইরোবি থেকে এয়ার মালাবি যোগে মালাবির রাজধানীতে আসবে তারা, সেখান থেকে একটা ল্যাণ্ড-রোভার তাদেরকে নিয়ে আসবে চা বাগানে, চা বাগান থেকে বীচক্রাফট প্লেনে চড়ে মাঝরাতে লেক কোবারো বাসা পেরুবে, লাল ফ্লেয়ার দেখে নেমে আসবে বনভূমির মাঝখানে খোলা প্রান্তরে, রেনামোদের দখল করা এলাকায়। বাওনার অনুরোধ রক্ষা করা হলো, রাশিয়ান

পাইলট ও গ্রাউণ্ড ক্রুদের বদলে পর্তুগীজরাই এখন তার হিন্দ চালাচ্ছে ও দেখাশোনা করছে।

আপনমনে হাসছে জেনারেল, গাটলিং-ক্যাননের ব্যারেলগুলো অকারণেই এদিক ওদিক ঘোরাচ্ছে সে। 'পাইলট, গ্রামটা দেখতে পাচ্ছো? জানতে চাইলো সে।

'আর চার মিনিট পর দেখতে পাবো বলে আশা করছি,' জবাব দিলো পাইলট।

জেনারেল ডিপপো ডিপ-এর সাথে দেখা করতে যাচ্ছে বাওনা। রেনামোদের সাউদার্ন ডিভিশনের কমাণ্ডার সে। পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী তারা, তবে ভাব দেখায় পরম বন্ধু। জেনারেল ডিপপো ডিপের সাহায্য খুবই দরকার বাওনার, কিন্তু সাহায্যটা আদায় করতে হবে কৌশলে।

'দেখতে পাচ্ছি, জেনারেল,' একটু পরই জানালো পাইলট।

'চলো ওদিকে।'

গাছের মাথা থেকে হিন্দকে আসতে দেখে পাতার আড়ালে গা ঢাকা দিলো রানা। কামানের ব্যারেলগুলোকে নড়াচড়া করতে দেখে ভয় পেলো ও, জানে না অকারণেই ওগুলোকে ঘোরাচ্ছে জেনারেল বাওনা। সরাসরি ওর মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল হিন্দ, ফ্লাইট এঞ্জিনিয়ারের সিটে বসা জেনারেল বাওনাকে পরিষ্কার দেখতে পেলো ও। রাগে ও আক্রোশে গরম হয়ে উঠলো রানার মুখ। 'এই দানবটাকে শেষ করতে না পারলে মরেও আমি শান্তি পাবো না,' বিড়বিড় করে বললো ও।

হঠাৎ দিক বদলে আরেক দিকে ঘুরে গেল হিন্দ, কয়েক মাইল এগিয়ে শূন্যে স্থির হলো, তারপর নিচের দিকে নেমে হারিয়ে গেল গাছপালার আড়ালে।

গাছ থেকে নামল রানা। হিন্দের আওয়াজ শুনেই চুলোর আগুন নিভিয়ে দিয়েছে পেনডুলা। তবে ভুট্টার কেক আগেই তৈরি করা হয়ে গিয়েছিল। 'হাঁটতে হাঁটতে খাবো আমরা,' বললো রানা। মৃদু শব্দে গুঙিয়ে উঠলো মনিকা, তবে কোমরে হাত দিয়ে সিধে হলো। তার সারা শরীর ব্যথায় টন টন করছে। 'দুঃখিত, সুন্দরী,' বলে তার কাঁধে একটা হাত রাখলো রানা। 'বাওনা এখান থেকে মাত্র দু'মাইল পুবে ল্যাণ্ড করেছে। সম্ভবত ডমবি গ্রামে। ধরে নিতে পারো ওখানে তার টুপস আছে। বসে থাকার উপায় নেই আমাদের।'

ডমবি গ্রামের একমাত্র রাস্তার ওপর নামলো হিন্দ। বিশ-পঁচিশটা পাকা দালান নিয়ে গ্রামটা, অনেকদিন থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। জানালার ফ্রেমে কাঁচ নেই, দেয়ালের প্লাস্টার খসে পড়েছে, প্রতিটি বাড়ির উঠান ঢাকা পড়ে আছে ঝোপ ও আগাছায়। রাস্তাটার দু'পাশে সারি সারি দোকান ছিলো হিন্দু ব্যবসায়ীদের, এখন সেগুলো খালি, সাইনবোর্ডগুলোয় ধুলো জমেছে, কোনো কোনোটা ঝুলে পড়েছে একদিকে। হিন্দ থেকে লাফ দিয়ে নিচে নামলো জেনারেল বাওনা, একটা দোকানের বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোর দিকে ঘুরলো সে। ইউনিফর্ম পরা রেনামো অফিসার তারা। চারদিকে চোখ বুলিয়ে

দোকানগুলোর বারান্দায় সব মিলিয়ে প্রায় পঞ্চাশ-ষাটজনকে দেখলো সে।

অফিসারদের সামনের সারি থেকে নিজেকে আলাদা করলো প্রকাণ্ডদেহী জেনারেল ডিপপো ডিপ, হাত দুটো সামনে বাড়িয়ে থপ্‌থপ্‌ করে হেঁটে এলো সে। 'জেনারেল বাওনা, ভাই আমার!' অথচ পরস্পরের শুধু প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, পরম শত্রুও বটে তারা।

পরস্পরকে আলিঙ্গন করলো তারা, তারপর চুমো খেলো। 'ওরা আমাকে বললো, জেনারেল বাওনা হিন্দ স্কোয়াড্রন ধ্বংস করে দিয়েছে। আমি বললাম, জেনারেল বাওনা সত্যিকার একজন বীর এবং আমার আপন ভাই,' আলিঙ্গন মুক্ত হয়ে বললো ডিপপো ডিপ, তাকিয়ে আছে হিন্দ গানশিপের দিকে।

পাইলটের উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে সংকেত দিলো জেনারেল বাওনা। মুহূর্তমাত্র দেরি না করে আবার শূন্যে উঠে পড়লো হিন্দ, গাছপালার মাথা ছাড়িয়ে আরো উঁচুতে উঠলো, তারপর বাঁক নিয়ে রওনা হলো দক্ষিণ আফ্রিকার দিকে। সেদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলো জেনারেল ডিপপো ডিপ। মনে মনে হাসলো সে। বাওনার তুরুপ ওটা, জানে সে। বেদখল হয়ে যাবার ভয়ে তাড়াতাড়ি সরিয়ে ফেললো।

'ভাই ডিপপো,' সহাস্যে বললো জেনারেল বাওনা। 'তোমার খবর কি শোনাও আমাকে। আমি শুনলাম ফ্রেলিমোদের বিরুদ্ধে প্রতিটি লড়াই জিতছো তুমি। তোমার ভয়ে ওরা নাকি আর আক্রমণ করতেই সাহস পাচ্ছে না।'

সম্পূর্ণ মিথ্যে। ফ্রেলিমোদের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্যে পিছিয়ে এসেছে জেনারেল ডিপপো ডিপ, বলতে গেলে ডমবি গ্রামে লুকিয়ে আছে তারা। 'ওদেরকে আমরা ধরে ধরে খেয়ে ফেলছি বলে গুজব রটেছে,' বললো ডিপপো ডিপ। 'এ-থেকেই আন্দাজ করুন কতো লোক হারালে শত্রু শিবিরে এ-ধরনের গুজব রটতে পারে।'

'শুনে খুশি হলাম,' হাঁটতে হাঁটতে জেনারেল স্টোর-এর বারান্দায় উঠে এলো ওরা, ছায়ায় দাঁড়ালো। 'তারমানে আমার কোনো সাহায্য আপনার দরকার নেই।'

'ভাই সাহায্য করতে চাইলে তা কখনো প্রত্যাখ্যান করতে নেই,' সাথে সাথে মন্তব্য করলো জেনারেল ডিপপো ডিপ। 'বিশেষ করে সেই ভাই যদি বাজপাখিতে চড়ে আকাশটাকে দখল করে রাখে। এমন হতে পারে আপনার সাহায্যের বিনিময়ে আমিও কিছু উপকার করতে পারি আপনার।'

ব্যাটা জানে আমি সাহায্য চাইতে এসেছি, ভাবলো বাওনা।

'ফ্রেলিমোদের জন্যে একটা ফাঁদ পেতেছি আমি,' বললো ডিপপো ডিপ। 'সেভ ফরেস্ট থেকে পিছিয়ে এসে।'

আসলে মার খেয়ে পালিয়ে এসেছে সে। সেভ বনভূমি সম্পদের একটা বিশাল ভাণ্ডার, সত্তর ফুট লম্বা গাছগুলোকে হাতির দাঁত বলা হয়। ওখানে যে মেহগনি পাওয়া যায় দুনিয়ার আর কোথাও তার অস্তিত্ব নেই। শুধু কাঠ বিক্রি করে মোজাম্বিক সরকার একশো বছর তার নাগরিকদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করতে পারবে। কিন্তু পোচাররা যেমন সেভ বনভূমি থেকে হাতি ও মোষ মেরে

সাফ করেছে, তেমন সরকারী কর্মচারী ও গেরিলা দলগুলো সাফ করছে গাছগুলোকে।

'ত্রিশ হাজার দাস এনেছে ওরা,' বাওনাকে বললো ডিপপো ডিপ।

'বলেন কি! এতো! ফ্রেলিমোদের আপনি সে-সুযোগ দিলেন?'

'কেন দেবো না!' হাসলো জেনারেল ডিপপো ডিপ। 'ওরা গাছ কাটছে, কিন্তু কাদের জন্যে কাটছে–নিজেদের জন্যে, নাকি আমার জন্যে? গাছ তো কাটছে, কিন্তু রাস্তা ও রেললাইন মেরামত না হওয়া পর্যন্ত সরাবে কিভাবে? রেললাইনের ধারে ওগুলো জড়ো করছে তারা। আমার লোকজন নজর রাখছে ওগুলোর ওপর। এতোদিনে আবার সেভ ফরেস্টে ফিরে যাবার একটা তাগিদ অনুভব করছি আমি।'

'কিন্তু আপনিই বা ওগুলো রফতানি করবেন কিভাবে? একেকটা লগের ওজন হবে কম করেও একশো টন। কিনবেই বা কে?'

হাততালি দিয়ে, চিৎকার করে একজন সহকারীকে ডাকলো জেনারেল ডিপপো ডিপ। রাস্তার জটলা থেকে ছুটে এলো লোকটা, জেনারেলদের সামনে এসে দাঁড়ালো। ওদের পায়ের কাছে একটা ফিল্ড ম্যাপের ভাঁজ খুললো সে। চেয়ার থেকে ম্যাপটার দিকে ঝুঁকে পড়লো দুই রেনামো জেনারেল। 'এই হলো বনভূমি।' রিয়ো সেভ আর লিমপোপো নদীর মাঝখানের বিশাল এলাকাটা আঙুল দিয়ে দেখালো ডিপপো ডিপ, ওদের পজিশন থেকে সরাসরি দক্ষিণে। 'ফ্রেলিমোরা ওদের টিমবারইয়ার্ড তৈরি করেছে এখানে, এখানে আর এখানে।'

'বলে যান,' তাকে উৎসাহ যোগালো কিরিকিটি বাওনা।

'সর্বদক্ষিণের টিমবারইয়ার্ডগুলো লিমপোপো নদীর উত্তর পাড় থেকে মাত্র ত্রিশ মাইল দূরে, আর দক্ষিণ আফ্রিকার সীমান্ত থেকেও ওই ত্রিশ মাইল দূরে।'

'দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে মাত্র ত্রিশ মাইল দূরে? তাহলে তো বিপদের কথা!'

'বিপদের কথা নয়, যদি তারাই কাটা গাছগুলো কেনার ব্যাপারে আগ্রহী হয়,' হেসে উঠে বললো জেনারেল ডিপপো ডিপ। 'এখানে আমরা যে প্রাকৃতিক সম্পদের কথা আলোচনা করছি তার দাম হাফ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ওরা বলছে, আমরা যদি ঠিকমতো ডেলিভারি দিতে পারি, তাহলে পরিবহনের সব ব্যবস্থা ওরাই করবে, পেমেন্ট দেবে জুরিখ বা লিসবনে।' এক মুহূর্ত থেমে মুচকি হাসলো সে, তারপর আবার বললো, 'ফ্রেলিমোরা কেটেছে, আমরা বিক্রি করবো।'

'আর আমার নতুন হেলিকপ্টার ওগুলো দখল করার কাজে আপনাকে সাহায্য করবে?'

'সাহায্য করতে চায় করুক, তবে আমার নিজের ফোর্স একাই কাজটা করতে পারবে।'

'যদিও জয়েন্ট অপারেশন হলে কাজটা তাড়াতাড়ি সারা যাবে, সাফল্য সম্পর্কে আরও বেশি নিশ্চিতও হওয়া যাবে,' ডিপপো ডিপকে বললো বাওনা। 'আমার বাজপাখির সাহায্য পেলে জঙ্গল থেকে ফ্রেলিমোদের তাড়াতে এক হপ্তাও লাগবে না আপনার।'

প্রস্তাবটা বিবেচনা করার ভান করলো ডিপপো ডিপ, তারপর বললো, 'অবশ্য সাহায্যের বিনিময়ে আপনাকে একটা উচিত ভাগ দেয়া আমার কর্তব্য।'

'উচিত–এর বদলে 'সমান' শব্দটা বেশি পছন্দ আমার,' দীর্ঘশ্বাস ফেললো জেনারেল বাওনা।

তীব্র প্রতিবাদ জানালো ডিপপো ডিপ। এক ঘন্টার ওপর তর্ক ও দর কষাকষি হলো। অবশেষে একটা সমঝোতায় পৌঁছুলো তারা। ত্রিশ হাজার শ্রমিক কয়েক মাস ধরে গাধার খাটনি খেটেছে, সম্পদটা গোটা জাতির, কিন্তু ভাগ-বাটোয়ারা হয়ে গেল দু'জন অসৎ জেনারেলের মধ্যে।

জেনারেল ডিপপো ডিপ জানালো, শ্রমিকদের পেটভরে খেতে দেয়া হচ্ছে না, অসুখে-বিসুখে ইদানীং রোজ প্রায় একশো শ্রমিক মারা যাচ্ছে। প্রথম দিকে যে হারে গাছ কাটা হতো এখন তার অর্ধেকও কাটা হচ্ছে না। নূতন শ্রমিকও যোগাড় করতে পারছে না ফ্রেলিমোরা। 'এখনই সময় হামলা করার,' বললো সে। 'বৃষ্টি শুরু হওয়ার আগেই।'

হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলালো জেনারেল বাওনা। আর আধঘন্টা পর তাকে নিতে আসবে হিন্দ। 'আরেকটা ব্যাপার,' হঠাৎ করেই প্রসঙ্গটা পাড়লো সে। তার গলার আওয়াজ বদলে যেতে শুনে সতর্ক হয়ে উঠলো ডিপপো ডিপ। 'ছোট্ট একদল ফেরারীকে ধাওয়া করছি আমি। মনে হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকার সীমান্ত পেরুবার চেষ্টা করবে তারা,' সংক্ষেপে রানার দলের বর্ণনা দিলো সে। 'আমি চাই ডমপি ও লিমপোপোর মাঝখানে যেখানে যতো ঘাঁটি ও ফোর্স আছে আপনার, সবগুলোকে আপনি সতর্ক করে দেন, তারা যেন ফেরারীদের এই দলটাকে ধরার চেষ্টা করে।'

'ফর্সা? সাদা? শ্বেতাঙ্গিনী? যুবতী?' লোভে চকচক করে উঠলো জেনারেল ডিপপো ডিপের চোখ। 'সুন্দরী? ভারি ইন্টারেস্টিং ব্যাপার তো! ভাই বাওনা, আমেরিকান যুবতীর প্রতি আমার আবার প্রচণ্ড দুর্বলতা।'

'গুরুত্বপূর্ণ হলো পুরুষটা, সে-ই লিডার। মেয়েটা আমেরিকান হলেও, তার খুব একটা মূল্য নেই।'

'মেয়েমানুষ মাত্রই মূল্যবান, অন্তত আমার কাছে, বিশেষ করে সে যদি ফর্সা ও কচি হয়। আসুন, ভাই, আরেকবার দর কষি আমরা। ওদেরকে ধরার ব্যাপারে সাধ্যমতো সাহায্য করবো আমি। পুরুষটাকে আপনি পাবেন। কিন্তু মেয়েটাকে পাবো আমি। রাজি?' বাওনার দিকে হাত বাড়ালো ডিপপো ডিপ।

এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করে তার হাতটা ধরে ঝাঁকিয়ে দিলো জেনারেল বাওনা। 'রাজি। কিন্তু পুরুষটাকে, মাসুদ রানাকে, অক্ষত অবস্থায় চাই আমি।'

'মেয়েটার ব্যাপারে আমারও সেই শর্ত, অক্ষত অবস্থায় চাই।'

সময় নষ্ট না করে ম্যাপের ওপর আঙুল রাখলো জেনারেল বাওনা। 'আমার জানামতে তাদের সর্বশেষ পজিশন ছিলো এটা, রেললাইনের ঠিক উত্তরে। তবে সেটা তিনদিন আগের কথা। এই মুহূর্তে তারা এখানে কোথাও আছে,' ম্যাপের গায়ে আঙুল বুলালো সে। 'দলের একজন মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে, কাজেই খুব বেশি দক্ষিণে এখনো তারা পৌঁছুতে পারেনি। টহলবাহিনী পাঠিয়েছি আমি,

প্রায় তিনশো লোক রেললাইনের দক্ষিণ দিকটা চষে ফেলছে, তাদের ছাপ দেখতে পেলেই রিপোর্ট করবে আমাকে। এবার বলুন, আপনি কতোজনকে লাগাতে পারবেন।'

'এরইমধ্যে তিনটে কোম্পানীকে রিয়ো সেভ ফরেস্টে পাঠিয়ে দিয়েছি আমি, লগগুলোর ওপর নজর রাখছে তারা। এদিকে, আরো উত্তরে, পাঁচটা কোম্পানী রয়েছে আমার। আপনার শত্রুরা যদি লিমপোপো সীমান্তে পৌঁছুতে চেষ্টা করে, আমার কোম্পানী ও ফ্রেলিমো গার্ডদের তৈরি লাইন ভেদ করে যেতে হবে তাদেরকে। আমি আমার কোম্পানী কমাণ্ডারদের রেডিও মেসেজ পাঠিয়ে সতর্ক করে দিচ্ছি।'

'প্রতিটি ট্রেইল কাভার দিতে হবে ওদের, কড়া নজর রাখতে হবে প্রতিটি নদীর ওপর। জঙ্গলের মধ্যে মানববন্ধন রচনা করা সম্ভব নয়, আমি বুঝি, তবু কোথাও কোনো ফাঁক রাখা চলবে না,' কর্তৃত্বের সুরে বললো জেনারেল বাওনা। 'আপনার সেকশন কমাণ্ডারদের সতর্ক করে দিন, মাসুদ রানা একজন দক্ষ সামরিক অফিসার। জিম্বাবুইয়ের স্বাধীনতা যুদ্ধে শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে লড়েছে সে।'

'মাসুদ রানা, নামটা আমার পরিচিত—স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় সে-ই তো আপনার ট্রেনিং ঘাঁটিতে আক্রমণ চালিয়েছিল, তাই না?' বাওনার কানের দিকে একবার তাকালো ডিপপো ডিপ।

হাত দিয়ে কানটা ঢেকে মৃদু হাসলো বাওনা। 'হ্যাঁ। এর প্রতিশোধ আমাকে নিতেই হবে।'

দু'জনেই ওরা কান খাড়া করলো, ফিরে আসছে হিন্দ।

'১১৮.৪ এমএইচজেড-এ রেডিও যোগাযোগ বজায় রাখবো আমরা,' ডিপপো ডিপকে বললো কিরিকিটি বাওনা। 'প্রতিদিন সকাল ছ'টায়, দুপুরে, আর সন্ধ্যা ছ'টায়।'

হিন্দের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে জেনারেল ডিপপো ডিপ, অন্যমনস্কভাবে মাথা ঝাঁকালো সে।

হিন্দে চড়লো বাওনা, পর্তুগীজ পাইলট এক নিমেষে হেলিকপ্টার নিয়ে আকাশে উঠে এলো। 'জেনারেল,' এয়ারফোনে পাইলটের গলা পেলো বাওনা। 'আপনার টহল বাহিনীর একজন লিডার আপনাকে ডাকছে। লাল বাতি কল সাইন ব্যবহার করছে ওরা।'

'গুড। ওদের ফ্রিকোয়েন্সিতে সেট করো আমাদের রেডিও।'

খানিক পর মাইক্রোফোনে কথা বললো জেনারেল বাওনা, 'লালবাতি, এখানে আমি, রণহুংকার।'

সাথে সাথে টহল বাহিনীর লিডার সাড়া দিলো। 'রণহুংকার, এখানে আমি, লাল বাতি। আমরা ওদের সন্ধান পেয়েছি।'

'তোমাদের পজিশন জানাও,' নির্দেশ দিলো জেনারেল বাওনা, ফিল্ড ম্যাপে চোখ রাখলো। সেকশন লিডার পজিশন জানালো।

ডমবি গ্রাম থেকে ত্রিশ মাইল উত্তর দিকে রয়েছে ওরা। 'হিন্দকে দেখতে

পেলে লাল একটা ফ্লেয়ার ছুঁড়বে আকাশে,' সেকশন লিডারকে নির্দেশ দিলো সে।

রেনামো গেরিলারা গাছপালা কেটে খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করে রেখেছে, সেখানেই ল্যাণ্ড করলো হিন্দ। ককপিট থেকে লাফ দিয়ে নামলো জেনারেল বাওনা, এগিয়ে এসে তাকে স্যালুট করলো সেকশন লিডার। অস্ত্র, পানির বোতল ও অ্যামুনিশনে ঢাকা পড়ে আছে তার শরীর। 'কাল কোনো এক সময় এই পথ দিয়ে গেছে ওরা,' রিপোর্ট করলো সে।

'ঠিক জানো, ওরাই?'

'দলে একজন সাদা মেয়ে আছে,' মাথা ঝাঁকালো সেকশন লিডার। হাত তুলে সামনেটা দেখালো, 'ওখানে ওরা কিছু একটা পুঁতে রেখে গেছে। আমরা ছুঁইনি, তবে ধারণা করছি ওটা সম্ভবত একটা কবর।'

'চলো, দেখি,' সেকশন লিডারের পিছু পিছু কাঁটাঝোপে ঢুকলো জেনারেল। 'হ্যাঁ, কবর বলেই মনে হচ্ছে। খোলো ওটা।'

অস্ত্র নামিয়ে রেখে রেনামো গেরিলারা পাথর সরাতে শুরু করলো। বারবার তাগাদা দিলো জেনারেল বাওনা, 'হাত চালাও! হাত চালাও!'

'ভেতরে একটা লাশ রয়েছে,' সেকশন লিডার পিছন ফিরে তাকালো বাওনার দিকে। নেবুবির কাপড় মোড়া মাথাটা দেখতে পেয়েছে সে। হাত বাড়িয়ে মাথা থেকে শার্টটা খুলে নিলো।

'ম্যাটাবেল গাধাটা,' চেহারা দেখেই নেবুবিকে চিনতে পারলো জেনারেল বাওনা। 'এতো দূর হেঁটে আসতে পারবে বলে ভাবিনি আমি। বের করো, বের করো—হায়েনাদের খোরাক বানাও ওটাকে।'

কবরে নামলো দু'জন গেরিলা, কম্বল মোড়া কাঁধটা ধরে টান দিলো। চকচক করছে বাওনার চোখ, উত্তেজনায় টান টান হয়ে আছে শরীর। প্রাচীন আফ্রিকায়, কিছু কিছু সম্প্রদায়ের মধ্যে, শত্রুপক্ষের লাশ ছিন্নভিন্ন করার রীতি প্রচলিত ছিলো। মনে করা হতো, শরীরটা ছিন্নভিন্ন করা হলে আত্মা পালিয়ে যাবে, তাহলে আর বিজয়ীর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না সে। কবরের ওপর চোখ রেখে মনে মনে হাসলো কিরিকিটি বাওনা, সিদ্ধান্ত নিলো পরবর্তী রেডিও মেসেজে দৃশ্যটার বিশদ বর্ণনা দেবে সে. মাসুদ রানার কি প্রতিক্রিয়া হয় দেখতে হবে তাকে।

হঠাৎ গাছের ছাল ও সরু একটা ডাল দেখতে পেলো সে, কম্বল মোড়া লাশের কাঁধে লেগে রয়েছে, খানিকটা বাঁকা হয়ে। ভুরু কুঁচকে উঠলো তার। হঠাৎ ডালটায় টান পড়লো, আরো একটু বাঁকা হলো সেটা, সেই সাথে মৃদু একটা শব্দ হলো। শব্দটা চিনতে পেরে আতঙ্কে বিকৃত হয়ে উঠলো জেনারেল বাওনার চেহারা। চিৎকার করলো সে, 'গ্রেনেড!' ডাইভ দিয়ে মাটিতে পড়লো।

বিস্ফোরণের ধাক্কায় মাটির ওপর বার কয়েক আছাড় খেলো কিরিকিটি বাওনা, ছুটে এসে কি যেন লাগলো কপালে। শরীরটাকে একবার গড়িয়ে দিয়ে বসলো সে, চোখের সামনে কিছুই দেখতে পেলো না। অন্ধ হয়ে গেছি! ভাবলো সে। কিন্তু না, ধীরে ধীরে ফিরে এলো দৃষ্টি। অনুভব করলো, কপাল থেকে

রক্তের একটা ধারা নামছে। মুখে হাত বুলিয়ে নাকের পাশেও একটা ক্ষত আবিষ্কার করলো সে। টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালো, তাকালো কবরের ভেতর। গেরিলাদের একজন কবরের ভেতর বসে আছে, বেরিয়ে পড়া নিজের নাড়িভুঁড়ি আবার জায়গামতো ঢোকাবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে লোকটা। দ্বিতীয় লোকটা সাথে সাথে মারা গেছে। সেকশন লিডার লাফ দিয়ে সিধে হলো, বাওনার সামনে এসে কপালের ক্ষতটা পরীক্ষা করছে। তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলো জেনারেল। 'মাসুদ রানা, ইউ বাস্টার্ড! এর মূল্য তোমাকে দিতে হবে!'

আহত গেরিলা এখনো তার নাড়িভুঁড়ি হাতড়াচ্ছে, কিন্তু আঙুলের ফাঁক গলে বেরিয়ে আসছে সেগুলো। তার পেট ও মুখ থেকে ফুট-ফাট আওয়াজ বেরিয়ে আসছে, জেনারেল বাওনার বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ালো। 'নিয়ে যাও ওকে! সরাও! চুপ করাও!'

আহত লোকটাকে টেনে নিয়ে যাওয়া হলো। প্রচণ্ড রাগে থরথর করে কাঁপছে জেনারেল। চারদিকে তাকালো সে, কার ওপর ঝাল ঝাড়বে বুঝতে পারছে না। 'তোমরা! গেরিলারা!' হুংকার ছাড়লো সে। 'বোকার মতো দাঁড়িয়ে আছো কি মনে করে! ছোরা বের করো, ছোরা!' কয়েকজন গেরিলা সাথে সাথে তার নির্দেশ পালন করলো। 'ম্যাটাবেল কুকুরটাকে গর্ত থেকে বের করো! হ্যাঁ। এবার কাজে নেমে পড়ো। চালাও ছোরা! কাটো! টুকরো টুকরো করো! আরো ছোটো, আরো ছোটো! থেমো না! মাংসের বল চাই আমি! ছোটো ছোটো বল! হায়েনারা যাতে সহজে গিলতে পারে! হ্যাঁ।'

ছয়

সারাটা সকাল পথ দেখিয়ে ওদেরকে দক্ষিণ দিকে নিয়ে চললো পেনডুলা। ফসলহীন খালি মাঠ ও পরিত্যক্ত গ্রামগুলোর ভেতর দিয়ে এগোলো ওরা। চাষবাস না হওয়ায় ঝোপ-ঝাড় জন্মেছে মাঠে, আড়াল হিসেবে কাজ করলো ওগুলো। তবে হাঁটার গতি মন্থর হয়ে পড়েছে, বিশেষ করে মনিকার। সহ্যক্ষমতার শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে সে। এক সময় রানার পাশেই ছিলো, তারপর পিছিয়ে পড়লো, চেষ্টা করেও হাঁটার গতি বাড়াতে পারলো না। কাঁটাঝোপের গায়ে ঘষা খেয়ে হাত ও চামড়া ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে। এতো দুর্বল যে কথা বলার শক্তি নেই।

প্রায়ই দাঁড়িয়ে পড়লো রানা, মনিকাকে এগিয়ে আসার সুযোগ দিলো। 'দুঃখিত,' বিড়বিড় করলো মনিকা, চোখ বুলালো আকাশে।

'হাঁটার মধ্যে থাকতে হবে আমাদের,' বললো রানা। মনিকা টলছে দেখে কাঁধে একটা হাত রেখে সিধে থাকতে সাহায্য করলো তাকে।

দুপুরের খানিক পর আবার হিন্দের আওয়াজ পেলো ওরা। এঞ্জিনের অস্পষ্ট শব্দ উত্তরে সরে গেল। আরো এক মাইলের মতো এগিয়ে থামার নির্দেশ দিলো

রানা, মনিকাকে ধরে গাছের ছায়ায় নিয়ে এলো। ঝোপের মাঝখানে ঘাসের ওপর শুয়ে পড়লো মনিকা। ঘুমিয়ে পড়লো সাথে সাথে।

ঘুম ভাঙার পর মনিকার মনে হলো, মিনিট পাঁচেক চোখ বুজে ছিলো সে। কিন্তু দেখলো, রোদের তাপ কমে গেছে, ছায়াগুলো লম্বা হয়েছে। তার মানে এখন বিকেল! উঠে বসলো সে। দেখলো, আগুন জ্বেলে খাবার তৈরি করছে রানা।

'খিদে পেয়েছে?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'প্রচণ্ড!'

'ডিনার,' একটা প্লেটে করে খাবার নিয়ে এলো রানা।

প্লেটের দিকে তাকিয়ে ভুরু কোঁচকালো মনিকা। 'কি ওগুলো?' কালো সসেজ-এর স্তূপ, আকারে প্রতিটি তার কড়ে আঙুলের সমান।

'জানতে চেয়ো না,' বললো রানা। 'খাও।'

প্লেট থেকে একটা তুলে নিয়ে গন্ধ শুঁকলো মনিকা। এখনো গরম। গন্ধটা চিনতে পারলো না, তবে মাংসের মতোই লাগলো।

'খাও!' আবার বললো রানা, মনিকার প্লেট থেকে নিজেও খেলো একটা। 'ভারি মজা।'

দেখাদেখি মনিকাও খেলো একটা। বেশ ভালোই লাগলো।

'আরেকটা খাও।'

'না, ধন্যবাদ।'

'প্রোটিনে ভরপুর। খাও।'

'অচেনা খাবার আমি খাই না।'

'খালি পেটে হাঁটবে কিভাবে? নাও, হাঁ করো!' মনিকাকে নিজের হাতে খাওয়ালো রানা, নিজেও খেলো।

প্লেট খালি হবার পর মনিকা বললো, 'এবার বলো, কী খেলাম!' জবাবে নিঃশব্দে হাসলো রানা, মাথা নাড়লো এদিক ওদিক, তারপর মাবাসার দিকে তাকালো।

'রেডিওটা অন করো হে,' বললো রানা। 'শোনা যাক বাওনার কি বলার আছে।'

ব্যাগ থেকে রেডিও বের করছে মাবাসা, নিঃশব্দে ক্যাম্পে ফিরে এলো পেনডুলা। তার হাতে সরু একটা ডাল দেখলো মনিকা, শুধু ছাল রয়েছে, ভেতরে কাঠ নেই। টিউবটার দুই মুখ ঘাস দিয়ে বন্ধ করা। রানার সাথে বিড়বিড় করে কথা বললো সে, থমথমে হয়ে উঠলো রানার চেহারা।

'কী ব্যাপার?' ফিসফিস করে জানতে চাইলো মনিকা।

'সামনের দিকটায় প্রচুর ছাপ দেখতে পেয়েছে পেনডুলা,' বললো রানা। 'অনেক লোক টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। রেনামো নাকি ফ্রেলিমো, বলতে পারছে না ও।'

খবরটা ভয় পাইয়ে দিলো মনিকাকে, রানার আরো কাছে সরে এলো সে, ওর কাঁধে হেলান দিলো। রেডিও অন করেছে মাবাসা, একসাথে অনেকগুলো

গলা ভেসে আসছে স্পীকার থেকে, আফ্রিকার আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলছে। 'কিছু একটা ঘটছে বলে মনে হয়,' মন্তব্য করলো মাবাসা। 'একটা পাঁচিল খাড়া করছে ওরা, আসা-যাওয়া বন্ধ করার জন্যে। প্রচুর লোক পাঠানো হয়েছে।'

'রেনামো?' জানতে চাইলো রানা।

মাথা ঝাঁকালো মাবাসা। 'মনে হলো জেনারেল ডিপপো ডিপের লোক ওরা।'

'কি বলছে ও?' জানতে চাইলো মনিকা।

'রুটিন ট্রাফিক,' মিথ্যে বললো রানা, চায় না ভয় পাক মনিকা।

মনিকার পেশীতে ঢিল পড়লো, তাকালো পেনডুলার দিকে। আগুনের ধারে উবু হয়ে বসেছে সে, টিউবটা আগুনের ওপর ঝাঁকাচ্ছে ঘন ঘন। টিউবের মুখ থেকে কয়লার ওপর কি যেন পড়ছে একটা দুটো করে। জিনিসগুলো চিনতে পেরে আঁতকে উঠলো মনিকা। 'ওগুলো…!' কথা শেষ করতে পারলো না, দেখলো একগাদা শুঁয়োপোকা মোচড় খাচ্ছে লাল কয়লার ওপর, গায়ের কাঁটাগুলো পুড়ছে, ধোঁয়া উঠছে সেগুলো থেকে, ধীরে ধীরে কালো সসেজের আকৃতি নিচ্ছে। মুখে হাত চাপা দিয়ে আর্তনাদ করে উঠলো মনিকা। 'আমি কি তাহলে…!' হাঁপিয়ে উঠলো সে, আতঙ্কে নীল হয়ে গেল চেহারা। 'না, আমি খাইনি! ওগুলো আমি খাইনি! না-না! অসম্ভব…।'

'অত্যন্ত পুষ্টিকর,' তাকে আশ্বস্ত করলো রানা। বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে কয়লা থেকে একটা শুঁয়োপোকা তুলে ঘন ঘন হাত বদল করলো পেনডুলা, সিধে হলো, এগিয়ে এসে বাড়িয়ে ধরলো মনিকার দিকে। 'খান, মেমসাব, ভারি সুস্বাদু।'

'আমি জ্ঞান হারাবো!' চিৎকার করলো মনিকা। 'আমার বমি পাচ্ছে!' দু'হাতে পেটটা চেপে ধরলো সে।

এই সময় হঠাৎ রেডিওর দিকে মনোযোগী হয়ে উঠলো রানা। ওর ভুরু কুঁচকে উঠছে দেখে কান খাড়া করলো মনিকাও, জানতে চাইলো, 'কী ভাষা ওটা?'

'আফ্রিকান,' সংক্ষেপে জবাব দিলো রানা। 'চুপ! শোনো!' কিন্তু আওয়াজটা ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে গেল।

'আফ্রিকান?' জিজ্ঞেস করলো মনিকা। 'সাউথ আফ্রিকান ডাচ?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকালো রানা। ওর ধারণা, দক্ষিণ আফ্রিকার মিলিটারী ট্র্যান্সমিশন ছিলো ওটা, সম্ভবত লিমপোপো সীমান্ত থেকে নিয়মিত রিপোর্ট পাঠাচ্ছিল হেডকোয়ার্টারে। মাবাসার সাথে আলোচনা করলো রানা, তারপর মনিকাকে বললো, 'মাবাসারও' ধারণা, সাউথ আফ্রিকান বর্ডার পেট্রোল।' হাতঘড়ি দেখলো রানা। 'আজ আর বোধহয় জেনারেল বাওনা তার গান শোনাবে না। তৈরি হয়ে নাও, রওনা হবো আমরা।'

দাঁড়াতে যাচ্ছে রানা, এই সময় আবার জ্যান্ত হয়ে উঠলো রেডিও। এবার গলার আওয়াজটা এতো পরিষ্কার যে জেনারেল কিরিকিটি বাওনার শ্বাস টানার প্রতিটি শব্দ শুনতে পেলো ওরা। 'গুড ইভনিং, মেজর মাসুদ রানা। দেরি করার

জন্যে দুঃখিত। খুব জরুরী একটা কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল কিনা। সাড়া দিন, প্লীজ, মেজর রানা।'

নিস্তব্ধতা নামলো। মাইক্রোফোনটার দিকে রানা হাত বাড়ালো না।

'এখনো বাকশক্তি ফিরে পাননি তাহলে?' অপরপ্রান্ত থেকে হাসলো কিরিকিটি বাওনা। 'বেশ। তবে আমি জানি আপনি শুনছেন, কাজেই আপনাকে অভিনন্দন জানাবার কাজটা আগে সেরে নিই। সত্যি, এতো অল্প সময়ের ভেতর এতোটা এগোতে পারবেন বলে ভাবিনি আমি। বিশেষ করে মিস মনিকা যেখানে ব্রেক বা বাধা হিসেবে কাজ করছেন।'

'হারামি লোক!' তিক্তকণ্ঠে বিড়বিড় করলো মনিকা।

'সত্যি কথা বলতে কি, মেজর রানা, আপনি আমাকে অবাক করে দিয়েছেন। আপনাকে ওয়েলকাম জানাবার জন্যে স্টপ লাইনটা আরো দক্ষিণে সরিয়ে নিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছি আমরা।'

মাবাসা ও রানা দৃষ্টি বিনিময় করলো।

হঠাৎ বদলে গেল গলাটা, শব্দগুলো যেন চিবাচ্ছে জেনারেল বাওনা। 'আপনার ম্যাটাবেল কুকুরটার কবর আমরা খুঁজে পেয়েছি।' মনিকা অনুভব করলো, তার পাশে আড়ষ্ট হয়ে উঠলো রানা। 'লাশটা আমরা কবর থেকে তুলে পরীক্ষা করেছি। পচনের মাত্রা দেখে বুঝতে পেরেছি কতোক্ষণ মাটির সংস্পর্শে ছিলো ওটা।' একটু একটু কাঁপছে রানা। 'পচলে ম্যাটাবেলরা আরো বেশি গন্ধ ছড়ায়। ভালো কথা, তার মাথার পিছনে বুলেট কি আপনিই ঢুকিয়েছেন? অত্যন্ত বুদ্ধিমানের কাজ। ম্যাটাবেল কুকুরটা এমনিতেও বাঁচতো না।'

রানার দিকে তাকাতে ভয় পেলো মনিকা।

'ও, ভালো কথা, ফাঁদটা কোনো কাজে আসেনি, বলে চলেছে জেনারেল বাওনা, বলার ফাঁকে হাসছে। 'খুবই কাঁচা হাতের কাজ ছিলো ওটা। ম্যাটাবেলটাকে নিয়ে কোনো দুশ্চিন্তা করবেন না, মেজর। হায়েনাদের জন্যে কাজটা আমি সহজ করে দিয়েছি। দু'জন লোককে লাগিয়ে দিয়েছিলাম, ছোরা দিয়ে টুকরো টুকরো করেছে তারা।'

হুঁশ-জ্ঞান হারিয়ে ফেললো রানা, ছোঁ দিয়ে মাইক্রোফোনটা তুলে নিয়ে চিৎকার করলো, 'ইউ সোয়াইন! ইউ ব্লাডি অ্যানিমেল! প্রার্থনা করো, আমার হাতে যেন তোমাকে পড়তে না হয়!' থামলো রানা, হাঁপাচ্ছে।

'ধন্যবাদ, মেজর,' জেনারেল বাওনার কণ্ঠস্বরে হাসির ভাব। 'একা একা কথা বলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম।'

জবাব দেয়ার ঝোঁকটা অতি কষ্টে দমন করলো রানা, হাত ঝাপটা দিয়ে বন্ধ করলো রেডিওটা। 'প্যাক আপ!' রাগে এখনো কাঁপছে ওর গলা। 'ভুল করেছি, তার খেসারত দিতে হবে। আমি কথা বলায় বাওনা এখন জানে কোথায় আমরা রয়েছি। খুব জোরে হাঁটতে হবে আমাদের।'

তবু আজ রাতে ওদের এগোবার গতি বাড়ানো গেল না। মাঝরাতের আগে দু'বার ওদেরকে থামার সংকেত দিলো পেনডুলা, তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তাকে সতর্ক করে দিলো, সামনে বিপদ। দু'বারই সামনের পথে ফাঁদ দেখতে পেলো সে,

ওদের জন্যেই পাতা হয়েছে। দু'বারই ওরা ঘুরপথ ধরে, ধীরে ধীরে এগোতে বাধ্য হলো। 'জেনারেল ডিপপো ডিপের লোক ওরা,' বিড়বিড় করলো মাবাসা। 'এই এলাকা ওদের দখলে রয়েছে। ডিপপো ডিপ নিশ্চয়ই সাহায্য করছেন জেনারেল বাওনাকে। সামনের সব ক'টা পথে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে রেনামো গেরিলারা।'

তবে মাঝরাতের খানিক পর ওদের ভাগ্য খানিকটা প্রসন্ন হলো। একটা পথ দেখতে পেলো পেনডুলা, প্রায় সরাসরি দক্ষিণ দিকে এগিয়েছে। বেশিক্ষণ হয়নি, এই পথ দিয়ে একদল লোক হেঁটে গেছে–যেদিকে ওরা যাচ্ছে সেদিকেই। সুযোগটা কাজে লাগালো রানা। 'ওদের ছাপে পা ফেলবো আমরা, পিছনে আমাদের আলাদা কোনো ছাপ থাকবে না।' পেনডুলাকে সামনে থাকতে বললো ও, অন্ধকারেও দেখতে পায় সে। রেনামো গেরিলাদের ছাপের ওপর পা ফেললো পেনডুলা, পেনডুলার ছাপের ওপর পা ফেললো মাবাসা, তারপর রানা, তারপর মনিকা। হাঁটার গতি বেড়ে গেল ওদের, তারপর এক সময় সামনে গেরিলা দলটার আওয়াজ পেলো পেনডুলা। তার সংকেত পেয়ে সতর্ক হয়ে গেল সবাই, হাঁটার গতি কমিয়ে আনলো।

ভোর হবার খানিক আগে রেনামো টহলবাহিনী ওদের সামনে থামলো। নিঃশব্দ পায়ে, ভূতের মতো, একাই এগোলো পেনডুলা। ঝোপের আড়াল থেকে দেখলো, পথের দু'পাশেই ওদের জন্যে ফাঁদ পাতছে গেরিলারা। অ্যামবুশ পার্টি তাদের কাজ শেষ করেনি, রানার কাছে ফিরে এলো পেনডুলা। টহলবাহিনীকে পাশ কাটিয়ে এলো ওরা, তাদেরকে পিছনে ফেলে চলে এলো সেই একই পথে, অনেকটা সামনে।

'প্রায় পঁচিশ মাইল এগিয়েছি আমরা,' আকাশের গায়ে ভোরের প্রথম আলো দেখতে পেয়ে বললো রানা। 'কিন্তু দিনের আলোয় হাঁটার ঝুঁকি নেয়া যাবে না। চারদিকে গিজগিজ করছে রেনামোরা। পেনডুলা, গা ঢাকার জন্যে একটা জায়গা খুঁজে বের করো।'

সেভ নদী খুব বেশি দূরে নয়! ওদেরকে পথ দেখিয়ে লম্বা ঘাসের রাজ্যে নিয়ে এলো পেনডুলা। প্রথমে কাদা, তারপর পানির স্পর্শ পেলো ওরা। মাঝে মধ্যে হাঁটু পর্যন্ত ডুবে গেল পানিতে। অগভীর লেগুন, বেশ লম্বা, পেরিয়ে এলো অনায়াসে। পা ফেলার সাথে সাথে মেঘের আকৃতি নিয়ে মাথাচাড়া দিলো ঝাঁক ঝাঁক মশা। পানিতে ওদের ছাপ পড়ছে না, দলের পিছনে রয়েছে রানা, সযত্নে ফাঁক হওয়া ঘাসের বন জোড়া লাগিয়ে দিচ্ছে।

পথটা ছেড়ে মাত্র কয়েকশো গজ এগিয়েছে ওরা, সামনে পড়লো শুকনো একটা ছোট্ট দ্বীপ। সবার আগে দ্বীপে পা রাখলো পেনডুলা, পরমুহূর্তে প্রচণ্ড আলোড়ন উঠলো ঘাসবনে, প্রকাণ্ড কি যেন একটা তীর বেগে ছুটলো। ভয়ে চিৎকার করলো মনিকা, তার বিশ্বাস রেনামোদের অ্যামবুশের মধ্যে পড়েছে তারা। ঝট্ করে কোমর থেকে ছুরিটা বের করলো পেনডুলা, রণহুংকার ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো ঘাসের ওপর। ঘাসের ভেতর ধস্তাধস্তি শুরু হলো, বোঝা গেল নিজের চেয়ে দ্বিগুণ আকৃতির কোনো প্রাণীর সাথে লড়াই করছে পেনডুলা।

ইতিমধ্যে তাকে সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে গেছে রানা। দু'জন ধরাধরি করে তুললো ওটাকে, আতঙ্কে থরথর করে কেঁপে উঠলো মনিকা। রানা ও পেনডুলার হাতে মোচড় খাচ্ছে ওটা একটা বিশাল গিরগিটি, প্রায় সাত ফুট লম্বা।

খিকখিক করে হাসছে পেনডুলা, কালবিলম্ব না করে গিঁটবহুল ছাল ছাড়াতে বসে গেল সে। লেজের এক ফালি মাংস কেটে মনিকার দিকে বাড়িয়ে ধরলো রানা। ঘৃণায় মুখ কুঁচকে এক পা পিছিয়ে এলো মনিকা। 'তোমরা কি! গু-গোবর সব খেতে হবে?'

'কে বলছে কথাটা? যে নিয়মিত মোপানি শুঁয়োপোকা খায়?'

'রানা, আমি পারবো না, প্লীজ! কাঁচা মাংস···ওয়াক···,' বমি পেলো মনিকার।

'আগুন জ্বালার মতো কাঠ নেই,' বললো রানা। 'তাছাড়া, তুমি স্বীকার করেছো, জাপানী "সাশিমি" একবার হলেও খেয়েছো।'

'সেটা কাঁচা মাছ, কাঁচা গিরগিটি নয়!'

'একই কথা। কাঁচাই তো, মাংস হোক বা মাছ।' মনিকার হাত ধরে ঘাসবনে বসালো রানা, নরম সুরে বারবার সাধলো। অগত্যা, রানার অনুরোধ রক্ষার জন্যে, মাংসের ফালিতে ছোট্ট একটা কামড় দিলো সে। সাথে সাথে খিদেটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। খেতে মজাই লাগলো জিনিসটা।

পানির কোনো অভাব নেই। মিষ্টি, সাদা মাংসে পেট ভরে গেল সবার। যে-যার কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়লো ওরা। ঘাসবনের নিচে রোদ নামতে পারছে না, মাটির কাছাকাছি বাতাস ঠাণ্ডা। ঘুমিয়ে পড়লো মনিকা।

দুপুরে ঘুম ভাঙার পর মনিকা দেখলো, ওর পাশেই শুয়ে রয়েছে রানা। চোখ মেলে হিন্দের আওয়াজ শুনলো ওরা। 'আমাদের সামনে নদীর কিনারা, বাওনা ওখানে আমাদের খুঁজছে,' বিড়বিড় করে বললো রানা। হিন্দের আওয়াজ একবার দূরে সরে গেল, তারপর আবার কাছে সরে এলো, একটা প্যাটার্ন ধরে অনুসন্ধান চালাচ্ছে। তারপর এক সময় আর শোনা গেল না আওয়াজটা।

'চলে গেছে,' মনিকাকে আলিঙ্গন করলো রানা। 'এবার ঘুমোও।'

দ্বিতীয়বার ঘুম ভাঙলো মনিকার প্রচণ্ড আতঙ্কের সাথে। কে যেন তার মুখে হাতচাপা দিয়েছে। চোখ দুটো ঘোরাতে দেখলো, ওর কাছেই রয়েছে রানার মুখ। 'চুপ!' তার কানে নিঃশ্বাস ছাড়লো রানা। 'কোনো শব্দ নয়!'

মাথা ঝাঁকালো মনিকা, তার মুখ থেকে হাত সরালো রানা। ঘাসবনের ফাঁক দিয়ে দূরে তাকালো ও, দেখাদেখি মনিকাও।

প্রথমে কিছুই দেখতে পেলো না সে। তারপর শুনতে পেলো কে যেন গান গাইছে। ভারি মিষ্টি গলা, যেন কোনো কিশোরী মেয়ের। শাঙ্গানি ভাষায় গাইছে, যেন কোনো প্রেমের গান। তারই সাথে লেগুনের পানিতে ছপ ছপ আওয়াজ হলো, কে যেন এদিকেই এগিয়ে আসছে। রানার গায়ের সাথে সেঁটে এলো মনিকা, দম বন্ধ করে তাকিয়ে থাকলো ঘাসের ফাঁক দিয়ে।

তারপর হঠাৎ করেই ফাঁকটায় দেখা গেল মেয়েটাকে। রোগা, একহারা, তালগাছের মতো লম্বা, এবং আশ্চর্য সুন্দরী। কিশোরী সে, এখনো যৌবন পূর্ণতা

পায়নি। ডালিমের মতো একজোড়া স্তন। চোখ দুটো টানা টানা, চঞ্চল, মায়াভরা। শেষ বিকেলের রোদে তার তামাটে রঙ চকচক করছে। পরনে নেংটি ছাড়া কিছুই নেই। দেখামাত্র মেয়েটাকে ভালোবেসে ফেললো মনিকা।

মেয়েটার ডান হাতে একটা কোচ রয়েছে। লেগুনের পানিতে ধীরে ধীরে পা ফেলছে সে।

হঠাৎ স্থির হলো মেয়েটা, থেমে গেল গান, পরমুহূর্তে নাচের ভঙ্গিতে ঝাঁকি খেলো শরীরটা। কোচ ছুঁড়লো সে, ছলাৎ করে উঠলো লেগুনের পানি, কোচের মাথাটা তার হাতের মুঠোয় কাঁপতে লাগলো। উল্লাসে হেসে উঠলো কিশোরী, কোচের ডগাটা পানি থেকে তুললো। ডগায় একটা মাগুর মাছ গাঁথা রয়েছে, খাবি খাচ্ছে ঘন ঘন, লেজটা ঝাপটাচ্ছে অনবরত।

কোচ থেকে মাছ ছাড়িয়ে কোমরে বাঁধা ঝুড়িতে ফেললো কিশোরী। আবার কোচটা তুলে নিয়ে বাগিয়ে ধরলো, পানিতে পা ফেলে এগিয়ে এলো ওদের দিকে।

এতো কাছে, মুখ ফেরালেই ওদেরকে দেখতে পাবে সে, কিংবা দ্বীপে পা দিলেই হোঁচট খাবে ওদের গায়ে। আরো এক পা এগোলো সে। তারপরই ঘাসবনের ফাঁক দিয়ে সরাসরি মনিকার চোখে তাকালো। মাত্র এক সেকেণ্ড, তারপরই ত্রস্তা হরিণীর মতো ছুটলো মেয়েটা। ছেড়ে দেয়া স্প্রিঙের মতো লাফ দিলো রানা, ওপাশ থেকে পেনডুলা আর মাবাসাও।

চারদিকে পানি ছিটিয়ে ছুটছে মেয়েটা, তাকে তিন দিক থেকে ঘিরে ফেললো ওরা। পালাবার পথ না পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো সে। ভয় পেলেও, হাতের কোচটা বাগিয়ে ধরে আছে। চোখ দুটো বিস্ফারিত, হাপরের মতো হাঁপাচ্ছে। তার দিকে এক পা এগোলো পেনডুলা, ঝট্ করে সেদিকে ফিরলো কিশোরী। এই সুযোগে লাফ দিয়ে সামনে বাড়লো রানা, কোচটা কেড়ে নিলো হাত থেকে, দু'হাতে ধরে তুলে নিলো হালকা শরীরটা, কাঁধে ফেলে ঘুরে দাঁড়ালো।

হাত-পা ছুঁড়ছে মেয়েটা, দ্বীপে তুলে এনে মনিকার পাশে তাকে নামিয়ে দিলো রানা। নরম সুরে কথা বললো ও, কিন্তু মেয়েটা কোনো জবাব দিলো না। এরপর মাবাসা তার সাথে শাঙ্গানি ভাষায় কথা বললো। চেহারা থেকে ভয়ের ভাব খানিকটা দূর হলো, অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলো সে। কয়েকটা প্রশ্ন করলো মাবাসা। বিড়বিড় করে জবাব দিলো কিশোরী।

'কি বলছে ও?' জানতে চাইলো মনিকা।

'ঘাসবনে লুকিয়ে আছে সে, গেরিলাদের ভয়ে,' বললো রানা। 'রেনামোরা তার মাকে মেরে ফেলেছে। ফ্রেলিমোরা ধরে নিয়ে গেছে বাবাকে, গাছ কাটার জন্যে। কোনো রকমে পালিয়ে এসেছে সে।'

প্রায় এক ঘন্টা ধরে জেরা করা হলো তাকে। নদী এখান থেকে কতো দূরে? পারাপারের কি ব্যবস্থা? সেখানে গেরিলাদের সংখ্যা কতো? ফ্রেলিমোরা কোথায় গাছ কাটছে?

মনিকা যে তার জন্যে উদ্বিগ্ন, সহানুভূতিশীল, বুঝতে পারলো মেয়েটা। তার

গায়ের কাছে সরে এলো সে। তারপর সবাইকে প্রায় চমকে দিয়ে ইংরেজিতে বললো, 'মিস, আপনার কথা আমি বুঝবো।'

'তুমি ইংরেজি শিখলে কোত্থেকে?' কিশোরীর একটা হাত ধরলো মনিকা।

'মিশনে। গেরিলারা তখনো আসেনি, নানরা খুন হননি।'

'তোমার নাম কি, ভাই?'

'মরিয়ম, মিস।'

'তুমি খুব ভালো মেয়ে...'

'বেশি লাই দিয়ো না,' সাবধান করলো রানা।

'চুপ করো তো!' বললো মনিকা। 'ওর মনের অবস্থা উপলব্ধি করতে পারো?'

কি যেন বলতে গিয়ে বললো না রানা। হাতঘড়ি দেখলো ও। 'বাওনার রেডিও শিডিউল মিস করেছি আমরা। এবার রওনা হতে হয়,' মাবাসার দিকে তাকালো ও। 'মেয়েটাকে নিয়ে কি করা হবে?' জানতে চাইলো ও। 'ওকে এখানে ছেড়ে যাওয়া বোকামি হবে। গেরিলাদের হাতে ধরা পড়লে কোন্ দিকে গেছি আমরা বলে দেবে ও।'

আঙুল দিয়ে ট্রিগার টানার ভঙ্গি করলো মাবাসা, অর্থাৎ মেয়েটাকে মেরে ফেলতে চাইছে সে। তার ইঙ্গিতটা দেখতে পায়নি মনিকা, সে বললো, 'ছেড়ে যাওয়া যদি সম্ভব না হয়, আমাদের সাথে যাবে ও।'

এক সেকেণ্ড ইতস্ততঃ করলো রানা। মাবাসার প্রস্তাবটা গ্রহণযোগ্য নয়, যদিও সেটাই বাস্তবসম্মত সমাধান। 'ঠিক আছে,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো ও। দেখলো, এরই মধ্যে নিজের অতিরিক্ত শার্টটা বের করে মরিয়মকে পরিয়ে দিয়েছে মনিকা।

'থ্যাঙ্ক ইউ, মিস। ইউ গুড লেডি!' খুশিতে হেসে উঠলো মরিয়ম।

'ঠিক আছে, ফ্যাশন শো শেষ করো। চলো এবার।'

মরিয়মের হাত ধরলো মাবাসা।

তাকে কিডন্যাপ করা হয়েছে, এতোক্ষণে বুঝতে পারলো মেয়েটা। রাগে, ভয়ে চিৎকার জুড়ে দিলো সে।

'সর্বনাশ!' বিস্ফোরিত হলো রানা।

'কি হলো আবার ?' জিজ্ঞেস করলো মনিকা।

'মরিয়ম একা নয়!' জানালো মাবাসা।

'কিন্তু ও-ই না বললো ওর মা-বাবাকে মেরে ফেলেছে গেরিলারা!'

'ওর ছোটো ভাই আর বোন নলখাগড়ার বনে লুকিয়ে আছে। এতো ছোটো যে নিজেদের খাবার যোগাড় করতে পারবে না। এবার কি করা হবে?' অসহায় দেখালো রানাকে।

'কি আবার করা হবে! বাচ্চাগুলোকে খুঁজে বের করি চলো। ওদেরকেও সাথে করে নিয়ে যাবো আমরা।'

'তুমি কি পাগল হলে? নাকি এতিমখানা খুলে বসেছো?'

রানার কথায় কান দিলো না মনিকা, মরিয়মের হাত ধরে টানলো। 'চলো,

নিয়ে আসি ওদের। তোমাদের সবাইকে আমরা দেখবো।'

ঘাসবনের ভেতর দিয়ে এগোলো ওরা, ওদের পিছু নিলো বাকি সবাই।

পাশের একটা ছোট্ট দ্বীপে, নলখাগড়ার বনে লুকিয়ে রয়েছে বাচ্চা দুটো। ছেলেটার বয়স হবে পাঁচ, মেয়েটার চার। মেয়েটাকে কোলে তুলে নিলো মনিকা। 'ওমা, এর দেখছি গা পুড়ে যাচ্ছে!' সত্যি তাই, থরথর করে কাঁপছে বাচ্চাটা। 'ম্যালেরিয়া! চিন্তার কিছু নেই, আমাদের কাছে ক্লোরোকুইন আছে,' মেডিক প্যাকটার দিকে হাত বাড়ালো সে।

'মনিকা, এ তোমার স্রেফ পাগলামি!' প্রতিবাদ করলো রানা। উদ্বিগ্ন দেখালো ওকে। 'ওরা সাথে থাকলে এগোতেই পারবো না আমরা। গোটা ব্যাপারটা আমার কাছে দুঃস্বপ্নের মতো লাগছে।'

'তুমি থামবে?' ধমক দিলো মনিকা। 'ক্লোরোকুইন কতোটা দেবো বলো তো? এখানে লেখা রয়েছে, বাচ্চার বয়স ছ'বছরের কম হলে ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করতে হবে। দুটো ট্যাবলেট খাইয়ে দিই, কি বলো?'

হাল ছেড়ে দিয়ে কাঁধ ঝাঁকালো রানা।

'এদের নাম কি?' মরিয়মকে জিজ্ঞেস করলো মনিকা। নাম শুনে বললো, 'উচ্চারণ করতে দাঁত ভেঙে যাবে। দরকার নেই, আমি ওদের নাম রাখছি—মিকি ও মিনি।'

'ওয়াল্ট ডিজনি মামলা ঠুকবে,' ব্যঙ্গ করলো রানা।

গ্রাহ্য করলো না মনিকা, নিজের চাদর দিয়ে মিনিকে জড়ালো সে, রানাকে বললো, 'মিনিকে তুমি বইবে।'

'কিন্তু যদি পেশাব করে দেয়, আমি ওর ঘাড় মটকাবো!' প্রতিবাদ করলো রানা।

'আর মাবাসা নেবে মিকিকে।'

মনিকার মাতৃস্নেহ উথলে উঠেছে, বুঝতে পারলো রানা। চাদরে জড়িয়ে মিনিকে পিঠে তুলে নিলো ও, ওর পিঠে বোঝার মতো ঝুলে থাকলো বাচ্চাটা, চাদরের দুই প্রান্ত এক করে গলার কাছে বেঁধে নিলো ও। এভাবে পিঠে ঝোলার অভ্যেস আছে, আরাম পেয়ে শান্ত হলো মিনি। পিঠের চামড়ায় আঁচ অনুভব করলো রানা, জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে গা। 'এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না এ-সব আমার কপালে ঘটছে। কখনো ভাবিনি বিনা বেতনে নার্সের কাজ করতে হবে আমাকে,' গজগজ করতে করতে শুকনো দ্বীপ থেকে পানিতে নেমে পড়লো রানা।

মাঝরাতের আগেই মরিয়ম প্রমাণ করলো, সে-ও ওদের উপকারে লাগবে। এলাকাটা ওর চেনা, সহজ ও সংক্ষিপ্ত পথগুলো জানা আছে। পেনডুলার সাথে সামনে থাকলো সে। লেগুন আর দ্বীপের গোলক ধাঁধার ভেতর দিয়ে ওদেরকে পথ দেখালো। মরিয়মের সাহায্য না পেলে পথ হারাতো ওরা, নদীর তীরে পৌঁছুবার আগে অন্তত কয়েকটা ঘন্টা তো অপচয় হতোই।

মাঝরাতের খানিক পর রিয়োসেভ নদীর তীরে পৌঁছুলো ওরা। সামনে হাত বাড়িয়ে নদীর অগভীর অংশটুকু দেখালো মরিয়ম। জানালো, কোথাও কোথাও পানি বুক সমান হলেও, হেঁটেই পার হওয়া যাবে।

বিশ্রাম নিতে বসলো ওরা। মেয়েরা বাচ্চাগুলোর যত্ন নিলো। গিরগিটির মাংস খাওয়ানো হলো ওদের। ওষুধ ধরেছে, মিনির জ্বর এখন অনেক কম। খাওয়াদাওয়া সেরে নলখাগড়ার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিলো পুরুষরা। নদীর পানি কালো, তারার ছবি ফুটেছে গায়ে। 'এটাই সবচেয়ে বিপজ্জনক জায়গা,' ফিসফিস করলো রানা। 'কাল সারাদিন নদীর কিনারায় হিন্দ নিয়ে টহল দিয়েছে বাওনা। ভোরের আলো ফোটার সাথে সাথে ফিরে আসবে সে। এখানে সময় নষ্ট করা বোকামি হবে। সূর্য ওঠার আগেই ওপারে যাওয়া দরকার।'

মাবাসা ম্লান কণ্ঠে বললো, 'ওপারে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে গেরিলারা।'

'তা করছে,' বললো রানা। 'তবে আমরা জানি, ওখানে ওরা আছে।'

'আপনার প্ল্যানটা ব্যাখ্যা করুন, মেজর।'

'মেয়েরা থাকুক, ওপারে গিয়ে তীরটা দখল করি আমরা। গুলি করা যাবে না, আমরা শুধু তার এবং ছোরা ব্যবহার করবো।'

ব্যাগ খুলে নিজের তারটা বের করলো রানা, হারকিউলিসের উইঞ্চ কেবল থেকে সংগ্রহ করা। তাদের দু'মাথায় দুটো কাঠের বোতাম লাগিয়ে দিয়েছিল নেবুবি, ধরতে যাতে সুবিধে হয়।

কাপড়চোপড় খুলে তিনজনই ওরা বিবস্ত্র হলো, ভিজে কাপড়ে থাকলে তীরে ওঠার সময় শব্দ হবে। প্রত্যেকের ছোরা কর্ড-এর সাথে গলায় ঝুলছে। পানিতে নামার আগে মনিকার কাছে ফিরে এলো রানা, চুমো খেলো তাকে। 'তাড়াতাড়ি ফিরে এসো,' ফিসফিস করলো মনিকা।

'নিজের দিকে খেয়াল রেখো,' পরামর্শ দিলো রানা।

নলখাগড়ার বন থেকে নিঃশব্দে পানিতে নামলো ওরা। তারার আলোয় চকচক করছে রানার নগ্ন শরীর। পানির তলায় হাত দিয়ে মুঠো মুঠো কাদা তুলে মুখে মাখলো ও। 'রেডি?'

সাত

অগভীর পানি কেটে হাঁটছে ওরা, পানির ওপর শুধু মুখ ভেসে আছে। উত্তর তীর থেকে রওনা হয়ে দক্ষিণ তীরের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে ওরা। দক্ষিণ তীরে নলখাগড়া বা জলাভূমি নেই, পাড় শুকনো খটখটে, কিনারা থেকেই শুরু হয়েছে গভীর জঙ্গল। মাঝখানে রয়েছে রানা, ওর দু'পাশে পেনডুলা ও মাবাসা। গাছপালা ঢাকা তীর কাছে চলে এলো।

রেনামোদের দেখতে পাবার আগে তাদের গন্ধ পেলো রানা। তামাক ও ঘামের গন্ধ। স্থির হলো ও, সমস্ত মনোযোগ এক করে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকলো। ওর সামনের অন্ধকার থেকে একজন লোক মৃদু কেশে গলা পরিষ্কার করলো। আওয়াজটা শুনে তার অবস্থান আন্দাজ করলো রানা। ধীরে ধীরে নিচু

হলো ও, সামনের দিকে ঝুঁকে মাটি স্পর্শ করলো, আঙুলের ডগা দিয়ে সামনে থেকে সরিয়ে দিলো শুকনো পাতা ও ডাল, তারপর এক পা এগোলো। এভাবে প্রচুর সময় নিয়ে খানিক দূর এগোবার পর আকাশের গায়ে রেনামোর গেরিলার মাথাটা দেখতে পেলো ও। একটা আরপিডি মেশিন-গানের পিছনে বসে রয়েছে লোকটা, তাকিয়ে আছে নদীর দিকে।

নড়লো না রানা, অপেক্ষায় থাকলো। পাঁচ মিনিট পেরিয়ে গেল, তারপর দশ মিনিট। প্রতিটি মিনিট যেন একটা করে যুগ। ধৈর্য ধরায় কাজ হলো– লোকটার বাম দিক থেকে আরেকজন হাই তুললো সশব্দে, সাথে সাথে তৃতীয় একজন সাবধান করে দিলো তাকে চাপা গলায়।

তিনজনের অবস্থান মনে গেঁথে নিলো রানা, নিঃশব্দে পিছিয়ে এলো বনভূমির কিনারায়। আগেই ফিরেছে মাবাসা, ওর জন্যে অপেক্ষা করছে। এক মিনিট পর ফিরলো পেনডুলা।

'তিনজন,' ফিসফিস করলো মাবাসা।

'হ্যাঁ, তিনজন,' সমর্থন করলো রানা।

'চারজন,' বললো পেনডুলা। 'পাড়ের নিচে আরো একজন আছে।'

পেনডুলার চোখকে ফাঁকি দেয়া সম্ভব নয়, তার রিপোর্ট মেনে নিলো রানা। মাত্র চারজন রেনামো ওত পেতে আছে, মনে মনে স্বস্তিবোধ করলো ও। ওর আশঙ্কা ছিলো আরো বেশি লোক থাকবে। তারমানে নদীর দক্ষিণ তীর অনেক দূর পর্যন্ত কাভার দিচ্ছে জেনারেল বাওনা, খানিক পর পর ছড়িয়ে আছে তারা। 'কোনো শব্দ নয়,' সাবধান করলো রানা। 'একটা গুলি হতে যা দেরি, চারপাশ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে আসবে রেনামোরা। পেনডুলা, পাড়ের নিচে তুমি যাকে দেখেছো। মাবাসা, যে-লোকটা কথা বললো। মাঝখানের বাকি দু'জন আমার।' বাঁ কব্জিতে জড়ানো তারটা খুললো ও। 'আমার এক নম্বর লোক দীর্ঘশ্বাস না ফেলা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে তোমরা।' কথা শেষ করে ওদের দু'জনের কাঁধ ধরে মৃদু চাপ দিলো। তিনজনই আবার পিছু হটে পানিতে নামলো।

মেশিনগানারকে সেই একই জায়গায় পেলো রানা। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ঘুরপথে তার পিছনে চলে আসছে, হালকা মেঘে ঢাকা পড়ে গেল তারাগুলো, অপেক্ষা করতে বাধ্য হলো ও। যতোই দেরি করবে ততোই শত্রুর চোখে ধরা পড়ার ঝুঁকি বাড়বে, রানার ঝোঁক চাপলো অন্ধকারে স্পর্শের সাহায্যে কাজটা সারে। কিন্তু নিজেকে দমন করলো ও। মেঘ সরে যাবার পর ধৈর্য ধরার জন্যে নিজের ওপর খুশি হয়ে উঠলো মন। মাথার ক্যাপ নামিয়ে মাথা চুলকাচ্ছে সেন্ট্রি, এই অবস্থায় গলায় তার পরাতে চেষ্টা করলে ব্যর্থ হতো ও। চিৎকার করতো সে, গুলি হতো, নদীর কয়েক মাইল কিনারা ধরে ছড়িয়ে থাকা রেনামোরা ছুটে আসতো শিকারী কুকুরের মতো।

মাথা চুলকানো শেষ করে হাত নামালো সেন্ট্রি, হাত বাড়িয়ে তার গলায় লূপটা পরিয়ে দিলো রানা। কাঠের বোতাম মুঠোর ভেতর, টান দিলো সজোরে, একই সময়ে লোকটার শিরদাঁড়ার ওপর একটা হাঁটু চেপে ধরলো। শত্রুর মাথা সামনের দিকে ঝুলে পড়লো। তারটা খুলে নিলো রানা। খোলা উইণ্ডপাইপ দিয়ে

ফোঁস করে বেরিয়ে এলো ফুসফুসে আটকে থাকা বাতাস, দীর্ঘশ্বাসের মতো শোনালো। এই শব্দের জন্যেই পেনডুলা ও মাবাসাকে অপেক্ষা করতে বলেছে রানা। ও জানে, এই মুহূর্তে ওরাও তাদের প্রতিপক্ষকে খতম করছে।

দীর্ঘশ্বাসের শব্দটা রানার দ্বিতীয় শিকার, রেনামো সেন্ট্রিকে সতর্ক করে তুললো। একমাত্র সে-ই এখনো বেঁচে আছে। 'কি ব্যাপার, হারারি? কি করছো তুমি?'

আওয়াজটা পথ দেখালো রানাকে, খাপ থেকে হাতে বেরিয়ে এসেছে ছোরা। পিছন থেকে তাকে গাঁথলো ও, বাম হাত দিয়ে, ডান হাতটা চেপে ধরলো মুখে।

ত্রিশ সেকেণ্ডের মধ্যে শেষ হলো রানার কাজ। লাশটা ছেড়ে দিয়ে সিধে হলো ও, এরই মধ্যে ওর পাশে চলে এসেছে পেনডুলা। নিজের কাজ শেষ করে রানাকে সাহায্য করতে এসেছে সে।

পুরো এক মিনিট অপেক্ষা করলো ওরা, কান পেতে থাকলো কোনো শব্দ হয় কিনা শোনার জন্যে। এমন কি পেনডুলারও ভুল হতে পারে, আশপাশে আরো সেন্ট্রি থাকা অসম্ভব নয়। তবে নদীর কিনারা থেকে ব্যাঙের ডাক ছাড়া আর কোনো আওয়াজ হলো না। 'ওদেরকে সার্চ করো,' নির্দেশ দিলো রানা। 'কিছু জিনিস কাজে লাগবে আমাদের।'

সব জিনিস এক জায়গায় জড়ো করা হলো। বাছাই করা হলো একটা রাইফেল, সমস্ত অ্যামুনিশন, ছ'টা গ্রেনেড, কিছু কাপড় ও সমস্ত খাবার। বাতিল জিনিসগুলো কাদার নিচে চাপা দেয়া হলো, লাশগুলো ভাসিয়ে দেয়া হলো স্রোতের সাথে, ভারি মেশিনগানটা ফেলা হলো পানিতে।

হাতঘড়ি দেখলো রানা। 'সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে আমাদের। ওদেরকে এবার এপারে আনতে হয়। সূর্য ওঠার আগে নদী থেকে যতোটা সম্ভব দূরে সরে যেতে হবে। আলো ফোটার সাথে সাথে ফিরে আসবে বাওনা।

দুশো ফুট ওপর থেকে নদীর কিনারায় দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোকে দেখতে পেলো জেনারেল কিরিকিটি বাওনা। দক্ষিণ তীরের জঙ্গলের কিনারায় হিন্দকে নামালো পর্তুগীজ পাইলট। ককপিট থেকে নেমে নদীর দিকে এগোলো জেনারেল। চেহারা নির্লিপ্ত হলেও, রাগে তার রক্ত টগবগ করে ফুটছে। পকেট থেকে গাঢ় রঙের চশমাটা বের করে পরে নিলো সে। সসম্ভ্রমে দু'পাশে সরে গেল গেরিলারা,পথ করে দিলো তাকে। লাশটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো বাওনা। কাদার ওপর পড়ে রয়েছে সেটা। গলার দাগ দেখেই যা বোঝার বুঝে নিলো সে। 'পদ্ধতিটা ম্যাটাবেল কুকুরদের কাছ থেকে শিখেছে মাসুদ রানা। কখন ঘটেছে?' লাশের গায়ে কাঁকড়ার কামড়ও লক্ষ্য করলো সে।

'কাল রাতে,' একটা আঙুল দিয়ে চিবুক ডলছে জেনারেল ডিপপো ডিপ। তার দুঃখ, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পাবার জন্যে অ্যামবুশ পার্টির একজনও বেঁচে নেই।

'আপনি ওদেরকে পালিয়ে যেতে দিয়েছেন,' ঠাণ্ডাসুরে অভিযোগ করলো

জেনারেল বাওনা। 'আপনি আমাকে কথা দিয়েছিলেন ওরা নদী পেরুতে পারবে না।'

'দায়ী এই বেজন্মা কুত্তাগুলো!'

'ওরা আপনার লোক,' বললো বাওনা। 'ওদের ব্যর্থতা আপনার ব্যর্থতা।'

কথাগুলো নিজের লোকদের সামনে শুনতে হলো, অপমানে কালো চেহারা লালচে হয়ে উঠলো ডিপপো ডিপের। রাগে কাঁপতে কাঁপতে চারদিকে তাকালো সে, যেন খুঁজছে কাকে শাস্তি দেয়া যায়। চোখাচোখি হবার আগেই মাথা নত করলো সবাই। হঠাৎ করে পিছিয়ে গেল জেনারেল ডিপপো ডিপ, ঝেড়ে লাথি মারলো লাশের গায়ে। 'কুত্তা!' তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে জেনারেল বাওনার দিকে ফিরলো সে।

'ওই লাথিটা, জেনারেল ডিপপো ডিপ, আপনি যদি মেজর রানার মুখে মারতেন, খুশি হতাম আমি!'

'নদীর প্রতিটি পারাপারে লোক রেখেছিলাম আমি,' শুরু করলো জেনারেল ডিপপো ডিপ, তারপর জেনারেল বাওনার কপালে ক্ষতটার ওপর চোখ পড়লো তার। হঠাৎ হাসলো সে। 'আপনি দেখছি আহত হয়েছেন, জেনারেল বাওনা। অত্যন্ত দুঃখজনক। নিশ্চয়ই মেজর রানা দায়ী নয়? না, তা কি করে হয়! আপনি অত্যন্ত চতুর মানুষ, আহত করার সুযোগ আপনি তাকে দেবেন কেন! অবশ্য, কানটার কথা আলাদা।'

রাগে বিস্ফোরিত হলো জেনারেল বাওনা। 'শুধু যদি আমার নিজের লোক থাকতো এখানে! আপনার অকর্মা কুকুরগুলো নিজেদের পিঠ মোছারও যোগ্যতা রাখে না।'

'আমার লোকেরা অন্তত বেঈমান নয়, জেনারেল বাওনা! নিজের লোকদের সম্পর্কে এই দাবি আপনি করতে পারেন কি? শুনেছি, মেজর রানার সাথে আপনার একজন লোক রয়েছে।'

যেভাবে হোক প্রতিশোধ নিতে হবে, ধরতে হবে মাসুদ রানাকে, শাস্তি দিতে হবে বেঈমান মাবাসাকে–চোখ বুজে নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করলো জেনারেল বাওনা। কয়েক মুহূর্ত পর চোখ খুললো সে, বললো, 'আমাকে মাফ করুন, জেনারেল ডিপপো ডিপ। নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিলাম। আমি জানি, সাধ্যমতো চেষ্টা করেছেন আপনি। আমরা দু'জনেই নিজেদের লোকদের অযোগ্যতার শিকার।'

ক্ষমা চাওয়ায় খুশি হলো জেনারেল ডিপপো ডিপ। তার রাগও ঠাণ্ডা হলো। 'লোকগুলো পালিয়ে গেলেও, এখন আমরা জানি ঠিক কোথায় আছে তারা। তাদের পায়ের ছাপ এখনো স্পষ্ট, ধাওয়া করার জন্যে সময় পাচ্ছি সারাটা দিন। আপনার এই কাজটা যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব শেষ করতে চাই আমি। তারপর আপনার হেলিকপ্টারের সাহায্য নিয়ে দ্বিতীয় কাজটায় হাত দেবো।'

'গুড, আপনার সাথে সম্পূর্ণ একমত আমি।'

'এরই মধ্যে আমার সেরা ট্র্যাকারদের ডেকেছি আমি,' বললো জেনারেল ডিপপো ডিপ। 'এক ঘন্টার মধ্যে পঞ্চাশজন লোক ধাওয়া করবে ওদেরকে।

আজ সন্ধ্যায় সূর্য ডোবার আগেই মেজর মাসুদ রানাকে হাতে পাবেন আপনি। এবার কোনো ভুল হবে না।'

'কোথায় আপনার ট্র্যাকাররা?'

'রেডিওতে খবর পাঠিয়েছি।'

'তাদের আনার জন্যে আমি হেলিকপ্টার পাঠাবো।'

'মূল্যবান সময় বাঁচবে।'

আকাশে উঠলো হিন্দ, ছুটলো উত্তর দিকে।

খানিক পর নদীর কিনারা ধরে রেনামোদের একটা মিছিলকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। 'ওই আসছে ওরা, আমার সেরা পঞ্চাশজন,' বাওনাকে বললো ডিপপো ডিপ, তারপর লোকগুলোর উদ্দেশ্যে চিৎকার করলো, 'আজ রাতে তোমরা প্রত্যেকে একটা করে মুরগী পাবে।'

দুই প্ল্যাটুন রেনামো নদীর কিনারায় এক লাইনে দাঁড়ালো, ট্র্যাকারদের আসার অপেক্ষায় রয়েছে। চেহারা দেখেই বুঝতে পারলো জেনারেল বাওনা, এরা সবাই দক্ষ সৈনিক, প্রথমশ্রেণীর ব্রুশ ফাইটার। যোদ্ধাদের সামনে দিয়ে বার কয়েক হাঁটলো সে। থামলো সেকশন লিডারের সামনে। 'তুমি জানো, কাকে ধাওয়া করছো?' সেকশন লিডারের সাথে সৈনিকরাও মাথা ঝাঁকালো। 'মেজর মাসুদ রানা আহত সিংহের চেয়েও বিপজ্জনক। কিন্তু তাকে আমি জ্যান্ত চাই। বুঝতে পারছো তো?'

'পারছি, জেনারেল।'

'তোমাদের সাথে রেডিও আছে। কমাণ্ড ফ্রিকোয়েন্সিতে প্রতি এক ঘন্টা পরপর রিপোর্ট চাই আমি।'

'ইয়েস, জেনারেল।'

'শিকার ধরা পড়লে সাথে সাথে জানাবে আমাকে, বাজপাখি নিয়ে পৌঁছে যাবো আমি।'

হিন্দ ফিরে আসছে, এঞ্জিনের আওয়াজ শোনা গেল। 'কাজটায় সফল হলে তোমাদেরকে পুরস্কার দেয়া হবে। কিন্তু যদি ব্যর্থ হও, শাস্তি এড়াতে পারবে না। মনে রেখো।'

হেলিকপ্টার ল্যাণ্ড করার সাথে সাথে পিছনের কেবিন থেকে লাফ দিয়ে নিচে নামলো দু'জন ট্র্যাকার। এক মুহূর্ত দেরি করলো না তারা, রানা ও ওর দলের লোকদের ছাপগুলো দেখিয়ে দেয়ার সাথে সাথে কাজে নেমে পড়লো। মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে প্রতিটি ছাপ যেন গেঁথে নিচ্ছে মনে। তাদের এই ভঙ্গি দেখে আশাবাদী হয়ে উঠলো জেনারেল বাওনা। আবার যখন সিধে হলো লোকগুলো, তাদের চেহারায় দৃঢ় আত্মবিশ্বাস লক্ষ্য করলো সে। দক্ষিণ দিকে ঘুরলো তারা, ছুটলো। তাদেরকে অনুসরণ করলো ক্যামোফ্লেজড রেনামো অ্যাসল্ট ট্রুপাররা।

'ফর্সা মেয়েটা তেমন দৌড়াতে পারবে না,' ডিপপো ডিপ বললো। 'ওরা ফ্রেলিমো লাইনে পৌঁছুবার আগেই ধরা পড়ে যাবে আমাদের হাতে। জেনারেল, আমরা ওদেরকে হেলিকপ্টার নিয়ে ধাওয়া করি না কেন?'

ইতস্তত করলো জেনারেল বাওনা। হিন্দের সমস্যার কথা ডিপপো ডিপকে জানতে দিতে চায় না সে। হিন্দের রেঞ্জ খুব বেশি নয়, সাথে করে বেশি ফুয়েলও আনা সম্ভব হয়নি, পর্তুগীজ পাইলট ভয় পাচ্ছে টারবোগুলো সার্ভিসিং করা না হলে বিপদ ঘটতে পারে, স্টারবোর্ড এঞ্জিনটায় এরই মধ্যে ত্রুটি দেখা দিয়েছে–এ-সব কথা জানানো মানে নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করা। 'না, আমি এখানেই অপেক্ষা করবো,' বললো সে। 'ওরাই আমাকে রেডিওতে ডাকবে। তখন যাবো আমি।'

চশমাটা চোখে ভালো করে পরলো বাওনা, এগোলো হিন্দের দিকে। মেইন ককপিটের নিচে তার জন্যে অপেক্ষা করছে পাইলট। 'এঞ্জিনের কি অবস্থা?' পর্তুগীজ ভাষায় জিজ্ঞেস করলো বাওনা।

'ত্রুটিটা ধরতে পারছি না,' বললো পাইলট। 'মাঝে মধ্যেই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। মেরামত দরকার।'

'ফুয়েল?'

'মেইন ট্যাংকের চার ভাগের তিন ভাগ খালি হয়ে গেছে।'

'ফুয়েল নিয়ে পোর্টাররা আমাদের ফরওয়ার্ড বেসে পৌঁছুবে কাল সকালে। রাতে এঞ্জিনিয়াররা ওটার ওপর কাজ করতে পারবে। কিন্তু আজ সারাটা দিন, সন্ধ্যা পর্যন্ত, ওটাকে প্রস্তুত অবস্থায় চাই আমি। কালপ্রিটরা ধরা পড়লে যেতে হবে আমাকে।'

কাঁধ ঝাঁকালো পাইলট। আপনি যদি এঞ্জিনটার ওপর ভরসা রাখেন, আকাশে উঠতে আমার কোনো আপত্তি নেই।'

'রেডিও শুনুন,' নির্দেশ দিলো জেনারেল বাওনা। 'ভাগ্য ভালো হলে আগামী কয়েক ঘন্টার মধ্যে সব মিটে যাবে।'

পালাও! ছোটো! জোরে! আরো জোরে! এখন আর হাঁটছে না ওরা। মনিকাও ছুটছে, এমন কি রানার আগে চলে গেছে সে। সবার ঘাড়েই ভর করেছে আতঙ্ক নামের এক ভূত, বিরতিহীন তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে ওদের। রানা বুঝতে পারলো, এভাবে আর বেশি দূর যেতে পারবে না মনিকা। ছুটছে বটে, কিন্তু অনেক আগেই পৌঁছে গেছে ক্লান্তির চরম সীমায়, যে-কোন মুহূর্তে আছাড় খেয়ে পড়ে যেতে পারে সে। একবার পড়লে না-ও উঠতে পারে। রানা লক্ষ্য করলো, অসম্ভব রোগা হয়ে গেছে মেয়েটা, তার পিঠের দু'পাশে শার্টটা পতাকার মতো পত পত করছে, কাঁটাঝোপ ও ক্ষুরের মতো ধারালো ঘাসের কিনারা ট্রাউজারের পায়া খেয়ে ফেলেছে, ছোটো হতে হতে উঠে গেছে উরুতে, পায়ার কিনারা থেকে ঝুলছে অসংখ্য সুতো। অনবরত হাঁপাচ্ছে মনিকা, নদী পার হবার পর কয়েক ঘন্টা কোনো বিশ্রাম পায়নি, তবু কোনো অভিযোগ নেই।

হাত বাড়িয়ে তার কাঁধ স্পর্শ করলো রানা। 'থামো। দশ মিনিট।'

থামলো মনিকা, রানা ধরে না ফেললে পড়েই যাচ্ছিলো। একটা মেহগনি গাছের নিচে বসালো তাকে ও, পানির বোতলটা ধরিয়ে দিলো হাতে।

'মিনিকে আমার কোলে দাও, ওর ওষুধ খাওয়ার সময় হয়েছে।' ক্লান্তিতে

খসখসে শোনালো মনিকার গলা। পিঠ থেকে নামিয়ে বাচ্চাটাকে তার কোলে দিলো রানা।

'দশ মিনিট, মনে আছে তো?'

এই সুযোগে ব্যাগ থেকে রেডিওটা বের করলো মাবাসা। তার একপাশে হামাগুড়ি দেয়ার ভঙ্গিতে স্থির হয়ে রয়েছে মিকি, আরেক পাশে মরিয়ম, দু'জনের চোখেই অপার বিস্ময়। ব্যাণ্ড বাছাই করছে মাবাসা, যান্ত্রিক শব্দজটের সাথে ভেসে এলো আফ্রিকার বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা। তারপর স্পষ্ট একটা গলা শোনা গেল, শাঙ্গানি ভাষায় কথা বলছে, ভারি উত্তেজিত।

'খুব, খুব কাছে,' বললো লোকটা। 'ধরে ফেলবো এবার!'

সাথে সাথে আরেকটা গলা পাওয়া গেল। 'থেমো না। গতি বাড়াও! তাড়া করো! কোনোভাবেই যেন পালাতে না পারে। ধরা পড়ার সাথে সাথে খবর দেবে আমাকে।' কার গলা, বলে দেয়ার দরকার নেই।

'ঠিক আছে, জেনারেল।'

বার্তা বিনিময় শেষ হলো। রানা ও মাবাসা পরস্পরের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকালো।

'খুবই কাছে,' বললো শাঙ্গানি সার্জেন্ট। 'ওদেরকে আমরা এড়াতে পারবো না।'

'তুমি হয়তো গা বাঁচাতে পারো,' বললো রানা, 'একা চেষ্টা করলে।'

ইতস্তত করলো মাবাসা, আড়চোখে মরিয়মের দিকে তাকালো। কিশোরী মরিয়ম কোনো লজ্জা করলো না, সরাসরি অপলক তাকিয়ে থাকলো, আরো একটু সরে এলো মাবাসার দিকে, সে-ই যেন তার নিরাপদ আশ্রয়। ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে খুক করে কাশলো মাবাসা, অপ্রতিভভাবে মাথা চুলকালো। 'না, আমি থাকবো,' বিড় বিড় করলো সে।

হেসে উঠলো রানা, তিক্ত কণ্ঠে বললো, 'ছুঁড়িটা দেখছি তোমাকে সত্যি গেঁথে ফেলেছে! কিন্তু ওরাই আমাদের সবার মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াবে, বুঝতে পারছো কি?' ইংরেজিতে বললো রানা, কিছুই বুঝলো না মাবাসা, ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকলো সে।

পেনডুলার দিকে তাকালো রানা। ঝট করে সিধে হলো সে। 'রেডিওতে ওটা বাওনার গলা ছিলো,' সোয়াহিলি ভাষায় বললো রানা।

'একটা কেউটে ফোঁস ফোঁস করছিল।' মাথা ঝাঁকালো পেনডুলা।

'আমাদের ছাপ ধরে ছুটে আসছে শত্রুরা। বাওনার কাছে খবর পাঠালো, আমাদের নাগাল পেয়ে যাচ্ছে। কাজে লাগাতে পারি এমন কোনো কৌশল আছে আর, মাথামোটা বন্ধু?'

'আগুন?' প্রস্তাব দিলো পেনডুলা, কিন্তু বলার সুরে তেমন উৎসাহ নেই।

মাথা নাড়লো রানা। 'যেদিকে যাবো আমরা বাতাস সেদিকেই বইছে, বনে আগুন দিলে নিজেদেরকেই পুড়িয়ে মারা হবে।'

মাথা নত করলো পেনডুলা। 'মেয়েমানুষ আর বাচ্চাগুলোকে যদি সাথে রাখি, কোনো কৌশলই আর কাজে লাগবে না,' স্বীকার করলো সে। 'আমরা

জোরে ছুটতে পারছি না, আর পিছনে যে ছাপ রেখে আসছি একজন কানা লোকও তা দেখতে পাবে।' ছোট্ট মাথাটা নাড়লো সে, বিষাদের ছায়া পড়লো চেহারায়। 'একটাই কাজ বাকি আছে শুধু, এক জায়গায় থেমে ওদের সাথে যুদ্ধ করা। আর, তারপর, মাই গুড বস্, আমরা সবাই মারা যাবো।'

'ফিরে যাও, পেনডুলা। দেখে এসো আমাদের কতোটা পেছনে তারা। আমরা সামনে এগোই, যুদ্ধ করার একটা জায়গা খুঁজে বের করি।' পেনডুলাকে এক মুহূর্তের জন্যে আলিঙ্গন করেই ছেড়ে দিলো রানা। গাছপালার ভেতর তাকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখলো ও, তারপর মনিকার দিকে ফিরলো। চেহারায় হাসি-খুশি ভাব আনার চেষ্টা করলো। 'আমাদের রোগিণী কেমন আছে ? আগের চেয়ে যেন ভালো মনে হচ্ছে!'

'জাদুর মতো কাজ করেছে ক্লোরোকুইন।' শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে মিনিকে লুফে নিলো মনিকা । মুখের ভেতর আঙুল পুরে চুকচুক করে চুষছে মেয়েটা। রানার দিকে চোখ পড়তে খিলখিল করে হেসে উঠলো।

হেসে উঠলো মনিকাও। 'আরো অনেক ভক্ত বাড়লো তোমার। ভাগ্যিস তুমি ছোটো, তা না হলে ওর সাথে প্রতিযোগিতা করতে হতো আমাকে!'

'এক নম্বর পাজি, শুধু ঘাড়ে চড়ে বেড়ানোর মতলব।' মিনির মাথায়, নরম চুলে, হাত বুলিয়ে দিলো রানা। 'এসো, লক্ষ্মী, ঘোড়ার পিঠে বসো!' রানার দিকে হাত দুটো বাড়িয়ে দিলো মিনি, ছোঁ দিয়ে তুলে তাকে পিঠে নিলো রানা, চাদরে বাঁধলো।

কোমরে হাত দিয়ে, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে ধীরে ধীরে দাঁড়ালো মনিকা। রানার গায়ে দু'সেকেণ্ড হেলান দিয়ে থাকলো সে। 'একটা কথা জানো কি? যতোই কঠোরতার ভান করো, আসলে সত্যিই ভালোমানুষ তুমি।'

'তাহলে সত্যি তোমাকে বোকা বানাতে পেরেছি!'

'আমি তোমাকে তোমার নিজের বাচ্চাসহ দেখতে চাই,' ফিসফিস করে বললো মনিকা।

'এবার তুমি সত্যি আমাকে আতঙ্কিত করে তুলছো। চলো ছুটি, তা না হলে উদ্ভট আরো কতো কি মাথায় আসবে!'

কিন্তু ছোটার সময়ও চিন্তাটা রয়ে গেল রানার মাথায়--নিজের একটা সন্তান, ভালোবাসার এই পাত্রীর কাছ থেকে উপহার হিসেবে পাওয়া, মন্দ কি! রানা ভাবছে, পিছন থেকে নরম দু'টো হাত ওর দাড়ি ধরে টানলো। হাত দুটো যেন একজোড়া প্রজাপতি, নিজের মুঠোয় নিয়ে আদর করলো রানা। কিন্তু স্বপ্নটা স্বপ্নই থেকে যাবে, বিষণ্নমনে ভাবলো ও। কোনোদিনই সন্তানের মুখ দেখা হবে না ওর। না, সম্ভব নয়। না ছেলে, না মেয়ে। সব প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। হিংস্র পশুদের পালটা ঘাড়ের একেবারে পিছনে বিষাক্ত নিঃশ্বাস ফেলছে। তাদেরকে ফাঁকি দেয়ার কোনো পথই খোলা নেই। পালাবার সব পথই বন্ধ হয়ে গেছে, বাকি আছে শুধু শেষবারের মতো কোনও একটা জায়গায় দাঁড়ানো। তারপর মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার আনুষ্ঠানিকতা। ওখানে একবাব দাঁড়ানোর পর ভবিষ্যৎ বলে কিছু থাকবে না। ইতি ঘটবে জীবনের।

মনটা এতোই বিষণ্ন হয়ে উঠলো যে টেরই পেলো না কোথায় পা ফেলছে বা চারপাশে কি রয়েছে। বনভূমির কিনারা ছাড়িয়ে আসার পর খেয়াল হলো ওর-ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ও। ওর সামনে অকস্মাৎ দাঁড়িয়ে পড়েছে মনিকা, তার সাথে ধাক্কা খেতে যাচ্ছিলো রানা। মনিকার পাশে থামলো ও. নিজেদের চারদিকে বিহ্বলদৃষ্টিতে তাকালো।

কেটে সাফ করা হয়েছে বন। যতোদূর দৃষ্টি যায়, খালি ও ফাঁকা, প্রকাণ্ড মহীরুহগুলোকে যেন প্রচণ্ড কোনো ঝড় গোড়া থেকে উপড়ে নিয়ে গেছে। রয়ে গেছে শুধু গুঁড়ি; কাঁচা, রক্তের মতো লাল। এলোমেলো হয়ে আছে মাটি. ক্ষতবিক্ষত, ও-সব জায়গায় আছাড় খেয়েছে বিশালকায় কাণ্ডগুলো। গাঢ় রঙের কাঠের গুঁড়ো স্তূপ হয়ে রয়েছে এখানে-সেখানে,ওখানে করাত দিয়ে ডাল কাটা হয়েছে, সাইজ করা হয়েছে কাণ্ডগুলো। বাতিল ডালপালার ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে মূল্যবান বড় টুকরোগুলোকে, মাটিতে তার দাগ রয়েছে এখনো।

রানার পাশে থামলো মরিয়ম। 'এখানেই আমার বাপ-চাচাকে জোর করে ধরে আনে ওরা,' মৃদুকণ্ঠে বললো সে। 'লোহার চেইন দিয়ে বেঁধে কাজ করিয়েছে তাদের, যতোক্ষণ না হাতের মাংস খসে খসে পড়ে। খেতে দেয়নি, চাবুক মেরেছে। মারা যাবার পর পুঁতে ফেলেছে মাটিতে।'

'কতো লোক?' জিজ্ঞেস করলো রানা। 'এই বিশাল বন কিভাবে কাটা হলো!'

'সম্ভবত প্রতিটি গাছ পিছু দু'জন করে মারা গেছে,' বিড়বিড় করলো মরিয়ম। 'হাজার হাজার লোককে ধরে আনে ফ্রেলিমোরা।' দিগন্তরেখার দিকে হাত তুললো সে। 'এখন তারা আরো দক্ষিণে গাছ কাটছে। একটা গাছকেও দাঁড়িয়ে থাকতে দেবে না।'

মনিকার সরু কাঁধে হাত রাখলো রানা, অপর হাত দিয়ে বাচ্চাটাকে পিঠে সাথে চেপে ধরলো। ঘুরলো ও, ফেলে আসা পথের দিকে তাকালো পেনডুলাকে দেখতে পেলো ও, রিপোর্ট নিয়ে ফিরে আসছে সে। তার হাঁটার ভঙ্গিটা বানরের মতো, তবে আজ সে অত্যন্ত অস্থির ও সন্ত্রস্ত। তার চেহারায় মৃত্যুভয় দেখতে পেলো রানা।

'ওরা খুব কাছে চলে এসেছে, গুড বস। ওদেরকে পথ দেখাচ্ছে দু'জন ট্র্যাকার। তাদের কাজ দেখেছি আমি, ফাঁকি দেয়া সম্ভব হবে না। অত্যন্ত দক্ষ তারা।'

'মোট কতোজন ট্রুপার?' রানার চেহারা নির্লিপ্ত, মনের ভয়টা চোখে ফুটতে দিলো না।

'একটা উপত্যকায় যতো ঘাস থাকে তারচেয়ে কম নয়,' জবাব দিলো পেনডুলা। 'শিকারী কুকুরের মতো গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে ছুটে আসছে তারা সবাই মারমুখো, বেয়াড়া যোদ্ধা; মড়াখেকো। আমরা তিনজন তাদের বিরুদ্ধে দু'মিনিটের বেশি দাঁড়াতে পারবো না।'

চারদিকে তাকালো রানা। ফাঁকা যে-জায়গাটায় দাঁড়িয়ে আছে ওরা.

পাইকারি হত্যাযজ্ঞের জন্যে আদর্শ, হাঁটু সমান উঁচু মোটা গুঁড়ি ছাড়া কোথাও কোনো আড়াল নেই। খোলা জায়গা দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত, তবে চওড়ায় দুশো মিটারের বেশি হবে না। এই দুশো মিটারের পর, একদিকে পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে রয়েছে বাতিল ও পরিত্যক্ত ডালপালা, পাতাগুলো এরই মধ্যে রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে। ডালগুলোর পাহাড় ব্যারিকেড হিসেবে কাজ দেবে। 'ওগুলোর ভেতর দাঁড়াবো আমরা,' দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে হাতছানি দিলো রানা, মাবাসাকে কাছে ডাকলো।

এক ছুটে ফাঁকা জায়গাটুকু পেরিয়ে এলো ওরা। দলের মাঝখানে মেয়েরা। মরিয়ম তার ভাইয়ের হাত ধরে আছে। তাদের পাশে রয়েছে মাবাসা, পাহারাদারের ভূমিকায়। প্রকাণ্ডদেহী শাঙ্গানি সার্জেন্ট রেডিও প্যাক ছাড়াও রেনামোদের কাছ থেকে পাওয়া অ্যামুনিশন ও রসদ বহন করছে, ক্লান্ত হয়ে পড়লে মিকিকেও মাঝে মধ্যে কাঁধে তুলে নিয়েছে সে। রানা জানে, মরিয়ম ও মিকির দায়িত্ব মাবাসার ওপর ছেড়ে দেয়া যায়।

মাবাসাকে কোনো নির্দেশ দেয়ার দরকার হলো না। রানার মতো তারও রয়েছে একজন সৈনিকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, ডাল কেটে জড়ো করা এমন একটা স্তূপের দিকে এগোলো সে যেটাকে দুর্গের প্রাচীরই বলা চলে, ওখান থেকে ফাঁকা জায়গায় গুলি করার সবচেয়ে বেশি সুবিধেও পাওয়া যাবে।

দ্রুত পজিশন নিলো ওরা, ভারি কিছু ডাল টেনে এনে আশ্রয়টাকে যতোটা সম্ভব দুর্ভেদ্য করলো। যে যার অস্ত্র ও অ্যামুনিশন মাটিতে নামিয়ে রাখলো, আক্রমণকারীদের প্রথম হামলাটা ঠেকাবার জন্যে সামান্য যে উপকরণ আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত হতে শুরু করলো।

মনিকা ও মরিয়ম বাচ্চাদের নিয়ে আরো খানিক পিছনে সরে গেছে। ওখানে নিচের দিকে ডেবে আছে মাটি, আর খুব মোটা একজোড়া গুঁড়ি তৈরি করেছে নিরাপদ আড়াল। প্রস্তুতি শেষ করে পিছিয়ে মনিকার পাশে চলে এলো রানা। 'গোলাগুলি শুরু হবার সাথে সাথে, আমি চাই, মরিয়ম আর বাচ্চাদের নিয়ে ছুটবে তুমি,' বললো ও। 'ছুটবে দক্ষিণ দিকে···।' মনিকা মাথা নাড়ছে দেখে থেমে গেল। লক্ষ্য করলো, চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে আছে তার।

'ছুটতে ছুটতে অনেক দূর এসেছি, আর নয়,' বললো মনিকা। 'তোমার সাথে ছিলাম, তোমার সাথে থাকবো।' রানার একটা বাহু ধরলো সে। 'না, তর্ক করো না। শুধু সময় নষ্ট করা হবে।'

'মনিকা!'

'প্লীজ, না!' অনুনয় করলো মনিকা। 'হাতে আমাদের সময় কম, তর্ক করে নষ্ট করো না।'

ঠিকই বলছে মনিকা, জানে রানা। একা দৌড়ে পালাবার চেষ্টা করার কোনো অর্থই হয় না, বিশেষ করে মরিয়ম ও বাচ্চাগুলোকে নিয়ে। ওদের ধাওয়া করবে পঞ্চাশজন রেনামো।

'ঠিক আছে,' বললো রানা, বেল্ট থেকে টোকারেভ পিস্তলটা বের করলো। 'এটা রাখো।'

'কেন?' অস্ত্রটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে মনিকা, চোখের দৃষ্টিতে বিতৃষ্ণা।
'আমার ধারণা তুমি জানো।'
'তুমি আমাকে নেবুবির পথে যেতে বলছো?'
মাথা ঝাঁকালো রানা। 'বাওনার পথে যাওয়ার চেয়ে সহজ হবে সেটা।'
মাথা নাড়লো মনিকা। 'আমি পারবো না,' ফিসফিস করলো সে। 'আর যদি কোনো উপায় না-ই থাকে, একেবারে শেষ মুহূর্তে, আমার হয়ে তুমি পারবে না কাজটা করতে?'
'চেষ্টা করবো,' বললো রানা। 'তবে মনে হয় না সাহসে কুলোবে। নাও, রাখো, শুধু যদি প্রয়োজন হয়।'
অনিচ্ছাসত্ত্বেও পিস্তলটা নিলো মনিকা, বেল্টে গুঁজে রাখলো। 'এবার চুমো খাও,' ধরা গলায় বললো সে।
পরস্পরকে আলিঙ্গন করতে যাচ্ছে, ওদেরকে বাধা দিলো পেনডুলার শিস। 'তোমাকে আমি ভালোবাসি,' মনিকার কানে বিড়বিড় করলো রানা।
'আমি তোমাকে অনন্তকাল ভালোবাসবো,' উত্তর দিলো মনিকা, অনেক কষ্টে দমিয়ে রাখলো কান্নাটাকে।

আট

হামাগুড়ি দিয়ে মরা কাঠের স্তূপে ফিরে এলো রানা। পেনডুলার পাশে মাথা নিচু করলো, দুটো ডালের ফাঁক দিয়ে তাকালো বনভূমির কিনারায়।
কয়েক মিনিট পেরিয়ে গেল, কিছুই দেখতে পেলো না রানা। তারপর ছায়ার মতো কি যেন একটা স্যাঁৎ করে সরে গেল, খাড়া দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকটা গাছের ফাঁকে। একেএম রাইফেলের পিস্তল গ্রিপে ডান হাত রাখলো রানা, তুললো সেটা, মুখের একপাশে বাট্‌স্টক ঠেকালো।
রোদ ঝলমলে বিকেল, নিস্তব্ধতার ভেতর দিয়ে বয়ে চলেছে সময়। কোনো পাখি ডাকছে না, কোনো প্রাণী নড়ছে না। এভাবে অনেকক্ষণ কেটে গেল। তারপর হঠাৎ করেই বনভূমির কিনারা থেকে শিস দিলো একটা পাখি, তারই সাথে কিনারা ছাড়িয়ে ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে এলো মানুষের একটা আকৃতি, আধ সেকেণ্ডেরও কম সময়ের জন্যে। মোটা একটা গাছের গুঁড়ির পিছনে গা ঢাকা দিয়েছে সে। সে-ও গা ঢাকা দিলো, অমনি বনভূমির কিনারা থেকে আরেকটা আকৃতি ছিটকে বেরিয়ে এলো, একশো মিটার বাম দিকে। এ লোকটাও চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল, তার অদৃশ্য হওয়ার সাথে সাথে ডান দিকে বেরিয়ে এলো তৃতীয় রেনামো গেরিলা।
মনে মনে হতাশ হলো রানা। চরম সতর্কতা অবলম্বন করছে রেনামোরা, দল বেঁধে তো নয়ই, এমনকি একসাথে দু'জনও আসছে না। মাঝখানে বড় বড় ফাঁক রেখে ছড়িয়ে রয়েছে তারা, সামনে বাড়ছে একজন একজন করে। প্রতি

দলে তিনজন হলেও, তিনজনই আলাদাভাবে বাড়ছে সামনে। তারমানে একটাকে গুলি করার সুযোগ পাবে রানা। তিনজনের মধ্যে কোনটাকে? সবচেয়ে বিপজ্জনক বলে মনে হবে যাকে। সম্ভবত মাঝখানের লোকটাকে, ভাবলো ও।

ঠিকই আন্দাজ করেছে রানা। আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে তিন নম্বর রেনামো, গুঁড়ির ওপর তার হাত দেখতে পেলো ও। দলের একজনকে সামনে বাড়ার সংকেত দিলো সে। সে-ই লিডার, সবচেয়ে বিপজ্জনক শত্রু, কাজেই তাকে আগে খতম করা দরকার।

আরো কাছে আসুক। একেএম স্নাইপিং রাইফেল নয়, দূরত্ব একশো মিটারের বেশি হলে ভরসা রাখা যায় না। রাইফেলের সাইটে তাকে পাবার জন্যে অপেক্ষায় থাকলো রানা।

কাছে মানে তার চোখ দেখতে পেতে হবে। আরো দু'বার দেখা গেল তাকে, দু'বারই আড়াল নিয়েছে গুঁড়ির পিছনে। আরো কাছে না এলেও চলবে, এবার ফাঁকা জায়গায় তাকে বেরুতে দেখলেই গুলি করবে রানা।

বেরুলো সে। বুকে নয়, পেট লক্ষ্য করে ট্রিগার টানলো রানা। কষ্ট পেয়ে মরুক, তার কষ্ট দেখে ভয় পাক সঙ্গীরা। নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে পড়া আহত যোদ্ধা সঙ্গীদের মনোবল চুরমার করে দেয়, রানার জানা আছে। পেটেই লাগলো ৭.৬২ বুলেট, পাকা মেঝেতে তরমুজ পড়ার মতো শব্দ হলো। পাতা ও ডালের আবর্জনায় অদৃশ্য হয়ে গেল লোকটা।

সাথে সাথে জঙ্গলের কিনারা থেকে একসাথে গর্জে উঠলো অনেকগুলোএ/কে ফরটিসেভেন। এলোপাতাড়ি গুলি হচ্ছে দেখে রানা বুঝতে পারলো, ওকে তারা দেখতে পায়নি বা জানে না কোথেকে গুলিটা ছোঁড়া হয়েছে। একটু পরই আবার নিস্তব্ধতা নেমে এলো, তারমানে অ্যামুনিশন অপচয় করতে রাজি নয় রেনামোরা। আবারও হতাশ হলো রানা। গেরিলারা অত্যন্ত অভিজ্ঞ, তাদের ট্রেনিঙে কোনো খুঁত নেই। খুব বেশিক্ষণ তাদেরকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না।

আবর্জনার ভেতর থেকে চিৎকার করছে আহত রেনামো। রানা জানে, তার সঙ্গীরা এবার দু'পাশ থেকে এগোবার চেষ্টা করবে। কিন্তু দু'পাশের কোন্‌দিক থেকে? ডান, না বাম? যেন ওর প্রশ্নের উত্তরেই বনভূমির ভেতর ছায়ার মতো কি যেন নড়ে উঠতে দেখলো রানা। 'মাবাসা,' নরম সুরে ডাকলো রানা। 'ডান দিক থেকে আসতে চাইছে ওরা। এখানে থাকো। মাঝখানটায় নজর রাখো।'

ক্রল করে পিছিয়ে এলো রানা, সিধে হয়ে দাঁড়ালো, তারপর ছুটলো ডান দিকে।

চারশো মিটার ছুটে থামলো রানা, হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়লো ডালপালার স্তূপে, কিনারায় পৌঁছে থামলো। উঁকি দিলো ও, সামনে ফাঁকা জায়গা, তারপর বনভূমির কিনারা। কিনারায় চোখ বুলালো ও। পজিশনটা ঠিকই বেছেছে, ওর কাছ থেকে একশো গজ ডানদিকে রেনামোদের দেখতে পেলো ও, জঙ্গলের কিনারা থেকে বেরিয়ে আসছে, আটজনের একটা দল। গাছের গুঁড়িগুলোকে আড়াল হিসেবে ব্যবহার করছে তারা, সবার আগে রয়েছে দলনেতা। তবে

একজন একজন করে নয়, প্রতিটি আড়াল থেকে দু'তিনজন করে বেরিয়ে আসছে তারা। ফাঁকা জায়গাটার মাঝখানে আসতে দিলো রানা দলটাকে, তারপর স্লাইড টেনে অটোমেটিক পজিশনে আনলো একেএম-কে। ট্রিগার টানলো রানা, টেনে রাখলো।

সেকশন লিডার যেন হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। তার সাথেই পড়লো পাশের লোকটা। তৃতীয় লোকটা ছিলো ওদের দু'জনের পিছনে; ঝাঁকি খেলো সে, একটা হাত উঠে গেল কাঁধে। প্রথম দু'জন, রানা দেখেছে, মাথায় গুলি খেয়েছে। 'তিনজন,' ম্যাগাজিন বদল করার সময় বিড়বিড় করলো রানা। চেয়েছিল অন্তত একজনকে ফেলবে, আশা করেছিল দু'জন পড়বে।

দলের বাকি লোকগুলো ঘুরে দাঁড়িয়েছে, পালিয়ে যাচ্ছে জঙ্গলের দিকে। জঙ্গলের কিনারায় তারা পৌঁছুতে পারেনি, আবার গুলি করলো রানা। মনে হলো অন্তত একজনকে লেগেছে, পড়তে পড়তেও পড়লো না, অদৃশ্য হয়ে গেল গাছপালার ভেতর।

প্রায় সাথে সাথে মাঝখান থেকে গর্জে উঠলো কয়েকটা এ/কে রাইফেল। আড়াল থেকে লাফ দিয়ে সিধে হলো রানা, ছুটলো মাবাসার কাছে ফেরার জন্যে।

ছুটছে ও, ওপারের জঙ্গল থেকে ওকে লক্ষ্য করে গুলি করলো একজন রেনামো। মাথার কাছ ঘেঁষে ছুটে গেল একটা বুলেট। চাবুকের মতো ওই শব্দটা রানার রক্তস্রোতে যেন বিপুল উত্তেজনা ও রোমাঞ্চ ঢেলে দিলো। মাথা নিচু করে ছোটার গতি বাড়িয়ে দিলো ও। গোটা ব্যাপারটা উপভোগ করছে ও, আতঙ্কের ফণা তোলা ঢেউ-এর মাথায় চড়ে বসেছে যেন।

তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়েছে মাঝখানটায়। খোলা জায়গা দিয়ে ছুটে আসছে রেনামোরা। মাবাসার পাশে এসে রানা দেখলো, ফাঁকা জায়গাটা প্রায় পেরিয়ে এসেছে তারা, আর মাত্র আট-দশটা গুঁড়ি পার হলেই ঢুকে পড়বে ডালপালার পাহাড়ে। ম্যাগাজিন ভরাই ছিলো, প্রথমে এলোপাতাড়ি গুলি চালালো ও, নির্দিষ্ট কাউকে লক্ষ্য করে নয়। ওদের ডিফেন্স যে হঠাৎ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, সাথে সাথে টের পেলো শত্রুরা, এগোবার গতি শ্লথ হলো তাদের, গুঁড়ির আড়াল থেকে বেরুতেই ইতস্তত করছে।

শত্রুর গতি মন্থর করে দেয়ার পর টার্গেট বাছাইয়ে মনোযোগ দিলো রানা। এরপর গুঁড়ির আড়াল থেকে বেরুতেই একজনকে ফেলে দিলো মাবাসা, আরেকজনকে ফেললো রানা। তাতেই প্রতিহত করা গেল হামলা। সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে রেনামোরা, তাদের আরেকজন গুলি খেলো। ভেঙে গেল ঝাঁকটা, বিশৃঙ্খল হয়ে পড়লো। এদিক থেকে তুমুল গুলিবর্ষণ শুরু করলো রানা ও মাবাসা। সুবিধে হবে না বুঝতে পেরে পিছু হটতে শুরু করলো রেনামোরা।

'দু'জনকে!' রানার উদ্দেশ্যে চিৎকার করলো মাবাসা। 'দু'জনকে ফেলেছি আমি!' কিন্তু রানার বাহুতে টান দিলো পেনডুলা, হাত বাড়িয়ে বাম দিকটা দেখাচ্ছে। ঘাড় ফেরাতে রেনামোদের একটা দলকে পলকের জন্যে দেখতে পেলো রানা, ফাঁকা জায়গাটুকু পেরিয়ে এপারে চলে এসেছে, ঢুকে পড়ছে পাহাড়

সমান উঁচু ভাঙা ডালপালার রাজ্যে। মাঝখানে বা ডান-দিকে আক্রমণটা ছিলো ধোঁকা, রেনামোদের আসল উদ্দেশ্য ছিলো বাম দিক থেকে এপারে আসা। এই মুহূর্তে ওদের পিছন দিকে আসছে দশ থেকে বারোজনের একটা দল। কয়েক মিনিটের মধ্যে ঘিরে ফেলবে ওদেরকে, কোণঠাসা হয়ে পড়বে ওরা।

'মাবাসা, ওরা আমাদের পিছনে চলে এসেছে,' বললো রানা।

'বাধা দেয়ার কোনো উপায় নেই,' জবাব দিলো মাবাসা। 'সংখ্যায় ওরা অনেক বেশি।'

'ওদেরকে ঠেকাবার জন্যে পিছনে যাচ্ছি আমি। মেয়েদের সাথে থাকবো।'

'ওরা আক্রমণ করবে বলে মনে হয় না,' মাবাসা বললো। 'ঘিরেই তো ফেলেছে, আক্রমণ করবে কেন? বাজপাখি না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে ওরা।'

অটোমেটিক রাইফেল থেকে এক পশলা গুলিবর্ষণ হলো, ঝট্ করে মাথা নিচু করলো ওরা।

'আমাদের এখানে আটকে রাখার জন্যে গুলি করছে ওরা,' রানাকে জানালো মাবাসা। 'শুধু শুধু আরো লোক হারাবার ঝুঁকি নেবে না।'

'হেলিকপ্টার আসতে কতোক্ষণ লাগবে?' নিজের আন্দাজটা মিলিয়ে নিতে চাইলো রানা।

'এক ঘন্টার বেশি নয়,' বললো মাবাসা। 'তারপর সব শেষ।'

ঠিকই বলছে মাবাসা। হিন্দের বিরুদ্ধে কারুরই কিছু করার নেই। কোনো কৌশলই খাটবে না।

'তোমাকে আমি এখানে রেখে যাচ্ছি,' আবার বললো রানা, ক্রল করে ফিরে এলো গর্তটার মাঝখানে, মনিকার পাশে।

'কি খবর?' ব্যাকুলস্বরে জানতে চাইলো মনিকা, দু'চোখে প্রত্যাশা। তার কোলে খেলা করছে মিনি।

'আমাদের পিছনেও চলে এসেছে ওরা,' সংক্ষেপে বললো রানা। 'আমাদেরকে ঘিরে ফেলেছে।' এখন আর লুকিয়ে কোনো লাভ নেই। এ/কে-র খালি ম্যাগাজিনগুলো মনিকার পাশে রাখলো ও। 'মাবাসার ব্যাগে স্পেয়ার অ্যামুনিশন আছে। কিভাবে ভরতে হয় জানো তুমি।'

ব্যস্ত থাকুক মনিকা। পরবর্তী এক ঘন্টা বেঁচে থাকাটা অত্যন্ত কষ্টকর ও বেদনাদায়ক হবে। ক্রল করে গর্তের ঠোঁট পর্যন্ত উঠলো রানা, কিনারা থেকে উঁকি দিলো।

ওর পঞ্চাশ ফুট সামনে শুকনো তামাটে পাতার ভেতর কি যেন নড়লো। শুকনো ঝোপ লক্ষ্য করে এক পশলা গুলি করলো ও। পাল্টা জবাব দিলো চার-পাঁচটা রাইফেল, ওদিক থেকেই। এ/কে বুলেট বাতাসে শিস কেটে আশপাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল, বিস্ফোরণের শব্দে ভয় পেয়ে ককিয়ে কেঁদে উঠলো মিনি।

মিনিটগুলো ধীরগতিতে বয়ে যাচ্ছে। মাঝে মধ্যে নিস্তব্ধতা ভাঙছে রেনামোদের রাইফেল। মাবাসার কথাই ঠিক হলো, হিন্দের জন্যে অপেক্ষা করছে ওরা।

হামাগুড়ি দিয়ে রানার পাশে উঠে এলো মনিকা, বুলেট ভরা ম্যাগাজিনগুলো

ওর ডান কনুইয়ের কাছে রাখলো।

'ক'বাক্স আছে আর?' জানতে চাইলো রানা।

'দশ।' রানার আরো একটু কাছে সরে এলো মনিকা।

মাবাসার ব্যাগে আর মাত্র দুশো রাউণ্ড বুলেট আছে। তবে হতাশ হওয়ারও কিছু নেই। হয়তো ওই দুশো রাউণ্ড ব্যবহার করার সুযোগই পাবে না ওরা। আকাশের দিকে তাকালো রানা। এখন থেকে যে-কোনো মুহূর্তে হিন্দের আওয়াজ শুনতে পাবে ওরা।

রানার মনের কথা বুঝতে পারলো মনিকা, ওর হাতটা ধরার জন্যে হাতড়ালো সে। আফ্রিকার উত্তপ্ত রোদে হাত ধরাধরি করে শুয়ে থাকলো ওরা, চরম পরিণতির অপেক্ষায় প্রহর গুণছে। আর কিছু বলার নেই, আর কিছু করার নেই। ক্ষীণ প্রতিরোধ, তা-ও এখন আর সম্ভব নয়। এখন শুধুই অমোঘ নিয়তির জন্যে অপেক্ষায় থাকা।

রানার পা স্পর্শ করলো পেনডুলা। কিছু বলার আর দরকার করে না। কান খাড়া করতেই আওয়াজটা শুনতে পেলো রানা। বিকেলের বাতাসকে ছাপিয়ে উঠলো শব্দটা। অনেক উঁচু থেকে ভেসে আসছে।

রানার হাতটা সজোরে চেপে ধরলো মনিকা, ওর তালুর ভেতর ডেবে গেল নখগুলো। সে-ও শুনতে পেয়েছে।

'চুমো খাও,' ফিসফিস করলো মনিকা। 'শেষবার।'

রাইফেলটা পাশে নামিয়ে রেখে নিজের বাহুর ভেতর তাকে টেনে নিলো রানা। গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে পরস্পরকে জড়িয়ে রাখলো ওরা।

'যদি মরতেই হয়,' ফিসফিস করলো মনিকা, 'এভাবে মরতে পারলে আমার কোনো দুঃখ নেই।' রানা অনুভব করলো, ওর হাতের ভেতর গুলি ভরা টোকারেভ পিস্তলটা গুঁজে দিচ্ছে সে।

'গুডবাই, মাই ডার্লিং,' বললো মনিকা।

কাজটা করতে হবে ওকে, জানে রানা, কিন্তু জানে না অতো সাহস তার আছে কিনা।

এঞ্জিনের আওয়াজে কান পাতা দায় হয়ে উঠলো। কাছে চলে এসেছে ওটা।

সেফটি-ক্যাচ অফ করলো রানা, ধীরে ধীরে তুললো পিস্তলটা। মনিকার চোখের পাতা শক্ত ভাবে বন্ধ করা, মুখটা সামান্য একটু ঘুরিয়ে নিলো সে। তার কানের ওপর ঝুলে রয়েছে এক গোছা চুল। চাঁদির মাখন রঙা চামড়া দেখতে পেলো রানা, চুলের আড়াল পেয়ে রোদে পোড়েনি। মাথার ঠিক মাঝখানে একটা রগ লাফাচ্ছে। জীবনে কঠিন কাজ আরো করতে হয়েছে রানাকে, কিন্তু এটার তুলনায় সেগুলো পানির মতো সহজ ছিলো বলে মনে হলো ওর। তবু, পিস্তলের মাজলটা মনিকার চাঁদির দিকে তুললো ও।

ওদের আশ্রয়ের ঠোঁটে একটা শেল বিস্ফোরিত হলো। এক ঝট্‌কায় মাটিতে ফেলে দিলো রানা মনিকাকে, তার ওপর ঝুঁকে আড়াল করে রাখলো। মুহূর্তের জন্যে বিশ্বাস করলো, হিন্দ থেকে কামানের গোলা ছোঁড়া হচ্ছে। কিন্তু পরমুহূর্তে বুঝলো, তা সম্ভব নয়। হিন্দকে এখনো দেখা যাচ্ছে না, রেঞ্জের বাইরে রয়েছে

সেটা।

পরপর আরো কয়েকটা শেল বিস্ফোরিত হলো। পিস্তল নামিয়ে মনিকাকে ছেড়ে দিলো রানা। গর্তের কিনারা থেকে উঁকি দিলো ও, দেখলো রেনামো পজিশনগুলোর দিকে ছুটে যাচ্ছে ঝাঁক ঝাঁক গোলাগুলি। মর্টারের গোলা, চিনতে পারলো রানা। তিন ইঞ্চি মর্টার শেল। তারপর ধোঁয়া দেখলো রানা, আরপিজি রকেটের পিছনে। স্মল আর্মসের শব্দগুলো চাপা পড়ে যাচ্ছে মর্টারের বিস্ফোরণে ও হিন্দ গানশিপের গর্জনে। গোটা পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে গেছে।

হঠাৎ করে তুমুল একটা যুদ্ধের মাঝখানে পড়ে গেছে ওরা। রানা দেখলো, গুঁড়িগুলোর পাশ দিয়ে তীরবেগে ছুটে আসছে যোদ্ধারা, ছুটতে ছুটতে গুলি করছে অনবরত।

'ফ্রেলিমো!' রানার কনুই ধরে টান দিলো পেনডুলা, উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে সে। 'ফ্রেলিমো!'

এতোক্ষণে বুঝলো রানা। রেনামোদের সাথে ওদের গুলি বিনিময় হয়েছে, সেই শব্দই টেনে এনেছে ফ্রেলিমোদের বিশাল একটা বাহিনীকে। আশপাশেই ছিলো তারা, সম্ভবত সেভ রিভার লাইন আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল।

পঞ্চাশজন রেনামোকে এখন কয়েক হাজার ফ্রেমিলোর সাথে যুদ্ধ করতে হবে।

বনভূমির কিনারা ধরে পালাচ্ছে রেনামোরা। তাদের লক্ষ্য করে রানাও এক পশলা গুলি করলো। বোধহয় ফেলতেও পারলো একজনকে।

তারপর ওর নজর পড়লো ফ্রেলিমো পদাতিক বাহিনীর ছোট্ট একটা দলের ওপর। ওর বাম দিক থেকে ছুটে আসছে তারা। ক্যামোফ্লেজড ফিল্ড ড্রেস পূর্ব জার্মানী থেকে পেয়েছে তারা, সবুজ ও খয়েরি রঙের।

রেনামো বা ফ্রেলিমো, দু'দলই ওদের জন্যে বিপজ্জনক। নিজের পাশে মনিকাকে টেনে নিলো রানা। 'নড়ো না। আমরা এখানে আছি ফ্রেলিমোরা সম্ভবত জানে না। রেনামোদের তাড়া করছে, আমাদেরকে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে পারে। সুযোগ একটা পেতেও পারি আমরা।'

তারস্বরে চিৎকার করছে মিনি, গোলাগুলির শব্দে ভয় পেয়েছে। মরিয়মকে ধমক দিলো রানা, 'চুপ করাও ওকে! থামাও!' ব্যস্ত হাতে মিনির মুখ চেপে ধরলো মরিয়ম।

গর্তের ঠোঁট থেকে একটা চোখ তুলে তাকালো রানা। ফ্রেলিমো পদাতিক বাহিনীর দলটা ওদের কাছে চলে এসেছে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে গর্তটাকে পাশ কাটাবে তারা। ছুটতে ছুটতে এখনো কোমরের কাছ থেকে গুলি করছে লোকগুলো। যে-কোনো মুহূর্তে দেখে ফেলবে ওদের। হাতের একেএমটা তুললো রানা। উদ্ধার পাবার আসলে কোনো আশা নেই, পার্থক্য শুধু এইটুকু যে রেনামোদের বদলে মরতে হবে ফ্রেলিমোদের হাতে।

ফ্রেলিমো ট্রুপারদের দিকে লক্ষ্যস্থির করছে রানা, গোটা দলটা ভোজবাজির মতো মাটি থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। লক্ষ্যস্থির করায় মগ্ন ছিলো রানা, বিস্ফোরণের শব্দটা ভালো করে শুনতেই পায়নি। লোকগুলো প্রথমে ঢাকা

পড়লো ঘন ধোঁয়া ও ধুলোয়। আকাশ থেকে আবার গর্জে উঠলো ভারি ১২.৭ এমএম কামান। আরো বাম দিকে দেখা গেল ফ্রেলিমোদের আরো একটা দল বনভূমির কিনারা থেকে ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে আসছে। দ্বিতীয় শেলটা বিস্ফোরিত হলো তাদের মাঝখানে।

আকাশে, মাথার ওপর তাকিয়ে হতভম্ব হয়ে গেল রানা। হিন্দ গানশিপ ওদের একশো ফুট ওপরে স্থির হয়ে রয়েছে। নেহাতই ভাগ্যগুণে ঠিক সেই মুহূর্তে বাতাসের সাথে ভেসে এলো বিস্ফোরণের ধোঁয়া, ঢাকা পড়ে গেল ওরা। একটু পরই ফ্রেলিমোদের খোঁজে মাথার ওপর থেকে সরে গেল হিন্দ।

এরপর দিশেহারা হয়ে পড়লো যুদ্ধরত দুই পক্ষ। বনভূমির ভেতর কে কোন্ দিকে ছুটছে নিজেরাও জানে না। ঘন ঘন বিস্ফোরিত হলো রকেট, ছুটে গেল শেল, আকাশ থেকে আগুনের গোলা ছুঁড়লো হিন্দ গানশিপ। উদ্‌ভ্রান্ত সৈনিকরা অনবরত গুলি ছুঁড়লো।

পেনডুলার কাঁধে চাপড় দিলো রানা। 'মাবাসাকে ডেকে আনো।' চোখের পলকে ধোঁয়া ও গোলাগুলির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল খর্বকায় নদোরবো, ফিরে এলো এক মিনিট পরই, পিছনে প্রকাণ্ডদেহী মাবাসাকে নিয়ে।

'আরেকবার ছোটার জন্যে তৈরি হও,' নির্দেশ দিলো রানা। 'ওখানে রেনামো আর ফ্রেলিমোরা নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত, এসো চেষ্টা করে দেখি হিন্দ দেখে ফেলার আগে আমরা সরে যেতে পারি কিনা...,' হঠাৎ থামলো রানা, নাক কুঁচকে বাতাস টানলো, তারপর হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে উঁচু হয়ে পিছনে তাকালো।

এরইমধ্যে ওদের চারপাশের বাতাস নোংরা কালো হতে শুরু করেছে। এঞ্জিনের আওয়াজ, গোলাগুলির শব্দকে ছাপিয়ে উঠলো আরেকটা শব্দ, অস্পষ্ট হলেও শুনতে পেলো রানা—কি যেন ফুটছে। কাঠ পুড়লে এ-ধরনের শব্দ হয়। ডালপালায় আগুন লাগলে।

'আগুন!' আঁতকে উঠলো রানা। 'আমাদের পিছনে, যেদিক থেকে বাতাস আসছে!'

সম্ভবত বিস্ফোরিত কোনো রকেট জড়ো করা শুকনো ডালপালায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। ঘন মেঘের মতো কালো ধোঁয়া ঢেকে দিচ্ছে বনভূমির মাথার ওপর গোটা আকাশ। ওদের নিরাপদ আশ্রয়ে গর্তটাও এক নিমেষে ঢাকা পড়ে গেল। হু হু করে জ্বলে উঠলো চোখ, কাশতে শুরু করলো সবাই।

'এখন আর কোনো উপায় নেই—হয় ছোটো নয়তো পুড়ে মরো!' আগুনের শব্দ এতো দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে দেখে দিশেহারা বোধ করলো রানা। শুকনো কাঠ পোড়ার আওয়াজে চাপা পড়ে গেল যুদ্ধের সমস্ত শব্দ। ধীরে ধীরে বাড়লো শিখার শোঁ শোঁ গর্জন। গায়ে আগুন নিয়ে কাছেই কোথাও চিৎকার করছে সৈনিকরা, অথচ ওদের কানে অস্পষ্টভাবে পৌঁছুলো সে-চিৎকার।

'চলো যাই!' ছোঁ দিয়ে মিনিকে পিঠে তুলে নিলো রানা। চাদর দিয়ে তাকে বাঁধার সময় নেই, বাচ্চাটাও যেন তা বুঝতে পারলো, দু'হাত দিয়ে রানার গলাটা জড়িয়ে ধরলো সে। মনিকাকে টেনে দাঁড় করালো রানা। মাবাসা ইতিমধ্যে

নিজের কঁধে তুলে নিয়েছে মিকিকে, মিকির পা দুটো ঝুলছে ভারি রেডিও প্যাকের ওপর। মাবাসার আরেক দিকে রয়েছে মরিয়ম, সেদিকের কাঁধে রাইফেলটা ঝুলিয়ে নিয়েছে মাবাসা।

বিশাল ঢেউ-এর মতো ওদের দিকে ছুটে আসছে ধোঁয়া, তেলের মতো ঘন। বাতাসের সাথে ছুটছে ওরা, একসাথে জড়ো হয়ে। ধোঁয়ায় ভরে যাচ্ছে ফুসফুস, ঢেকে দিচ্ছে আকাশ, জঙ্গলের ভেতর ওদের চারপাশে যুদ্ধরত সৈনিকদের দৃষ্টি থেকে আড়াল করে রাখছে ওদেরকে। হিন্দের গানারও ওদেরকে দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু ধেয়ে আসছে আগুন। বাতাসের গতি ওদের চেয়ে অনেক বেশি, আগুন আর বাতাসের গতি প্রায় সমান। ছুটছে ওরা, কিন্তু পিছিয়ে পড়ছে, হেরে যাচ্ছে প্রতিযোগিতায়। প্রতি মুহূর্তে এগিয়ে আসছে সর্বনেশে শিখা।

আগুনের প্রচণ্ড আঁচ ওদেরকে উন্মাদ করে তুললো। দৌড়ালো ওরা, জীবনে এতো জোরে কখনো দৌড়ায়নি। নগ্ন ঘাড়ে আগুনের ঝাপটা অনুভব করলো রানা, ছুটন্ত ফুলকি মুখে লাগায় ককিয়ে উঠলো মিনি। বাতাসের অভাবে হাঁপালো মনিকা, হোঁচট খেয়ে মাটিতে হাঁটু গাড়লো। টান দিয়ে তাকে তুলে নিলো রানা, টেনে নিয়ে চললো আগুনের দিকে।

শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা পড়বে ওরা, বুঝতে পারলো রানা। পুড়ে মরার আগেই জ্ঞান হারাবে। বাতাস টানলেই নাকের ডগা থেকে ফুসফুস পর্যন্ত জ্বলে যাচ্ছে। আর বেশি দূর যাওয়া সম্ভব নয়। প্রচণ্ড উত্তাপ সেদ্ধ করছে ওদেরকে, গায়ের রোম পুড়ে যাচ্ছে, উড়ন্ত আগুনের ফুলকি লেগে ফোস্কা পড়ছে চামড়ায়। ওদের চারপাশে শুধু কালো ধোঁয়া আর লাল আগুনের ফুলকি। রানার পিঠে যন্ত্রণায় ছটফট করছে মিকি, ঝাঁক ঝাঁক মৌমাছির মতো আগুনের কণা ঘিরে ফেলছে তাকেও। রানার গলাটা ছেড়ে দিলো সে, পড়ে যাচ্ছে পিঠ থেকে। একেবারে শেষ মুহূর্তে তাকে ধরে ফেললো রানা, ভাঁজ করা হাতের কোণে আটকে নিয়ে ছুটলো।

হঠাৎ করে আরো একটা ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে এলো ওরা। ওদের চারপাশে শুধু মরা গাছের গুঁড়ি। পায়ের নিচে নরম বেলে মাটি এলোমেলো হয়ে আছে।

'শোও!' ধাক্কা দিয়ে মনিকাকে মাটিতে ফেলে দিলো রানা, তার হাতে ধরিয়ে দিলো মিনিকে। বাচ্চাটা ধস্তাধস্তি করছে। 'শক্ত করে ধরো ওকে!' চিৎকার করলো রানা, গায়ের শার্টটা খুলে ফেলেছে ইতিমধ্যে। 'মাটিতে মুখ ঠেকিয়ে শুয়ে থাকো!' নির্দেশ দিলো ও। বাধ্য মেয়ের মতো শরীরটা গড়িয়ে উপুড় হলো মনিকা, শরীরের নিচে আড়াল করে রেখেছে মিনিকে। তাদের দু'জনের মাথাই শার্টটা দিয়ে জড়ালো রানা, ধোঁয়া ও আগুনের ফুলকি থেকে বাঁচানোর জন্যে। বোতল থেকে পানি ঢেলে শার্টটা ভিজিয়ে দিলো ও।

এখনো ধস্তাধস্তি করছে মিনি, তবে মনিকা তাকে শরীরের নিচে শক্ত করে চেপে রেখেছে। ওদের পাশে হাঁটু গেড়ে বসলো রানা, আলগা বালি তুলে ঢেকে দিলো ওদেরকে। মাটি ও বালির নিচে চাপা পড়ে গেল ওরা, বাইরে থাকলো শুধু কাপড় জড়ানো মাথার পিছনটা। মাটির কাছাকাছি ধোঁয়া খানিকটা হালকা, শ্বাস

নিতে পারছে ওরা। ওদিকে বসে নেই মাবাসাও, রানার দেখাদেখি সে-ও মরিয়ম ও মিকিকে বালি দিয়ে ঢেকে দিচ্ছে।

রানা অনুভব করলো, চিড়বিড় শব্দ করে কুঁকড়ে যাচ্ছে ওর দাড়ি। আগুনের ফুলকি পুড়িয়ে দিচ্ছে চামড়া, যেন কাঠপিঁপড়ে কামড়াচ্ছে। পানির শেষ বোতলটা নিজের গায়ে খালি করলো ও। খালি করলো ক্যানভাস ব্যাগটা, মাথায় পরলো সেটা। মাটিতে পিঠ দিয়ে শুলো, পাশ থেকে বালি তুলে ছড়িয়ে দিলো গায়ের ওপর।

মাথাটা মাটির কাছাকাছি থাকায় শ্বাস নিতে পারা গেল, সচেতন থাকার জন্যে প্রয়োজনীয় অক্সিজেনটুকু পাচ্ছে রানা। তবে আগুনের আঁচে ঝাঁ ঝাঁ করছে মাথা, আচ্ছন্নবোধ করছে ও। মাথার ওপর ক্যানভাসটা কুঁকড়ে ছোটো হয়ে যাচ্ছে, পোড়া গন্ধ ঢুকলো নাকে। বালির পুরু স্তর ঢেকে রেখেছে শরীর, সেই বালি গরম হয়ে পোড়াতে শুরু করলো। আগুনের গর্জন এমনই বেড়ে উঠলো, মিকির চিৎকারও রানার কানে ঢুকলো না। শুকনো ডালগুলো রাইফেলের মতো শব্দ করে ফাটছে। ওদের চারপাশে শুকনো ডালপালার পাহাড়, সবগুলো দাউ দাউ করে জ্বলছে। বাতাসের সাথে ছুটে চলেছে আগুন।

ওদেরকে পিছনে ফেলে সামনে চলে গেল আগুন। ধীরে ধীরে গর্জন থামলো। তারপর এক মুহূর্তের জন্যে ধোঁয়ার মেঘ সরে গেল, ফুসফুসে সামান্য একটু মিষ্টি বাতাস পেলো ওরা। কিন্তু ওদের চারপাশে উত্তাপ এতো প্রবল যে গা থেকে বালি সরাবার সাহস হলো না রানার।

ধীরে ধীরে উত্তাপ কমলো, ঠাণ্ডা হলো চারদিক, ঘন ঘন মিষ্টি বাতাস পেলো ওরা। বসলো রানা, মাথা থেকে ব্যাগটা নামালো। জ্বালা করছে চামড়া, যেন অ্যাসিড ছিটানো হয়েছে গায়ে। ছোটো ছোটো ফোস্কায় ভরে গেছে গা। এরপর মনিকা ও মিনির গা থেকে বালি সরালো ও।

পোড়া, কালচে মাটির ওপর দিয়ে জড়োসড়ো হয়ে এগোলো দলটা। এখনো বেঁচে আছে, কেউই বিশ্বাস করতে পারছে না। মাঝে মধ্যেই কালো ধোঁয়া ঢেকে ফেলছে ওদেরকে। বুটের নিচে গরম হয়ে রয়েছে মাটি। বাচ্চাগুলোকে কাঁধে-পিঠে নিয়ে এগোচ্ছে ওরা। কাউকে কিছু বলতে হলো না, সবাই জানে ধোঁয়া সম্পূর্ণ মিলিয়ে যাবার আগে যতোটা সম্ভব দূরে সরে যেতে হবে ওদের।

দু'বার হিন্দের আওয়াজ পেলো ওরা। গোটা আকাশ এখনো ঢাকা পড়ে আছে কালো ধোঁয়ায়। ধোঁয়া সরে গেলে মুহূর্তের জন্যে নীল আকাশ চোখে পড়লেও, হিন্দটাকে ওরা দেখতে পেলো না। পিছু নিয়েও কেউ আসছে না–না রেনামো, না ফ্রেলিমো! দুটো দলই আগুনের তাড়া খেয়ে পালিয়েছে।

'মাথামোটা গর্দভটার পায়ে অ্যাসবেসটস আছে,' বিড়বিড় করলো রানা, হালকা ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে নাচতে নাচতে ছুটছে পেনডুলা, খালি পায়ে। কান্না থেমেছে মিনির, এখন শুধু ফোঁপাচ্ছে সে। প্রথমবার বিশ্রাম নেয়ার জন্যে থেমেই তাকে আধখানা অ্যাসপিরিন ট্যাবলেট খাওয়ালো রানা। 'আর পানি নেই, সব বোতল খালি।'

খানিক পর সন্ধ্যা নামলো। অন্ধকারে জড়াজড়ি করে শুয়ে থাকলো ওরা। এতোই ক্লান্ত সবাই, পাহারা দেয়ার কথা মনেই থাকলো না কারো।

সকালে বাতাসের গতি বদলে গেল, তবে বনভূমির ওপর ধোঁয়া এখনো রয়ে গেছে, কয়েকশো ফুটের বেশি দৃষ্টি চলে না। ঘুম ভাঙার পর বাচ্চাগুলোর যত্ন নিলো মনিকা ও রানা। ফোস্কাগুলোয় আয়োডিন পেস্ট মাখালো। বাচ্চাদের যত্ন নেয়ার পর পুরুষদের সেবায় ব্যস্ত হয়ে উঠলো মেয়েরা। রানার বুকের চামড়া পুড়ে গেলেও, ক্ষতগুলো মারাত্মক নয়। তবু নরম হাতে সেগুলোয় আয়োডিন লাগালো মনিকা।

মনিকার মাথায় পিস্তল ঠেকিয়েছিল রানা, মনে আছে দু'জনেরই, জীবনে হয়তো কোনোদিনই ভুলবে না, তবে প্রসঙ্গটা কেউই তুললো না ওরা।

'পেনডুলা,' ডাকলো রানা। 'এখুনি রওনা হবো আমরা। সন্ধ্যার আগে যদি পানি খাওয়াতে না পারো, কেউ আমরা বাঁচবো না।'

পোড়া বনভূমি মাড়িয়ে আবার এগোলো ওরা। শেষ বিকেলের দিকে ওদেরকে একটা ছোট্ট ডোবার ধারে নিয়ে এলো পেনডুলা। ডোবার মাঝখানে সামান্য পানি রয়েছে, পানিতে ভাসছে ছাই, ছোটোখাটো প্রাণীদের পোড়া দেহ, মরা সাপ, ইঁদুর। পানিতে শার্ট ভেজালো রানা, সেটা নিঙড়ে পানি খাওয়ালো বাচ্চাদের। পেট ভরে পানি খেলো বড়রাও। তারপর কাদায় গড়াগড়ি খেলো ওরা, পরস্পরের গায়ে পানি ছিটালো।

আরো এক মাইল এগোবার পর তাজা বনভূমি দেখতে পেলো ওরা। আরেক দিকে ঘুরে গেছে আগুন, রক্ষা পেয়েছে এদিকের গাছপালা। বনভূমিতে ঢুকে থামলো ওরা। ব্যাগ থেকে রেডিওটা বের করলো মাবাসা। সবাই তাকে ঘিরে বসলো। প্রত্যেকেই আশা করছে আবার জেনারেল বাওনার ভারি গলা শুনতে পাবে।

তার গলা চিনতে পেরে আড়ষ্ট হয়ে উঠলো ওরা। কড়া সুরে নির্দেশ দিলো বাওনা, শাঙ্গানি ভাষায়, নেপথ্য থেকে ভেসে এলো হিন্দের আওয়াজ।

'কি মতলব ওর?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'নতুন পজিশনে সরে যেতে বলছে গেরিলাদের।'

'এখনো আশা ছাড়েনি সে?'

'না। আমি তাকে চিনি। হাল ছাড়ার পাত্র নন। আগুনে আমাদের ছাপ পুড়ে গেলেও, ঠিকই খুঁজে বের করবেন তিনি আমাদের।'

'আমরা এখন ফ্রেলিমোদের এলাকায় রয়েছি,' বললো রানা। 'তোমার কি মনে হয়, পিছু নিয়ে এখানে আসবে সে?'

কাঁধ ঝাঁকালো মাবাসা। 'বাজপাখি রয়েছে, ফ্রেলিমোদের ভয় পাবেন কেন?'

জেনারেল বাওনার শেষ নির্দেশ শুনে বোঝা গেল, হিন্দে ফুয়েল ভরার ব্যবস্থা করছে সে। পর্তুগীজ ভাষায় কথা বলছে, সম্ভবত গ্রাউণ্ড এঞ্জিনিয়ারের সাথে। মাবাসা ভাষান্তর করলো।

'পোর্টাররা পৌঁচেছে। আমাদের হাতে এখন দু'হাজার লিটার ফুয়েল

রয়েছে।'

জেনারেল বাওনার গলা, 'স্পেয়ার বুস্টার পাম্পের খবর কি?'

'এখানেই আছে, জেনারেল,' এঞ্জিনিয়ার বললো। 'আজ রাতেই ওটা আমি বদলাবো।'

'কাল ভোরে আকাশে উঠতে হবে আমাকে।'

'ততোক্ষণে আমার কাজ শেষ হয়ে যাবে। কথা দিচ্ছি, জেনারেল।'

'ভেরি গুড। কয়েক মিনিটের মধ্যে ল্যাণ্ড করবো আমি। সাথে সাথে কাজ শুরুর প্রস্তুতি নিন।' যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিলো বাওনা।

রানার নির্দেশে আরো কিছুক্ষণ রেডিও খোলা রাখলো মাবাসা। দক্ষিণ আফ্রিকার সামরিক বাহিনীর বার্তা বিনিময় শুনলো কিছুক্ষণ। আগের চেয়ে অনেক বেশি জোরালো লাগলো কানে। কয়েক মিনিট পর রেডিও বন্ধ করলো রানা, মাবাসাকে বললো, 'পাহারা দিতে হবে, প্রথমে তোমার পালা। যাও!'

নয়

আকাশে হিন্দ না থাকায় দিনেও হাঁটলো ওরা। দক্ষিণ দিকে যতোই এগোলো, ক্রীতদাস কাফ্রেদের ফেলে যাওয়া চিহ্ন ততোই বেশি করে দেখতে পেলো ওরা। আগুন লাগার তিনদিন পর, পেনডুলা ওদেরকে ঘুরপথ ধরে নিয়ে এলো। জঙ্গলের কিনারা থেকে আবার ওরা ফাঁকা জায়গা দেখতে পেলো, মাইলের পর মাইল কোনো গাছ নেই, আছে শুধু গাছের কাটা গুঁড়ি। সেদিন বিকেলে লেবার ক্যাম্পকে পাশ কাটিয়ে এলো ওরা। সন্ধ্যায় খেতে বসে রেডিও অন করলো মাবাসা। জেনারেল বাওনার গলা পাওয়া গেল না, কি কাজে ব্যস্ত কে জানে। অনেকক্ষণ ধরে গভীর মনোযোগের সাথে দক্ষিণ আফ্রিকার সামরিক বার্তা বিনিময় শুনলো রানা। তারপর ওদের ফ্রিকোয়েন্সিতে, ইংরেজিতে, নিজের মেসেজ পাঠালো রানা।

'ক্যাঙ্গারু, দিস ইজ আ স্টর্ম সেণ্ডিং! ক্যাঙ্গারু! ডু ইউ রিড মি? দিস ইজ শাপলা।'

দশ মিনিট ধরে একই মেসেজ বারবার পাঠালো রানা। ক্যাঙ্গারু হলো দক্ষিণ আফ্রিকান সেনাবাহিনীর গোপন কোড, শুধুমাত্র জরুরী প্রয়োজনে ব্যবহারযোগ্য। তাদের কেউ শাপলা কোড-এর অর্থ বুঝবে না, বুঝবে একা শুধু বব ফিদারহোপ। অপরপ্রান্তে তাকে পাওয়া গেলে নিজের বিপদের কথা জানাবে রানা, জেনে নেবে কোনো সাহায্য পাবার আশা আছে কিনা।

পনেরো মিনিট পর সাড়া পাওয়া গেল। 'ক্যাঙ্গারু স্টেশন কলিং শাপলা,' গলার আওয়াজে রাজ্যের সন্দেহ। 'আপনার কলসাইন জানান।'

'শাপলা, শাপলা। আমি বব ফিদারহোপের সাথে কথা বলতে চাই।'

'অপেক্ষা করুন। দেখি বব ফিদারহোপ কে, কোথায় আছেন।'

প্রায় এক ঘন্টা পর ক্যাঙ্গারু স্টেশন আবার সাড়া দিলো। 'শাপলা, ক্যাঙ্গারু স্টেশন কলিং। বব ফিদারহোপকে পাওয়া সম্ভব নয়। আমাদের নাগালের বাইরে তিনি।'

'ক্যাঙ্গারু, এটা জীবন-মরণ সমস্যা। আপনারা যেভাবে পারেন বব ফিদারহোপকে খুঁজে বের করুন। আমি ছ'ঘন্টা পরপর রেডিও শুনবো।'

'শাপলা, বব ফিদারহোপ মন্ত্রীসভায় যোগ দিয়েছেন। গতমাসে সেনাবাহিনী থেকে অবসর নিয়েছেন তিনি। তাঁর সাথে যোগাযোগ করার কোনো উপায় নেই।'

বিস্ময়ের একটা ধাক্কা খেলো রানা। বি. সি. আই.-এর একজন এজেন্ট দক্ষিণ আফ্রিকার মন্ত্রী হয়েছে, অথচ খবরটা জানা নেই ওর! 'ক্যাঙ্গারু, দিস ইজ লাইফ অ্যাণ্ড ডেথ সিচুয়েশন।'

'ঠিক আছে, রাজধানীর সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করবো আমরা।'

'ধন্যবাদ, ক্যাঙ্গারু।'

কিন্তু বব ফিদারহোপ যদি সেনাবাহিনী থেকে অবসর নিয়ে থাকেন, সীমান্ত পেরুতে কিভাবে তিনি সাহায্য করবেন ওদেরকে?

পোর্টেবল হোণ্ডা জেনারেটর যান্ত্রিক গুঞ্জন তুলছে। খুঁটির মাথায় জ্বলছে কয়েকটা বালব, হিন্দ গানশিপের পাশেই। হিন্দের এঞ্জিন হ্যাচগুলো খোলা, টারবো ইনটেক থেকে সরানো হয়েছে ডেব্রিস সাপ্রেসর।

মাঝরাতেও জেনারেল কিরিকিটি বাওনার চোখে ঘুম নেই। কাল ভোর থেকে সারাটা দিন আকাশেই ছিলো সে, শুধু ফুয়েল নেয়ার দরকার হলে ল্যাণ্ড করেছে হিন্দ। যে-কোনো সাধারণ লোক অনেক আগেই ক্লান্তির চরম সীমায় পৌঁছে যেতো, কিন্তু মাসুদ রানাকে ধরতে না পারায় জেনারেল বাওনার শক্তি ও উত্তেজনা ক্রমশ যেন বাড়ছে। পর্তুগীজ পাইলট মড়ার মতো ঘুমোচ্ছে তার তাঁবুতে, বাওনা নিজের তাঁবুর সামনে পায়চারি করছে, ভয়ানক অস্থির। 'ভোরেই আবার হিন্দকে চাই আমি,' মনে করিয়ে দিলো গ্রাউণ্ড এঞ্জিনিয়ারকে, এবার নিয়ে সম্ভবত বিশ বার।

তাঁবুতে ফিরে ম্যাপের সামনে দাঁড়ালো জেনারেল বাওনা। জেনারেল ডিপপো ডিপ তাকে ধারণা দেয়ার চেষ্টা করেছিল, মাসুদ রানা ও তার দল আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। লাশ অনেকগুলোই পাওয়া গেছে, কিন্তু সেগুলোর একটাও চেনার উপায় ছিলো না। যে-কোনো ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে নেয়া জেনারেল বাওনার একটা নীতি ও স্বভাব। অগ্নিদগ্ধ বনভূমি ঠাণ্ডা হবার সাথে সাথে হিন্দ থেকে নিজের ট্র্যাকারদের ছাইয়ের ওপর নামিয়ে দিয়েছিল সে। আগুনের আঁচ থেকে বাঁচার জন্যে নিজের লোকজনদের বালির নিচে কবর দিয়েছিল মাসুদ রানা, সেই জায়গাটা খুঁজে পায় তারা। সেখান থেকে দলের ছাপ সোজা চলে গেছে দক্ষিণ দিকে। দক্ষিণ দিকে, সব সময় দক্ষিণ দিকে।

খবর পাবার পর নিজের অ্যাসল্ট ট্রুপকে নির্দেশ দিয়েছে জেনারেল বাওনা, লিমপোপো নদীর কাছাকাছি নতুন পজিশনে চলে গেছে তারা। কাজেই, অস্থির

হবার কিছু নেই। মাসুদ রানাকে ধরা পড়তেই হবে। আর ধরা পড়লে···আরম্ভ করা হবে মেয়েটাকে দিয়ে, অবশ্যই। ডিপপো ডিপ তার মনের সাধ মেটাবার পর মেয়েটাকে বাওনা তুলে দেবে পুরুষ পাষণ্ডগুলোর হাতে। এই সাদা উপহার ওদের প্রাপ্য। তারপর লাইন দিয়ে দাঁড়াবে কুৎসিতদর্শন কিছু লোক, রোগাক্রান্ত–কেউ কুষ্ঠরোগী, কেউ সিফিলিসে ভুগছে। সবশেষে সুযোগ পাবে এইডস-এর জীবাণুবাহী লোকেরা। হ্যাঁ, দারুণ একটা খেলা হবে বটে। বাওনা ভাবলো, আমেরিকান মেয়েটা কতোটুকু শক্তিশালী? প্রথমে শরীরটা অচল হবে, নাকি মগজটা? ও, হ্যাঁ, গোটা নাটকের প্রতিটি মুহূর্ত দেখতে বাধ্য করা হবে মাসুদ রানাকে।

মেয়েটা খতম হবার পর মাসুদ রানাকে নিয়ে শুরু হবে তার খেলা। এখনো সে ঠিক করেনি কি করা হবে তাকে নিয়ে। তবে অনেকগুলো সম্ভাবনা উঁকি দিচ্ছে তার মাথায়। লোকটা কঠিনপাত্র, আশা করা যায় কয়েকটা দিন টিকবে, এমন কি কয়েক হপ্তাও টিকে যেতে পারে।

মিটি মিটি হাসতে হাসতে ক্যানভাস চেয়ারে বসলো কিরিকিটি বাওনা। একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়লো সে।

ধাক্কা খেয়ে ঘুম ভাঙলো তার। চোখ মেলে বাওনা দেখলো, ভোর হয়ে গেছে। 'রেডিও আপনাকে ডাকছে, জেনারেল!' রেনামো সৈনিক বেরিয়ে গেল তাঁবু থেকে।

বাইরে বেরিয়ে এসে বাওনা দেখলো, খুঁটির ওপর এখনো বালব জ্বলছে। তাঁবুর সামনেই টেবিল, টেবিলের ওপর রেডিওটা জ্যান্ত। 'কনট্যাক্ট! কনট্যাক্ট! জেনারেল বাওনা, ওদেরকে আমরা জ্যান্ত পেয়েছি!' গলাটা চিনতে পারলো বাওনা। লিমপোপো নদীর কাছাকাছি পাহাড়ে যাদেরকে পজিশন নিতে বলেছিল তাদেরই একজন সেকশন লিডার।

টলতে টলতে টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালো বাওনা। মাইক্রোফোন তুললো সে। 'রণহুংকার বলছি। তোমার পজিশন ও স্ট্যাটাস জানাও।'

মাসুদ রানা ও তার দল সেকশন লিডারের তৈরি স্টপ লাইন-এ পৌঁচেছে, ঠিক যেখানে তাদেরকে দেখা যাবে বলে আন্দাজ করেছিল জেনারেল বাওনা। সামান্য গোলাগুলি হয়েছে, ছোট্ট একটা পাহাড়ের মাথায় আশ্রয় নিয়েছে দলটা। কাছেই নদী। সবশেষে সেকশন লিডার জানালো, 'আমি মর্টার আনতে লোক পাঠিয়েছি। পাহাড়ের মাথা থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেবো ওদের।'

'নেগেটিভ,' হুংকার ছাড়লো জেনারেল বাওনা। 'আই রিপিট, নেগেটিভ। মর্টার ব্যবহার করবে না। কোনো রকম হামলা করবে না। ওদেরকে আমি জীবিত ধরতে চাই। পাহাড়টা ঘিরে ফেলো। আমি আসছি।'

রেডিও বন্ধ করে হেলিকপ্টারের দিকে তাকালো কিরিকিটি বাওনা। টাইটানিয়াম এঞ্জিন হ্যাচগুলো জায়গামতো বসানো হয়েছে। ফুয়েল ভরার কাজ তদারক করছে পর্তুগীজ এঞ্জিনিয়ার। এক লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছে পোর্টাররা, প্রত্যেকের মাথায় পঁচিশ লিটারের একটা করে ড্রাম। চিৎকার করে এঞ্জিনিয়ারকে ডাকলো বাওনা। তারপর বললো, 'এখুনি টেক-অফ করতে চাই আমি।'

'আধ ঘন্টার মধ্যে রিফুয়েলিঙের কাজ শেষ করবো আমি।'

'অতো সময় দেয়া যাবে না। এই মুহূর্তে হিন্দে কি পরিমাণ ফুয়েল আছে?'

'অক্সিলারি ট্যাংক ভরাই আছে···।'

'ব্যস-ব্যস, ওতেই চলবে। পাইলটকে ডাকুন। বলুন, এখুনি টেক-অফ করতে হবে।'

'কিন্তু আমার একটা কাজ বাকি রয়েছে যে! টারবো ইনটেক-এর ওপর ডেব্রিস সাপ্রেসর লাগাতে হবে।'

'সময় লাগবে কি রকম?'

'আধ ঘন্টার বেশি নয়।'

'দরকার নেই, অতো সময় দেয়া যাবে না!' উত্তেজনায় চিৎকার করছে জেনারেল বাওনা। নিজের তাঁবু থেকে টলতে টলতে বেরিয়ে এলো পাইলট, ফ্লাইং জ্যাকেটটা পরছে, হেলমেটের ফ্ল্যাপগুলো কানের কাছে লতপত করছে। তাকে দেখে খেঁকিয়ে উঠলো বাওনা। 'জলদি, জলদি! স্টার্ট দিন!'

'কিন্তু সাপ্রেসর?' এঞ্জিনিয়ার জানতে চাইলো।

'ওটা ছাড়াও উড়তে পারবো আমরা, তাই না?'

'তা পারবেন, কিন্তু···।'

'কোনো কিন্তু নয়!' লোকটাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলো জেনারেল বাওনা। 'অপেক্ষা করার সময় নেই আমার।' হিন্দে চড়ার জন্যে ঘুরলো সে।

চড়া থেকে সামান্য নিচে, দুটো বড় আকারের পাথরের মাঝখানে উপুড় হয়ে শুয়ে রয়েছে রানা, মোপানি জঙ্গলের মাথার ওপর দিয়ে তাকিয়ে আছে দূরে। ওটা দক্ষিণ দিক, গাঢ় সবুজ রেখাটা অনিশ্চিত আলোয় অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। সবুজ রেখা, একসারিতে অনেকগুলো গাছ। লিমপোপো নদীর চিহ্ন। 'এতো কাছে,' একটা দীর্ঘশ্বাস চাপলো রানা। 'প্রায় পৌঁছেই গিয়েছিলাম!'

প্রাণ নিয়ে এতো দূরে পালিয়ে এসেছে, এই তো বেশি। অনেক আগেই তো মরে ভূত হয়ে যাবার কথা ছিলো ওদের। প্রায় তিনশো মাইল হেঁটে এসেছে ওরা। সারাক্ষণ তাড়া খেয়েছে। গোটা এলাকাই তো ছিলো রণক্ষেত্র। পালিয়ে এলো ঠিকই, কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। একেই বোধহয় বলে, তীরে এসে তরী ডোবা!

পাহাড়ের ঢাল থেকে এ/কে রাইফেলের গুলি হলো।

কয়েকটা পাথরের আড়ালে, কাছাকাছি, শুয়ে রয়েছে পেনডুলা। এখনো নিজেকে তিরস্কার করছে সে। 'আমি বুড়ো হয়ে গেছি, গুড বস্। আমাকে এবার আপনার বাদ দেয়া উচিত। অল্প বয়েসী একজনকে বেছে নিন, আমার মতো যে অন্ধ নয়, বয়েসের ভারে নুয়ে পড়েনি!'

রানার ধারণা, পাহাড়শ্রেণীর মাঝখানে খোলা কোনো মাঠ পেরুবার সময় রেনামো অবজারভেশন পোস্ট দেখে ফেলে ওদেরকে। না, টের পায়নি ওরা। শত্রুরা ওদের পিছুও নেয়নি। এমনকি কোনো ফাঁদও পাতেনি। বিনা নোটিসে মোপানি ঝোপ থেকে বেরিয়ে আসে রেনামোরা, রণহুংকার ছাড়তে ছাড়তে।

ওরা শুধু বাচ্চাগুলোকে ছোঁ দিয়ে তুলে নেয়ার সময় পেলো। কাছাকাছি কোনো আড়াল ছিলো না, বাধ্য হয়ে ঢাল বেয়ে উঠে আসতে হয়েছে পাহাড়টায়। ঢাল বেয়ে ওঠার সময় রেনামোরা গুলি করলো বটে, কিন্তু একটাও ওদের কাছাকাছি এলো না। কারণটা আন্দাজ করতে পারে রানা–জেনারেল বাওনার নির্দেশ, ওদেরকে জ্যান্ত ধরতে হবে।

রানা ভাবলো, এই মুহূর্তে কি করছে বাওনা? কোথায় রয়েছে সে? কাছাকাছি কোথাও থাকার কথা তার, হিন্দ নিয়ে পৌঁছে যাবে যে-কোনো মুহূর্তে। লিমপোপো নদীর দিকে আবার তাকালো রানা। হতাশায় দুর্বল হয়ে পড়ছে সে। এতো কাছে অথচ কতো দূরে।

'মাবাসা,' ডাকলো রানা। 'রেডিওটা খোলো।'বব ফিদারহোপের সাথে যোগাযোগ ঘটার কোনো আশা নেই, এ শুধু কিছু একটা নিয়ে নিজেকে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা। কাল রাতে দু'বার ক্যাঙ্গারু স্টেশনের সাথে কথা বলার চেষ্টা করেছে ও। একবার অস্পষ্টভাবে শুনতেও পেয়েছে, 'ক্যাঙ্গারু স্টেশন কলিং শাপলা।' কিন্তু ব্যাটারি নিস্তেজ হয়ে পড়েছে, তারপর আর কিছুই শুনতে পায়নি।

'এরিয়াল তোলার চেষ্টা করলে রেনামোরা আমার টেসটিকল উড়িয়ে দেবে,' পাথরের আড়াল থেকে গম্ভীর সুরে বললো মাবাসা।

ক্রল করে মাবাসার পাশে চলে এলো রানা। রেডিওটা টেনে নিলো নিজের দিকে। এরিয়াল লম্বা করে চাপ দিলো নবে। 'ক্যাঙ্গারু স্টেশন, দিস ইজ শাপলা। ক্যাঙ্গারু স্টেশন, দিস ইজ শাপলা কলিং!' থামছে না রানা, বারবার ডাকছে। 'ক্যাঙ্গারু স্টেশন, ডু ইউ হিয়ার মি? দিস ইজ শাপলা!'

মাথার ওপর দিয়ে এক ঝাঁক বুলেট ছুটে গেল।

মনিকা ও মরিয়ম, বাচ্চাদের কোলে নিয়ে, তাকিয়ে আছে রানার দিকে।

'ক্যাঙ্গারু, দিস ইজ শাপলা।'

এবং তারপর, অবিশ্বাস্য হলেও, অস্পষ্টভাবে শুনতে পেলো রানা, 'শাপলা, দিস ইজ দোয়েল!'

'দোয়েল, ওহ্ গড!' ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়লো রানা। 'দোয়েল, দিস ইজ শাপলা।' দোয়েল বব ফিদারহোপের কোড নেম। 'আমরা এখানে মারা যাচ্ছি। সব মিলিয়ে সাতজন-পাঁচজন বড়, দু'জন বাচ্চা। আমাদের পজিশন...,' ম্যাপে চোখ রেখে পজিশন জানালো রানা। 'লিমপোপো নদী থেকে প্রায় বিশ কিলোমিটার উত্তরে একটা পাহাড়ের মাথায় আটকা পড়েছি। চারদিকে রেনামো। ডু ইউ হিয়ার মি, দোয়েল?'

'আই হিয়ার ইউ, শাপলা,' গলার আওয়াজটা মিলিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এলো। 'কিন্তু সমস্যা আছে। সেনাবাহিনী তোমার পরিচয় জানে। রেনামো হেডকোয়ার্টার থেকে যেচে পড়ে তথ্যটা তাদেরকে জানানো হয়েছে। জানিয়েছে জেনারেল কিরিকিটি বাওনা। তোমাকে গ্রেফতার করা হবে। আমি যোগাযোগ মন্ত্রী, সেনাবাহিনী থেকে অবসর নিয়েছি–কোনো রকম সাহায্য করতে পারবো বলে মনে হয় না।'

মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো রানার। দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার ওর পরিচয় জানে! তার মানে ধরতে পারলে বিচার করা হবে ওর। ওদের অনেক আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিয়েছে সে, মুঠোয় পেলে প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ ছাড়বে কেন! সামরিক আদালতের বিচারে ফাঁসি হবে ওর।

'আমাকে গ্রেফতার করবে, কিন্তু বাকি সবাইকে?' জানতে চাইলো রানা।

'একটা পুমা পাঠিয়ে ওদেরকে আনার ব্যবস্থা করা যায়, ওরা যাতে রাজনৈতিক আশ্রয় পায় সে-ব্যবস্থাও করবো আমি।'

'আমার গ্রেফতার হওয়া উচিত হবে না,' বললো রানা। 'সেক্ষেত্রে বিকল্প আর কি করার আছে?'

অপরপ্রান্তে চুপ করে থাকলেন বব ফিদারহোপ।

'চিন্তা করে দেখুন,' অবশেষে রানাই নিস্তব্ধতা ভাঙলো। 'সবার সাথে হেলিকপ্টারে উঠলাম আমি। লিমপোপো পেরুলাম। তারপর আমাকে নামিয়ে দেয়া হলো জঙ্গলে। আমি হারিয়ে গেলাম। তবু বাঁচার একটা সুযোগ পাবো। সম্ভব?'

ব্যাটারি প্রায় শেষ, কোনো জবাব এলো না।

বারবার ডাকলো রানা, 'দোয়েল, ডু ইউ হিয়ার মি?'

কোনো সাড়া নেই। তারপর, রানার মনে হলো, বব ফিদারহোপ কথা বলছেন। এতো অস্পষ্ট, কথাগুলো বোঝা গেল না। কিছু একটা বললো দোয়েল, তবে শব্দটা সম্ভব না অসম্ভব ঠিক বোঝা গেল না। আবার সাড়া পাবার চেষ্টা করলো রানা, কিন্তু বৃথাই।

রেডিও বন্ধ করে দিলো ও, মনিকার দিকে ফিরে ম্লান হেসে বললো, 'ওরা আমাদের নিতে আসছে। যে-কোনো মুহূর্তে পৌঁছে যাবে একটা পুমা হেলিকপ্টার।'

ধীরে ধীরে রানার মুখ থেকে মিলিয়ে গেল হাসিটা। ও একা নয়, সবাই ওরা উত্তর দিকে তাকালো। শব্দটা চিনতে ভুল হয়নি কারো। এখনো অনেক দূরে, আবছামতো শুনতে পেলো ওরা। ওদের মৃত্যুর শব্দ।

পাহাড়ের নিচ থেকে আকাশে উঠলো একটা সিগন্যাল রকেট, হিন্দকে পথ চেনাবার জন্যে। সামান্য ঘুরে গেল হিন্দের নাক, সরাসরি ছুটে আসছে পাহাড়টার চূড়া লক্ষ্য করে—ওরা যেখানে লুকিয়ে রয়েছে।

মনিকার কাঁধে হাত রাখলো রানা।

'নিয়তি বড় নিষ্ঠুর,' ফিসফিস করলো মনিকা। 'এ যেন দু'বার মরছি।' বেল্ট থেকে টোকারেভ পিস্তলটা বের করে রানার হাতে গুঁজে দিতে চেষ্টা করলো সে।

'না!' আঁতকে উঠলো রানা। 'এ আমি পারবো না! অতো সাহস আমার নেই!' ঝাপটা দিয়ে পিস্তলটা সরিয়ে দিলো ও।

'তাহলে? জানতে চাইলো মনিকা।

হাতের মুঠো খুলে ফ্র্যাগমেন্টেশন গ্রেনেডটা দেখালো রানা। জিনিসটা

দেখতে বিষাক্ত ফলের মতো। কেঁপে উঠলো মনিকা, অন্য দিকে তাকালো। 'এক নিমেষে শেষ হয়ে যাবে সব,' ফিসফিস করে আশ্বাস দিলো রানা। 'একই সাথে দু'জন চলে যাবো।' কিভাবে কি করতে হবে জানে রানা। বুকে বুক ঠেকিয়ে শুয়ে থাকবে দু'জন, মাঝখানে থাকবে গ্রেনেডটা।

মুখ তুলে হিন্দের দিকে তাকালো আবার। কাছে চলে এসেছে। কাজটা এখুনি করতে হবে, আর বেশি দেরি করা যাবে না। মনিকাকে বুঝতে দেবে না ও। একবার শুধু চুমো খাবে···।

হঠাৎ চোখ কুঁচকে উঠলো রানার। হিন্দের কাঠামোয় কি যেন একটা নেই বলে মনে হলো ওর। তারপর ধরতে পারলো ব্যাপারটা। উত্তেজিত হয়ে উঠলো রানা। 'একটা সুযোগ এখনো আছে,' ফিসফিস করে বললো মনিকাকে। 'ক্ষীণ একটু সম্ভাবনা, চেষ্টা করে দেখা যায়। লক্ষ্মী, মিনি, এদিকে এসো তো, মা! জলদি এসো!' শাঙ্গানি ভাষায় ডাকলো রানা। টলমল পায়ে ছোট্ট মেয়েটা এগিয়ে এলো।

'ওকে ধরো,' মনিকাকে বললো রানা, তারপর মিনির স্কার্টটা কোমরের ওপরে তুললো। স্কার্টের নিচে সুতী কাপড়ের নীল জাঙ্গিয়া পরে আছে মিনি। জাঙ্গিয়ার ওপরের কিনারায় ইলাস্টিক, সেটা টেনে ধরে ভেতরে কি যেন একটা ফেললো রানা। জিনিসটা মিনির নিতম্বের মতোই কালো, জাঙ্গিয়ার তলায় পড়ে থাকলো। 'ওটা ওখানেই থাক, কেমন? বের করো না, ঠিক আছে?'

মাথাটা দোলালো মিনি। রানা তাকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেলো।

পাহাড় চূড়ার কাছাকাছি এসে থামলো হিন্দ। প্রচণ্ড শব্দ হচ্ছে। এ/কে রাইফেল দিয়ে গুলি করলো মাবাসা, পুরো ম্যাগাজিনটা শেষ করলো সে। হিন্দের আর্মার গ্লাসের কোনো ক্ষতিই হলো না।

জেনারেল বাওনাকে দেখতে পেলো ওরা। উইপনস্ ককপিঠে বসে রয়েছে সে। সাদা দাঁত দেখে বোঝা গেল হাসছে। 'স্কাই শাউট' সিস্টেমের স্পিকার থেকে যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর গমগম করে উঠলো। 'গুড মর্ণিং, মেজর মাসুদ রানা। আপনি আমাকে নাচিয়েছেন বটে, তবে আপনার দৌড় এখানেই শেষ। আপনার লোকদের অস্ত্র নামিয়ে রাখতে বলুন, প্লীজ।'

'যা বলছে করো,' মাবাসাকে নির্দেশ দিলো রানা। ওর কথায় কান না দিয়ে রাইফেলে নতুন ম্যাগাজিন ভরছে মাবাসা। 'কি বললাম তোমাকে? রাইফেল ফেলে দাও! আমার একটা প্ল্যান আছে। আমার ওপর বিশ্বাস রাখো।'

তবু ইতস্তত করছে মাবাসা। হঠাৎ গর্জে উঠলো হিন্দের গাটলিং-ক্যানন। পাহাড়চূড়ার একটা পাথুরে অংশ চোখের পলকে ধুলোয় পরিণত হলো, ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে গেল ওরা সবাই।

'ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে রাজি নই আমি, মেজর রানা,' গমগম করে উঠলো জেনারেল বাওনার গলা। 'আপনার লোকদের মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়াতে বলুন।'

'যা বলছে করো!' আবার নির্দেশ দিলো রানা। প্রথমে পেনডুলা, তারপর মাবাসা, ধীরে ধীরে মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়ালো।

'এক পাক করে ঘুরতে বলুন সবাইকে। নিশ্চিত হতে চাই, ওদের সাথে আমাকে বিস্মিত করার কোনো উপকরণ নেই।'

তার নির্দেশ পালন করলো পেনডুলা ও মাবাসা।

'এবার তোমরা পরনের কাপড় খুলে ফেলো, তোমরা সবাই।'

ধীরে ধীরে কাপড় খুললো পেনডুলা ও মাবাসা। সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো।

'ঠিক আছে। এবার খোলা জায়গায় বেরিয়ে এসো, ঢাল বেয়ে খানিকটা নিচে নামো।'

পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো ওরা, ঢাল বেয়ে খানিকটা নিচে নেমে থামলো।

'এবার মেয়েরা!'

'সাহস হারিয়ো না,' মনিকার কানে কানে ফিসফিস করলো রানা। 'এখনো আমাদের সুযোগ আছে।'

ধীরে ধীরে দাঁড়ালো মনিকা।

'মিস মনিকা,' জেনারেল কিরিকিটি বাওনার যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর নিচের বনভূমি থেকে প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে এলো। 'আপনার পরনের কাপড়গুলো খুলবেন কি, প্লীজ?'

'খোলো, ইতস্তত করো না,' নির্দেশ দিলো রানা।

ছেঁড়া শার্টের বোতাম খুললো মনিকা। এলোমেলো চুলের ওপর দিয়ে শার্টটা তুলে আনলো সে। সকালের রোদে সাদা দেখালো তার স্তন জোড়া।

'এবার ট্রাউজার।'

চেইন টেনে ট্রাউজার খুললো মনিকা, পায়ের ওপর জড়ো হলো সেটা, লাথি মেরে সরিয়ে দিলো।

'বাহ্, ভারি সুন্দর। এবার বাকি কাপড়!'

মনিকার চেহারায় জেদ ফুটে উঠলো। 'না!' তীক্ষ্ণস্বরে আপত্তি জানালো সে। 'প্যান্টি খুলতে রাজি নই আমি! ইচ্ছে হলে মেরে ফেলতে পারে!'

'ঠিক আছে, ব্যাপারটা পরে বিবেচনা করা যাবে,' গমগমে গলায় বললো কিরিকিটি বাওনা। 'আপাতত আপনাকে লজ্জা ঢাকার সুযোগ দেয়া গেল। খোলা জায়গায় বেরিয়ে আসুন, প্লীজ।' তার নির্দেশ মতো পেনডুলার পাশে এসে দাঁড়ালো মনিকা।

'এবার তুমি, কালো পেত্নী,' বললো কিরিকিটি বাওনা।

মনিকার প্রতিবাদে কাজ হওয়ায় জেদ ধরলো মরিয়মও, স্কার্ট ছাড়া আর কিছু খুলতে রাজি হলো না সে। বাওনাও তাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করলো না। তারপর সে বললো, 'এবার মাসুদ রানা, আপনি আমার সেরা ট্রফি।'

দাঁড়ালো রানা। কোনো রকম ইতস্তত না করে এক এক করে শার্ট, ট্রাউজার ও আণ্ডারপ্যান্ট খুলে ফেললো।

'ভেরি ইন্টারেস্টিং, মেজর,' বললো বাওনা, কথার সুরে হাস্যরস মাখানো। 'আমরা, আফ্রিকানরা, ওই জিনিসটা নিয়ে গর্ব করি। কিন্তু আপনাকে দেখছি যে-

কোনো আফ্রিকানও ঈর্ষা করবে, বিলিভ মি।'

থমথম করছে রানার চেহারা, মুখ তুলে তাকিয়ে আছে হিন্দের দিকে। আসলে দূরত্ব মাপছে ও। ষাট গজ ওপরে শূন্যে স্থির হয়ে রয়েছে ওটা। অনেক দূরে।

'খোলা জায়গায় বেরিয়ে আসুন, 'মেজর, যেখানে আপনাকে ভালো করে দেখতে পাবো আমি। আমরা চাই না কোনো ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হোক, চাই কি?'

মিনির হাত ধরে ঢাল বেয়ে নামছে রানা। মিনির স্কার্টের নিচে গোল বস্তুটি হাঁটার তালে তালে দুলছে। জাঙ্গিয়াটা একহাতে ধরে আছে সে, তা না হলে কোমর থেকে নিচে নেমে যাবে ওটা। দশ পা, বিশ পা, হিন্দের দিকে এগোতে এগোতে গুণছে রানা। জেনারেল বাওনার চোখের পাতা দেখতে পাচ্ছে ও। এখনো চল্লিশ গজ দূরে হিন্দ। এখনো অনেক দূরে। মনিকার পাশে থামলো রানা। নগ্ন এবং অসহায়।

শাঙ্গানি ভাষায় অর্ডার করলো কিরিকিটি বাওনা। জঙ্গলের কিনারা থেকে হারে-রে-রে করতে করতে বেরিয়ে এলো রেনামো গেরিলারা, ঢাল বেয়ে উঠে আসছে। পর্তুগীজ পাইলট কুৎসিতদর্শন মেশিনটাকে আরো খানিক নিচে নামালো, তারপর আরো একটু; হেলিকপ্টার নিয়ন্ত্রণে নিজের দক্ষতা দেখাবার লোভ সামলাতে পারছে না।

ত্রিশ গজ, পঁচিশ গজ। টারবো এঞ্জিনগুলোর এয়ার-ইনটেক-এ কোনো ঢাকনি নেই, খোলা। একদৃষ্টে সেদিকেই তাকিয়ে আছে রানা। কাভার না থাকায় গর্তের ভেতর বিপুলবেগে ঘুরন্ত রোটর ব্লেডগুলো দেখা যাচ্ছে।

শূন্যে স্থির হলো হিন্দ। ওদের সামনে ভেসে রয়েছে। ককপিট থেকে ঘাড় বাঁকা করলো জেনারেল বাওনা, জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসা রেনামোদের দিকে তাকালো। তার এই অন্যমনস্কতারই সুযোগ নিলো রানা।

সামান্য ঝুঁকলো ও, এক ঝটকায় ওপর দিকে তুললো মিনির স্কার্ট। জাঙ্গিয়ার ভেতর হাত গলিয়ে মুঠোর ভেতর নিলো গ্রেনেডটা। বাইরে বের করেই পিনটা খুলে ফেললো। বিস্ফোরণ ঘটবে পাঁচ সেকেণ্ড পর। এক দুই করে তিন গুণলো রানা, তারপর পিঠটা ধনুকের মতো বাঁকা করে গ্রেনেডটা ছুঁড়ে দিল ওপর দিকে। ঠিক সেই সময় ওর দিকে ফিরলো জেনারেল বাওনা।

ইনটেক-এর কিনারায় লাগলো গ্রেনেড। বাড়ি খেলো। মুহূর্তের জন্যে মনে হলো, গর্তের ভেতর না ঢুকে নিচে খসে পড়তে যাচ্ছে। সাহায্য করলো ঘুরন্ত রোটর ব্লেডের তৈরি বাতাস, স্যাঁৎ করে টেনে নিলো ওটাকে। পরমুহূর্তে বিস্ফোরিত হলো গ্রেনেড।

এক নিমেষে হিন্দের এঞ্জিন টুকরো টুকরো হয়ে গেল। প্রচণ্ড একটা ঝাঁকি দিয়ে উল্টে গেল সেটা। ধোঁয়ার সাথে ইস্পাতের টুকরো বৃষ্টির মতো পড়তে লাগলো চারদিকে।

পাহাড়ের ঢালে পড়লো গানশিপ। রেনামোরা উঠে আসছিল, ডিগবাজি খেতে খেতে তাদেরকে নিয়ে নিচে নেমে গেল। জঙ্গল থেকে যারা বেরিয়ে

আসছিল, ছুটলো তারা দিগ্বিদিক্।

জঙ্গলের কিনারায় স্থির হলো হেলিকপ্টার। স্বচ্ছ ফুয়েল ঝর্ণার মতো বেরিয়ে আসছে মেইন ট্যাংক থেকে। উইপনস ককপিটের বুদবুদ ডিমের খোসার মতো খুলে গেল, বাইরে উঁকি দিলো জেনারেল বাওনার প্রকাণ্ড মুখ। লাফ দিয়ে ককপিট থেকে জঙ্গলে নামলো সে, বৃষ্টির মতো ফুয়েল পড়লো তার সারা গায়ে, ভিজে গেল কাপড়চোপড়।

জঙ্গলের ভেতর দশ কদমও এগোয়নি কিরিকিটি বাওনা, আগুন ধরে গেল হিন্দে। লাফ দিয়ে মাঝখানের ফাঁকটা পেরুলো আগুন, দপ করে জ্বলে উঠলো জেনারেল। ঠিক যেন একটা মশাল।

একটা ঝোপের সামনে পড়লো বাওনা। পাহাড়ের মাথা কেও তার আর্তনাদ শুনতে পেলো ওরা। অনেকক্ষণ ধরে জ্বললো মশালটা। তারপর ধীরে ধীরে নিভে গেল আগুন। কালো একটা বস্তার মতো পড়ে থাকলো লাশটা। কয়লা বললেই হয়।

মনিকার হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে রানা। আরেক হাতে ধরেছে মিনিকে। বাতাস দিক বদলাতে নতুন একটা শব্দ ঢুকলো ওদের কানে। ঘাড় ফেরালো ওরা। দক্ষিণ থেকে, লিমপোপো নদীর দিক থেকে আসছে আওয়াজটা। দূর আকাশের গায়ে পুমা হেলিকপ্টারটা এখনো ছোট্ট একটা বিন্দুর মতো। এঞ্জিনের শব্দ ধীরে ধীরে বাড়ছে।

ওর যে দক্ষিণ আফ্রিকায় আশ্রয় নেয়ার উপায় নেই, মনিকা এখনো তা জানে না। রানা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, একেবারে শেষ মুহূর্তে জানাবে তাকে। রানা নিজেও জানে না, কি আছে ওর ভাগ্যে। এমন হতে পারে, পুমাতে দক্ষিণ আফ্রিকার সামরিক পুলিস আছে, এখানেই গ্রেফতার করা হবে ওকে। আবার এমনও হতে পারে, পুমার পাইলট বব ফিদারহোপের নিজের লোক, লিমপোপো নদীর ওপারে রানাকে নামিয়ে দিতে রাজি হয়েছে সে। কিন্তু তারপর? দক্ষিণ আফ্রিকার বিশাল বনভূমিতে কতোদিন পালিয়ে বেড়াবে ও?

রানা জানে না, ওকে নিয়ে আরেকটা কাহিনী তৈরি হতে যাচ্ছে। সেটাও কম আনন্দের বা কম বেদনার নয়।

শেষ

মাসুদ রানা

শ্বাপদ সংকুল

(তিনখণ্ড একত্রে)

কাজী আনোয়ার হোসেন

আফ্রিকার গনগনে রোদ মাথায় নিয়ে
সিংহ ও হাতি শিকারে বেরিয়েছে দু'জন পুরুষ
আর একটি মেয়ে।
দুর্ধর্ষ মাসুদ রানার জন্যে
প্রেমের ডাকে সাড়া দেবার সময় এটা।
পরমাসুন্দরী, ধনীর দুলালী মনিকার
উপলব্ধি করার সময়: রূঢ় বাস্তবতা কাকে বলে।
আর তার পিতা–ধনকুবের এক নির্দয় ব্যবসায়ীর:
ভয়াবহ এক নেশায় উন্মাদ হবার সময়।
যা খুশি তাই ঘটে যেতে পারে এখন।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০